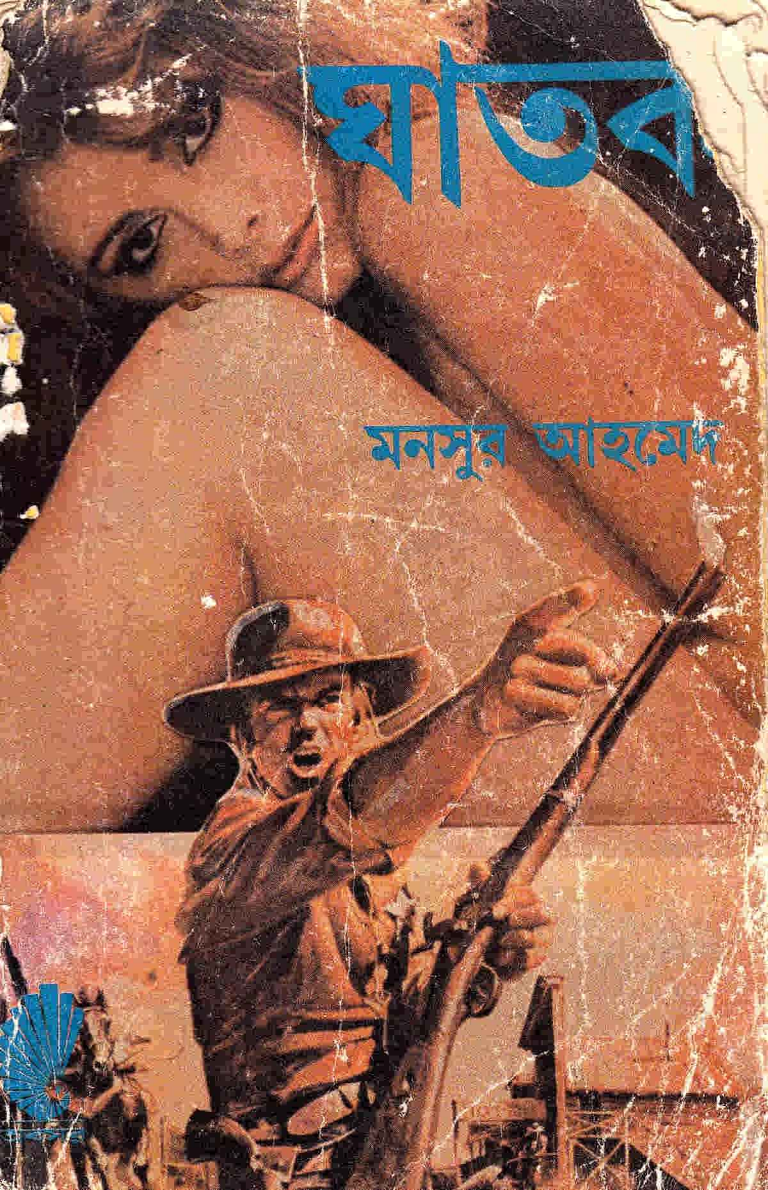
ঘাতক

মনসুর আহমেদ



[এই কাহিনীর চরিত্রগুলো কাল্পনিক]

ফজলুর রহমান
অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১, হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৬

মুদ্রণে : সোহেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৩ রূপলাল দাস লেন
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা—১
বিক্রয় কেন্দ্র ও পরিবেশক : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, পাটুয়াটুলী, রাজশাহী, রংপুর ও যশোহর। স্টুডেন্ট ওয়েজ, মাওলা ব্রাদার্স, বড়াল প্রকাশনী, জানা পাবলিশার্স (বাংলা বাজার), স্থবর্ণ, ঢাকা স্টেডিয়াম, কারেন্ট নিউজ (ঢাকা কলেজ গেট)।

এক

পাহাড়ের ঢালে ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে বসে আছে উইলি বার্নস। হারপার পরিবারের জাতশত্রু। এলাকার নামকরা মস্তান। স্কুইরেল রাইফেলে পাকা হাত ওর। চৌকশ গান ফাইটারের মতো লক্ষ্য স্থির না করেই গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু আজ ও লক্ষ্য স্থির করেই এসেছে। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ওর কামনার ধন। মেরী।

চার্চের দিকে এগিয়ে আসছে লারসেন। পরনে বরের পোশাক। পাশে ধবধবে সাদা কনের পোশাকে মেরী।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে লোগান হারপার। লারসানের ছোট ভাই। খুশিতে অস্থির। কখন শেষ হবে বিয়েটা। তারপর কী ফূর্তিইটা করবে ওরা। ভেবে রেখেছে সে। তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। আর তখনই নজরে এলো ব্যাপারটা। লতাপাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে ওটা। একটা রাইফেলের নল। চমকে উঠলো লোগান। ছুটতে লাগলো ওদিকে।

চার্চের পাত্রী উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন বর-কনের জন্যে। লোগানকে ছুটতে দেখলেন তিনি। কপালে ভাঁজ পড়লো কয়েকটা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করলো লোগানকে। তাঁরও নজর এড়ালো না বন্দুকের নলটা। বুঝতে দেরি হলো না। দৌড়ে ছুটে

গেলেন উইলি আর লোগানের মাঝখানে।

কিন্তু উইলি বার্নসের ইচ্ছাটা ছিলো অন্য রকম। আর দেরি করলো না সে। গর্জে উঠলো ওর বন্দুকটা।

দৌড়াদৌড়ির শব্দে মুখ তুলে তাকালো মেরী। গুলির শব্দ শুনেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো লারসেনকে। কিন্তু নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরাতে পারলো না মেরী। একটা ঝাঁকি খেলো ওর শরীরটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো বুক থেকে। তাজা রক্তে ভেসে গেলো বিয়ের পোশাক। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো মেরীর দেহটা। রক্তাক্ত। প্রাণহীন।

'উইলি—,'লোগানের চিৎকার প্রতিধ্বনি তুললো পাহাড়ের গায়ে। থমকে দাঁড়ালো বার্নস। রাইফেল তাক করা ওর হাতে। চোখে মুখে হিংস্র কাঠিন্য। নিষ্ঠুর চাহনি। দ্বিতীয়বার ট্রিগার টিপলো উইলি বার্নস।

বাতাসে শিস কেটে লোগানের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো গুলিটা। চকিতে ওর হাতে উঠে এলো পিস্তল। গর্জে উঠলো। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডিগবাজি খেয়ে পড়লো উইলি। ওর দেহটা গড়িয়ে নেমে এলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

উইলির লাশটা পাশ কাটিয়ে হেঁটে গেলো লোগান। সোজা বনের কিনার ঘেঁষে এগোলো। এই প্রথমবার পুরো বনটা হেঁটে পেরুলো ও।

শেরিফ ওলি ম্যাডোকের কথা ভাবলো লোগান। ওলি ডাকলেই ওকে ফিরতে হবে। কিন্তু শেরিফ ডাকলো না।

বন পেরিয়ে ঘরে ঢুকলো লোগান। মা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন ওর থমথমে মুখের দিকে। মিনিট খানেকের মধ্যেই সব ঘটনা

গুছিয়ে বললো মাকে। সবশুনে কঠিন হলো মা'র মুখ। রক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কী যেন ভাবলেন। হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন ওকে।

'লোগান, আমাদের ড্যাপেল এই এলাকার সব চেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়া। ওর মতো পাহাড় চড়িয়ে ওস্তাদ দ্বিতীয়টি আর নেই। ওটায় চড়ে চলে যা পশ্চিমে। লেখাপড়া না জানলেও বুদ্ধি আর সাহসের কমতি নেই তোর। কোনোদিন যদি প্রতিষ্ঠিত হতে পারিস, সুন্দর একটা ঘর তৈরি করবি। খবর পাঠালে সোজা গিয়ে উঠবো তোর ঘরে।'

কোনোদিনই স্বচ্ছল ছিলো না ওদের পরিবার। রাতদিন গা খাটিয়ে পেট চলতো। বাবা মারা যেতেই বার বার মা ওদের তাগিদ দিয়েছেন পশ্চিমে যেতে।

ছন্নছাড়া লোক ছিলো ওর বাবা। ঘরে মন বসতো না। ছটফট করতো। দৃঢ়তা ছিলো ওর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রামের প্রিয় লোক ছিলো ওর বাবা। মিষ্টি আর সুরেলা ছিলো তার গলাটা। গান ধরলে কাজ ছেড়ে ছুটে আসতো সবাই। বিস্ময়ে হতবাক হতো ওর গান শুনে।

'লোগান, আঠারোটা বছর তিল তিল করে মানুষ করেছি তোকে। বারোবছর থেকে তুই গুলি ছুঁড়তে আর দ্রু করতে শিখেছিস। তোর যখন পনেরো বছর বয়েস, একদিন তোর বাবা আমায় কাছে ডাকলেন। বললেন, পিস্তল চালাতে আর ঘোড়া ছোটাতে তোর নাকি জুড়ি নেই। তবে একটা কথা মনে রাখবি। অন্যায়কে কখনো প্রশ্রয় দিবি না। সত্য আর ন্যায়ের পথে চলবি। আইনের বিরুদ্ধাচারণ করবি না কখনো।' শালটা শক্ত করে গায়ে জড়িয়ে নেন মা।

'যদি বাঁচি, পশ্চিমে আবার দেখা হবে।'

দক্ষিণমুখো এগিয়ে পশ্চিমে দ্রুত ঘোড়া ছোটায় লোগান। স্টেটের সীমানা পেরিয়ে ওকে ধরতে আসবে না শেরিফ গুলি স্যাডোক। সন্ধের আগেই টেনেসির সীমানা অতিক্রম করে লোগান হারপার।

এরপরই শুরু হয়েছে উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো ট্রেইল। এঁকে বেঁকে চলে গেছে পশ্চিমে। আরকানসাস, ওজার্ক তারপর মিশেছে কানসাসের মাটিতে।

এক নাগাড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ক্লান্ত লোগান। ঝিম ধরে আছে পা-দুটো। সামনেই বাক্সটার স্প্রিং। লোকজন ওকে টেক্সাসের কাঁট আক্রান্ত গরু তাড়ুয়া বলেই ধরে নিয়েছিলো। তবে লোগানের পোশাক-আশাক আর চেহারা দেখে মত পাল্টালো ওরা।

মহামারীর কারণে গরু নিয়ে সরে গেছে টেক্সাসের লোকজন। মাইল খানেক দূরে ক্যাম্প করেছে ওরা। ড্যাপেলের পেটে গুঁতো দিয়ে সেদিকেই ছুটলো লোগান।

সুমসাম আঁধারে ঢাকা মাঠ। আগুন ঘিরে সবাই খাচ্ছে। ক্ষুধায় লোগানের নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাবার যোগাড়। দানাপানি পেটে পড়ে নি দু'দিন। পকেট ঠনঠনে। কিনতে পারবে না বলে কিছু খায়ও নি।

বেঁটেখাটো গোলগাল চৌকোমুখো এক লোক ওকে দেখেই খেঁকিয়ে ওঠে, 'এই যে ছোকরা, কী চাও এখানে?'

'কাজ খুঁজছি। তবে একটু খাবার পেলে মন্দ হতো না। আমি লোগান হারপার। টেনেসি থেকে পশ্চিমে রকির দিকে যাচ্ছি। কাজ পেলে আপাতত: থেকে যাবো।'

লোকটা ওর আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে। 'এসো, এসো। আগু-

নের সামনে বসে পড়ো। আমার ক্যাম্প থেকে কেউ না খেয়ে ফেরে নি। আমাকে বেলডেন বলেই ডেকো।'

ঘোড়াটা গাছে বেঁধে আগুনের সামনে পা গুটিয়ে বসে পড়লো লোগান। গোল হয়ে বসা লোকগুলোকে দেখছে ও। সবাই অপরিচিত। সুন্দর চেহারার এক লোক লোগানের দৃষ্টি কাড়লো। যুতসই তাগড়া শরীর। চোয়াল ঢাকা সোনালী দাড়ি।

'একে তো কৃষকের মতোই মনে হচ্ছে।'

'তাই নাকি?' লোগানের কণ্ঠে বিস্ময়।

'ওরা চাষ না করলে কী খেতে শুনি?'

'কিছু মনে করো না তুমি,' ওকে বুঝিয়ে বলে বেলডেন।' আমার এক লোককে কৃষকরা খুন করেছে।'

'ওদের একজনকে খুন করে প্রতিশোধ নেবো আমরা,' গম্ভীর গলায় কে যেন বললো কথাটা।

কণ্ঠে মাস্তানীর তেজ। এ ধরনের ফালতু লোক অনেক দেখেছে লোগান। মাঝ বয়সী লম্বাটে শরীর। হেলে পড়া ডান কাঁধ। ভ্রু দুটো জোড়া লেগেছে কপালে। উটের কুঁজোর মতো চোয়াল।

'এই যে মিস্টার,' ওকে ডাকলো লোগান। 'ইচ্ছে হলে এখনই চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

কথাটা শুনে ঘাবড়ে যায় লোকটা। চোখে মুখে ভীতির স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে ওঠে।

লোগানের গায়ে গেঁয়ো পোশাক। ঘরে তৈরি শার্ট প্যান্ট পরেছে ও। বুট জোড়ায় কাদার প্রলেপ। কৃষকের মতোই মনে হচ্ছে ওকে। তবে ওর গানবেল্টের দিকে চোখ পড়লে সবাই ধারণা বদলে ফেলবে নিমেষে।

'ঢের হয়েছে কানি, চুপ করতো,' লোকটাকে থামিয়ে দেয় বেলডেন। 'লোগান আমার অতিথি।'

বাবুর্চি খাবার দিয়ে যায়। পটাপট দু'প্লেট পেটে চালান করতেই শরীরের নিস্তেজ ভাবটা কেটে যায়। তিনকাপ গরম কালো কফি খেয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ায় লোগান।

সোনালী দাড়িওয়ালা এক নাগাড়ে ওর খাওয়া লক্ষ্য করছে। বেলডেনের কাছে সরে আসে ও। 'বস, লোকটা যে ভাবে খেলো, ওভাবে কাজ করলে সুবিধেই হবে তোমার। ওকে নিয়ে নাও।'

'আগে দেখো ব্যাটার লড়াই করার অভ্যেস আছে কি না,' ঝট করে কথাটা বললো কানি।

খাবার প্লেটটা তখনও পড়ে আছে। লোগান প্লেট ধুয়ে তুলে রাখলো। কানির দিকে ফিরে দাঁড়ালো। 'শোন মিস্টার, মাকে কথা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। তাই এতক্ষণ গুলি করি নি তোমাকে। কিন্তু বাঁকা কথা বললে ইচ্ছে বদলাবো আমি।'

ওর ইচ্ছেটা কানিও বুঝে ফেলেছে। তাচ্ছিল্যের ভাব ওর ঠোঁটে। দৃষ্টিতে ঘেন্না। লোগান ভাবলো, একদিন ওর হাতেই মারা পড়বে কানি।

হঠাৎ ক্ষেপে যায় কানি। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায়। 'শালা, মাকে কথা দিয়ে এসেছো না?' কথাটা বলেই এগিয়ে যায় লোগানের দিকে।

'এক পাও আর এগোবে না, লোগান গুলি ছোড়ার আগেই, আমার গুলিতে বুক ফুটো হয়ে যাবে তোমার।' গলাটা লারসেন হারপারের।

'মাকে কথা দিয়েছি, সাবধানে চলাফেরা করবো।' ওর দিকে

ফিরে লোগান বললো কথাটা।

'আমিও।'

লারসেন নেমে পড়লো ঘোড়ার পিঠ থেকে। ঘামে ভেজা শরীর। ওঠানামা করছে ওর প্রশস্ত বুক। গানবেল্ট বাঁধা কোমরে। লোগান জানে, মনটা যতই নরোম হোক না কেন, প্রয়োজনে পিস্তল কাজে লাগাতে দ্বিধা করবে না লারসেন।

'তোমরা দু'ভাই নাকি?' অবাক হয়ে গেছে বেলডেন।

'হ্যাঁ আমরা দু'ভাই। ভাগ্য গড়তে পশ্চিমে যাচ্ছি।'

'দু'জনকেই কাজে নেবো আমি।' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো বেলডেন।

এভাবেই কর্মজীবন শুরু হলো দু'ভায়ের। আর সেদিন থেকেই বন্ধু পেল ম্যাট গিলেমকে। সোনালী দাড়িওয়ালা লোকটা। বেলডেনের এই ড্রাইভের ফোরম্যান ম্যাট।

ড্রাইভের সব লোকই লারসেনকে পছন্দ করে। খোলামেলা উদার মনের মানুষ ও। গলা ছেড়ে গান গেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। শিক্ষিত না হলেও কঠোর নিয়মে গড়া ওদের জীবন।

কিন্তু লোগান কারও দৃষ্টি কাড়তে পারে নি। সাধারণ কর্মঠ লোক বলে সবাই ধরে নিয়েছে ওকে। 'দু'ভায়ের মধ্যে আমিই টাফ্ লোক—'লোগানের এ কথায় হেসে লুটোপুটি খায় সবাই। হাসে না দু'জন। ম্যাট গিলেম আর ওয়ালরাসের মতো মোচওয়ালা বেঁটে খাটো এক লোক। নাম তার ফেরী ম্যানডার্স।

ড্রাইভের তৃতীয় দিনে ম্যাট গিলেম ঘোড়া ছুটিয়ে ওর কাছে এলো। 'রিড কানি পিস্তল বের করলে সে রাতে কী করতে তুমি?'

'গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতাম ওর বুক।'

'আমিও তাই আশা করেছিলাম। লোগান, তুমি ম্যাট বলেই ডেকো আমাকে। লম্বা নাম একদম পছন্দ না আমার।'

মাইলকে মাইল ঘাসের কার্পেট বিছানো কানসাসের সমতল ভূমি। দিগন্তে ছুঁয়েছে আকাশ। কোমর অবধি বাড়ন্ত ঘাসের ডগা। ওর মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মোষের সাদা হাড়-গোড়। বাতাস ঢেউ খেলছে ঘাসের ডগায়।

পাঁচদিনের মাথায় দলটার গতিরোধ করে দাড়ালো ক'জন ঘোড়সওয়ার। বিপদটা আঁচ করে এগিয়ে যায় লোগান।

রোদের আগুন বাতাসে হল্‌কা ছড়ালেও দিনটা বেশ সুন্দর। নীল আকাশের শেষ প্রান্তে এক চিলতে মেঘ।

কাছাকাছি এসে লাগাম টেনে ঘোড়া থামায় ও। স্যাডেলে ঝুলছে স্পেন্সার। ট্রিগারের কাছাকাছি ওর ডান হাত।

ময়লা জামাকাপড় আর চেহারা সুরত দেখে লোকগুলোর উদ্দেশ্য চট্‌ করে বুঝে ফেলে লোগান।

'গরু থামাও। খবরদার আর এক পাও এগোবে না। সেটেলমেন্টের অনেক গরু চুরি করে এনেছো। ক্ষেতের অর্ধেক ফসলও নষ্ট করেছো তোমরা।

'বুকের পাটা থাকে তো আমাদের থামাও।' তেজী কণ্ঠে গর্জে উঠে লোগান। স্পেন্সার কক করার শব্দ পেয়ে সাবধান হয়ে যায় ঘোড়সওয়ার লোকগুলো।

'মুখ সামলে কথা বল্‌ ছোকরা,' ঝাঝালো কণ্ঠে ধমকে ওঠে ওদের দলনেতা।

'স্পেন্সার দেখেও আন্দাজ হচ্ছে না ?'

লোগানকে মাপছে ওরা। পিস্তলে কত দ্রুত হাত হতে পারে

ওর ?

'বাক,' দলনেতাকে ডাকে ওর স্যাঙাত। 'ওকে ক্ষেপিও না। ছেলেটাকে চিনি আমি। ব্যাটা তুখোড় পিস্তল বাজ। ওর কথা আগেই বলেছি তোমাকে। লোগান হারপার ওর নাম।'

টাকি ক্লাটের আইকেনের লোক এরা। চুরি ডাকাতি আর লুট-তরাজের জন্যে লোকজন পাহাড় থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওদের।

'তোমাকে আন্দাজ করতে পারি নি বন্ধু,' বাকের কণ্ঠে তোয়াজের সুর। 'যাও, যাও, তোমরা। কেউ বাধা দেবে না।'

'ধন্যবাদ। তবে বাধা দিলেও রুখতে পারতে না।'

গরুর পাল খেদিয়ে আসছে ওরা পেছনে। ম্যাট গিলেম, ফেরী ম্যানডার্স আর রিড কার্নি। ঘোড়সওয়ার দেখে ওরা আঁতকে উঠলো। ঘামে ভেজা শরীর। দলবল ফিরে যাচ্ছে দেখে ওরা বিস্মিত না হয়ে পারলো না।

ছুটে এলো বেলডেন। 'লোগান, ওরা কী জন্যে এসেছিলো ?'

'গরু কেড়ে নিতে।'

'তারপর ?'

'না নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে গেলো।'

চমকে ওর মুখের দিকে তাকায় বেলডেন। লোগান ততক্ষণে ড্যাপলের পেটে গুঁতো মেরে সটকে পড়েছে।

'কী বুঝলে ?' বেলডেনের গলা লোগান শুনতে পায়। 'কসম খেয়ে বলছি লোকটা বাক র‍্যাণ্ড।'

'লোকটা বাক র‍্যাণ্ডই,' গলাটা ভিজিয়ে নেয় ফেরী ম্যানডার্স। 'তবে লোগানের তুলনাই হয় না।'

রাতে আগুনের পাশে বসে কথাটা তোলে লারসেন। 'টাকি

ক্লাটের আইকেনও ওদের দলে ছিলো,' কথাটা জানাতে ভুললো না লোগান।

আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছিলো রিড কার্নি। 'আইকেন? ও ব্যাটা আবার কে?'

'পাহাড়ে থাকে, লোগানকে চেনে লোকটা।'

কথাটা শুনে মন্তব্য করে না কার্নি। আড়চোখে চেয়ে থাকে ও। লুকিয়ে যে ওর ক্ষমতা মাপতে চেষ্টা করছে সেটা উপলব্ধি করে লোগান।

দুই

প্রেইরী আর আকাশ। ধু ধু দিগন্ত। দিনে প্রখর সূর্যের আলো আর অন্ধকার রাতে ঝলমলে তারা। গরুর পাল চলেছে পশ্চিমে।

শিং দিয়ে গড়া সমুদ্র যেন। হাঁটছে, নড়ছে, দুলছে। মাঝে মধ্যে ছুটছে ডাইনে বাঁয়ে।

রাতে ক্লান্ত ঘোড়া শ্লথ গতিতে এগোয়। মিটমিটে তারার দিকে চেয়ে বুক মুচড়ে ওঠে লোগানের। মনে পড়ে মায়ের কথা।

ওদের মন কেড়ে নেয় প্রেইরীর সৌন্দর্য। অপার বিস্ময়ে নেচে ওঠে সবার মন। গরুর পাল নিয়ে এগোয় আর মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, হ্রদ, পাহাড় আর ঘাসের সমুদ্র।

এই নতুন পরিবেশে ওর খুব একটা খারাপ লাগে না। আসে ম্যাট গিলেম, ফেরী ম্যানডার্স। গরু চরানোর তাবৎ অভিজ্ঞতা

আয়ত্ত করে ফেলে লোগান। লেখাপড়া জানা লোক ম্যাট গিলেম। মার্জিত কথাবার্তা। বিন্দুমাত্র অহংকার নেই ওর মনে।

ম্যাট ওকে কবিতা শোনায়। ইতিহাসের কথা বলে। শুনতে শুনতে লেখাপড়ার দিকে আগ্রহ ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

ম্যানডার্স কম কথার লোক। অথচ যা বলে তার তুলনা নেই। মোষ শিকার ওর নেশা। মোষ চরানোয় ওর মতো অভিজ্ঞ লোক দ্বিতীয়টি নেই।

'ইচ্ছে করলে ফাঁকতালে টাকা পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারি আমরা,' ফেরী ম্যানডার্স ওকে বললো একদিন। 'পশ্চিম কানসাস থেকে কলোরাডোর বনে জঙ্গলে বেড়াচ্ছে অসংখ্য বনগরু। দাবিদার নেই। দক্ষিণের স্প্যানিশ সেটেলমেন্ট থেকে গরুগুলো পালিয়ে এসে বনে ঢুকেছে।'

ম্যানডার্সের প্রস্তাবে কেউ রা' না করলেও সবার মাথায় পাকা-পোক্ত ভাবেই বাসা বাঁধে চিন্তাটা।

এক ফাঁকে একান্তে ডেকে নেয় লারসেনকে। বোঝাপড়া করে। ওদের ঘরবাড়ি, জায়গা জমি দরকার। টাকা পয়সা জমিয়ে ঘর বানাবে। নিজেদের ঘর। মাকে এনে তুলবে সে ঘরে।

'তাহলে পুরো একটা দল খাড়া করতে হবে,' ওকে বললো লারসেন। ওদের বিশ্বাস ম্যাট গিলেমও দলে ভিড়তে রাজি হবে।

'লুফে নেবার মতো প্রস্তাব তোমার,' ম্যানডার্সকে বললো লোগান। 'তবে ম্যাটকে সাথে নিলে দলটা বেশ শক্তিশালী হতো।'

'ও তো এক পায়ে খাড়া,' জানালো ফেরী ম্যানডার্স।

কানসাস মিশৌরী সীমান্ত এড়িয়ে বেলডেন গরুগুলো খেদিয়ে নেয় ঘাসভর্তি সমতলে। ওর ইচ্ছে গরু একটু তরতাজা হলেই ঝেড়ে

দেবে। রেল লাইন হওয়াতে ক্রেতার ভিড় বছরভর লেগে আছে এখানে।

ছোট্ট শহর অ্যাবিলেন। ছোট হলেও লোগান আর লারসেনের চোখে নতুন। কখনো শহর দেখে নি ওরা।

রেল লাইনের কথা শুনেছে, চোখে দেখা এই প্রথম। বিস্ময়ে দু'টো ছড়ানো লোহার পাতের দিকে চেয়ে থাকে ওরা। দিগন্ত রেখার বুকে জোড় দেওয়া ট্রেইল যেন।

শহরের বড় হোটেল। ব্রাইটন। ছ'টা সুন্দর থাকার ঘর। সেলুন আর কামারশালা। দোতলা স্টেজ স্টেশন আর একটা ক্রন্টিয়ার স্টোর। এই নিয়েই অ্যাবিলেন শহর।

ড্রোভারস কটেজেও থাকার ব্যবস্থা আছে। ওখানকার রান্নাবান্না সব মেয়েরাই করে।

গরু পাহারায় রেখে বেলডেন ছুটলো শহরে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে গরু বেচে দেবে এখানেই। শহরটা নতুন। তেমন পছন্দ নয় ওর। লোকজনের কথাবার্তাও ওর কাছে ভদ্রগোছের ঠেকছে না। বেলডেন চলে যেতেই লোগান আর লারসেন বেরিয়ে পড়লো ওরাও দেখবে শহর।

চোখে মুখে আনন্দের ঝিলিক। জীবনে এই প্রথম শহর দেখবে ওরা। সুরেলা গলায় গুনগুনিয়ে গান ধরেছে লারসেন। ড্রোভারস কটেজের ঝুল বারান্দায় দাঁড়ানো এক মেয়ে। অবাক বিস্ময়ে দেখছে নতুন শহরটা। কাছাকাছি আসতেই মেয়েটি ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সোনালী চুল চকচক করছে আলোয়। দুধে আলতা গায়ের রং

মেয়েটার। লারসেনের মুগ্ধ দৃষ্টি ঝুল বারান্দায় আছড়ে পড়ে।

'লারসেন,' ধমকে ওঠে লোগান। 'ধড়টা নিয়ে পশ্চিমে যেতে হলে একটু সামলে চল। কিছু একটা হলে ব্যাটারা কলজে উপড়ে ফেলবে।'

'ভয় পাচ্ছিস?' ওকে পাত্তাই দেয় না লারসেন। 'দাঁড়িয়ে দ্যাখ, মেয়ে পটাতে হয় কীভাবে।'

বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ায় লারসেন। হ্যাট নামিয়ে বো করে সম্মান দেখায়। 'বিকেলটা কি সুন্দর, তাই না ম্যাম?'

লারসেন সুপুরুষ। দেখতেও ফিটফাট। মেয়েদের দৃষ্টি কাড়তে ওস্তাদ ছেলে।

কোন কথা বললো না মেয়েটা। ঠিক তখনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালো রাসভারী এক লোক। 'এই ছোকরা, মেয়েটাকে বিরক্ত করছো কেন? ভাড়াটে কাউহ্যাণ্ডের সাথে ও মেলামেশা করে না।' কর্কশ শোনালো ওর গলা।

মাঝবয়েসী লোকটাকে দেখে ঘাবড়ে যায় লারসেন। নিজেকে সামলে নেয় দ্রুত।

'দুঃখিত স্যার। শহরে নতুন এসেছি তো। কিছু মনে করবেন না।'

কথাটা বলে আর দাঁড়ায় না ওরা। ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা সেলুনের সামনে থামে। হিচিং রেলে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢোকে।

ছোট হলেও সেলুনটা সুন্দর। পরিবেশটা পছন্দ করার মতো। দশফুট লম্বা বার কাউন্টার। কাঠের গুঁড়োয় লেপা মেঝে। বারের পেছনে আধ ডজন বোতল সাজানো। ব্যারেল ভরা কমদামী হুইস্কি। এ সব হুইস্কি কৃষকদের হাতে চোলাই করা।

ড্রিংক শেষ করে সেলুনের পেছন দরজায় এসে দাঁড়ায় ওরা।

ধুলোময়লার পুরো আস্তরণ লেপা শরীর। গোসল করলেই ঝরঝরে হবে শরীর। সারি সারি খালি ব্যারেল দেখেই কথাটা ওদের মনে পড়ে। গোসল করার জন্যেই ব্যারেলগুলো এখানে রাখা হয়েছে।

'এই যে ভদ্রলোক, দেখেশুনে ব্যারেলে ঢুকো। গতকাল গোসল করতে নেমে এক লোক র‍্যাটেল সাপের খপ্পরে পড়েছিলো,' সেলুনের এক লোক ওদের সাবধান করে দেয়।

লারসেন আর ম্যাট গিলেম গোসল সেরে বেরিয়ে গেছে। একটা ভাঙ্গা আয়না যোগাড় করে দাড়ি কাটছে লোগান। সেভ করেই কাপড় ছেড়ে ব্যারেলে নেমে পড়ে।

ঝপাঝপ কয়েক মগ পানি ঢালতেই শরীরটা জুড়িয়ে যায়। সাবান মেখে চোখ খুলতেই থ বনে যায় লোগান। পলক পড়ে না চোখের। বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায় ওর শরীর। দরজা ঠেলে পায়ে পায়ে আসছে রিড কানি।

পিস্তলটা হাতের কাছে থাকলেও ঢাকা। দ্রুত হাতে নেওয়া অসম্ভব।

ব্যারেলের পানিতে লোগানের উদোম শরীর। পিস্তল থেকেও নেই। এগিয়ে আসছে রিড কানি। টগবগিয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ওর মাথায়।

বাঁচতে হলে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু কী করবে ও? পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালেই বিপদ। কানির পিস্তল রেহাই দেবে না ওকে। উদোম শরীরে বেরোবেই বা কেমন করে? সাবানে চোখ কুট কুট করছে ওর।

বুদ্ধিটা হঠাৎই খেললো ওর মাথায়। সাবান পানির মগটা নাগালের মধ্যেই।

'আফশোস হচ্ছে আমার,' দেঁতো হাসি কানির ঠোঁটে, 'বিপদে ফেলে ভাইটা মৌজ করছে হোটেলে।' মুখে চুক চুক শব্দ করে রিড কানি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে ও। তিন ফুটের ব্যবধানে থমকে দাঁড়ালো রিড কানি। চোখে ওর খুনের নেশা।

'ব্যাটা জাহান্নামের কীট। তোকে আমার এক মুহূর্তও সহ্য হয় না। তোর মাস্তানী আজ খতম্।' কথাটা শেষ করে পিস্তলে হাত চলে যায় ওর।

আচমকা দুলে ওঠে লোগানের হাত। এক ঝটকায় মগটা ছুঁড়ে মারে ওর মুখে।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে কানি। দু'চোখ চেপে পেছনে সরে যায়। ব্যারেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে লোগান। বেরিয়েই ব্যারেলটা দু'হাতে তুলে ছুঁড়ে মারে ওর মাথায়। চোখ মুছেই গুলি ছুঁড়েছে কানি। গুলিটা লোগানের কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। গুলির সাথে সাথেই ব্যারেলটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওর মাথায়। ওক কাঠের ব্যারেল। লোহার মতো শক্ত। মাথাটা থেত্‌লে যায় কানির। কাটা গাছের মতো পড়ে যায় মেঝেতে।

লোকজন দৌড়ে আসছে সেলুন থেকে। তোয়ালে টেনে লোগান গা মোছে। হাতের কাছেই রেখেছে পিস্তল। কানির ভাই-বেরাদর এলেও ঠেকানো যাবে।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে মাঝ বয়েসী এক লোক। লম্বা চওড়া, দাগ ভর্তি মুখ। সৌখিন পিস্তলবাজের মতো বেল্টে বাঁধা পিস্তল। ওর পিছু পিছু এগিয়ে এলো ফেরী ম্যানডার্স। সবার পেছনে ম্যাট গিলেম।

'কী হয়েছে লোগান?'

'কানি আমাকে খুন করতে এসেছিলো।'

'তুমি একা। বিপদে পড়তে কতক্ষণ? কথাটা ভাবতে ভাবতে ফিরে আসছিলাম,' বলতে বলতে এগিয়ে এলো ম্যাট গিলেম।

মুখে দাগওয়ালা লম্বাটে লোকটা ফেটারসান। কানির সাঙাত। ওর হাবভাবে লোগান সতর্ক হয়ে দাঁড়ায়।

'জ্ঞান ফিরলে তোমার চামড়া ছাড়াবে রিড কানি,' রাগে জ্বলছে ওর চোখ।

গায়ে কাপড় চড়িয়ে গানবেল্ট বেঁধে নেয় লোগান। হোলস্টার ঠিক করে ফেটারসানের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

'বেতন নিয়ে সটকে পড়তে বলো ওকে।'

ক্ষিধেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে। ড্রোভারস কটেজে ঢুকে পড়ে তিনজন। থমকে দাঁড়ায় ওরা। লারসেন। রসিয়ে কথা বলছে মেয়েটার সাথে। মেয়েটির বাপকেও দেখলো ওরা। জাঁকিয়ে বসেছে মেয়ের পাশে। 'জমিয়ে ফেলেছে দেখছি,' চোখাচোখি হলো ওদের।

খেতে খেতে ফন্দিফিকির আঁটে ওরা। বনগরু ধরে রোজগারের হিসেব কষে। 'পশ্চিমের ট্রেইল আর বনপ্রান্তরে লুকিয়ে আছে হাজারো বিপদ। বিপদ মোকাবিলার কৌশল নিয়ে ওরা তর্ক জুড়ে। কোমানচী, কিওয়া আর ইউট ইণ্ডিয়ানদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এগুনোর পথঘাট জেনে নেয়।

সেদিন রাতেই বেলডেন ওদের ডেকে পাঠায়। গরুগুলো ও ভালদামেই বেচে দিয়েছে। বেতন পরিশোধের জন্যে সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছে ও।

পঁচিশ ডলারের বেশি জীবনে রোজগার করে নি ওরা। বেঁচে

থাকার সব খোরাকই পেয়েছে পাহাড়ে। বাড়তি রোজগারের দরকার পড়ে নি। কাপড়চোপড়ও হাতে বুনে পরেছে। এই প্রথম বেলডেনের অধীনে কাজ করেছে ওরা। মাথাপিছু পঁচিশ ডলার চুক্তিতে।

সবাই বেতন নিয়ে চলে গেছে। সবশেষে লোগানকে ডেকে পাঠায় বেলডেন। ঘরে ঢুকতেই ইংগিতে ওকে কাছে ডেকে বসায়। নিজে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে কতক্ষণ। কলমটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখে।

'সকালে টাউন মার্শাল এক ডাকাতকে পাকড়াও করে এনেছে। লোকটার নাম আইকেন।' থেমে দম নেয় বেলডেন। লোগানের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে। 'সত্যি করে বলতো, প্রেইরীতে বাক র‍্যাণ্ডের দলবলের সঙ্গে সেদিন আইকেনও ছিলো, তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আইকেনের সাথে কথা বলেছি আমি। সবকিছুই ও খুলে বলেছে আমাকে। তোমার জন্যেই সেদিন এই ডাকাতগুলো আমার গরুগুলো ছিনিয়ে নিতে পারে নি। তুমি ছিলে বলে গোলাগুলি করতেও সাহস পায় নি ওরা। নইলে জান নিয়ে ফিরতে পারতাম না আমরা। প্রেইরীতে আইকেন ঠিকই চিনতে পেরেছিলো তোমাকে। বাক র‍্যাণ্ডকে সেই থামিয়েছে। আমি অকৃতজ্ঞ নই, লোগান। তাই বেতনের সাথে উপরি পাওনা হিসাবে ছ'শো ডলার বেশি দিচ্ছি।'

বেলডেনের কথা শুনে লোগানের বুকটা ধড়ফড়িয়ে ওঠে। ছ'শো ডলার! এতটাকা দেখার সৌভাগ্য এখনও ওর হয় নি।

ড্রোভারস কটেজ থেকে রাস্তায় নেমে দাঁড়ায় লোগান। বড্ড খুশি খুশি লাগছে ওর। পা বাড়াতেই ট্রেইলের ওদিকে চোখ পড়ে। ছ'সারিতে ছ'টা ওয়াগন শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথম

ওয়াগন তিনটি আমি অ্যাম্বুলেন্সের মতো। ওয়াগন ঘিরে ডজন খানেক মেক্সিকান। গায়ে ওদের বাকস্কিন স্যুট। মেক্সিকান টুপি পরেছে মাথায়। পেছনের ওয়াগনেও পাহারাদার দেখে বিস্মিত লোগান থমকে দাঁড়ায়।

কোমর পর্যন্ত ছোট্ট জ্যাকেট পরেছে ওরা। নিচে ঝোলা আঁট-সাঁট প্যান্ট। জুতোয় চাকার মতো বড় বড় স্পার। চকচকে রাইফেল সবার হাতে। কোমরে নতুন পিস্তল। সৌখিন টেক্সাস কাউহ্যাণ্ডের মতো মাথায় বাঁধা রেশমী ফিতা। দলটার সাজপোশাক দেখে লোগানের মনে হলো নিজেদের জৌলুস জাহির করতেই বেরিয়েছে ওরা।

ওদের ঘোড়াগুলো মন কাড়লো লোগানের। তেজী ছটফটে বড়সড় ঘোড়া। ছলকি চালে এগিয়ে আসছে দলটা। সাহসী কেতা-দুরস্ত লোকজন। চেহারা দেখেই ক্ষমতা মেপে নেওয়া যায়। ওরা কি লড়াই করতে ছুটছে? ভাবলো লোগান।

ড্রোভারস কটেজের সামনে এসে থামলো ওয়াগন। লোগান একটু সরে দাঁড়ায়।

ধবধবে ফর্সা, লম্বামতো এক বুড়ো ওয়াগন খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পেকে সাদা হয়ে গেছে বুড়োর চুল। গোঁফেরও একই দশা। হাত উঁচিয়ে কাকে যেন নামতে সাহায্য করছে বুড়ো। ওর হাত ধরে রাস্তায় নেমে এলো মেয়েটা। পনের ষোল বছর বয়স হবে মেয়েটার। অপূর্ব সুন্দরী। চোখ সরাতে পারছে না লোগান। রূপ যেন চোখ ঝলসে দিয়েছে ওর।

সান্তা ফি'তে মেক্সিকোর প্রভাবশালী আলভারেজ'রা অনেক আগে থেকেই পত্তনি নিয়ে বসত গড়েছে। ছোটবেলায় লোগান

বাবার কাছে এদের অনেক গল্প শুনেছে। এরাও হয়তো ওদিকেই যাচ্ছে।

হঠাৎ বুদ্ধি খেলে যায় ওর মাথায়। দলে এদের জনা চল্লিশেক সশস্ত্র মেক্সিকান। অর্থাৎ চল্লিশটা নতুন রাইফেল। ইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত এ অঞ্চলে চল্লিশজন লোকের একটা শক্তিশালী দল। এতবড় একটা দলকে আক্রমণ করে কুলিয়ে উঠতে পারবে না কেউ। ওদের সাথে চারজন ভিড়ে গেলে কেমন হয়? ভাবছে লোগান। বিপদ এড়িয়ে অনেকটা পথ এগুনো যাবে।

ম্যাট বা ফেরীকে কোন আভাস না দিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে পড়ে লোগান। ডাইনিং রুমে রমরমা অবস্থা। মনে হচ্ছে এদের পকেটে পয়সার কমতি নেই। সবার পছন্দ মতো খাবার পাওয়া যায় এই ড্রোভারস কটেজে।

বুড়ো লোকটা রিকার্ডো আলভারেজ। মেয়েটি ওর নাতনী। রোসিতা। এক টেবিলে বসে খাচ্ছে ওরা। মেক্সিকান সাঙ্গোপাঙ্গোরা ঘিরে রয়েছে ওদের। লোগানকে এগুতে দেখে লোকগুলো উঠে দাঁড়ায়। হুকুমের অপেক্ষায় আছে ওরা।

'স্যার,' রিকার্ডো আলভারেজের কাছে এসে দাঁড়ায় লোগান। 'মনে হয় আপনারা সান্তা ফি'র দিকেই যাচ্ছেন। তিনজন সঙ্গী নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছি আমি। কিন্তু ভরসা পাচ্ছি না। পথটা বিপজ্জনক। যদি অনুমতি দেন আপনাদের দলের সাথে নিশ্চিন্তে কিছুটা পথ আমরা এগুতে পারবো।'

মুখ তুলে ওকে দেখছে বুড়োটা। চোখদুটো ঠাণ্ডা বরফের মতো স্থির। চোয়ালটা শক্ত। রিকার্ডো মুখ খুলতেই ওকে ইশারায় থামিয়ে দেয় রোসিতা। নিচু স্বরে কথা বলে ওর কানে কানে।

'দুঃখিত, দাদু বলছেন আপনাদের সাথে নেওয়া সম্ভব নয়', মেয়েটি লোগানকে ওদের অপারগতার কথা জানিয়ে দেয়।

'আমাদের চেনেন না, জানেন না। হয়তো এজন্যেই বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা। তবে মিস্টার বেলডেনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। উনি আমাদের ভালো করেই চেনেন।'

'সত্যিই আমরা দুঃখিত', বিরক্ত হলো মেয়েটা। 'শুনেছি আপনাদের কেউ কেউ নাকি সুযোগ পেলেই আমাদের আক্রমণ করবেন?'

'আমি লোগান হারপার, ম্যাম.' বো করে সম্মান জানিয়ে ওকে বললো লোগান। 'পশ্চিমে যাবার তোড়জোড় করেই টেনেসি ছেড়েছি। আপনাদের পথ আগলে কোনো ব্যাটা যদি ঝামেলা করে, জানাবেন, সুরত বদলে দেবো না।'

লোগানের কথা শুনে হেসে ফেলে রোসিতা। এ ধরনের সোজা কথার ছেলে ওর বেশ পছন্দ। বুকে ডর ভয় নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে হোটেলে ঢোকে লারসেন। মেয়েটি আর তার বাবাও আছে ওর সাথে।

বারান্দায় ফিরে আসে লোগান। লজ্জায় রাঙা চোখ মুখ। অপমানিত বোধ করছে ও। সারি সারি দাঁড়ানো ওয়াগন। ওদিকেই চেয়ে আছে লোগান। ওয়াগনের ভেতরটা ঘরের মতোই পরিপাটি করে সাজানো।

লারসেন কখন এসে দাঁড়িয়েছে টের পায় নি। 'রিকার্ডো আল ভারেজকে চেনো নাকি?'

'বুড়োটা তাহলে রিকার্ডো? এই প্রথম কথা বললাম ওর সাথে।'

'সাবধান। লোকটা কিন্তু সুবিধের নয়। লাফার্টির কাছে সব

শুনেছি আমি।' লারসেন ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়—'রিকার্ডোকে উৎখাত করতে যাচ্ছে লাফার্টি দলবল নিয়ে।'

'ওর নাম লাফার্টি? মেলামেশার ভালো লোক জুটিয়েছো দেখছি।'

'জেড লাফার্টি আর ওর মেয়ে জুলি। নিউ ইংল্যাণ্ডের প্রভাবশালী লোক। শহর উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ। মেয়েটি আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে পশ্চিমে আসতে চায় নি। বাবার আদর্শই ওকে টেনে এনেছে।'

কথাগুলি লোগানের ভালো লাগে না। কেমন যেন ঘেন্না ঘেন্না হচ্ছে ওর। তবে ভাইটা যে জুলির প্রেমে পড়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বাপ বেটির অন্ধ ভক্ত হয়ে গেছে লারসেন। নিজের বুদ্ধি বিবেক হারিয়ে ফেলেছে।

'বিনা কারণে কেউ ঘর ছাড়ে? খুঁজে দেখো পশ্চিমে আসার পেছনে ওর মতলব আছে। আমাদের কথাই ধরো না। টেনেসিতে ভাগ্য ফেরাতে পারি নি। ছুটে যাচ্ছি। জেড লাফার্টিও উদ্দেশ্যের পেছনেই ছুটছে।'

ওর কথা বলার ধাঁচটা লারসেনের ভালো লাগে না। বিরক্ত হয়। 'কি যা-তা বলছো। এলাকার প্রভাবশালী লোক লাফার্টি। সাধারণ লোক সম্মান করে ওকে। ওখানে থাকলে এতদিন সিনেটর হতো।'

'একেবারেই মাথা বিগড়ে দিয়েছে মেয়েটা। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যা নয় তাই বলেছে।'

'তুমি বুঝতে পারছো না, লোগান। ওরা ভদ্র আর সম্মানিত। ওর মতো লোকের সাথে সদ্ভাব রাখা উচিত তোমার।'

'কি ল্যাঠারে বাবা। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সময়

কই ? রুটি রুজির চিন্তায় ব্যস্ত আমি। অত সময় হাতে নেই।'

এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়বে ভাবে নি লারসেন। কথাটা খুলেই বললো ও। 'কাজের অফার দিয়েছে লাফার্টি। আমরা সবাই ওর হয়ে কাজ করতে পারি। বেতনও দেবে ভালো।'

'ওর কাজ ?' অবাক হবার ভান করলো লোগান।

'স্প্যানিশ গ্রান্টের পুরোনো জমিগুলো নিয়ে লাফার্টি বসত বাড়ি গড়ে তুলবে।'

'দলবল আছে নাকি ওর ?'

'ডজন খানেক লোক নিয়ে দল গড়েছে। আরও লোক নেবে। ওর দলের একজনের সাথে কথা বলেছি আমি। লোকটার নাম ফেটারসান'

'কাটা দাগ আছে ওর ঠোঁটে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি চেনো নাকি ?' লারসেনের চোখে বিস্ময়।

সেলুনের ঘটনা আদ্যোপান্ত ওকে জানায় লোগান। ফেটারসান যে ওকে অকথ্য ভাষায় শাসিয়েছে তাও জানাতে ভোলে না। বিস্ময়ে থ মেরে যায় লারসেন।

'তাহলে ওর চাকরি নেবার প্রশ্নই ওঠে না' লারসেনের আগ্রহ হঠাৎ করেই থিতিয়ে গেলো।

'ফেটারসানের এই আচরণের কথা লাফার্টির জানা উচিত। আমি নিজেই ওকে বলবো।' হঠাৎ ওর গলাটা বুজে এলো। 'লোগান, জুলিকে ভালবাসি আমি।'

লোগান হোঁচট খেলো কথাটা শুনে। 'মেয়েদের পেছনে ঘুর ঘুর করার অভ্যেস তো আগে দেখি নি ?'

'জুলি অন্য ধাঁচের মেয়ে। ভদ্র। আদব কায়দা জানে। শহুরে

মেয়েদের মতো উন্নাসিকতা নেই।'

সুন্দরী মেয়ে দেখে বুদ্ধিশুদ্ধি খুইয়ে ফেলেছে লারসেন। ওর অবস্থা দেখে লোগান ফাঁপড়ে পড়ে যায়। কী করবে ওকে নিয়ে ? মেয়েটাও কম যায় না। ঠিকই ছলা কলা দেখিয়ে বশ করে ফেলেছে ওর আহাম্মক ভাইটাকে।

লোগান ঘাবড়ে গেছে অন্য একটা কথা ভেবে। স্প্যানিশ গ্রান্টের জমিতে লাফার্টি বসতবাড়ি গড়বে। কেমন করে ? গ্রান্টের স্থায়ী বাসিন্দারা কী দোষ করেছে ? ওরা যাবে কোথায় ? লোগানের সারা শরীরে প্রতিক্রিয়াটা ক্রমশ ছড়াতে লাগলো।

রিকার্ডো কতটুকু শক্তিধর ? ফেটারসান আর ওর দস্যুদলকে ঠেকাবার মতো শক্তি কি ওর আছে ? কিন্তু লোগান এসব কেন ভাবছে ? ভেবে কী লাভ ? রিকার্ডো ওর কে ? ওদের সমস্যা নিয়ে মন খারাপ করার মানেই হয় না। হাজারো সমস্যা ওর নিজের। বন গরু ধরার দিনক্ষণও ঠিক করে ফেলেছে মনে মনে। আবার সেই বন, পাহাড়ে সূর্যোদয়। খোলা আকাশের নিচে আলো আঁধারির খেলা। রোমাঞ্চের নেশায় লোগানের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কালই যাবে ও বনগরু ধরতে।

ওর ছ'বছরের বড় লারসেন। চেহারা সুরত চোখে লাগার মতো। টকটকে ফর্সা গায়ের রং। ওকে দেখে এমনিতেই পটে যায় মেয়েরা। ওর কী দোষ।

লারসেনকে কী বলে ঠেকাবে এখন লোগান? বয়স তো কম হয় নি ওর। মেরীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল লারসেন। স্বপ্ন দেখেছিলো ঘর বাঁধার। পারে নি। উইলির গুলি খান খান করে ভেঙ্গে দিয়েছে ওর স্বপ্নটা। কিন্তু মুষড়ে পড়ে নি। ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে।

ডোভারস কটেজ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলো লোগান। দাঁড়ালো। প্রশস্ত রাস্তার দু'প্রান্তে চোখ বুলিয়ে হাঁটতে লাগলো আনমনে। সারা রাস্তা জুড়ে রিকার্ডোর সশস্ত্র লোকজন।

'লোগান—,' বাতাস কাঁপানো শব্দে চমকে ওঠে লোগান। রাস্তার ওপাশে হাতে ইশারা করছে ফেরী ম্যানডার্স। উত্তেজিত কণ্ঠে কী যেন বলছে। সম্বিত ফিরে পায় লোগান।

চকিতে ফিরে তাকায়।

পথ ভেঙ্গে এগিয়ে আসছে কার্নি।

তিন

গ্রামের লোকজন লারসেনকে ভালবাসতো। সমীহ করতো। ও ছিলো সবার মাথার মণি। মনে ঘোরপ্যাঁচ নেই। ওকে আপন ভাবতো সবাই। কিন্তু লোগানের মনের কাছাকাছি আসে নি কেউ। বুঝতে চেষ্টাও করে নি ওর মনটা। ছোটবেলা থেকেই ওর একগুঁয়ে স্বভাব। কাজ ছাড়া কিছু বোঝেও না। গাম্ভীর্যের আড়ালে চেপে রাখতো নিজেকে। ও ভালবাসতো বনজঙ্গল, জীবজন্তু আর নিঃসঙ্গ ট্রেইল। পাহাড়ের ধূসরতায় হারিয়ে যেতো লোগান।

বাবার কথা এখনও ওর মনে পড়ে। বাবা ওকে প্রায়ই বলতেন, 'কারও পছন্দ অপছন্দের পরোয়া করবি না। নিজের ওপর ভরসা রাখবি। নিজের শক্তিকে প্রাধান্য দিবি। কাজের মধ্যে দিয়ে সৎ বন্ধু বেছে নিবি। বিপদে আপদে ওরাই বুক উঁচিয়ে দাঁড়াবে তোর

পাশে।' বিপদে পড়লেই বাবার কথাগুলো ওর মনে পড়ে যায়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে রিড কার্নি। থমথমে রাস্তা। বিপদের গন্ধ পেয়ে কেটে পড়েছে লোকজন। বাতাসে ধুলোর পাক। কার্নির চোখে রক্ত পিপাসা। লোগানকে খুন করে পিপাসা মেটাবে রিড।

পা মেপে এগিয়ে আসছে রিড কার্নি। মুহূর্তে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায় লোগানের দেহে। একটা চাপা কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ে পরতে পরতে। এমন অনুভূতি ওর শরীরে এই প্রথম।

হিংস্র অনুভূতিটা হঠাৎ করেই আবার মিলিয়ে গেলো। ধীরে ধীরে কমে এলো অস্থিরতা। নিষ্পলক স্থির ওর দৃষ্টি। কার্নির এগিয়ে আসার গতি, নড়াচড়ার ভঙ্গি একাকার হলো ওর চেতনায়।

কার্নির পেছনে কাভার দিয়ে এগিয়ে আসা ডাকাতগুলোও চোখ এড়ালো না লোগানের। ফেটারসানকে চিনলো ও। অন্য দুজন অপরিচিত।

লোগান একা। সেলুনে ফুর্তি করছে লারসেন। রাস্তার ওপাশে ফেরী ম্যানডার্স। নেকড়ে চোখো বুড়ো ম্যানডার্সই ওর ভরসা। বাতাসে দুঃস্বপ্নের ঢেউ। লোগানের শরীর টানটান হয়ে এলো। এই অন্তিম মুহূর্ত মোকাবেলার জন্যেই যেন ওর জন্ম।

এগিয়ে আসছে রিড কার্নি। লোগানকে মেপে মেপে এগুচ্ছে। একটু পরেই ওর ফুটো হওয়া শরীরটা মাটিতে পড়ে থাকার দৃশ্যটা কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হচ্ছে। লোগান হত্যার খোশগল্প দ্রুত ক্যাম্পে ক্যাম্পে কীভাবে ছড়িয়ে পড়বে ভেবে খুশিতে ঘেমে উঠছে। ওর ভয়ে আউটল' আর পিস্তলবাজের ঘুম হারাম হয়ে যাবে।

পুরোপুরি নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছে লোগান।

মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। নিজের সত্তা নিয়ে ও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে।

সেলুনের দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসে রিকার্ডো। ভেতরে ভ্যাপসা গরম। বাইরের ফুরফুরে বাতাস বুড়োর শরীর চাঙ্গা করে তোলে। ভ্রমণের ক্লান্তি কাটাতে সিগার ধরিয়ে লম্বা টান মেরে ভুসভুসিয়ে ধুয়া ছাড়ে। তারপর রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে। ম্যাচ ধরানোর শব্দ পেয়েই লোগান বুঝে নিয়েছে লোকটা রিকার্ডো আলভারেজ। রিড কার্নি আধাআধি দূরত্ব অতিক্রম করতেই লোগান পা বাড়ায় ওর দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রিড কার্নি।

এতটা ও আশা করে নি। ভেবেছিলো ভয় পেয়ে এগোবার সাহস হারিয়ে ফেলেছে লোগান। কিন্তু ওকে এগিয়ে আসতে দেখে আতংকে কার্নির বুকটা ধড়ফড় করে উঠলো। এই প্রথম মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করলো রিড কার্নি। ভয়ে গুটিয়ে নিলো নিজেকে। যেন এই পঞ্চাশ গজ দূরত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ওর সারাটা জীবন।

রিডের চোখে চোখ রেখে এগিয়ে আসছে লোগান হারপার। চলার গতিতে ভয় ডরের বালাই ওর নেই। কার্নির ভয়ার্ত চোখ দুটো ওর নজর কাড়লো। রিডের চোখে চোখ রেখে সিদ্ধান্তটা হঠাৎই নিয়ে ফেললো লোগান। ওকে মারার প্রয়োজন নেই। ওতো এক জিন্দা লাশ। ভয়কে জয় করতে পারে নি। জীবনের এই চরম সন্ধিক্ষণে অভিজ্ঞ মানুষে রূপান্তরিত হলো লোগান। বয়েস আর অভিজ্ঞতা দুই'ই বেড়ে গেলো।

গুলি ছুঁড়তে ব্যর্থ হয়েছে রিড কার্নি। চতুর গানফাইটার প্রথম সুযোগটাই কাজে লাগায়। ড্র করার সময় পেরিয়ে গেছে। পিস্তল কাজে লাগাবার ব্যর্থতা ওর সাহসটুকু কেড়ে নিয়েছে। জীবনের চরম

অভিজ্ঞতা থেকে লোগান বুঝেছে ওর সামনে কোনোদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে না রিড কার্নি। কী লাভ ওকে মেরে?

আরও কাছে এগিয়ে এসেছে লোগান। এক পা পিছু হটলো রিড। দম নিতে ওর কষ্ট হচ্ছে। শেষ সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে। পারছে না।

আর এক কদম এসে লোগান থমকে দাঁড়ালো।

উত্তেজনায় রিডের বুক উঠানামা করছে। হাঁপাচ্ছে ও। যেন পাহাড়ী চড়াই উতরাই পেরিয়ে এইমাত্র দৌড়ে এসেছে।

'তোকে খুন করবো আমি, রিড।'

মৃত্যুর স্পষ্ট ছায়া দেখছে ও লোগানের চোখে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রিড।

'ভেবেছিলি সস্তায় বাজিমাত করবি,' লোগানের ঠোঁটে ক্রূর হাসি। পিস্তলে হাত দিলে অনেক আগেই তোর মরা লাশ পড়তো মাটিতে।

'কিন্তু তোকে মারবো না আমি, গানবেল্ট খুলে সোজা হয়ে দাঁড়া। চালাকির চেষ্টা করলেই মরবি। তবে একটা কথা মনে রাখবি। দুনিয়ায় মানুষ জন্মায় একবারই।'

রা করতে ভুলে গেছে মানুষ। সুমসাম নিঃশব্দ বাতাস। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে মানুষের ভিড়। যে কোন মুহূর্তে ঘটে যাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

রাস্তার ধুলো উড়ছে বাতাসে। ড্রোভারস কটেজের বারান্দায় পাটাতনের কাঠে কারও পা বদলাবার শব্দ হলো।

'গানবেল্ট খুলে ফেল রিড', লোগানের চিৎকারে সন্ত্রস্ত লোকজন নড়েচড়ে ওঠে।

চোখ বিস্ফারিত রিড কার্নির। শক্ত কাঠ হয়ে গেছে শরীরটা। গালের কিনারে ঘামের দীর্ঘ রেখা। ঢোঁক গেলার চেষ্টা করেও পারছে না। ধীরে ধীরে রিড কার্নির হাতটা গানবেল্টের দিকে এগিয়ে যায়।

গানবেল্ট খুলে মাটিতে ছুঁড়ে দেয় রিড। ভিড়ের ভেতর কে যেন হাঁফ ছাড়ে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে পুরো শহরটা। একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চায় না ওরা। ভেবেছিলো রিড হয়তো শেষ সুযোগটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটলো না। 'বাঁচার সখ থাকলে জীবনে এমুখো হবি না। বেলা থাকতে শহর ছেড়ে চলে যা।'

পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ায় রিড কার্নি। হাঁটতে শুরু করে। প্রথমে ধীরে তারপর দ্রুত এগোতে থাকে। কয়েকবার হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে। আবার উঠে দাঁড়ায়। বড় রাস্তার শেষ প্রান্তে গিয়ে দৌড়াতে শুরু করে রিড কার্নি।

ঝুঁকে গানবেল্ট হাতে তুলে নেয় লোগান। ড্রোভারস কটেজের খোলা দরজার দিকে পা বাড়ায়।

বারান্দায় সবার উৎসুক দৃষ্টি ওর দিকে। লারসেন, জুলি, লাফার্টি, রিকার্ডো আলভারেজ আর ওর নাতনী রোসিতা।

পা ছড়িয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ফেটারসান। ওর সামনে ফেরী ম্যানডার্স। প্রতিশোধ নিতে এসে ভয়ে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেটারসান। ম্যানডার্সের হাতে মরার কোনো ইচ্ছে নেই ওর।

লোগানের বুকে চেপে থাকা শক্ত পাথরটা নেমে গেছে। শরীরটা হালকা লাগছে ওর। জীবনকে বাজি রেখে জিতে গেছে লোগান।

'তোমরা সবাই ভেতরে এসো, ড্রিংক অফার করছি আমি,' হাত নেড়ে সবাইকে কাছে ডাকে লোগান।

'ড্রিংক করবো না। শুধু এক কাপ কফি খাবো,' ম্যানডার্স লোগানের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

ফেটারসানের দিকে চোখ পড়লো লোগানের। ভালোমানুষ সেজে একপাশে আড়াল নিয়েছে। ওকে কাছে ডাকে। 'তুমিও ড্রিংক করে যেও কিন্তু।'

মুখ খিস্তি করতে গিয়েও অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেয় ফেটারসান। 'নিশ্চয়ই ড্রিংক করবো। যা দেখালে তার তুলনাই হয় না।'

ঠোঁটে চেপে রাখা সিগার নামিয়ে আনে রিকার্ডো আলভারেজ। ছাই ফেলতে ভুলে গেছে এতক্ষণ। খেয়াল হতেই হাত নেড়ে মাটিতে ছাই ঝেড়ে ফেললো রিকার্ডো। স্মিত হেসে লোগানের দিকে চেয়ে স্প্যানিশে কি যেন বললো।

স্প্যানিশ ভাষা লোগান বোঝে না। ফেরী ম্যানডার্স ওকে রিকার্ডোর কথা বুঝিয়ে দেয়। 'ভদ্রলোক বলছেন, ইচ্ছে করলে বন্ধুদের নিয়ে তুমি ওদের সাথে পশ্চিমে যেতে পারো। তোমার সাহস আর বুদ্ধির তারিফ করছেন রিকার্ডো আলভারেজ।'

সান্তা ফি'র ট্রেইল সবচেয়ে পুরনো। মিশৌরী থেকে আসা ভারী ওয়াগনের চাপে ট্রেইলের এখানে সেখানে গভীর গর্ত। ওটা রাস্তা না হলেও গত পঞ্চাশ বছর ওয়াগন যাওয়া-আসার ফলে গর্তের রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেরী ম্যানডার্স এ পথ ঘুরে গেছে অনেককাল

আগে।

ওয়াগনের সাথী ওরা চারজন। চঞ্চল ওদের মন। স্বপ্নে ভরা বুক। পশ্চিমে যাচ্ছে ওরা। স্প্যানিশ গান শুনে আগুনের চারপাশে রাত কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে লোগান আর লারসেন।

যাত্রার পুরো সময়টা ম্যানডার্সের অভিজ্ঞতা শুনে কাটায় লোগান সিওক্স আর নেজ পারস, ইণ্ডিয়ানদের সাথে দীর্ঘকাল কাটিয়েছে ফেরী ম্যানডার্স। ওদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি সবই ওর জানা। ইণ্ডিয়ানরা তেজী ঘোড়ার ভক্ত। লোগান মন দিয়ে শোনে ওর অভিজ্ঞতার কথা।

লোগানের গায়ে সেই পুরনো জামাকাপড়। নতুন জামাকাপড় কিনে নেয় এক মেক্সিকান লোকের কাছ থেকে। বাকস্কিন স্যুট পরে ওদের একজন হয়ে মিশে যায় লোগান।

শরীরে মাংস লেগেছে। ওজনও ওর পঞ্চাশ পাউণ্ড বেড়ে গেছে। রোদে পুড়ে তামাটে রং লেগেছে চামড়ায়। চেহারা সুস্পষ্ট বদলালেও কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা ঠিকই রয়ে গেছে পুরনো জায়গায়।

প্রথম কদিন রিকার্ডো বা রোসিতাকে দেখে নি লোগান। মাথাও ঘামায় নি। নিজের কাজে ব্যস্ত থেকেছে।

ট্রেইলের পাশে পাহাড়ী বন। ট্রেইল ছেড়ে লোগান বনের দিকে ঘোড়া ছোটালো। হরিণ চোখে পড়েছে ওর। চোখ কান খোলা রেখে গাছের আড়ালে আবডালে এগিয়ে যাচ্ছে লোগান। তিনশো গজ দূরে হরিণটাকে দেখতে পেলো ও। কান খাড়া। মাথা উঁচিয়ে গন্ধ শুকছে। গুলি করলো লোগান। অব্যর্থ ওর নিশানা। পেছনে শব্দ পেয়ে চমকে লোগান ফিরে তাকালো। রিকার্ডো আর রোসিতা। শিকারে ওর হাত দেখে বুড়ো খুশি হয়েছে।

ওয়াগনের পাশাপাশি ঘোড়ার পিঠে চলছে লোগান। ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে রোসিতাকে বেশ ক'বার দেখেছে ও। কথা হয় নি। একঘেয়েমি কাটাতে একদিন ঘোড়া ছোটালো লোগান। সামনে ট্রেইল দেখে ফিরতে কেটে গেল বেশ কদিন। ওয়াগনের কাছাকাছি আসতেই দেখলো রোসিতা এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

দেশটা আজব। দূর থেকে কিছুই ঠাওর হয় না চোখে। ধাঁধা লাগে। উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মনে হবে খানা খন্দ, হ্রদ বা গিরিখাদ। কিন্তু কাছে এলেই চোখে পড়বে ওগুলোর আড়ালে আবডালে ওৎ পেতে বসে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইণ্ডিয়ান।

একটা টিলার ওপর ঘোড়া থামালো লোগান। টিলার ওপাশে পাইন বন। বনের কিনারে গভীর খাদ। ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস নেই। আঁতিপাতি করে বন দেখছে লোগান। রোসিতা ঘোড়াটা ওর পাশে এনে থামালো।

ভ্রমর কালো গভীর চোখ এই মেক্সিকান মেয়েটার। সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকালে বুকটা ধড়াস করে ওঠে লোগানের। রোমাঞ্চ অনুভব করে। জীবনে এত সুন্দর মেয়ে ও দেখে নি।

'মিস্টার লোগান, জায়গাটা তোমার সাথে ঘুরে ফিরে দেখলে কিছু মনে করবে নাতো?'

'কী যে বলেন! তবে আপনার দাদু কী বলবেন? টেনেসির বিতাড়িত কোনো লোকের সাথে নাতনীকে ঘুরতে দেখে উনি কি খুশি হবেন?'

'দাদুর অনুমতি নিয়েই এসেছি। তোমার আপত্তি থাকলে বলো।' কপট রাগের সাথে বললো রোসিতা।

টিলার এ জায়গাটার বাতাস ভীষণ ঠাণ্ডা। ধুলোবালির চিহ্ন মাত্র

নেই। ওয়াগনের সারি তখনও আধমাইল পেছনে। লোগান ছ' একটা স্প্যানিশ ভাষা লিখে নেয় ওর কাছে।

'তুমি কি সান্তা ফি'তে যাবে?'

'না ম্যাম, আমারা বনগরু শিকারে বেরুবো।'

নরোম কচি ঘাসে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে ওরা মাটিতে বসে পড়লো। রোসিতা আইরিশ বংশোদ্ভূত। ওর কাছে অনেক কিছু জেনে নেয় লোগান। বেছে বেছে ফাইটারদেরই দলে নিয়েছে রিকার্ডো। সতর্ক চোখ ওদের। সারাক্ষণ রোসিতাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে একজন গার্ড।

মাঝে মধ্যেই রোসিতা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দাঁড়ায় ওর পাশে। রাজ্যির সব কথা বলে যায় একনাগাড়ে। লোগান নীরব শ্রোতা। কখনও ওয়াগন ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায় ওরা। পেছনে মেক্সিকান গার্ড। এদিক ওদিক ওর সতর্ক দৃষ্টি। ইণ্ডিয়ানদের ভয়ে সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে রোসিতা।

একদিন লাফার্টি'র কথা ওকে জানায় লোগান। ব্যাটার মতলব-টাও খুলে বলে। কথাটা রিকার্ডোকেও জানাতে অনুরোধ করে।

লোগান জানতে পারে পত্তনি যাদের নামে দেওয়া হয়েছে তারাই জমির মালিক। ওদের বিতাড়িত করার অধিকার কারও নেই।

খবরটা শুনে লোগানকে ধন্যবাদ জানায় রিকার্ডো। জেড লাফার্টি এর আগেও সান্তা ফি গেছে। দল পাকাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এবার দলবল নিয়ে যাচ্ছে সেটেলমেন্ট উৎখাত করতে।

অস্থির হয়ে উঠেছে ফেরী ম্যানডার্স।

'জায়গাটা ইণ্ডিয়ান প্রধান অঞ্চল। কিন্তু একটাও ইণ্ডিয়ান দেখলাম না আজতক। লক্ষণটা ভালো নয়। লোগান, সতর্ক থেকো।

বেশি দূরে যেও না।'

ছটফট করছে ম্যানডার্স। ঘোড়ার পিঠে ওয়াগনের এমাথা ওমাথা হাঁটছে। শান্তি পাচ্ছে না।

'তোমরা তো দেখ নি ওদের, বুঝবে না। কী সাহসী আর দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এই নেজপার্স ইণ্ডিয়ানগুলো! ক্ষেপে গেলে কয়েকশ' মাইল ধাওয়া করে শত্রুর।

'ইণ্ডিয়ানদের সাথে লড়েছি। থেকেওছি ওদের সাথে। পথ ভুলে ওদের গ্রামে যদি ঢোকো, জামাই আদর করবে। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে বেরুলে ওরাই তোমাকে খুন করবে। কারণ তখন ওদের শত্রু তুমি।

ইণ্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেও বন্ধুত্ব গড়া যায়। লড়ুয়ে লোক-জনকে ওরা শ্রদ্ধা করে। ভীতু লোক ওদের দুচোখের বিষ। স্রেফ খুন করে ভুলে যাবে ওর কথা।'

রাতে আগুন ঘিরে হৈ চৈ করে ওরা। লারসেন মেক্সিকানদের আইরিশ গান শোনায়। আনন্দে মেক্সিকানরা চিৎকার করে ওঠে। দূর থেকে ভেসে আসে কয়োটের ডাক।

ফেরী ম্যানডার্স আগুনের অনেক পেছনে বসে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে। লোগান এর কারণ জানে। আলো থেকে অন্ধকারে চোখ গুলিয়ে ওঠে। কিছু দেখা যায় না। গুলি করার প্রশ্নই ওঠে না। ইণ্ডিয়ান এলাকা এটা। সতর্ক না থাকলে অবধারিত মৃত্যু।

লারসেন এক মুহূর্তের জন্যেও জুলিকে ভুলতে পারছে না। লোগানের ওপর ক্ষেপে আছে বেচারা। মেয়েটার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে ওকে।

'লাফার্টি' প্রচুর টাকা পয়সা ঢালছে ওর লোকদের পেছনে,'

রাতে একা পেয়ে লোগানকে খবরটা জানায় লারসেন।

'বদ মতলব আছে ওর,' জবাবটা শুনে লারসেনের গা জ্বলে ওঠে।

'আমি জানি জুলি আর লাফার্টি'কে দু'চোখে দেখতে পারো না তুমি।'

'দেখ লারসেন, ওদের আমি চিনি না। শুধু একটা কথা বুঝতে পারি। অন্যের জায়গা জমি ছিনিয়ে বসত গড়ে তুলতে চায় লাফার্টি। এটা কি ভদ্রলোকের কাজ?'

লারসেন মুখ খিস্তি করতেই উঠে দাঁড়ায় ম্যাট গিলেম। 'এই, কী হচ্ছে? ঘুমিয়ে পড়তো। সকালে উঠেই রওয়ানা দেবো আমরা।'

ওদের না বলা কথাগুলো মুখেই আটকে রইলো।

লাফার্টি'কে সহ্য করতে পারে না লোগান। বদমেজাজী, রুক্ষ কথাবার্তা। শুনলেই গা ঘিন ঘিন করে।

ওর ধারণা লোকটা ধড়িবাজ। মিছেই ফটফট করে। সহায় সম্পদ থাকলে মেয়েকে নিয়ে এই বিপদ সংকুল পথে ছুটে এসেছে কেন?

খুব ভোরে উঠে পড়লো ওরা। ক্যান্টিনে পানি ভরলো। পথে পানি পাবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঘাসের ডগায় গরম বাতাসের শিস। মাড ক্রীকের পানি কানায় কানায় ভরে থাকে। যাবার সময় ওরা দেখলো শুকনো খটখটে ক্রীক। এক ফোঁটা পানিও নেই। এখান থেকে মাইল সাতেক দূরে আরও একটা ওয়াটার হোল আছে। কিন্তু পানি পাবার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

দুর্দান্ত গরম হয়ে উঠছে সূর্যের তাপ। ঘোড়ার খুরের চাপে ধুলোর মেঘ। ধুলোর ঝাপসা ট্রেইল পেছনে ফেলে ছুটছে ওরা। এ অবস্থায় ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকা ইণ্ডিয়ানদের সহজেই চোখে

পড়ে যাবে।

'কঠিন রুক্ষ দেশটা। চামড়া পুড়িয়ে দে'য়া গরম। যেখানে যাচ্ছি সেখানকার অবস্থা আল্লাই জানে কেমন।'

'দারুণ খারাপ। তবে এ আবহাওয়া যাদের সয়ে গেছে তাদের কথা আলাদা। ওখানে কোমানচী ইণ্ডিয়ানদের চোখ ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়। পানির সমস্যাটাই প্রধান ওখানে। যাও দু'একটা ওয়াটার হোল আছে তাতে সবার গলা ভিজানোই মুশকিল।'

প্রায় প্রতিদিনই ঘোড়া ছুটিয়ে ওর কাছে চলে আসে রোসিতা। অনেক দূর তক এগিয়ে যায়। কমলা রঙা সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে লুকোচুরি খেলে।

মেয়েদের দিকে নজর দেবার ফুরসত লোগানের মেলে নি। পরিচয়ও হয় নি। মেয়েদের দেখে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে ওর মুখ। গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। রোসিতাই প্রথম মেয়ে যাকে ও সহজভাবে নিয়েছে। ওর সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে। লোগানের ক্লান্তিবোধ নেই। ওর সারা মনপ্রাণ জুড়ে রোসিতা।

ষোল বছরের যুবতী মেয়ে রোসিতা। সুন্দরী। দেখলে চোখ ফেরানো কোনো পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। স্প্যানিশ মেয়েরা এ বয়সেই বিয়ে করে সংসারী হয়। ছেলেপুলের জন্ম দেয়। কিন্তু লোগানের কী আছে? চাল-চুলোহীন ভবঘুরে এক যুবক। সম্পত্তি বলতে ঐ ড্যাপেল, একটা স্পেন্সার আর কোল্ট।

মেক্সিকানদের সাথে লোগানের ওঠা-বসার কমতি নেই। গলায় গলায় মিশে গেছে ওদের সাথে। এখন ওদেরই একজন লোগান। স্বদেশীর মধ্যে না দেখলেও ঐ অশিক্ষিত মেক্সিকানদের সরলতা ওকে মুগ্ধ করেছে। লড়তে ওরা অভ্যস্ত। দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। প্রভুভক্ত,

শক্তিশালী আর বিশ্বাসী ওরা।

হাল্কা পাতলা শক্ত গড়নের লোক মিগুয়েল। ঘোড়া ছোটাতে ওস্তাদ। বয়সে লোগানের বড়। ছিমছাম সুন্দর চেহারা। লোগানের মতোই সাহসী। ঝুঁকি নিয়ে ঘোড়া ছোটাতে ওর জুড়ি পাওয়া ভার।

ওদের বস জোয়ান টোরেস। মেক্সিকান। পেশীবহুল তরতাজা শরীর। মুখে হাসি না থাকলেও ব্যবহার পোক্ত। রাইফেল শুটার হিসাবে খ্যাতি আছে ওর। ছোটবেলা থেকেই আলভারেজ ওকে মানুষ করেছে। রিকার্ডোকে বাবার মতোই শ্রদ্ধা করে টোরেস।

পিট রোমেরো ছাড়া আরও একজন তুখোড় মেক্সিকান আছে ওদের দলে। এ্যান্টোনিও বাকা। ক্ষুদে শয়তানের মতোই লোকটার ব্যবহার আর চাল-চলন। নিজেকে টোরেসের চেয়েও ভয়ংকর ভাবে ও।

লোগানকে কথাটা জানালো ফেরী। 'রোসিতা তোমার সাথে ঘোরাফেরা করলে বাকা কিন্তু খেয়াল রাখে। সাবধানে থেকো।'

'মেয়েটার সাথে মেলামেশা ও হয়তো সুনজরে দেখছে না।'

'ব্যাটা বড় খেড়েল। ভাবভঙ্গি ওর সুবিধের নয়। সাবধানে থেকো লোগান।'

ফেরীর কথায় সতর্ক হলো লোগান। মেক্সিকানরা ভীষণ ঈর্ষা-কাতর। ক্ষেপলে আপনজনকেও ওরা খুন করতে দ্বিধা করে না।

লিটল, আরকানসাসে ক্যাম্প করলো ওরা। ব্লাফ থেকে ঝর্নার পানি গড়িয়ে পড়ছে নুড়ি পাথরে। কাছাকাছি নদীতে গিয়ে মিশেছে গড়িয়ে যাওয়া পানির স্রোত। পানিটা ঠাণ্ডা। সুস্বাদু।

রাইফেল আর ক্যান্টিন হাতে নিয়ে রাতে চুপি চুপি বেরিয়ে যায়

লোগান। আঁধার হলেও অনেক দূর পর্যন্ত ও দেখতে পায়। পা টিপে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ায়। রাশি রাশি বালি ছড়ানো নদীর পাড়। এক হাঁটু পরিমাণ পানি। কান খাড়া করে শব্দ শোনার চেষ্টা করছে লোগান।

ইন্দ্রিয় সজাগ থাকলে মানুষ অনেক দূরের শব্দও শুনতে পায়। বিপদজনক এলাকা দিয়ে চলেছে ওরা। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বাতাসে গন্ধ শুঁকার চেষ্টাও করে সে। খোলা প্রেইরীতে একজন সতর্ক ইণ্ডিয়ান, সাদা মানুষ, ঘোড়া বা ভালুকের গন্ধ বাতাস শুঁকেই বলে দিতে পারে। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘের গুড় গুড় শব্দ লোগানের কানে এলো।

অন্ধকারে লোগান বসে আছে নদীর ধারে। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দে ওর সম্বিত ফিরে এলো। ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লো লোগান। নদীর ওপার দিয়ে সারিবদ্ধ এগিয়ে যাচ্ছে একদল ইণ্ডিয়ান ঘোড়সওয়ার। মুখে ওদের নকশা কাটা। মাথায় পালকের টুপি। ইণ্ডিয়ানদের এই পোশাকের অর্থ জানে লোগান। ওরা যুদ্ধে বেরিয়েছে। সংখ্যায় প্রায় বারোজন।

হেলেদুলে ওরা এগিয়ে যায় প্রেইরীর দিকে। ওদিকে কোনো ক্যাম্পের খোঁজ জানে ইণ্ডিয়ানরা। অর্থাৎ ওরা একা নয়। আরো ইণ্ডিয়ান আছে আশেপাশে। বুকের ধুকপুকুনিটা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে টের পেল লোগান। দলের কথা ভেবে শংকিত হলো। বিপদ ঘনিয়ে এসেছে ওদের ওপর।

নিঃশব্দে ক্যাম্পে ফিরে এলো লোগান। ফেরী ম্যানডার্স আর টোরেসকে জাগিয়ে ইণ্ডিয়ানদের কথা বললো। কয়েক মুহূর্তের ব্যাবধানে প্রস্তুত হয়ে গেলো পুরো দল।

পুবে সূর্যের আভা। ভোর হচ্ছে। রাত জেগে সবাই পাহারা দিয়েছে। সতর্ক থেকেছে। ধারে কাছে ঘেঁষে নি আর কোনো ইণ্ডিয়ান। ক্লান্তিতে অবসন্ন ওদের শরীর।

একটু বেলা হতেই ওয়াগন নিয়ে এগুলো ওরা। রিকার্ডো আর রোসিতার ওয়াগনের চারপাশে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে টোরেস। উইনচেস্টার সবার হাতে হাতে। ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে ওয়াগন।

শুকনো ভারী বাতাস। তাপে পুড়ে গেছে মাঠের ঘাস। ওল ক্রীকে ওয়াগন থামালো পানির আশায়। তলানিটাও পেলো না। কাউক্রীকের তলাটাও গরমে ফেটে গেছে।

বিশ মাইল পথ এগিয়ে এসেছে। এক ফোটা পানির সন্ধানও পায় নি আশেপাশে। সঞ্চয় করা পানি অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ঘাম আর ধুলোর পুরো আস্তরণ ওদের গায়ে। ছাতি ফেটে যাচ্ছে পিপাসায়। আরকানসাস আরও বিশ মাইলের পথ।

এতক্ষণে মুখ খুললো ফেরী ম্যানডার্স। 'পানির কমতি নেই ওখানে। আরকানসাসে বারো মাসই পানি থাকে।'

ও যাই বলুক না কেন লোগান নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ক্যান্টিনের মুখ খুলে ঝাঁকি দিতেই ক'ফোটা পানি ঝরে পড়লো ওর তালুতে। ড্যাপেলের মুখে ভেজা হাত বুলিয়ে দেয় লোগান। নিজের ঘাড়ে গর্দানেও হাতটা ঘষে নেয়।

লোগানের ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে গেছে। ড্যাপেলের চঞ্চলতা তেমনটি আর নেই।

পাহাড়ের কিনারে একসারি পোড়া ওয়াগনের ধ্বংসাবশেষ। পুড়ে সেদ্ধ হওয়া ঘোড়ার মৃতদেহও ওদের চোখে পড়লো। কিন্তু

ওয়াগন থামালো না টোরেস। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে চললো।

পাহাড়টা ছোট। উঁচু হয়েই গড়িয়ে ওপাশে পড়েছে ট্রেইল। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত। ওয়াগন টেনে ঘেমে গেছে ক্লান্ত ঘোড়ার দল। বাতাসে তাপের স্ফুলিঙ্গ।

ঢাল বেয়ে নামছে সারিবদ্ধ ওয়াগন। চার মাইল লম্বা ঢালু পথ। শূন্য খাঁ খাঁ করছে চারদিক।

থুথু ফেলতে চেষ্টা করলো লোগান। পারলো না।

চার

ঘোড়ার পিঠে ঝিমুচ্ছে ফেরী ম্যানডার্স। গায়ের পাতলা জামাটা ঘামে ভিজে সপসপ করছে। ঘোড়ার পিঠ ফসকে এই বুঝি গড়িয়ে পড়বে। লোগান জানে কষ্ট সহ্য করার অভ্যেস ফেরীর আছে। কষ্টকে জয় করেই ও বেঁচে আছে। বয়স হলেও মনের জোর আর সাহস এ দুটোর কোনো অভাব নেই ওর।

হাতের তালুতে চোখ ঢেকে লোগান পেছনে কী যেন খুঁজছে। ধুলোর কুণ্ডলী চোখে পড়েছে ওর। লারসেন আর টোরেসকে সতর্ক করে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো লোগান।

চারদিকে শ্যেন দৃষ্টি রেখে মেক্সিকানরা সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে তৈরি হয়ে গেলো। লারসেন এসে দাঁড়ালো লোগানের পাশে।

'মাকে কতদিন দেখি না। লোগানের কণ্ঠে বেদনার মূর্ছনা। 'ঘর বানিয়েই মাকে নিয়ে আসবো পশ্চিমে।'

শুকনো ঘাস চিবোচ্ছে লোগান। 'লারসেন, পশ্চিমে গিয়ে লেখাপড়া শিখবো আমরা। লেখাপড়া না জানলে বুদ্ধি বিবেক বাড়ে না। ম্যাটকে দেখো, কী সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে। লেখাপড়া শিখলে জীবনে ঠেকবো না আমরা।'

'ম্যাট গিলেমের তুলনা নেই। চমৎকার চিন্তা ভাবনা করে রেখেছে। পশ্চিমে গিয়ে ধাপে ধাপে অনেক উঁচুতে উঠে যাবে ও।'

ধুলোর মেঘ অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওয়াগন ছাড়তে হুকুম দিয়েছে টোরেস। কথা বলতে বলতে ড্যাপেলের পিঠে চেপে বসলো লোগান। সাথে সাথেই চীৎকার করে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। রোদের তাপে শ্যাডেল তেতে গেছে।

প্রেইরীতে অন্ধকার নেমেছে। ঢিমে তালে এগিয়ে যাচ্ছে ওয়াগনের সারি। স্বচ্ছ আকাশে জ্বল জ্বল করছে সাঁঝের তারা। তপ্ত বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ। পানির কুলকুল শব্দে পিপাসার্ত ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আরকানসাসে পৌঁছে ওরা ওয়াগান থামায়। ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে বিশ্রাম দেয়। পানির ক্যান্টিনগুলোও ভরে নেয় ওরা।

ক্যান্টিন হাতে রোসিতার ওয়াগানের দিকে চলছে লোগান। এ্যান্টোনিও বাঁকা নজর রেখেছে ওর দিকে।

ওয়াগনের কিছুটা দূরে আগুন ঘিরে বসেছে ওরা চারজন। কথাবার্তার সুবিধার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

'রিকার্ডোর জায়গাটা খুব সুন্দর। টোরেসের কাছে শুনেছি ওর পত্তনিটাও বিশাল। পাহাড়, প্রান্তর, বনজঙ্গল আর অগুনতি গরু-

ঘোড়া।' ধীরে সুস্থে কথাগুলো ওদের বললো কেরী ম্যানডার্স। 'ওখানে ভেড়ারও কমতি নেই। তাছাড়া খনি আর কাঠচেরাই মিলও আছে একটা।'

'ঘর তুলে থাকার মতো রিকার্ডোর প্রচুর খালি জায়গা পড়ে আছে।' ম্যানডার্সের সাথে লারসেনও কথাবার্তায় অংশ নেয়। 'আলভারেজ অনুমতি দিলে ঘরবাড়ি তুলে অনেক লোকই ওখানে থাকবে।'

'জায়গা পেলে ঘরবাড়ি তুমিও তুলবে নাকি?' ম্যাট গিলেম ওর আগ্রহটা যাঁচাই করে দেখে।

'আপাতত তেমন কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তাছাড়া ওতো আর আমেরিকান নয়।' জোর দিয়ে কথাগুলো বললো লারসেন।

এতক্ষণ ওদের কথাই শুনছিলো ম্যানডার্স। ওর আর চুপ থাকতে পারলো না। 'চল্লিশ বছর আগে ওর বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তিটা পেয়েছে রিকার্ডো। বহু বছর আগে ওর বাবা এদেশে এসে পত্তনিটা নিয়েছিলো। কথাটা জেনে রাখা ভালো।'

'রিকার্ডো আলভারেজ ভাগ্য অন্বেষণে পশ্চিমে আসে নি।' বলে চলেছে কেরী ম্যানডার্স। 'প্রথম যৌবনে পশ্চিমে এসেই ওর কথা শুনেছি আমি। ইউট, নাভাজো আর কোমানচী ইণ্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে রিকার্ডো।

'লোকজন এনে আগাছা সাফ করিয়ে গাছপালা লাগিয়েছে। মেক্সিকো থেকে কিনে এনেছে গরু-ভেড়ার পাল। গড়ে তুলেছে খনি, স'মিল। বছরের পর বছর প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এ সব গড়ে তুলেছে রিকার্ডো আলভারেজ। হুমকি আর ভয় দেখিয়ে কেউ যদি এই সম্পত্তি কেড়ে নেবার চেষ্টা করে তবে নিজের কবরই খুঁড়বে সে।'

'লাফার্টি' এ ধরনের কোনো অন্যায় কাজ করবে বলে মনে হয় না,' কথাটা লুফে নেয় লারসেন, 'অবশ্য এ সব যদি ও সত্যিই জেনে থাকে।'

এর পরের স্টপেজ পনি রক। ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলো টোরেস। রিকার্ডো পনি রকে ওয়াগন থামাবে না। কথাটা জানালো ওদের।

সঙ্গী সাথীদের নিয়ে পনি রক ঘুরে দেখবে, লোগানের ইচ্ছে। রিকার্ডোকে বিদায় জানিয়ে পনি রকে ঘোড়া ছোটালো ওরা চার-জন। ঘুরপথে এগিয়ে চললো রিকার্ডোর ওয়াগনের সারি।

পনি রকে চল্লিশ পঞ্চাশজন লোকের একটা ক্যাম্প দেখলো ওরা। ক্যাম্পের লোকজন মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে।

কেরী ম্যানডার্স লোগানের দিকে মন্তব্যটা ছুড়ে মারলো, 'ভাব-সাব দেখে মনে হচ্ছে ওয়ার পার্টি।'

কথাটা মনে হতেই বিদ্যুতের ঘা খেলো লোগান। লাফার্টির গুণ্ডা বাহিনী নয়তো? আগেভাবেই ভাড়াটে লোকজন জড়ো করে রেখেছে এখানে।

সাধারণ লোক হলে দু'চারটে ওয়াগন থাকতো আশেপাশে। নিদেনপক্ষে ছেলে-মেয়ের দল। কিংবা বউ-বেটি। কিছুই তো চোখে পড়ছে না। বাক র‍্যাণ্ডের দলের এক ছোকরাকে দেখে লোগানের সন্দেহটা ঘনিভুত হলো।

ওদের আসতে দেখে হৈ চৈ করে উঠে দাঁড়ালো দশবারো জন লোক। পথ আগলে দাঁড়ালো। 'কে তোমরা? কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

'এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছি আর কি। পথঘাট তো চিনি না,

তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু খোশগল্প করে যাই।' ম্যাট গিলেমের ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা। ক্যাম্পের চারপাশে ময়লা নোংরার স্তূপ। দুর্গন্ধে ভারী হয়ে গেছে বাতাস।

'শর্টকাট কিমারনের পথ কোনটা?' ম্যাট জিজ্ঞেস করে ওদের। অজ্ঞতার ভাব ওর চোখে মুখে।

'তা একটু বিশ্রাম নিয়েই যাও না বাপু। দরকারী কিছু কথাও সেরে নিই এই ফাঁকে।'

ঘোড়াটা দু'কদম এগিয়ে নিলো লারসেন। লোগানকে চোখ টিপে ওকে খেলাতে চাইলো। 'মাল টেনে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছো এই দিনদুপুরেই। একটু হুশ হয়ে কথা বলো।' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ও লোকগুলোকে।

মাতাল লোকগুলো এক কদম দু'কদম করে ঘিরে ধরছে ওদের। সতর্ক নজর রেখেছে লোগান চারদিকে। উদ্দেশ্য টের পেয়ে সটাং ঘুরিয়ে নিলো ঘোড়ার মুখ। তড়বড়ে বয়সী লোকটার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

লোগান ওদের চলনে বলনে ভড়কে যাবার চিহ্নমাত্র খুঁজে পেল না। ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো রেডহেড, 'ব্যাপার কি হে, ভয় পেয়েছো মনে হচ্ছে?'

ধাপকী মেরে লোকজনকে ভয় পাইয়ে দিতে ওস্তাদ এরা। ওদের মোকাবেলায় সাহসী লোক দরকার। লোগান জানে পিছু হটলে বা পালাবার চেষ্টা করলেই বিপদ। সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাবে ওরা।

ড্যাপেলের পেটে গুঁতো মেরে লোগান মুখোমুখি হলো ওর। সিক্স শুটারের ইঞ্চি খানেক দূরত্বে ওর হাত। রেড বেকায়দা করলেই

যে বিপদ ঘনিয়ে আসবে লোকগুলো বুঝে ফেলেছে।

সরে দাঁড়াবার সুযোগ খুঁজছে রেডহেড। কিন্তু অভিজ্ঞ ঘোড়া ড্যাপেল। মনিব ওকে মানুষ বা জীবজন্তুর দিকে ঠেলে দিলেই বুঝতে পারে কী ওর করণীয়।

পিছু হটতে চেষ্টা করছে রেড। ড্যাপেলের দৃষ্টির বাইরে ছুটে যেতে চাইছে সে। পারছে না। এক পা দু'পা করে ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ড্যাপেল।

লোগান জানে বেকায়দায় পড়ে পিছু হটলে সামনে এগোবার সাহস থাকে না। রেডের অবস্থাও তাই। খাঁচায় আটকে যাওয়া বাঘের মতো।

পিছু হটতে পারছে না। বেপরোয়া হয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো রেডহেড। ড্যাপেলের পেটে দ্বিতীয়বার গুতো দিলো লোগান। একটু জোরেই। ঝট করে সামনে লাফিয়ে পড়ে অভিজ্ঞ ঘোড়া। ড্যাপেলের কাঁধে ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে মাটিতে উল্টে পড়ে রেড। হাত ফসকে ছিটকে পড়ে যায় ওর পিস্তল।

ধুলোবালি লেপ্টে চিত হয়ে পড়ে আছে রেডহেড। ওর বুকে পা চেপে দাঁড়িয়ে থাকে ড্যাপেল।

ড্যাপেল আর রেডহেডের কাণ্ড বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওরা। এই ফাঁকে পিস্তল বের করে ফেলেছে ম্যাট গিলেম আর ফেরী ম্যানডার্স।

'চালাকির চেষ্টা করবে না কেউ। নড়েছ কি মরেছ।' ম্যাটের পিস্তল তাক করা ওদের দিকে।

নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে রেডহেড। ওকে ভারমুক্ত করে সরে দাঁড়ায় ড্যাপেল।

'চুপ করে শুয়ে থাকো বাছাধন। আমরা চলে যাবার পর উঠবে, তার আগে নয়। অবশ্য মরার খায়েশ থাকলে আলাদা কথা।' দাঁত খিঁচিয়ে বললো ফেরী ম্যানডার্স।

লোগানের পিছু পিছু ঘোড়া ছোটালো ওরা।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো লোগান। ভালই করেছে পনি রকে এসে। নইলে ওয়াগন এদের চোখে পড়তো। ঝামেলায় পড়তো রিকার্ডো। ওদের পথ আগলে রাখার ব্যবস্থা আগে ভাগেই করে রেখেছে লাফার্টি। ব্যাটা ধূর্ত। শয়তান। ওয়াগনের সারি বাঁক ঘুরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

কুন ক্রীকে পানি পেলো ওরা। পেট ভরে পানি খেয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা করলো ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে ক্যান্টিন ভরে নিলো সবাই। তারপর ঘোড়া ছোটালো ফোর্ট ডজের দিকে।

ফোর্ট ডজে বিশ্রাম নিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলো ওরা। বারলো এ্যাণ্ডারসান কোম্পানীর স্টেজ কোচ ছুটে আসতে দেখলো। খবর সংগ্রহের আশায় স্টেজ অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা।

কোচ ড্রাইভারের সাথে কথা হচ্ছে সার্জেন্টের। কান পেতে শুনলো ওরা। 'স্প্যানিশ সেটেলমেন্ট জবর দখলের জন্যে প্রচণ্ড ফাইট হবে মনে হচ্ছে সার্জেন্ট।'

কথাটা শুনে দাঁড়ালো না। ওরা এগিয়ে চললো। 'ফাইট টাই-টের মধ্যে না থেকে ভালোই হয়েছে। ফালতু ঝুটঝামেলা,' কথাগুলো বললো লারসেন, 'তারচে আমাদের গরু শিকার ঢের ভালো। যত শিগীগর সম্ভব চলো।'

ওরা আবার ঘোড়া ছোটালো। বেশীদূর এগোয়নি ওয়াগন। টোরেস ছুটে এলো ওদের দেখে।

খবর শুনে ঘাড় নাড়লো। বিপদের আভাস ওরাও পেয়েছে। সান্তা ফি'তে পৌঁছুতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মেক্সিকানরা।

'সিনোর, এখুনি রওয়ানা হব আমরা। সামনে এবড়ো থেবড়ো ট্রেইল। ওয়াগন টানতে কষ্ট হবে। রাতেই দক্ষিণ মুখো এগোবো। তোমরা আসবে নাকি আমাদের সাথে?'

'বন গরু শিকারে যাবো আমরা।'

'তাহলে বিদায় সিনোর, আড়চোখে লোগানকে দেখে টোরেস। কত আপন হয়ে গেছে ওদের সম্পর্ক। 'সিনোর রিকার্ডো আপনাকে দেখা করে যেতে বলেছেন।'

ড্যাপেলকে টেনে লোগান পা বাড়ালো। রিকার্ডোকে ও দেখতে পেলো না। রোসিতা দাঁড়িয়ে আছে ওয়াগনের পাশে। অধীর আগ্রহ নিয়ে মেয়েটা ওর অপেক্ষায় ছটফট করছে।

লোগানকে আসতে দেখে ছুটে এলো রোসিতা। ওর টানা চোখে বিষণ্নতার কালো ছায়া। 'আমরা চলে যাচ্ছি লোগান,' গলাটা ওর বুঁজে আসছে। ব্যাকুল চাহনী ওর চোখে, 'আবার কি আমাদের দেখা হবে?'

'গরু ধরার কাজটা শেষ হলেই সান্তা ফি যাবো,' ওকে অভয় দিয়ে বললো লোগান। 'গেলে চিনবে তো?'

কপট রাগে রোসিতার চোখ মুখ রাঙা হলো। 'তোমার পথ চেয়ে থাকবো আমি। এসো কিন্তু।'

পাহাড়ের এ পাশে জমাট অাঁধার। নির্বাক নিশ্চুপ ওরা দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ব্যস্ত কথাবার্তা। বাক্স প্যাটরা

টানাটানির কর্কশ শব্দ।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সারা শরীর অসাড় লাগছে লোগানের। কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি কুরে খাচ্ছে ওর বুক। তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। ধুত্তরী বনগরু শিকার।

সান্তা ফি ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জুলির জন্যে লারসেনও কি ছটফট করছে? অদ্ভুত অনুভূতিটাও কি ওকে কাঁপায়? ভাবলো লোগান।

এত দুর্বল কেন ওর মন? সাধারণ পাহাড়ী ছেলে বৈ তো কিছু নয় ও। লেখাপড়ার বিন্দু বিসর্গ জানে না। ঘসে ঘসে নিজের নামটা লেখার মধ্যেই ওর বিদ্যে সীমাবদ্ধ। তবে হ্যাঁ, সাহস আছে ওর। পরিশ্রম করতেও জানে। ডর ভয়ের বালাই নেই। পশ্চিমে বাঁচতে হলে লড়তে হবে। সে গুণটুকু ছোটবেলায় রপ্ত করেছে।

'লোগান, চিঠি লিখবে তো আমাকে?'

'হ্যাঁ,' জেনেবুঝেই মিথ্যে কথাটা বলে মনে মনে হাসলো লোগান।

পরক্ষনেই ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেল হাসি। বুকটা জ্বালা করছে ওর। রোসিতার পাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললো লোগান। লেখাপড়া শিখবে ও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যাট গিলেমকে ধরে লেখাপড়া শিখে নেবে।

লারসেনের কথাগুলো ওর মনে পড়লো। লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে ওরা।

'তোমাকে কতদিন দেখতে পাবো না কে জানে।'

কথাটা শুনে ওর বুকটা আবার মোঁচড় দিয়ে উঠলো। মেয়েদের সংস্পর্শ লোগান এড়িয়ে চলেছে। পাত্তা দেয়নি কাউকে। কখন কি

বলতে হবে তাও ওর জানা নেই।

'তোমাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে আমার,' কথাটা ফস করে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আরও কাছে সরে এলো রোসিতা। ওর গায়ের গন্ধ পাচ্ছে লোগান। একটা স্নিগ্ধ ভালোলাগা অনুভূতি ওকে অভিভূত করে তুলছে। ঝাপটে ধরে রোসিতার ফোলা ফোলা ঠোঁটে চুমুর পরশ বুলিয়ে দিতে আকুলিবিকুলি করছে লোগান। কিন্তু ওতো গেঁয়ো এক পাহাড়ী ছেলে। মেক্সিকান আলভারেজ পরিবারের তরুণী এই মেয়েটিকে স্পর্শ করার সাহস ওর নেই।

'তুমি না থাকলে এক দণ্ড ভালো লাগবে না আমারও,' ইচ্ছেটা লুকোবার চেষ্টা করছে লোগান।

হঠাৎ এক দুর্বিনীত আকাংখায় এগিয়ে আসে রোসিতা। যেন ওর মনের ভাবটা বুঝে ফেলেছে। দুপায়ে ভর দিয়ে মুখটা উঁচু করে লোগানের ঠোঁটে ঠোঁট রাখে রোসিতা। এক মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু লোগানের কাছে যেন এক যুগ। তারপর ওয়াগনের দিকে ছুটে পালিয়ে যায় রোসিতা।

পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে লোগান। একটা গাছের নীচে হাঁপ ছেড়ে দাঁড়ায়। দ্রুত উঠানামা করছে ওর বুক। একটা উষ্ণ অনুভূতির পরশ এখনও ওর ঠোঁটে। কতক্ষণ ওভাবে লোগান দাঁড়িয়ে রইলো জানেনা। খেয়াল হতেই পা বাড়ালো। ঠিক এমন সময় ঝোঁপ ঠেলে বেরিয়ে এলো এ্যান্টোনিও বাকা। হাতে চকচকে ধারালো ছোরা। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে ওর চোখ।

ছোরা উচিঁয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাকা। ওকে দেখেই নিজেকে সতর্ক করে নিয়েছে লোগান। বাকার ডান হাতটা মুহূর্তে

ঝাপটে ডান পায়ে লাথি মেরে সটাং শুয়ে পড়ে ও। বাকা ওর ওপর চেপে বসেছে।

লোগান সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগালো। এক ঝটকায় ডানপাটা টেনে বাকার পেটে লাথি বসাতেই ওর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে আছাড় খেলো গাছটার গায়ে। ছোরা খসে পড়লো ওর হাত থেকে।

যন্ত্রণায় ছটফট করছে বাকা। ওঠে দাঁড়ালো লোগান। যাক মরে নি। ছোরাটা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলো। পেছনে ফিরে তাকালো না।

ড্যাপেলের রশি ধরে ঘোড়ায় বসে আছে ম্যাট গিলেম। 'লারসেন ফেরী ম্যানডার্সকে নিয়ে আগেভাগেই চলে গেছে। ওরা আমাদের জন্যে ফোর্টে অপেক্ষা করবে।' কথাটা বলেই ম্যাট ওর আপাদমস্তক জরিপ করলো।

'বিদায়টা খুব সুখের হয় নি মনে হচ্ছে? অমন টগবগে মেয়ে ছেড়ে কেউ কি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে চায়?'

ম্যাটের দিকে কটমট করে তাকালো লোগান। 'কি যাতা বলছ? খুব ভালো মেয়ে রোসিতা। অহংকারের বালাই নেই। আমাকে পছন্দও করে।'

'মেয়েটা বুঝি খুব ভালো? গর্ব করার মতো কপাল নিয়ে জন্মেছো তুমি, লোগান।' হাসির ক্ষীণ রেখা ওর ঠোঁটে।

চকচকে ছোরাটা দেখে থমকে যায় ম্যাট। ছোরার মালিক ওর চেনা। ছোরা হাতে ওয়াগনের আশেপাশে বাকাকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে ও অনেকবার।

'উপহার কুড়োচ্ছ বুঝি?' কথাটা ও ছুড়ে দিলো লোগানকে

উদ্দেশ্য করে।

'জঙ্গলে কুড়িয়ে পেলাম,' কোমরে গুঁজতে গুঁজতে ম্যাটকে বললো লোগান।

অন্ধকার আরো গাঢ় হচ্ছে। আকাশে তারার মেলা। একখণ্ড নিঃসঙ্গ মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। একঝাপটা হিমেল হাওয়া আছাড় খেলো ওদের গায়ে।

ফোর্টের দিকে ছুটছে ওরা। নিঃশব্দ রাত। দু'একটা কয়োটের আর্তচিৎকার মাঝে মধ্যে রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছে।

কতদুর এগোতেই আগ্রহটা ম্যাট আর চেপে রাখতে পারলো না। 'লোকটাকে সাবাড় করে দিয়েছ নাকি?'

'না।'

'বড্ড ভুল করে ফেলেছো,' ম্যাটের চোখে মুখে আফশোসের চিহ্ন, 'একদিন না একদিন ওকে খতম করতেই হবে।'

ওর মনপ্রাণ জুড়ে রোসিতার ছোঁয়া। ড্যাপেল যতই ছুটছে ততই দূরে সরে যাচ্ছে লোগান। মনকে প্রবোধ দেবার মতো শক্তি ওর নেই। রোসিতার মতো মেয়ের প্রেমিক হবার যোগ্যতা কি ওর আছে?

সামনে উন্মুক্ত ভবিষ্যৎ। ভাগ্য গড়তে বেরিয়েছে ও। শেকল ভেঙে এগোতে হবে। কিন্তু সবই বৃথা। মনের উপর জোর চলে না। লারসেনের জন্য ওর মায়া হয়। ছেলেটার সমস্যা এমন করে কোনদিন ভাবে নি লোগান।

দূর থেকে ফোর্টের আলো ওদের চোখে পড়লো। রেল ইঞ্জিনের ঝক্ ঝক্ শব্দও কানে এলো।

'ম্যাট', লোগানের ডাকে ফিরে চাইলো ম্যাট গিলেম। 'আমাদের

লেখাপড়া শেখাবে তুমি?'

'আলবত শেখাবো। তোমাদের লেখাপড়া শেখাবার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

দূর থেকে ওয়াগন টানার শব্দ আর মেক্সিকানদের উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। লোগানকে নিশ্চুপ দেখে কথা বলতে শুরু করেছে ম্যাট। 'এ দেশটা যেমন বিশাল, তেমনি কদর লেখাপড়া জানা লোকের। বুদ্ধি আর পরিশ্রমের সমন্বয়ে তুমি গড়ে নিতে পারবে ভাগ্য। আর হ্যাঁ, বাঁচতে হলে লড়তে হবে। সে গুণটুকুও থাকা চাই।'

খুব চালাক আর ধূর্ত লোক ম্যাট গিলেম। আসলে ও রোসিতার কথাই ওকে বোঝাতে চেয়েছে। সত্যি কথাটাই ওকে জানিয়ে দিয়েছে ম্যাট। পশ্চিমে ছুটে আসছে লোকজন। সীমানা বাড়ছে শহরের। নতুন শহরও গজিয়ে উঠছে। এসব শহরে গড়ে উঠবে বাড়িঘর, দোকান পাট। দেশ গড়ার কাজে যারা হাত লাগাবে ভবিষ্যৎ যে তাদেরই হাতের মুঠোয়।

তারা ঝলমলে আকাশ। কিছুটা দূরেই ওদের ক্যাম্প। সেটেলমেন্ট থেকে হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দ করে কারও হাতের বালতি পড়ে কয়েকগজ গড়িয়ে গেল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা শব্দ।

ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে কাঁপুনি ধরাচ্ছে। বাঁধাছাঁদা করে তৈরী হয়েছে ওরা।

একটু পরেই বনগরু ধরতে রওয়ানা হবে ওরা চারজন।

পাঁচ

যৌবনে বিত্তার শিকারে পশ্চিমে এসেছিলো ফেরী ম্যানডার্স। কিট কারসন, আন্‌কেল ডিক উটন, জিম ব্রিজার আর বেন্টসদের সাথে ও কাজ করেছে। খাঁটি ইণ্ডিয়ানের মতো এদেশ ওর পরিচিত।

ম্যাট গিলেমের কথা যতই ভাবে ততই অবাক হয় লোগান। টেক্সাসের লোক সে। গরু মোষের জাঁতিপাঁতি ওর নখদর্পণে। কাউ-হ্যাণ্ড হিসাবে ওর তুলনা নেই।

লারসেন আর লোগান বনজঙ্গলে ঘুরে ফিরে মানুষ হয়েছে। শষ্যক্ষেত আর বনজঙ্গলের ব্যাপারে ওদের ধারণা নির্ভুল।

যে অঞ্চলটার দিকে ওরা ছুটে যাচ্ছে ওটা ইণ্ডিয়ান এলাকা। এখানেই একদিন সাদা লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোমানচী, ইউট, এ্যারাফাওস, কিওয়া আর চেইনি ইণ্ডিয়ানরা। দুর্দণ্ড প্রতাপে যুদ্ধ করে পদানত করেছে শত্রুকে। কয়েকবার উত্তরেও হামলা করেছে এ্যাপাচীরা। অলসতার কোন মূল্য নেই এদেশে। অসতর্ক হলেই অনিবার্য মৃত্যু।

আকাশের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি ওদের। আকাশের রং বা তারার গতি প্রকৃতি লক্ষ করতে অভ্যস্ত নয় শহুরে মানুষ। কিন্তু উন্মুক্ত প্রান্তর আর পাহাড় পর্বত যাদের জীবনের সাথে মিশে গেছে নিজ স্বার্থে বার বার তারা আকাশের বদলানো রং দেখে।

অজস্র কবিতা জানে ম্যাট গিলেম। যাত্রাপথে ওদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। নিঃসঙ্গ একাকীত্বের জীবন রোমাঞ্চে ভরে উঠে।

কঠিন এ যাত্রাপথে সময় কাটাবার মতো কোন বইটই আনে নি ম্যাট। খবরের কাগজের তো প্রশ্নই ওঠে না। এক কথায় দুষ্প্রাপ্য। পড়ালেখা জানা অনেক কাউহ্যাণ্ড মনের সাধ মেটাতে ফল ও শাক-সবজীর নাম লেখা লেবেল বারবার পড়ে মুখস্ত করে ফেলে।

এদেশের প্রতিটি অঞ্চল ফেরীর নখদর্পণে। বিভিন্ন ক্রীক আর ফর্কে অজস্রবার ঢুঁ মেরেছে ও। আঁকা ম্যাপ এ এলাকার নেই। বিভিন্ন ট্রেইল আর পথের পরিচিত লোকজন স্মৃতির পাতায় লিখে রাখে। নিজের ঘরবাড়ী ও জায়গা জমির মতো পশ্চিমের হাজার মাইল ম্যাটের মুখস্ত।

পুব পাহাড়ে সাতরঙা ঝলকানি। ভোর হচ্ছে। সকালের তাজা আর ঝরঝরে বাতাসে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। বাতাসে কর্কশ ধাতব শব্দের শিহরণ। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা। থোক থোক মেসকুইট ঝোঁপ ঢাকা পাহাড়ের গা। সূর্য ওঠার সাথে সাথেই পাহাড়ের মাথায় ওঠে দাঁড়ালো ওরা চারজন। আর ঠিক তখনই ওয়াগনগুলো ওদের চোখে পড়লো।

সারি সারি সাতটা পোড়া আধপোড়া ওয়াগন। চারদিকটায় ভালো করে নজর বুলিয়ে নেয় ওরা। ফাঁকা। কোন জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। শক্ত হাতে রাইফেল ধরে ওরা ওয়াগনের দিকে এগিয়ে যায় চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে।

দু'জন লোককে চাকার সাথে বেঁধে হত্যা করেছে ইণ্ডিয়ানরা। তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত শরীর। অনেকগুলো বিঁধে আছে তখনও। লাশ দুটোরই গলা কাটা। মেয়েদের ক্ষতবিক্ষত লাশ মাটিতে। শরীরে

কাপড়ের চিহ্নমাত্র নেই।

বাফেলোর চামড়ার আড়ালে স্ত্রীকে নিয়ে লুকোনো এক লোককে দেখলো ওরা। দু'জনেই মৃত। একফোঁটা রক্তের চিহ্ন নেই ওদের শরীরে। কি ভাবে মরলো এ দুজন?

'আক্রমণ করে ইণ্ডিয়ানরা চলে যাবার পরই মরেছে ওরা। আশ্চর্য কোন আঘাতের চিহ্ন তো দেখছিনা শরীরে,' মৃতদেহ দুটো পরীক্ষা করে বললো লোগান।

'বুঝতে পেরেছি,' ফেরী ম্যানডার্স লাশের সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। ঝুঁকে পড়লো সামনে। 'গোলাবারুদ শেষ হতেই দু'জন আত্মহত্যা করেছে। দেখছোনা মেয়েটার গলায় বারুদের গুড়ো লেগে রয়েছে এখনও। লোকটা মেয়েটাকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছে।'

ছড়ানো ছিটানো রক্তের দাগগুলো ওরা ঘুরে ফিরে দেখলো। শত্রুপক্ষের অন্ততঃ পাঁচ' ছ'জন লোক মরেছে। লাশ নিয়ে পালিয়েছে ইণ্ডিয়ানরা।

ঘোড়া থেকে নেমে চারজনই দ্রুত কাজে হাত লাগায়।

ট্রেইলের কাছেই দুজনকে পাশাপাশি কবর দেয়। পোড়া লাশ-গুলো বড় একটা গর্ত করে ঢেকে দেয়।

বেশ কিছু চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে ফেরী ম্যানডার্স। ওগুলো পোড়েনি। সযত্নে স্যাডেলব্যাগে ভরে রাখে চিঠিগুলো। 'এদের আত্মীয়স্বজনকে খবরটা অন্ততঃ জানানো যাবে।'

ওয়াগনগুলো পরীক্ষা করছে ম্যাট গিলেম। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'ফেরী একটু এদিকে আসতো।'

সবকটা ওয়াগন পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। দু'টো একেবারেই নতুন।

সামান্য ক'টা আঁচড় লেগেছে গায়ে।

একটা ওয়াগানের তলার দিকে উকিঝুকি দিচ্ছে ম্যাট। 'ফেরী ওয়াগনের এই কাঠটা ফাঁপা। ভেতরে কিছু আছে মনে হয়।'

কোদাল নিয়ে ফিরে এলো ফেরী ম্যানডার্স। গোটা কয়েক আঘাত করতেই কাঠের আবরণ খসে পড়লো। লম্বা একটা ট্রাংক বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। ট্রাংকটাও ভেঙ্গে ফেললো ওরা।

ট্রাংকের ভেতরে কাপড়চোপড়ের তলায় ছোট্ট একটা বাক্স। বাক্স খুলতেই স্বর্ণ মুদ্রা। আর রুপো বেরিয়ে পড়লো। সব মিলিয়ে হাজার খানেক ডলার। কয়েকটা চিঠিপত্রও বাক্সে পেলো ওরা।

'গরু ধরার চেয়ে ঢের ভালো, চকচক করছে ম্যাটের চোখ, "বিনা পরিশ্রমে অনেক কটা টাকা পেলাম।'

'অন্যের জরুরী টাকাও তো হতে পারে এগুলো, মাথা নাড়লো লারসেন হারপার। 'চিঠি পত্র পড়লে টাকার মালিকও হয়তো খুঁজে পাবো।'

ঝট করে লারসেনের দিকে তাকালো ম্যাট গিলেম। ঠোঁটে মুচকি হাসি। জোর করেই হাসছে বোঝা গেলো। 'কথাটা নিশ্চয়ই মজাক করে বলেছো, তাইনা? মালিক ব্যাটারা তো সব মরেই গেছে।'

'ঘরের যা অবস্থা আমাদের টাকাগুলো মায়ের কাছে পাঠালে অনেক কাজে লাগতো, ম্যাটকে বললো লারসেন, 'তবে অন্য কেউ হয়তো এ টাকার পথ চেয়ে বসে আছে।'

সবাই ভেবেছিলো জোক করেই কথাটা বলেছে লারসেন। কিন্তু ওর দৃঢ়তা দেখে ধারণা সবার পাল্টে গেলো। টাকাগুলোর নাড়াচাড়া করছে লারসেন। উত্তরাধিকার খুঁজে ফিরিয়ে দেবে সম্পদ। কাউকে না পাওয়া গেলেই নিজেদের কাছে টাকা রাখার প্রশ্ন উঠবে। তার

আগে নয়।

মজা লুটছে ফেরী ম্যানডার্স। একটু দূরে সরে পাইপ টানছে। ওদের তর্কাতর্কি দেখে মজা লুটছে।

সব টাকা পয়সা খরচ করে ফেলেছে ওরা। বাড়তি পাঁচ ডলারও নেই কারো পকেটে। গরু ধরার আরও কিছু সরঞ্জাম ওদের কিনতে হবে।

'লোকগুলো সব মরে গেছে লারসেন, শুকনো খটখটে গলা ম্যাট গিলেমের। 'ভাগ্যিস টাকাগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা। নয়তো বছরের পর বছর ওভাবেই পড়ে থাকতো, খুঁজে পেত না কেউ। চিঠিপত্র সব নষ্ট হয়ে যেত ততদিনে।'

এতক্ষণ লোগান কোন মন্তব্য করে নি। ভেবেছিলো এমনিতেই শান্ত হয়ে পড়বে। তা না হওয়াতে একটু ঘাবড়ে গেলো। কিছু একটা করা দরকার। ম্যাট গিলেম ক্ষেপলে দলটা হয়তো ভেঙেই যাবে।

'হাজার ডলার খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই জীবনে। দরকারী কত জিনিষ কেনা বাকী। আর তুমি কিনা বলছো মালিক খুঁজে টাকাগুলো ফিরিয়ে দেবে? আশ্চর্য!'

'পোড়া ওয়াগনের পাশে বসে ঝগড়াঝাটির কোন মানেই হয়না। চলতো জায়গামতো গিয়েই সিদ্ধান্ত নেবো আমরা।' ধমকে উঠলো লোগান।' জায়গাটা সুবিধের নয়। যে কোন মুহূর্তে এ্যাপাচীর দল ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

যে যার ঘোড়ায় চেপে বসলো। কথা বাড়ালো না। সন্ধ্যা নাগাদ আরকানসাসের গা ঘেঁষা বনের কিনারে ক্যাম্প করলো ওরা। ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে নরোম ঘাসে ছেড়ে দিলো।

কাজের শুরুতে এ ধরনের এক বিশ্রী অবস্থার মুখোমুখি হবে ভাবেনি লোগান। মাথায় ওর তোলপাড় চলছে। সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। ঝিম মেরে বসে আছে ফেরী ম্যানডার্স। মুখে ওর কথা নেই। এক নাগাড়ে পাইপ টেনেই চলেছে।

রাতে কফি বানিয়ে আগুনের সামনে বসে কথাটা আবার তুললো ম্যাট গিলেম। 'লারসেন, অতটা বোকামী করতে যেও না। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া টাকা। কার কাছে ফেরত দেবে? ওর আত্মীয়স্বজনের কাছে? এমনও তো হতে পারে ওর যে আত্মীয়কে টাকা ফেরত দেবে যে ঘৃনা করতো এই মৃত লোকটাকে। তাছাড়া এ মুহূর্তে টাকাগুলো আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।'

একটার পর একটা চিঠি পড়ে যাচ্ছে লারসেন হারপার। ম্যাটের কথায় ওর ভাবান্তর বোঝা গেল না। চিঠি শেষ করে ঝট করে লারসেন উঠে দাঁড়ালো। 'মৃত লোকটা নিজের মেয়েকে রেখে এসেছে আত্মীয়স্বজনের কাছে। ষোল বছর বয়েস হবে মেয়েটার। লোকটার মরার খবর ওরা জানতে পারলে মেয়েটির কি অবস্থা হবে?'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো ম্যাট গিলেম। 'অত যখন দরদ, নিজের ভাগটাই পাঠিয়ে দিও। এক কানাকড়িও ছাড়ছি না আমি। আমার ভাগটা এক্ষুনি বুঝিয়ে দাও। ওয়াগনের ভেতরে লুকোনো এ টাকার হদিশ আমিই পেয়েছি।'

'ম্যাট, খাঁটি কথা বলেছো তুমি।' চিন্তায় লারসেনের কপালের রেখাগুলো কুঁচকে উঠেছে। 'তবে কি জানো, টাকাগুলো তো আমাদের নয়।'

রাগে অপমানে উঠে দাঁড়ালো ম্যাট গিলেম। এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়লো লারসেনের উপর। অবস্থা বেগতিক দেখে উঠে দাঁড়ালো

লোগান হারপার।

'খবরদার,' লোগানকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় ম্যাট গিলেম, 'সরে দাঁড়াও। এটা আমার আর লারসেনের ফাইট।'

'দলটা কি তোমাদের দু'জনের? এ দলে আমি আর ফেরী ম্যানডার্সও রয়েছি,' ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর লোগানের। 'বনগরু শিকারের জন্যেই দলটা গড়ে তুলেছি আমরা। শুরুতেই মারপিট করলে কোনদিন জিতবো না আমরা।'

কথাটার খেই ধরে এগিয়ে আসে লারসেন। 'টাকাটা যদি কোন বয়স্ক লোকের হতো তাহলে ফেরত দেবার প্রশ্নই উঠতো না। কিন্তু কমবয়সী এই মেয়েটা যখন জানবে ওর বাবা বেঁচে নেই তখন ও কি করবে? টাকাটা পেলে মেয়েটা অন্ততঃ বাঁচার পথ খুঁজে পাবে।'

একগুঁয়ে লোক ম্যাট গিলেম। ওকে সামলানো যারতার কাজ নয়। বয়েস আর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ লোক ফেরী ম্যানডার্স। ব্যাপারটা মীমাংসা করতে ও নিজেই এগিয়ে এলো।

'ম্যাট,' ওর হাত ধরে একপাশে সরিয়ে আনলো ম্যানডার্স। 'ভেবে দেখো কথাটা অন্যায় বলেছে কিনা? দলটা চারজনকে নিয়ে। লারসেনের সাথে আমরা একমত। গণতন্ত্র বিরোধী লোক নিশ্চয়ই তুমি নও ম্যাট, কি বল?'

'ফেরী, তুমি তো ভালো করেই চেনো আমাকে। কিন্তু কথা সেটা নয়। আসলে বোকামী করছি আমরা।'

'কথাটা হয়তো ঠিকই বলছো তুমি,' বেদনাক্লিষ্ট মুখ লারসেনের, 'আমার মতো বোকা লোক দু'টো নেই। তবে আমি নিশ্চিত বনগরু ধরতে গিয়ে এ ধারণা তোমার পাল্টাবে। আর যদি না পাল্টায়, তবে

গরু বিক্রীর যে টাকা আমার ভাগে পড়বে, সেটা তুমি নিয়ে নিও।'

বিস্ময়ে ম্যাট গিলেম তাকিয়ে রইলো লারসেনের মুখের দিকে। 'গাধা কোথাকার! এর পরে দেখবো গীর্জায় বসে মারফতী গান গাইছো।'

'ও গানও আমি জানি। একদিন শোনাবো তোমায়।'

বিদ্বেষটা মিটে গেলো এভাবেই। টাকাগুলো কাপড়ে বেঁধে রেখে দিলো ওরা। ধীরে ধীরে ঘটনাটা ভুলে গেলো সবাই।

বনগরু ধরতে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা চারজন। পুরগাটোয়েরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। এসব জায়গা ফেরী ম্যানডার্সের ভালোভাবেই চেনা। বনজঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো এসব গরুর কথা অনেকেই জানে। কিছু গরু পালিয়ে এসেছে স্প্যানিশ সেটেলমেন্ট থেকে। বাকীগুলো ওয়াগন ট্রেনে ইণ্ডিয়ানদের আক্রমনের মুখে সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ছুটে এসে জড়ো হয়েছে পুরগোটোয়েরের বনে জঙ্গলে।

কিছু গরু মেরেছে ইণ্ডিয়ানরা। তবে বাফেলোই ওদের বেশি পছন্দ।

ওরা যে জায়গাটার দিকে ছুটে চলেছে সেটা সান্তা ফি'র পাহাড়ী ট্রেইলের দক্ষিণে, পুরগোটোয়েরের ও টুবাটার ক্রীকের মাঝামাঝি। মাল পেইমেরও দক্ষিণে এ জায়গা। এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ী এলাকা ভাঙাচোরা ট্রেইল।

ওদের পথ চিনিয়ে নিয়ে এলো ফেরী ম্যানডার্স। বিশ বছর আগে যখন প্রথম আসে তখনই জায়গাটা পছন্দ হয়েছিলো ওর। পাহাড়ের মাঝখানে লুকোনো বেসিনের মতো জায়গা। লম্বাচওড়ায় দু'শো একরের মতো। জনমনিষ্যির পায়ের চিহ্ন পড়ে নি কখনও। কোমর অবধি তাজা নরোম ঘাস।

পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঝর্নার পানি। ঠাণ্ডা আর মিষ্টি।

ক্যানিয়নের গা ঘেঁষে সমতলভূমিতে এসে দাঁড়ায় ওরা। পেছনে আকাশ অবধি উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। প্রকৃতি ঠাঁই নেবার মতো একটা জায়গা গড়ে রেখেছে এখানে। ঠিক যেন একটা দুর্গ।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চার পাঁচ একরের ছোট্ট প্রান্তর। সবুজ ঘাসে টইটম্বুর। শেষ প্রান্তটা জংলা। শিলাপাথরও নজরে পড়লো ওদের। এর পরের সমভূমি আরও বিশাল। ওদের ডানদিকে ছোট্ট পাহাড় ঘেরা একটা জায়গা। খোঁয়াড়ের মতো। নিশ্চিন্তে বনগরু ধরে এখানে এনে রাখা যাবে, ভাবলো লোগান।

একটা গাছের নীচে ঘোড়াগুলো ছেড়ে হাত গুটিয়ে কাজে নেমে পড়লো ওরা। পাথরের চাই বয়ে আনলো। পর পর বসিয়ে দেয়াল তুলে ফেললো চারদিকে। কাঠ চিরে ছাদ বানালো। পরিশ্রমে নেতিয়ে পড়েছে সবাই। ঘামে ভেজা শরীর। বাতাসে শীত শীত লাগছে। খাটুনি স্বার্থক হয়েছে ওদের। অন্ততঃ মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই বানিয়ে ফেলেছে। প্রথমদিন জ্বালানী কুড়িয়ে দিন কাটালো ওরা। পুরো এলাকা পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে পড়লো দলবেঁধে। লোগান একটা হরিণ আর ফেরী ম্যানডার্স বাফেলো শিকার করে ফিরে এলো। চামড়া ছাড়িয়ে টুকরো করে মাংসগুলো কেটে ফেললো ওরা। তারপর ধুয়ে মুছে তুলে রাখলো।

নিরুপদ্রপ কাটলো রাত। ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে এলো শোবার সাথে সাথেই। গভীর রাতে কয়োটের আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ের গায়ে। কিন্তু ওরা কেউ শুনলো না।

খুব ভোরেই ওদের ঘুম ভাঙলো। গাছের লতাপাতায় বাতাসের

শিহরণ। শুকনো মাংস আর গরম কফি খেয়ে উঠে পড়লো ওরা।

ঘন্টাখানেক ঘুরে ফিরে সত্তুরটার মতো বনগরু চোখে পড়লো ওদের। নিরুপদ্রপে হাঁটাচলা আর তাজা ঘাস খেয়ে মোটাতাজা গাব্দাগোব্দা হয়েছে গরুগুলো। দলে চওড়া শিংওয়ালা বিরাট একটা গরু ওদের চোখে পড়লো। লম্বায় সাত ফিটের মতো। ওজনটা আন্দাজ করলো ওরা। ষোলশো পাউণ্ডের কম হবে না। গরুটার শিংদুটো ছোরার মতই ধারালো।

সারাদিন ছুটোছুটি করে বেশ কিছু বনগরু ধরে সন্ধ্যের আগেই ক্যাম্পে ফিরলো। গরুগুলো খোঁয়াড়ে ভরে রাখলো। কিছু গরু আপনা-আপনিই হেলেদুলে খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়লো। তৃতীয় দিনে খোঁয়াড়ে গরুর সংখ্যা একশো পেরিয়ে গেলো। অবসর মুহূর্তে গরু বিক্রীর টাকাটাও হিসেব করে ফেললো ওরা।

পুরো অভিযানটা ধীরে সুস্থে চিন্তা ভাবনা আর বুদ্ধি খাটিয়ে পরিচালনা করেছে। চারদিক থেকে ঘিরে খোঁয়াড়ের দিকে ছুটিয়ে এনেছে। কোন কিছু বোঝার আগেই ছুটে এসে খোঁয়াড়ে ঢুকে গেছে গরুর দল।

দু'ধরনের কাজ নিখুঁতভাবে সারতে হবে ওদের। এক, গরু ধরে খোঁয়াড়ে ভরা। দুই, নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে। শুধু যে ইণ্ডিয়ানদের আক্রমনের ভয়ে ওদের সতর্ক হতে হবে তাই নয়, গরু ধরতেও কৌশলটা কাজে লাগাতে হবে। বেয়াড়া কিছু গরু সহজে ধরা দেয়না। শিং উঁচিয়ে ছুটে আসে। অসতর্ক হলেই বিপদ। ছুরির ফলার মতো ধারালো শিং। এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে শরীর। ক্যাম্পে ফিরে রাতে ওরা পালা করে রান্নার কৌশলটাও রপ্ত করে ফেলে। একেকদিন একেকজন।

রাতে ক্যাম্পের সামনে ছোট করে আগুন জ্বালায়। সাবধানের মার নেই। নেকড়ের দৃষ্টি ইণ্ডিয়ানদের। দৈবাৎ ক্যাম্পটা ওদের চোখে পড়ে যেতে পারে। প্রয়োজন ছাড়া দলছুট হয়না ওরা। খোলা প্রান্তরে একা কেউ বেরোয় না। প্রতিক্ষণ চোখ কান খোলা ওদের। শীকারে বেরিয়ে ফিরতি পথ ধরে না। ঘুর পথে গরু নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসে রোজ।

দিন এগিয়ে চলে। খোঁয়াড়ে গরুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ঘামে নেয়ে, ধূলোবালি মেখে হাড়ভাঙা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে খোঁয়াড় ভরলো ওরা।

খোঁয়াড়ে ঘাস আর পানির বিন্দুমাত্র কমতি নেই। কিছুদিনের মধ্যেই ফুলে ফেঁপে উঠলো গরুর দল। গরুগুলোকে পোষ মানালো ওরা।

বিপদ ঘনিয়ে এলো একদিন। ডজ থেকে আনা সোরেল ঘোড়ায় চড়ে লারসেন ক্যাম্প ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেলো দলছুট হয়ে। পাহাড় চূড়োয় ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়ালো। কি অদ্ভুত দৃশ্য। টেনেসির কথা ওর মনে পড়লো। মায়ের মুখ ভেসে উঠলো ওর চোখে।

স্মৃতি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলো লারসেন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দূর পাহাড়ে ঝাপসা আঁধার। ঢাল বেয়ে দ্রুত নামছে লারসেন। সোরেলটা হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। পড়েই উঠে দাঁড়ালো। বেকাবে আটকে গেছে ওর পা। এভাবেই দ্রুত ছুটলো সোরেলটা। টানা হ্যাঁচড়ায় লারসেনের শরীরটা ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলো। আত্মরক্ষায় একটা মাত্র উপায় ওর সামনে। অভিজ্ঞ কাউহ্যাণ্ডরা এ জন্যেই সব সময় পিস্তল কাছে রাখে। লারসেন

ঐ অবস্থায় পিস্তল বের করে গুলি করে মেরে ফেলে সোরেলটাকে।

আঁধারটা গাঢ় হলো ক্রমশ। লারসেন ফিরলো না ক্যাম্পে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো ওরা তিনজন। ছটফট করে পায়চারি করছে লোগান। ওর এতো দেরী হবার তো কথা নয়। প্রতিদিন তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফেরার নির্দেশ দেওয়া আছে সবাইকে। আচানক কেউ বিপদে পড়লে সন্ধ্যার আগেই যাতে হারানো বন্ধুকে খুঁজে ফিরিয়ে আনতে পারে ক্যাম্পে। কোন বিপদে পড়েনিতো লারসেন? ভাবলো ওরা।

প্রস্তুতি নিয়ে দ্রুত ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। ম্যাট গেলো দক্ষিণে। পুবদিকে ঘুরে ফিরে দেখে পশ্চিমে ঘোড়া ছোটালো ফেরী ম্যানডার্স। ক্যানিয়নের খাতটায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে লোগান দ্রুত ঘোড়া ছোটালো উত্তরে।

লারসেনকে লোগানই খুঁজে পেলো। আঁধার কেটে ড্যাপেলের পিঠে এগিয়ে যাচ্ছে লোগান। হাতে উদ্যত উইনচেষ্টার। সতর্ক চোখ। কাঁটা ঝোপটার পাশ কাটাতেই লোগান দেখলো ওকে। বগলে স্যাডেল চেপে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে লারসেন।

'উফ, আসতে বড্ড দেরী করলে তুমি লোগান,' স্যাডেল নামিয়ে রাখতে রাখতে ওকে বললো লারসেন।

'গুলি ছুঁড়ে সংকেত জানালেও পারতে?'

'ইণ্ডিয়ানরা তাহলে ভর্তা করে খেতো আমাকে। আশেপাশেই ওরা ঘুর ঘুর করছিলো,' হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কষ্টে কথাগুলো বললো লারসেন।

আগুনের সামনে বসে একটু সুস্থির হয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা লারসেন ওদের জানালো। বিপদ কাটিয়ে বেঁচে ফিরতে পারবে ও

ভাবেনি। সোরেলটাকে মেরে অনেক কষ্টে রেকাব থেকে পাটা খুলেছে ও। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে খুলে নিয়েছে স্যাডেল। হাত পায়ের অনেক জায়গায় চামড়া ছিঁড়ে গেছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বগলে স্যাডেল চেপে পাহাড়ের ঢালু পথে নামছিলো। ঘুরপথটা বেছে এগুচ্ছিলো লারসেন। কিন্তু অন্ধকারে পথ ঠাওর করতে পারছিলো না। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ষাট সত্তর গজ গড়িয়ে পড়ে। পড়েই বুঝতে পারে আশেপাশে লোকজন রয়েছে। কোন মতে হামাগুড়ি দিয়ে লারসেন একটা ঝোঁপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে।

জনা দশেক ইণ্ডিয়ান ঘোড়সওয়ার পাহাড়ের গা ঘেষে এগিয়ে যাচ্ছে। মরার মতো ঝোঁপের আড়ালে শুয়ে রইলো লারসেন। বুকটা ধুকপুক করছে ওর। ওরা যে পথে গেছে মরা সোরেলটা অবশ্য ওদের চোখে পড়বে না।

'কচু জানো। সোরেলটা ঠিকই ওদের চোখে পড়বে,' চিন্তায় পড়ে গেলো ফেরী ম্যানডার্স। 'ইণ্ডিয়ানরা এই রাতের বেলা বেশি দূর এগোবে না। ক্রীকের আশেপাশেই ক্যাম্প করবে। ভোরবেলা শকুনের আনাগোনা দেখেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলবে ওরা।'

'তা হলে?'

'নাল লাগানো ডোরেল ঘোড়া। ট্র্যাক খুজে ঘোড় সওয়ারের আস্তানা বের করা ওদের পক্ষে কঠিন হবে না।'

অন্য সময় হলে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ভাগতো ওরা। মাটিতে অসংখ্য ট্র্যাকের চিহ্ন ফেলে হয়রানি করতো ইণ্ডিয়ানদের। কিন্তু এখন তো ওরা বিরাট এক সম্পত্তির মালিক। গরুগুলো ফেলে পালাবে কোথায়?'

'সত্যি কি ওরা আমাদের খুঁজবে?'

'তাইতো মনে হয়,' চিন্তায় পড়ে গেছে ফেরী নিজেও। 'দু' এক দিনের মধ্যেই ক্যাম্প গোটাতে হবে। ঘোড়াগুলোর বিশ্রামের জন্যে যতটা সময় দরকার তার এক মুহূর্তও বেশি নয়।'

আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসেছে ওরা। এই পরিস্থিতিতে কি করা দরকার তাই ভাবছে। এই মুহূর্তে খুঁজে না পেলেও আশেপাশেই ঘুরঘুর করবে ইণ্ডিয়ানরা। গেঁড়াকলে নিজেরাই আটকে পড়েছে। বনগরুর সংখ্যা বাড়ানো আর কোনমতেই সম্ভব হবে না।

'আমি কি ভাবছি জানো,' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সবাই লোগানের মুখের দিকে তাকালো। 'আমার মনে হয় খোঁয়াড়ে যে ক'টা গরু আছে ওগুলো নিয়েই সান্তা ফি'র দিকে কেটে পড়া উচিত। গরুগুলো ওখানে ঝেড়ে দিয়ে কয়েকটা ঘোড়া আরও বেশ কিছু সরঞ্জাম কিনে দলটাকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলবো। বনগরু ধরার কাজ তো আর হাত ফসকে যাচ্ছে না? তাছাড়া এ কাজে জনপ্রতি তিন চারটে ঘোড়া দরকার।'

ম্যাট গিলেম ওর কথাগুলো আওড়াচ্ছে মনে মনে। কোমর থেকে চাকুটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো ও বালিমাটিতে।' কথাটা মন্দ বলে নি লোগান।'

'ম্যানডার্স, তোমার কি মত?'

'লারসেন রাজী হলে গরুগুলো নিয়ে ভোরবেলাই কেটে পড়ি চলো।'

ওদের মুখোমুখি দাঁড়ালো লোগান, 'আমার কথার অর্থ তোমরা কেউ বুঝতে পারোনি। এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়ার কথা বলেছি আমি। ওরা যখন সোরেলটা খুঁজে পাবে, তখন এ তল্লাটে আর

থাকছি না আমরা।'

লারসেনের মতামতের তোয়াক্কা না করেই সিদ্ধান্তটা চাপিয়ে দিয়েছে লোগান। কারণ ও জানে জুলির স্বপ্নে বিভোর লারসেন। ওর অমত হবার প্রশ্নই ওঠে না। সান্তা ফি'র জন্যে মনটা ছটফট করছে। আরে! বৃথাই ও দোষ চাপাচ্ছে লারসেনের ঘাড়ে। মেক্সিকান মেয়েটার জন্যে ওর বুকটাও যে বার বার ধুকপুক করে উঠছে।

ঘোড়াগুলোর পিঠে স্যাডেল চাপিয়ে দ্রুত প্রস্তুত হলো ওরা। তাজা ঘাস আর পানি পেয়ে অলস গরুর দল মাটি আঁকড়ে বসে আছে। ঠেলেঠুলে ওদের দাঁড় করালো ম্যাট গিলেম। তারপর নিঃশব্দে গরু হাঁকিয়ে সান্তা ফি'র ট্রেইলে গিয়ে উঠলো ওরা চারজন।

ধূসর আকাশে সূর্য ওঠার আগেই ছ'মাইল পথ এগিয়ে গেলো ওরা।

ছয়

অন্ধকার ট্রেইল ধরে এগুচ্ছে গরুর পাল। ব্যাপারটা বোঝার আগেই কয়েক মাইল এগিয়ে গেলো ওরা। বিপত্তিটা ঘটলো তখনই।

হঠাৎ ট্রেইল ছেড়ে চারদিকে ছুটতে শুরু করলো গরুর দল। দ্রুত আশপাশ আর পেছনটা ওরা সামলে নিলো। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো কিছু গরু। তবে সংখ্যায় নগণ্য।

দিনের বেলায় ইণ্ডিয়ানদের সম্ভাব্য হামলার ভয়ে ওরা সতর্ক

রইলো। কিন্তু তেমন কোন বিপদ এলো না। সন্ধ্যে নাগাদ সান্তা ফি'র উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলো ওরা।

ছোট্ট শহর সান্তা ফি। কিন্তু এত সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহর লোগান আর লারসেন জীবনে দেখেনি। রাস্তার দু'পাশে লাল ইটে তৈরি বাড়ী-ঘর। চকচকে ছাদ আর দরজা জানালা।

শহরের উৎসুক লোকজন ফিরে দেখছে ওদের। তিনজন মেক্সিকান ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে ওদের দিকে। চীৎকার করে হাত নাড়ছে। ব্যাপার কি? ওরা সতর্ক হয়ে রইলো। ঘোড়সওয়ার কাছে আসতেই লোগান চিনতে পারলো ওদের। রিকার্ডোর লোক। মিগুয়েল, রোমেরো আর আবিরু।

লোগানের সামনে এসে লাগাম টেনে ধরলো ওরা। আনন্দে উত্তেজিত মিগুয়েল। 'তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি সিনোর। বস্ ডিনারে নেমতন্ন করেছে তোমাকে।'

'আমাদের আসার কথা উনি জানেন নাকি?' লোগানের চোখে মুখে বিস্ময়।

ওর দিকে দৃষ্টি ফেরালো মিগুয়েল। 'রিকার্ডো আলভারেজ সব খবরই রাখেন। ভেগাসের এক ঘোড়সওয়ার খবরটা জানিয়েছে ওঁকে।'

ফেরীকে পাহারায় রেখে শহরে ঢুকলো ওরা তিনজন। লা ফোণ্ডার সামনে এসে ঘোড়া থামালো। শরীরের ক্লান্তিটা দু'এক ঢোঁক গিললেই কেটে যাবে। ম্যাটের প্রস্তাবে রাজী হয়ে তিনজনই নেমে পড়লো। হিচিং রেলে রশি বেঁধে ঢুকলো সেলুনে।

ভেতরটা ঠাণ্ডা আর গীর্জার মতোই নিস্তব্ধ। বেশীর ভাগ লোকেই স্প্যানিশ মেক্সিকান। লোকজনের আদবকায়দাও চমৎকার।

নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা। বিদেশী দেখে হু'একজন বো করে সম্মান জানালো ওদের।

কিছু খাবার আর ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে সেলুনের এক কোণে বসে পড়লো ওরা। পরিবেশটা লোগানকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

বেয়ারা খাবার দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওরা। ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে অস্থির শরীর। খাবার সঙ্গে সঙ্গে হু'এক ঢোক ওয়াইনও ওরা গিলতে লাগলো।

সুইং দরজা ঠেলে সেলুনে ঢুকলো এক আর্মি অফিসার। সুন্দর স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড়। তার গোঁফ জোড়া দেখার মতো। সোজা লোগানের সামনে এসে দাঁড়ালো লোকটা।

'গরুগুলো কি তোমাদের?'

'হ্যাঁ। কেনার মতলব থাকলে চটপট বলে ফেলুন,' ওয়াইনে চুমুক দিয়ে ওর চেহারার তারিফ করছে লোগান মনে মনে।

'সেটা নির্ভর করছে গরুর দামের ওপর।'

ওয়াইনের অর্ডার দিয়ে একটা চেয়ার টেনে ওদের টেবিলে বসে পড়লো অফিসার লোকটা।

খরার জন্যে এ অঞ্চলের অনেক গরু লাপাত্তা হয়েছে। যেগুলো আছে ওদের অবস্থাও মরমর। তোমাদের গরুগুলো মোটাতাজা। পছন্দ হয়েছে আমার।'

ওর আগ্রহ দেখে হাসলো ম্যাট গিলেম। 'মাথাপিছু পঁচিশ ডলারে নিতে পারেন।'

'পঁচিশ ডলার?' মুগুরের ঘা পড়লো যেনো ক্যাপ্টেনের মাথায়, 'বড্ড চড়া দাম হাঁকছো হে, ও দামে তো জোড়া গরু মিলবে।' কথাটা বলেই প্রাণখুলে হেসে উঠলো লোকটা। ওয়াইনের গ্লাস তুলে

নিলো হাতে, 'আপনাদের স্বাস্থ্য কামনা করে—'

'রিকার্ডো আলভারেজ যদি গরুগুলো কিনতে চায়?' কথাটা ভেবে একটু চিন্তিত হলো লোগান হারপার।

'তোমরা কি লাফার্টির লোক?' মুখের ভাব বদলালো ক্যাপ্টেন।

'না,' জবাবটা ছুড়ে দিলো ম্যাট গিলেম। 'তবে রিকার্ডো আলভারেজের সঙ্গে অনেকটা পথ এসেছি আমরা। অ্যাবিলেনেই উনাকে প্রথম দেখি।'

'বড্ড ভালো মানুষ রিকার্ডো আলভারেজ। নিউ মেক্সিকোতে তিনিই প্রথম আমাদের স্বাগত জানান। ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণে বার বার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এ অঞ্চলের লোকজন। কলোনী রক্ষার জন্যে মেক্সিকান সরকারের হাতে তেমন কোন সৈন্যবাহিনীও ছিলো না। এখানে মেক্সিকোর সাথে কোন দিন ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠেনি। লেনদেন চলতো সান্তা ফি আর আশেপাশের অঙ্গ রাজ্যগুলোর মধ্যে। প্রথম থেকে এ ব্যবস্থা পুরোপুরি সমর্থন করতো রিকার্ডো আলভারেজ। আমরা যখন এ এলাকায় কর্তৃত্ব নিতে প্রথম আসি তখন ঐ মেক্সিকানরাই আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলো। এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে হাঁপাতে লাগলো ক্যাপ্টেন।

'জেড লাফার্টি সেটেলমেন্ট বসাতে এসেছে এখানে,' কথাটা ওকে জানালো লারসেন হারপার।

'দৃঢ়চেতা আর কর্মঠ লোক লাফার্টি,' প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো ক্যাপ্টেনের গলা। 'তবে একটা ভুল ধারণা পোষণ করছে লাফার্টি। নিউ মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে চলে গেছে। তাই মেক্সিকানদের সম্পত্তির অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে লাফার্টি যদি ভেবে থাকে, তবে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছে ও।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। ক্যাপ্টেন আবার মুখ খুললো, 'তবে লাফার্টি সেটেলমেন্ট বসাবে বলে যে সব লোকজন এখানে নিয়ে আসছে, ওদের সঙ্গে তো পরিবার পরিজন নেই। আছে গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র।'

লোগান ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে ম্যাট গিলেমের মতো ক্যাপ্টেনের কথা শুনছে। আমির লোক। বুদ্ধিতে পাকা। পড়ালেখাও জানে মনে হলো। শিক্ষিত লোকের কথাবার্তা শুনলে নিজের সীমিত জ্ঞানটুকু কেউ যাঁচাই করতে পারে না।

গ্রামে বাইবেল ছাড়া কোন বই ওদের চোখে পড়ে নি। দু'একটা খবরের কাগজ দেখেছে লোকজনের কাছে। তবে বই বলতে বোঝায় কোনদিন চোখেও দেখেনি ওরা।

গ্রামের লোকের চোখে রাজনীতি অনেক উঁচু স্তরের ব্যাপার-স্যাপার। জনসভার খবর পেলে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসতো লোকজন। সাথে থাকতো খাবারের প্যাকেট।

মুগ্ধ শ্রোতার মতো ক্যাপ্টেনের কথা গিলছে ওরা দু'ভাই। নতুন অনেক খবর জানতে পেরেছে ক্যাপ্টেনের মুখের। পড়ালেখার ইচ্ছেটা আবার লোগানের মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

পরদিন ফেরীকে নিয়ে স্টেজ স্টেশনে গেলো লারসেন। ওয়াগনে পাওয়া টাকাগুলো মৃত লোকটার মেয়ের নামে পাঠিয়ে ফিরে এলো।

ঘুরে ফিরে শহর দেখতে বেরিয়েছে লোগান। যে কোন পুরুষের মনে জ্বালা ধরিয়ে দেবার মতো রূপ আর টানা কালো চোখ মেক্সি-কান মেয়েদের। সান্তা ফি'র সুন্দরী মেয়ের মোহে পড়ে লারসেন হয়তোবা জুলির কথা ভুলে যাবে। ভাবলো লোগান।

শরীরটা ওর কড়া রোদে জ্বলছে। গরুর পেছনে ছুটে ছুটে গোসলের সময়ই ওরা পাইনি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে মুখে। সেভ আর গোসল দু'টোই ওর দরকার। ফেরী এসে জুটলো ওর সাথে।

'দেখার মতো অনেক কিছুই আছে এ শহরে,' কথাগুলো ফেরীকে বললো লোগান। মুখে রহস্যময় হাসি।

'দেখো লোগান, আমাদের চারজনের ভাগ্য তো একই সুতোই গাঁথা। চিন্তাধারায়ও ফারাক নেই আমাদের। তবে মনে রেখো এই মেক্সিকান মেয়েদের পিছু ছুটলে ওদের পুরুষদের সাথেও লড়তে হবে। এ সব ঝুট ঝামেলায় না যাওয়াই ভালো। তারচেয়ে আমি বলি কি এই দেশটা ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখি আমরা। অলিগলি চিনে রাখি। ভবিষ্যতে কাজে দিতে পারে।'

'তবে যাই বলো না কেন, মেয়েগুলো কিন্তু অদ্ভুৎ সুন্দরী,' হাসিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে লোগানের ঠোঁট।

'ইয়াকি মারা হচ্ছে, না?' মেজাজ বিগড়ে যায় ফেরী ম্যানডা-র্সের। রাস্তা পেরিয়ে নিজের কাজে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায়।

পথ ভেঙে লোগান একাই হাঁটতে থাকে। উৎসবের উত্তেজনায় ব্যস্ত সবাই সেলুনে। সেতে আছে মেক্সিকানরা। ভয় পেয়ে একটা কুকুর লেজ গুটিয়ে ছুট মারে। বাইরে শহরটা ঝিমিয়ে পড়ছে। সাড়াশব্দ নেই কারও।

রাস্তার গা ঘেঁষে বেড়াঘেরা একটা ঘর লোগানের চোখে পড়লো। এবড়ো থেবড়ো উঠোন। পানি ভরা গর্তও ওর চোখ এড়ালো না। নালা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পরিষ্কার পানি। নালার পাশেই দু'চারটা গোসলের টব ওর চোখে পড়লো। সাবানও দেখতে পেলো লোগান।

পাবলিক বাথহাউজ ভেবে গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লো লোগান। পয়সা নেবার মতো লোকজনও ঘরে চোখে পড়লো না ওর।

তর সইছে না। শরীরটা জ্বলছে। টবে পানি ভরে কাপড় চোপড় খুলে ফেললো লোগান। টবের পানিতে শুয়ে শরীরটা ভিজাতেই প্রশান্তির আমেজ অনুভব করলো সারা শরীরে।

গায়ে গতরে সাবান মেখে শরীর ডলতে ডলতে লক্ষ্য করলো গেট ঠেলে তিনজন তরুণী বাথহাউজে ঢুকছে। হাতে কাপড়ের বাণ্ডিল।

কাছাকাছি এসেই লোগানকে দেখতে পেলো ওরা। টবে শোয়া উদোম লোকটাকে দেখে বিস্ময়ে থ'হয়ে গেলো মেক্সিকান মেয়েগুলো। গলা হাঁকিয়ে চীৎকার শুরু করলো তিনজনই।

বোবার মতো তাকিয়ে আছে লোগান। ব্যাপার কি? বাথহাউজে কি কাজ ওদের? ওকে দেখে কি ভয় পেয়েছে? তাহলে ছুটে পালাচ্ছে না কেন?

মেয়েগুলো ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে ওর কাণ্ড। চীৎকার থামিয়ে হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

দ্রুত চোখ মুখের সাবানটা ধুয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো লোগান। তোয়ালে জড়িয়ে টব থেকে বেরিয়ে এলো। পিছু হটে গেটের বাইরে সরে গেছে মেয়েরা। হাসি তখনও থামেনি। জীবনে এত দ্রুত কাপড় পরেনি লোগান। গান বেল্টটা জড়িয়েই লাফিয়ে উঠলো ড্যাপেলের পিঠে। পড়িমড়ি করে ছুটলো ভেজা শরীরে। লজ্জায় লাল হয়ে গেছে ওর মুখ চোখ। কাপড় ধোবার জায়গাটা বাথহাউজ ভেবে যাচ্ছে তাই কাণ্ড করে বসেছে ও।

হাসির দমকে লুটোপুটি খাচ্ছে মেয়ে তিনটা। লোগানের সারা শরীরে তখনও থকথকে সাবান। তড়িঘড়ি ছুটছে লোগান। মালিকের বেকায়দা অবস্থা যেন ড্যাপেলও টের পেয়েছে। শহর পেছনে ফেলে ছুটছে লোগান। কানে ভেসে আসছে হাসির হররা। লুকোবে সে। কিন্তু কোথায়?

মরু শহরের সকাল উজ্জ্বল আর সুন্দর। দূর পাহাড়ে আলোর ঝলকানি। বাতাসে কাঁচা ঘাসের ঘ্রাণ। মাথাপিছু বিশ ডলারে গরুগুলো কিনে নিয়েছে ক্যাপ্টেন। পরিশ্রম পুষিয়ে গেছে ওদের। এক কথায় চড়া দামে বেঁচেছে গরুগুলো।

গরুগুলো ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে ঝাড়া হাত পায়ে শহরে ঢুকে পড়লো ওরা চারজন। সদর রাস্তায় ঘোড়ার পিঠে দুলকি চালে এগোচ্ছে ওরা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মেক্সিকান মেয়েরা। লোগানকে দেখে এগিয়ে আসে একটা মেয়ে। ওকে চিনতে পেরে হাসতে থাকে। হাত নেড়ে ডাকে অন্য মেয়েদের। সবাই ওকে দেখে হাসতে শুরু করেছে। যেন ঘোড়ার পিঠে আজগুবি কোন জানোয়ার এগিয়ে যাচ্ছে।

হকচকিয়ে গেছে লারসেন। ওকি স্বপ্ন দেখছে? এতকাল জেনে এসেছে মেয়েরা ওকেই পছন্দ করে। লোগানের ধারে কাছেও ঘেঁষে না। কিন্তু এমন ধারণা ওর পাল্টে যাচ্ছে, জিদও বাড়ছে।

'মেক্সিকান মেয়েগুলোকে চেনো নাকি?'

'জীবনে দেখিনি', কথাগুলো বললেও লোগান জানে সান্তা ফি'র সব মেয়ের কানেই কথাটা চলে গেছে এতক্ষণে।

লা ফণ্ডা সেলুনে যাবার পথে কয়েক ডজন মেয়ের সাক্ষাৎ পেলো ওরা। লোগানকে দেখেই হাসিতে ফেটে পড়ছে ওরা। যতই ভাবছে ততই হিমসিম খাচ্ছে ম্যাট গিলেম আর লারসেন হারপার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে লোগানকে।

লা ফণ্ডায় খাবার অর্ডার দিলো লোগান। ওয়েট্রেস মেয়েটা ওকে এক নজরেই চিনে ফেলে। হাসি চেপে রাখতে পারে না। ছুটে যায় রান্নাঘরে। মুহূর্তে ছুটে আসে রান্নাঘরের মেয়েরা। দম বন্ধ করে হাসিতে ফেটে পড়ে।

ওয়াইন চুমুক দিচ্ছে লোগান। লজ্জায় রাঙা চোখমুখ। ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তবুও যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে ও। পারছে না। রামছাগল মনে হচ্ছে নিজেকে।

লারসেনের চোখে মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। রাতারাতি মেয়েদের চোখের মণি হয়ে উঠেছে লোগান। কি এমন বীরত্বের কাজ করেছে ও। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না লারসেন। ঈর্ষা আর কৌতূহল ভিড় জমাচ্ছে ওর মনে। লোগান কথাটা কেন চেপে যাচ্ছে ওদের কাছে?

ছোট্ট হলেও বন্ধু ভাবাপন্ন শহর সান্তা ফি। এখানে যারা আসে তাদের আপন করে নেয় মেক্সিকানরা। মেয়েরা উচ্ছসিত হয় আমেরিকানদের দেখে।

সুন্দরী মেয়ে লিনা ফার্নাণ্ডেজ। কটা চোখ। টানা কালো ভ্রূ। বেশ কয়েকবার ওকে দেখেছে লোগান। ভালো লেগেছে। ওর দিকে বিলোল কটাক্ষ হেনে সরে গেছে মেয়েটা। কথা বলার সুযোগ পায়নি লোগান।

দ্বিতীয় রাতে লোগানের দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুলেই

ফেটারসানকে দেখে অবাক হলো লোগান।

'জেড লাফার্টি তোমাদের ডেকেছেন। জরুরী কথা আছে।'

বুড়োটা আবার কি মতলব ভাঁজছে? ভেবে কূলকিনারা পায় না ওরা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। দেখা করতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? সিদ্ধান্ত নেবার আগেই উঠে দাঁড়ালো লারসেন। ওকে উঠতে দেখে বাকীরাও আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো। ফেটারসানের পিছু পিছু হাঁটতে থাকলো। মেক্সিকানরা ওদের দেখে দূরে সরে দাঁড়ালো। লাফার্টির লোকজনের বন্ধু হতে চায়না ওরা।

লোগান নিজের জন্যে ভাবছে না। ওর দুশ্চিন্তা লারসেনকে নিয়ে।

জেড লাফার্টির ঘরের সামনে অন্য চারেক সশস্ত্র লোক। অন্যরা ঘুরঘুর করছে কোরালের আশেপাশে। বাংকহাউজের দরজার ফাঁক দিয়ে আরও ক'জন সশস্ত্র লোক দেখলো লোগান।

বড্ড সাবধানী মন ওর। সজাগ দৃষ্টি ঘোরাফেরা করছে। প্রয়োজন ছাড়া একাধিক সশস্ত্র লোক কেউ সাথে রাখে না।

আড় চোখে ওর দিকে তাকায় ফেরী ম্যানডার্স। পরিবেশটা চট করে ধরে ফেলেছে ও। ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে সিগার ধরালো ম্যাট গিলেম। উঠোনের শেষ প্রান্তে অন্ধকারে কারা যেন বসে আছে। অস্পষ্ট আলোয় ওদের পিস্তলগুলো ম্যাটের চোখে পড়লো? না দেখার ভান করে সিগার টানতে লাগলো ম্যাট গিলেম। ঠোঁটে ওর মুচকি হাসি।

করিডোর ধরে এগিয়ে আসছে জুলি। নীল পোষাকে অদ্ভুৎ

লাগছে মেয়েটাকে। পুতুলের মতো সাজানো ওর শরীর।

দু'হাত বাড়িয়ে লারসেনের দিকে ছুটে এলো জুলি। লারসেনের ছটফটানি দেখেই লোগান সম্পর্কের গভীরতা আন্দাজ করে ফেলেন। নির্বাক অপলক দৃষ্টিতে জুলিকে দেখছে লারসেন। চোখ ফেরাতে পারছে না।

লোগানকে দেখেই নাক কুঁচকালো জুলি। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে ঘৃণা। লোগান সরে দাঁড়ালো। মেয়েটাকে কেন জানি সহ্য করতে পারে না ও।

ঘরে ঢুকলো জেড লাফার্টি। পাদ্রীর মতো ঝুল পোষাকে লেপ্টানো শরীর। মোহনীয় হাসি ওর ঠোঁটে। টেবিলে রাখা সিগারের বাক্স এগিয়ে ধরে ওদের দিকে। ধূমপানের অভ্যাস নেই লোগানের। কিন্তু সিগার তুলে নিলো লারসেন। একটু ইতস্তত করে ম্যাট গিলেম ওহাত বাড়ালো।

'ধূমপানের অভ্যেস আমার নেই,' স্পষ্ট জানিয়ে দিলো লোগান।

'তাহলে ড্রিংক দেই তোমাকে?'

'সেটার অভ্যাসও নেই।'

কথাটা শুনে লারসন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো ওকে। ও জানে বন্ধুদের আড্ডায় মাঝে মধ্যে ড্রিংক করে লোগান।

'গরুমোষের জমজমাট ব্যবসা করেছো তোমরা,' সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে কথাটা তুললো লাফার্টি। 'ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের আমি পছন্দ করি। কমবয়সী ছেলে তোমরা। দুনিয়ার কতটাই বা দেখেছো? গরুবেচা টাকাগুলো অযথা নষ্ট করো না। এমন কোন কাজে লাগাও যাতে ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্তে কাটে। তোমাদের কথা অবশ্য ভেবে রেখেছি আমি। এমন কিছু লোক আমার দরকার যাদের

আছে ব্যবসায়িক বুদ্ধি আর পুঁজি খাটাবার ক্ষমতা। এদুটো ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তোমরাই। তোমাদের নিয়ে নতুন দেশ গড়ে তুলবো আমি।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে থামলো লাফার্টি।

ওর কথা বলার ধরন দেখে মনে মনে ক্ষেপছে লোগান। ব্যাটা পেয়েছে কি? সিগারের পুড়ে যাওয়া অংশটা লাফার্টি ঝেড়ে ফেললো। জ্বলন্ত অংশটার দিকে তাকিয়ে রইলো কতক্ষণ।

'শুরুতে কিছুটা বাধা আমরা পাবো। ভালো কাজে বাধা আসবেই জানা কথা। স্থানীয় বেশীরভাগ লোকই মেক্সিকান। আমাদের মতো আমেরিকান লোক হাতে গোনা যায় এখানে। বাধাটা আসবে মেক্সিকানদের কাছ থেকেই।'

কথা বলার আগে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেয় লারসেন। 'ভাগ্য গড়তে পশ্চিমে এসেছি আমরা দু'ভাই। জায়গাজমি কিনে এখানেই ঘরবাড়ী বানাবো। খামার গড়ে তুলবো।'

'চমৎকার। তোমাদের আশা বাস্তবায়নের স্বপ্নই তো দেখেছি আমি। নিউ মেক্সিকো আমেরিকার অংশ। এখানকার জমিজমা সবই তো আমাদের অংশ। এর সুযোগই বা কেন নেবনা আমরা?'

ঠোঁট থেকে সিগারটা নামিয়ে নেয় জেড লাফার্টি। 'আগে এলে আগে পাবে ভিত্তিতে জমিজমা বরাদ্দ করবো আমরা।'

নড়েচড়ে বসলো লোগান। আর চুপ করে থাকা যায়না। 'মিষ্টার লাফার্টি, সুন্দর আমেরিকা গড়ার যে স্বপ্ন আপনি দেখছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। তবে একটা কথা মিলাতে পারছিনা আমি। সেটেলমেন্টের যে সব লোক বংশানুক্রমিক ভোগ দখল করছে এই সব জায়গা জমি থেকে তাদের বিতাড়িত করতে যাচ্ছেন আপনি। কেন? কি দোষ করেছে ওরা?'

পুঁচকে ছোঁড়াটার এতবড় সাহস? মুখের উপর টস্‌টস্‌ করে কথাগুলো বলে ফেললো? এতগুলো লোকের সামনে ওকে অপমান করতে একটুও বাধলো না লোগানের?

লারসেনের গায়ে গা লাগিয়ে বসেছে জুলি। বাতাসে সুগন্ধীর ঢেউ এসে লাগছে লোগানের নাকে। একটু তফাতে সরে দাঁড়ালো ও।

'এই জায়গাজমি ভোগ দখলের কোন অধিকার নেই মেক্সিকানদের,' রাগে অপমানে কাঁপছে লাফার্টি। 'সেটেলমেন্টের সব জায়গা আমাদের। আমরাই এর মালিক। ওরা তো বিদেশী। ওরাতো এতদিন আমাদের জায়গা দখল করে নিশ্চিন্তে থেকেছে। সে যাকগে, বক বক করার মতো সময় আমার হাতে নেই। যদি ইচ্ছে থাকে আমার কোম্পানীর পার্টনার হতে পারো। লাভের সমান বখরা পাবে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর কথা শুনছে লারসেন। 'ঘরবাড়ী তৈরী করার মতো জায়গা জমি দরকার আমাদের।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে লোগান, 'মিষ্টার লাফার্টি, প্রস্তাবটা লিখিত দিলেই ভালো হয়।'

'কেন? মুখের কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?' রাগে ফুসছে লাফার্টি।

লোগান বন্ধুদের মুখের দিকে তাকালো। নির্বিকার বসে রয়েছে ওরা। এই মুহূর্তে কাউকে কেয়ার করতে ইচ্ছে করছে না ওর। বছরের পর বছর ঘরবাড়ী তুলে সুখে থাকা লোকগুলোর জায়গা জমি ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছে বুড়ো ছাগলটা। দোসর হিসাবে দলে টানতে চাচ্ছে ওদের। এত বড় আস্পর্ধা ও পেলো কোথায়?

'যে লোক অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নিরীহ লোককে ঘরছাড়া করে

সে কোন জাতের ভদ্রলোক?' লাফার্টির চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলতে একটুও বুক কাঁপলোনা ওর। 'কে বললো ওরা বিদেশী? ওরা সবাইতো আমেরিকান নাগরিক।'

কথাটা বলে দাঁড়ালো না লোগান। ঘুরে দরজার দিকে হাঁটতে লাগলো। ওকে অনুসরণ করলো ফেরী ম্যানডার্স। ভদ্রগোছের শিক্ষিত লোক ম্যাট গিলেম। ইতস্তত: করে সেও উঠে দাঁড়ালো। জীবনের বাজী ধরছে ওরা চারজন। মরলে মরবে। বাঁচলে বাঁচবে। একটু দেরী হলেও উঠে দাঁড়ালো লারসেন। এগিয়ে এলো ওদের পিছু পিছু।

ওদের উঠতে দেখে আরও ক্ষেপে গেলো জেড লাফার্টি। চীৎকার করে উঠলো আহত জন্তুর মতো। 'আমার বিরুদ্ধে গেলে কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না মনে রেখো। অত তেজ দেখিয়োনা আমার সামনে, জানে বাঁচবে না। যদি বাঁচতে চাও শহর ছেড়ে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়। ভুলেও এপথ মাড়াবেনা।'

বাইরে কি অপেক্ষা করছে ওরা জানে। ষণ্ডামার্কা লোকগুলো রুখে দাঁড়াবে। ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ঘাড়ে। দরজা পেরিয়ে চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রেখে ওরা এগুতে লাগলো।

'চারজন সামলাতে দেখছি গোটা আমি ভাড়া করে এনেছো মিষ্টার লাফার্টি।' লাফার্টির উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে একটু দাঁড়ালো লোগান। 'খেড়ে কুকুরগুলো সামলাও, নয়তো যে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছো সে দেশেই ফেরত পাঠিয়ে দেবো।'

চৌকাঠ মাড়িয়ে এগিয়ে আসছিলো বুড়ো। কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালো। ওর ফ্যাকাশে মুখ দেখে নিশ্চিন্ত হলো লোগান। বুঝতে পারলো সত্যি সত্যিই লোকটাকে কেউ বিতাড়িত করেছে।

একগুঁয়ে ধূর্ত লোক লোফার্টি। যা ভেবেছে তাই করে এসেছে এতদিন। কিন্তু ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বাধ সেধেছে এই ছোকরার দল। ওদের রেহাই দেবে না সে। আক্রোশে চীৎকার করে উঠলো লাফার্টি, 'উইলসন, ছাল ছাড়িয়ে ফেল ব্যাটাদের।'

উইলসনের মুখোমুখি দাঁড়ালো ফেরী ম্যানডার্স। দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই ওর মনে। ঝট করে ওর মাথায় পিস্তলের বাঁট ঝেড়ে দিতেই কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো উইসন।

লারসেনকে বাধা দিতে আসা লোকটা এতক্ষণে সিক্স শুটারের গুঁতো খেয়ে গোঙ্গাতে শুরু করেছে।

চক্কর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় লোগান। ওর গান ব্যারেলটা লাফার্টি'র বুক বরাবর তাক করা।

'ওদের থামাও লাফার্টি'। কেউ আর এক পা এগুলে তোমার লাশ পড়ে থাকবে।'

বাপের অপমানে দিশেহারা জুলি। লোগানের দিকে চেয়ে ফুঁসছে রাগে। সৌন্দর্যের লেশমাত্র লোগান ওর চেহারায় দেখতে পেলো না। রক্তচোষা ডাইনী যেন ভর করেছে ওর উপর। বাপের অপকীর্তির দোসর এ মেয়ে। এ মেয়েকে বিয়ে করলে সারাজীবন ওর বাপের গোলামী করতে হবে।

করুণ অবস্থা লাফার্টি'র। মনে হচ্ছে গলায় কি যেন আটকে আছে ওর। লোগানের হাতে ধরা নেভী কোল্টের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ওজানে লোগানের কথার হেরফের হবে না।

'উইলসন, এদের যেতে দাও। বাধা দিও না।' লাফার্টি'র গলার স্বরটা কর্কশ শোনাচ্ছে।

নিঃশব্দে হেঁটে ওরা এগিয়ে যায়। সতর্ক দৃষ্টি চারপাশে।

ড্যাপেলে উঠে বসতেই মুখ খেঁকিয়ে উঠে লারসেন। 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তোমার ব্যবহারে মাটিতে সিঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভদ্রলোককে চোর বানিয়ে ছেড়েছো তুমি।'

'তাই নাকি? এ সব জমি জমার মালিক যে রিকার্ডো আলভারেজ, তা তুমি ভালো করেই জানো।'

সেদিন বিনিদ্র রাত কাটালো লোগান। ও কি ভুল করছে? তা কি করে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। এতে যদি কারও স্বার্থ হানি হয়ে থাকে তবে ওর বলার কিছু নেই। আর এ সিদ্ধান্ত নিতে রোসিতার প্রতি ওর দুর্বলতা বিন্দু মাত্র প্রভাব ফেলেনি।

পরদিন সকালে শহর ছেড়ে চলে গেলো ফেটারসান। জনা চল্লিশেক লোক ওর দলে। উইলসনকেও দেখলো লোগান। হ্যাটটা ওর মাথায় ঠিকমতো বসেনি। ফেরীর পিস্তলের গুঁতোয় বজ্জাতটার মাথায় আলু গজিয়েছে। শহর পেছনে ফেলে উত্তর পুব কোণে ছুটে অদৃশ্য হলো দলটা।

সোরেলের পিঠে দ্রুত ছুটছে এক মেক্সিকান বালক। পাহাড়ের গা ঘেঁষে দ্রুত বেরিয়ে গেলো ছেলেটা।

খবরাখবর আদান প্রদানের অনেক লোক রিকার্ডো'র। ছেলেটা সে দলেরই। ফেটারসান ওদিকে যাবার আগেই সতর্ক হয়ে যাবে মেক্সিকানরা। ছেলেটা হয়তো বেশীদূর যাবেনা। রিলে রেসের মতো ওরা দ্রুত খবরটা পেঁছে দেবে রিকার্ডো'র কানে।

প্যান্টে শার্ট গুঁজতে গুঁজতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো লারসেন। গ্রিজলির মতো কুতকুত করছে ওর চোখদুটো। মেজাজটাও বিগড়ে আছে রাত থেকে। 'লাফার্টি'কে গালাগাল করার কোন অধিকার নেই তোমার।'

'লোকটা সৎ হলে তোমার কথা মেনে নিতাম।'

লারসেন ওর পাশে ধপ্ করে বসে পড়ে। লোগান জানে ভাইটা ওর সরল, সৎও বটে। ঘোরপ্যাঁচ ধরতে পারে না।

'লোগান,' স্বরটা নিচু আর ক্লান্ত। 'তোমার বোঝা উচিত ছিলো লাফার্টি'র মেয়েকে ভালবাসি আমি।'

কথাটা শুনে মেজাজ খিঁচড়ে উঠে লোগানের। জ্ঞান বুদ্ধিতে ওর জুড়ি নেই। মানুষ চেনার ক্ষমতাও ওর প্রবল। কিন্তু লাফার্টি'র উদ্দেশ্যটা ও বুঝতে পারছেনা কেন? জীবনে এই প্রথমবার ভুলের ফাঁদে পা ফেললো লারসেন। লোগান বুঝতে পারলো ঠিকই। কিন্তু কি করবে ও?

'লারসেন, কোনদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিইনি আমরা। টাকা পয়সার পেছনেও ছুটিনি। জীবনকে বাজী ধরে পশ্চিমের পথে পা বাড়িয়েছি। একটা বিশ্বাস আর স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি এখনও। সৎ রোজগারের টাকা দিয়ে জায়গা জমি কিনবো। ঘর বানাবো। আর সেই ঘরে এনে তুললো মাকে। কিন্তু মানুষের রক্ত মাড়িয়ে ঘর তোলার স্বপ্ন তো মা দেখেনি।'

'তোমার সাথে আমিও একমত। তবে লাফার্টি'র সাথে অত রাফ ব্যবহার না করলেও তো পারতে।'

'তোমার কথা মেনে নিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত লারসেন। বুঝতে পারছি ওদের কাছে বাধা পড়ে গেছ তুমি। ভাবছি এর পরে আমাকে ভাই বলে ডাকতেও বাধবে তোমার।'

'এসব কি বলছো তুমি লোগান? আমি তাই বলছি নাকি? এতটা অকৃতজ্ঞ আমাকে ভাবতে পারলে? সেদিন টেনেসিতে তুমি না থাকলে আমি কি বেঁচে থাকতাম? মরে ভূত হয়ে যেতাম না?

সাত

সান্তা ফি'র এক্সপ্রেস ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রেখে ওরা আবার বেরিয়ে পড়লো বনগরু শিকারে। আবারও সেই বনজঙ্গল, নদী নালা, খাল বিল।

দলটাকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলছে লোগান। চারটা করে অতিরিক্ত ঘোড়া কিনেছে প্রত্যেকের জন্যে। নতুন অস্ত্র আর প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদও কিনে এনেছে।

মা'র দেওয়া ড্যাপেল ঘোড়াটাই পছন্দ করে লোগান। তবে নতুন চারটে যে ঘোড়া ও নিজের জন্যে কিনেছে ওগুলোর আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমটা গ্রুলা জাতীয় মাসতাং। পিঁপড়ের মতো খাড়া পাহাড়ে উঠতে অভ্যস্ত। রাতদিন ছুটেও ক্লান্ত হয় না। লোগান ওর নাম দিয়েছে লড়াকু।

পরেরটা বাকস্কিন। এবড়ো খেবড়ো পথ মাড়াতে ওস্তাদ। বিশ্বস্ত মরু ঘোড়া। ওর নাম বাক্।

তৃতীয় ঘোড়াটার রং লাল। বিশাল তেজী আর ছটফটে ঘোড়া। নাম ওর কেলি।

শেষ ঘোড়াটা লোগান কিনেছে এক ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে। এ্যাপলুসা ঘোড়া। সাদা রঙের মাঝে লাল লাল ছোপ। জন্ম ওর মন্টানায়।

সান্তা ফি ছেড়ে আসার সাত দিনের মাথায় ক্রীকের বাঁকে হরিণের পায়ের ছাপ দেখলো ওরা। ওস্তাদ শিকারী লোগান। হরিণ শিকারের ভারটা ওর ঘাড়েই এসে পড়ে। প্ল্যান মাফিক এভাবেই খাবার জোগাড় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে ওরা।

শিকারের পেছনে ছুটতে মন্টানার জুড়ি নেই। এক লাফে ওর পিঠে উঠে বসলো লোগান। বিদ্যুতের মতো ছুটে চললো মন্টানা ছোট বড় ঝোপ ঝাড়ের গা ঘেঁষে। এ্যান্টিলোপ ছুটে যাচ্ছে ওর শব্দ পেয়ে। ফিরেও তাকায় না লোগান। বিশ্রী স্বাদ এ্যান্টিলোপের মাংসে। ঠেকায় না পড়লে সাধারণতঃ কেউ চোখেও দেখে না। তবে বুড়োদের মতে কগারের মাংসই সবচেয়ে স্বাদের।

সারি সারি পাহাড়ের গা বেয়ে লোগান উঠতে লাগলো। সমতলের চেয়ে অনেক উঁচুতে এ জায়গা। অনেকটা মালভূমির মতো। পাহাড়ের ঢালে গজিয়ে উঠেছে পাইন বন আর জুনিপারের অজস্র ঝোপ।

আচমকা লাগাম টানতেই মন্টানা থমকে দাঁড়ায়। পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে হরিণ চোখে পড়েছে ওর। রাইফেল তুলে নিঃশব্দে এগুলো লোগান।

শিকারী সতর্ক হলে চরতে থাকা হরিণ খুব সহজেই ধরা পড়ে। মাথা নিচু করে হরিণ যখন ঘাস খায় তখন আশেপাশের কোন কিছুই ওর চোখে পড়েনা।

ওই সুযোগটা নিয়েই এগিয়ে যায় শিকারী। অভিজ্ঞ শিকারী জানে মুখ তোলার আগে লেজ নাড়বে হরিণ। তখন নিঃঝাড় মাটিতে লেপ্টে থাকলে ও টেরই পাবেনা। অবশ্য বাতাসটা অনুকূলে থাকতে হবে।

সন্তর্পণে পাইনের আড়ালে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে এলো লোগান। গাছের আড়াল থেকেই দেখতে পেলো হরিণটাকে। রাইফেল তুলে পা বরাবর গুলি করলো। বা পাশে আরও একটা ভয়ার্ত হরিণ দেখলো লোগান। কক্ করেই গুলী চালালো। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে মাত্র লাফাতে থাকে হরিণটা। গুলী খেয়ে ছিটকে পড়লো পাথুরে মাটিতে।

দ্রুত হরিণ দুটোর চামড়া ছাড়িয়ে মাংসগুলো থলেতে ভরে ফেললো লোগান। মাংসের থলেটা মন্টানার পিঠে শক্ত করে বেঁধে আস্তানার দিকে ঘোড়া ছুটালো। ফিরতি পথে বেশ কয়েক মাইল ও এগিয়ে এসেছে। এমন সময় দূরে ছুটন্ত বাফেলোর ঝাঁক ওর চোখে পড়লো। ব্যাপার কি? কারণ ছাড়া তো বাফেলোর ঝাঁক ছোটে না।

গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে লোগান দাঁড়িয়ে আছে। ধুলোর মেঘ ঢেকে ফেলছে সামনের ট্রেইল। কিছুই ঠাওর করতে পারছে না ও। না জেনে এগুনো মানেই মৃত্যুর ফাঁদে পা দেওয়া। অপেক্ষা করে রইলো লোগান।

রোদ চকচকে পাহাড় চুড়ো। অস্থিরতায় ছটফট করছে মন্টানা। লেজ ঝাপটাচ্ছে। কাছে কোথাও মৌমাছির গুনগুনানি ওর কানে এলো।

ধুলোর মেঘ সরে যেতেই ওরা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এক সারিতে এগিয়ে আসছে ন'জন ইউট ইণ্ডিয়ান। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে ইণ্ডিয়ানরা।

চঞ্চল হয়ে উঠেছে মন্টানা ঘোড়া। বিপদ আঁচ করতে পেরেছে। হতভম্ব হয়ে চিন্তা করছে লোগান কি করবে। ভয় ডরের চিহ্নমাত্র

নেই ওর মুখে। শুধু জানে বাঁচতে হলে লড়তে হবে। পালালেই টারগেট হবে ওর পিঠ। অভিজ্ঞ লড়াকু লোকজনই ঠিক করে নেয় আঘাত হানার সময়। পালাবার পরিস্থিতিও বেছে নেয় ওরা। সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গাছের আড়ালে শক্ত পাথরের মতো লোগান ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ইউটরা পথ ধরে সোজা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব কমছে ওদের। ইণ্ডিয়ানরা ওকে না দেখতে পেলেও ঘোড়াগুলো ঠিকই টের পেয়ে যাবে। কারণ সাদা মানুষের গায়ের গন্ধ বোঝে ওরা। তবে লোগান কি পিছু হটবে? পিছু হঠার বিপদও কি কম? পায়ের চাপে শুকনো পাতার মচমচানী শব্দ শুনে ফেলবে ওরা। ভেবেচিন্তে লোগান এ পথটাই বেছে নিলো।

স্কাবার্ডে রাইফেল ঝুলিয়ে নিঃশব্দে পিছু হটছে লোগান। ইণ্ডিয়ানদের দিকে সতর্ক নজর রেখে তিরিশ গজ পিছিয়েও এসেছে। বিপত্তিটা ঘটলো ঠিক তখনই। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ওকে দেখে ফেললো ইণ্ডিয়ানরা।

তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে অনেকেই ভুল করে বসে। ইণ্ডিয়ানরাও সেই মুহূর্তে ভুল করে বসলো। ওরা যদি দল বেঁধে ওকে চার্জ করতে এগিয়ে আসতো তবে লোগান ঝোপের আড়ালে লুকোতে চেষ্টা করতো। সহজেই ধরে ফেলতো ওকে ইণ্ডিয়ানরা। তা না করে এক ইণ্ডিয়ান নার্ভাস হয়ে গুলি ছুঁড়ে বসলো।

চকিতে মন্টানার পিঠে উঠে বসলো লোগান। ঘোড়ার পেটে গুঁতো মেরে ট্রিগার টিপলো প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায়। রাইফেলের গর্জনে কেঁপে উঠলো বনপ্রান্তর। ইণ্ডিয়ানের গুলি লক্ষ্যচ্যুত হলেও ওর গুলির আঘাতে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ইউট ইণ্ডিয়ান।

অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে যায় লোগান হারপার।

ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ভেদ করে দ্রুত গতিতে ছুটছে মন্টানা। ঘোড়াটা ইণ্ডিয়ান বিদ্বেষী। তাই ভীত হরিণীর মতো প্রাণপণে ছুটছে। দরদরিয়ে শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। পেছনে ছুটে আসছে এক ঝাঁক রক্তপিপাসু ইণ্ডিয়ানের দল।

ছুটতে ছুটতে পেছনে ফিরে গুলি করছে লোগান। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিবারই। ক্রমশঃ দূরত্ব কমে আসছে ওদের। লোগান বোঝে এভাবে কুলিয়ে উঠতে পারবে না ও। তবুও শেষ চেষ্টা করে দেখাবে ও।

মন্টানার রাশ টেনে হঠাৎ লোগান দাঁড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে কাছের ইণ্ডিয়ানটাকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে সটকে পড়ে একপাশে। গুলীর আঘাতে আহত ঘোড়াটা হুমড়ী খেতেই ইণ্ডিয়ানটা বতাসে ভর করে ছিটকে পড়ে ধুলো মাটিতে। লোগানের গুলীর আঘাতে মুহূর্তেই প্রাণপ্রদীপ নিভে যায় ইণ্ডিয়ানটার। পেছনের ইণ্ডিয়ানরা তখনও এসে পৌঁছেনি। এই সুযোগে ক্রীকের মাঝ পথ বেছে নিয়ে লোগান বেরিয়ে পড়ে প্রেইরীর খোলা প্রান্তরে।

ক্যাম্প এখনও আট দশ মাইল দূরের পথ। ওদিকে ছুটলে ক্যাম্প চিনে ফেলবে ইণ্ডিয়ানরা। হামলা চালিয়ে পুরো ক্যাম্পটা নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। ছুটতে ছুটতেই সিদ্ধান্তটা লোগান নিয়ে ফেললো। পুরো দলটাকে বিপদে ফেলার কোনও অধিকার ওর নেই। ঠিক তখনই ছোট পাহাড়ের কাছাকাছি বাফেলো ওয়ালো চোখে পড়লো ওর। গর্তটা ছোট হলেও বাইরে থেকে হঠাৎ করে বোঝার কোন উপায় নেই। মন্টানার গতি শ্লথ করে গর্তের ভেতর লাফিয়ে পড়লো লোগান। একহাতে লাগামের দড়ি অন্যহাতে ঘোড়াটার পা ধরে ও

টানতে লাগলো। ঘোড়া যেন বুঝে ফেললো ওর ইচ্ছেটা। কাত হয়ে নিজে নিজেই শুয়ে পড়লো ধুলোবালিতে। ঘোড়াটা সব কিছুই বুঝতে পারে। ট্রেনিং পাওয়া। হাঁটু ভেঙ্গে গর্তে বসে রাইফেল তাক করে অপেক্ষা করছে লোগান। দলবেঁধে দ্রুত ছুটে আসছে ইণ্ডিয়ানরা। সামনের ইউটকে তাক করে ওর রাইফেল গর্জে উঠলো।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলো। ইণ্ডিয়ানটাকে পিঠে নিয়ে ছুটে আসছে ঘোড়াটা। তবে কি গুলি মিস করেছে ও? আবার রাইফেল তাক করলো লোগান। হঠাৎ সামনের পা দুটো উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়লো ঘোড়াটা। ধপ করে নরোম ঘাসে উল্টে পড়লো মরা ইণ্ডিয়ানের লাশ। ঘোড়ার পিঠে রক্তের ছোপ দেখলো লোগান।

হঠাৎ কোরেই নিরব হয়ে গেলো সব। ঘোড়া ছোটার শব্দও ওর কানে আসছে না। ইণ্ডিয়ানরা পজিশন নিয়ে মাটি আঁকড়ে শুয়ে পড়েছে। পিঠে হাত বুলিয়ে মন্টানাকে আদর করে লোগান। নির্বোধ জীবটা কৃতজ্ঞ চিত্তে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই থমথমে ভাবটা দেখে কেউ আন্দাজ করতেও পারবে না কয়েক মুহূর্ত আগে মৃত্যু কি ভয়ংকর আঁচড় দিয়ে গেছে এই মরু প্রান্তরে।

জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই পাহাড়ের ঢালে। এপাশ ওপাশেও প্রাণের স্পন্দন দেখতে পেলো না লোগান। চতুর ইণ্ডিয়ানগুলো মাটির সাথে মিশে গেছে। শত চেষ্টা করেও ওদের হদিশ বের করতে পারবে না কেউ। সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় আছে ওরা। লোগান জানে, যে কোন মুহূর্তে আঘাত আসবে।

পড়ন্ত বিকেলের এই নিঝুম পরিবেশ ওর মনটা কেড়ে নিয়েছে। কি সুন্দর বিকেল। নরোম রোদের সুড়সুড়ি। বাতাসে শুকনো ঘাস

আর ধুলোর গন্ধ। রোসিতার মুখটা ভেসে উঠলো ওর চোখে।

ছ'জন ইউট ইণ্ডিয়ান বেঁচে আছে এখনও। হঠাৎ করে উঠে গেলেও সুযোগের অপেক্ষায় আছে ওরা। ও কি কুলিয়ে উঠতে পারবে ছ'জন দুর্ধর্ষ ইউট ইণ্ডিয়ানের সাথে? ওদের বেষ্টনী ভেঙ্গে পারবে কি পালাতে?

ভয়ে ভীত নয় লোগান। ক্যান্টিন ভর্তি পানি আছে ওর কাছে। স্যাডেলব্যাগে ঝলসানো মাংসও রয়েছে প্রচুর।

ওরা হামাগুড়ি দিয়ে মাটির সাথে মিশে এগিয়ে আসবে। চারপাশটা বার বার দেখছে লোগান। সতর্ক দৃষ্টি ওর। কয়েকফিট দূরের মাটি একটু উঁচু। উঁচু টিবিটার জন্যে বেশি দূরে দৃষ্টি যাচ্ছে না। বাউই ছুরিটার কথা মনে পড়লো ওর। কোমরেই গোঁজা আছে।

দ্রুত ছুরি দিয়ে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে শুরু করলো ও। টিবি পর্যন্ত মাটি খুঁড়তে খুব বেশি সময় লাগলো না। হামাগুঁড়ি দিয়ে আসা যে কোন বস্তুই স্পষ্ট চোখে পড়বে ওর।

সুপ্রসন্ন ভাগ্য লোগানের। ট্রেঞ্চ খোঁড়া শেষ হতেই চারজন ইণ্ডিয়ানকে দেখতে পেলো ও। মাটির সাথে মিশে ক্রল করে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। রাইফেল বাগিয়ে দ্রুত গুলি ছোঁড়ে লোগান। কিন্তু টিপটা ওর ফসকে যায়।

কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা পালালো না। এতে ভয়ে শিউরে উঠলো লোগান। মাটির সাথে সিঁধিয়ে আছে ওরা। একটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। ব্যাটারা গেলো কই? পেটে ভর দিয়ে দ্রুত আরও কাছে নিশ্চয়ই এগিয়ে এসেছে ওরা। যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর।

মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ায় লোগান। বজ্রমুষ্ঠিতে ধরা রাইফেল।

দাঁড়ানোর সাথে সাথে কয়েক ফিটু দূরের ইণ্ডিয়ানটা ওর নজরে পড়ে। হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। গুলি ছুঁড়েই গর্তে লাফিয়ে পড়ে লোগান। ইণ্ডিয়ানরাও গুলী ছুঁড়তে শুরু করেছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী গর্তের কাছে এসে পড়তে লাগলো। দ্বিতীয় বার এ ধরনের রিস্ক নেওয়া আর ঠিক হবেনা। কথাটা লোগান ভাবতে লাগলো।

নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। মাথা নিচু করে গর্তের ওপাশে সরে আসে লোগান। সরে আসতেই পেছন থেকে এগিয়ে আসা এক ইউট ওর চোখে পড়লো। রাইফেল তাক করে বসে পড়লো ও। কোমরের কোল্ট টাও লোড করা। ক'জন আছে ওরা?

লোগানের সারা শরীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। গাল বেয়ে টপটপিয়ে ঝরছে ঘাম। শরীরটা ভেজা। ঘাম আর ধুলোর গন্ধ ভুর ভুর করে লাগছে ওর নাকে। গরমে কুট কুট করছে শরীর। দূরে কোথাও নিঃসঙ্গ ঈগল ডেকে উঠলো।

পঞ্চাশ গজ দূরে লাফিয়ে উঠলো একটা ফড়িং। ঘাস মাড়িয়ে কেউ এগিয়ে আসার আলামত। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায় লোগান। ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েই ফিরে দাঁড়ায়। প্রস্তুত হয়েই বসে ছিলো এক ইউট। লোগানকে দেখেই ওর রাইফেল গর্জে ওঠে। কাঁধের একদলা মাংস নিয়ে বেরিয়ে যায় গুলিটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে'ই পেছন থেকে চুপিসারে এগিয়ে আসা ইউট ইণ্ডিয়ানটা ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপর।

গর্তে লুটোপুটি খাচ্ছে ওরা। কাঁধের জ্বলুনীটা লোগানের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। বুকে চেপে বসেছে ইউট ইণ্ডিয়ান। ওর দুহাত চেপে ধরেছে লোগান। কিন্তু পারছে না কুলিয়ে উঠতে।

শরীরের শক্তি শুঁষে নিচ্ছে কে যেন। এই বুঝি ছোরাটা ওর বুকে বিঁধে গেল। লোগানের মনে হলো শক্ত একটা পাথুরে পাহাড় চেপে বসেছে ওর বুকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর।

ঠিক সেই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায় মণ্টানা ঘোড়া। ঘাবরে ফিরে তাকায় ইণ্ডিয়ানটা। সুযোগটা লোগান ত্বরিত কাজে লাগিয়ে ফেলে। ঝট করে ওর চোয়ালে বসিয়ে দেয় ঘুঁষিটা। বেসামাল হয়ে ছিটকে পড়ে ইউট ইণ্ডিয়ান। গর্জে ওঠে লোগানের কোল্ট। পরপর দু'বার। ভিজে মাটিতে ইণ্ডিয়ানের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা নিথর হয়ে পড়ে থাকে।

ঘাসে সর সর শব্দ। পিছু হটছে ইণ্ডিয়ানরা। ক'জন বেঁচে আছে ওর জানা নেই। মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে লোগান বসে পড়লো। দ্রুত উঠানামা করছে ওর বুক। বাঁ হাতটা অবশ হয়ে গেছে। ভেজা চটচটে অনুভূতি। রক্তাক্ত হাতটা দেখেই গা ওর গুলিয়ে উঠলো।

রাজ্যের ঘুম ওর চোখে। এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে গেলো। পকেট থেকে দ্রুত রুমাল বের করে ক্ষতটা বেঁধে ফেললো লোগান। কোল্টেও গুলী ভরে নিলো। এই কাজটুকু করতেই ও আবারো হাঁপিয়ে উঠলো। ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়েছে লোগান। থুথু ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে ওর। ক্যান্টিনের মুখ খুলে চুক চুক করে পানি খেলো কয়েক ঢোক। মুখটাও ভিজিয়ে নিলো। সব কিছু কেমন যেন ঝাপসা দেখাচ্ছে ওর চোখে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক।

দপ দপ করে লাফাচ্ছে মাথার রগ। দু'চোখের পাতায় ভারী পাথর চেপেছে যেন। ঘাম আর শুকনো ঘাসের গন্ধে ভারী বাতাস হলুদ আর তপ্ত আগুনে ছোঁয়া আকাশ। মাথার উপর উড়ে এলো শকুন।

মাটি খাঁমচে বাফেলো ওয়ালোর কিনারে উঠে দাঁড়ালো লোগান। হাঁটু ওর কাঁপছে। পাহাড়ে ভাঁজ খাওয়া ঢালে তাপের মরিচীকা। ঢোক গিলতে চেষ্টা করেও ও ব্যর্থ হলো। টেনেসির ফেলে আসা পাহাড়ী গ্রামটা কতদূরে? ভাবলো লোগান। মৃত্যু ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠলো ওর শরীর।

জায়গাটা কোলাবাডোর ধুলোভরা এক পার্বত্য এলাকা। শুয়ে শুয়ে মাকে স্বপ্ন দেখছে লোগান। গায়ে শাল জড়িয়ে রক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে মা। বালতি ভরে ঝর্ণার পানি টেনে আনছে লায়সেন। সময়ের অপেক্ষা করছে উড়ন্ত শকুন।

আজ ওর জন্মদিন। উনিশ বছরে পা রাখলো লোগান হারপার।

আট

ক্লান্ত সূর্যটা হেলে পড়ছে পশ্চিমে। পাহাড়ের ঢালে গড়িয়ে লম্বা হচ্ছে পাইনের ছায়া। ক্যান্টিন খুলে ঢক্ ঢক্ করে আবারো পানি খেলো লোগান। ঠোঁট ভিজালো। শরীরটা এখন বেশ চাঙ্গা লাগছে। বার ছয়েক পানি ভিজিয়ে স্পঞ্জ করলো মন্টানার মুখ। দুর্বার গতিতে ছুটতে অভ্যস্ত তেজী ঘোড়াটা শুয়ে থেকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাতে পারছে না ও। উৎকণ্ঠায় কাটছে প্রতিটি মুহূর্ত। বড় দুর্ধর্ষ আর হিংস্র এই ইউট ইন্ডিয়ান।

শেষ না দেখে পিছু হটার পাত্র ওরা নয়। চকিতে হামলা চালাতে ওস্তাদ। তাছাড়া লোগান যে আহত সে কথাটাও আঁচ করে ফেলেছে। কাঁধে সুঁই ফোটার যন্ত্রণা নিয়ে ছটফট করছে লোগান। দ্রুত মন্টানায় উঠে যে পালাবার চেষ্টা করবে সে উপায়ও নেই। বসে থাকতে থাকতে পাছুটো জমে একেকটা আধমণী পাথর।

পড়ন্ত বিকেলের রোদে পাইনের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো তিনজন লোক। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এলো সমতলে। বাফেলো ওয়ালোর কিনার ঘেঁষে সারবেঁধে দাঁড়ালো। চোখে ঘুমের অনুভূতি নিয়ে ওদের দেখছে লোগান।

'ঠিক কফি খাবার সময়েই এসে পড়ছো দেখি,' বিড় বিড় করে নড়ছে লোগানের ঠোঁট, 'দাঁড়িয়ে দেখছো কি? চটপট বসে পড়। এক্ষুণি কফি দেবো তোমাদের।'

'লোগান প্রলাপ বকছে,' দমকা হাসিতে শরীরটা দুলছে ম্যাট গিলেমের। 'ও বেটার মাথা বিগড়েছে দেখি।'

'রোদের তাপে মনে হয় ওর এ'দশা' কপালের ঘাম মুছে কথাটা বললো লায়সেন। 'মাটি খোড়ার আলামত দেখে বোঝা যাচ্ছে ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করার কসরত করেছে।'

'মতিভ্রম হয়েছে ওর,' সবজান্তার মতো মাথা দোলায় ফেরী ম্যানডার্স। 'প্রেইরীতে বেশীদিন থাকলে এ রোগ ধরবেই। একে বলে প্রেইরী সিকনেস।'

'এই বেটারা ঘোড়া ছেড়ে নাম জলদি,' রাগে গজগজ করছে লোগান। 'নাড়া না হওয়া পর্যন্ত তোদের চাবকাবো আমি। মৌজ করার ভূত ছাড়াবো তোদের।'

'বলে কি ছেলেটা? রোদে পুড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে মরছি আমরা

আর ও ব্যাটা ঠাণ্ডা গর্তে বসে চটাং চটাং বুলি ঝাড়ছে,' ফেরী ম্যানডার্সের গলা সপ্তমে চড়ে গেলো।

মেজাজ খারাপ করেই ঘোড়া ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো। চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখে ফিরে এলো। 'লড়াইটা ওর বেশ জমেছিলো মনে হয়। ঘাসে রক্ত দেখে বোঝা যাচ্ছে অন্ততঃ দু'জন ইণ্ডিয়ানকে খতম করেছে লোগান।'

'ইয়ার্কী মারছো,' কিছুটা হুঁশ ফিরেছে লোগানের, 'ন'জনের মধ্যে যদি পাঁচটা ইউটকে না মেরে থাকি তবে সবার ড্রিংকের পয়সা দেবো আমি।'

ঝট করে ফিরে ওকে দেখলো ম্যাট। অবাক হলো। 'কথাটা হয়তো সত্যি। আসার পথে তিনজনকে তো আমরাই পালাতে দেখলাম।'

স্যাডেল হর্ণ মুঠো করে ধরে লোগান শরীরটা লম্বা করে দাঁড়ায়। 'এ যাত্রায় তাহলে প্রাণে বেঁচে গেছি।' নিজের মনেই কথাগুলো আউড়ে লোগান পা বাড়ালো। নতুন জীবন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ওকে নিয়ে দ্রুত ছুটলো সবাই। ঘরে পৌঁছে বিছানায় শুইয়ে ফেরী দ্রুত কাজে নেমে পড়ে। এ্যারো স্যাফটে হুইস্কি ভিজিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করে ফেলে। তারপর লতা পিষে লাগিয়ে দিতেই আরামে লোগান চোখ বুঁজলো। এভাবে ক'টা রাত পেরুলো ওর অজান্তেই।

পাঁচ দিনের দিন স্যাডেলে চেপে বসলো লোগান হারপার। শরীর অনেকটা ঝরঝরে। তবে ঘা শুকোয়নি পুরোপুরি। লড়াকু ঘোড়াটা সাথে থাকলেও ওর পিঠে চড়তে লোগানের সাহস হলোনা।

সারাটা পথ ড্যাপেল বা বাকস্কিনের পিঠেই চাপলো। মন্টানা ততদিনে গরু তাড়ানো অভিজ্ঞ ঘোড়া বনে গেছে।

এ অঞ্চলটা আগের চেয়েও সংকীর্ণ। এবড়ো খেবড়ো প্রান্তর। খোঁয়াড় ধরনের একটা জায়গা বেছে গরু তাড়িয়ে নিলো ওরা। গরমে, ঘামে ধূলোবালিতে অস্থির হয়ে উঠছে পুরো দলটা। পুবের ট্রেইল থেকে পালিয়ে আসা কিছু ব্রাণ্ড দেওয়া গরুও দেখলো ওরা। ইণ্ডিয়ানদের তাড়া খেয়েও অনেক গরু পালিয়ে চলে এসেছে এদিকে।

'এবার গরু নিয়ে এ্যাবিলনে যাবো আমরা,' লোগানই পাড়লো কথাটা। 'ওদিকটায় গরুর দাম বেশী। সান্তা ফি'তে গেলোবার ভাগ্য জোরেই বেশী দাম পেয়েছিলাম।'

মোট সাতশো গরু আঁটকেছে ওরা। এতগুলো গরু চারজনের পক্ষে সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়। রাতদিন কুকুরের মতো খাটতে হলো ওদের।

পাহাড় ঘেরা বক্স ক্যানিয়নে স্বাধীনভাবে চরছে গরুর দল। কচি ঘাস আর পানির কমতি নেই এখানে। কিছুদিনের মধ্যেই যে ওগুলো মোটাতাজা আর নাদুসনুদুস হয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গরুগুলো সামলাতে প্রথমদিন যথেষ্ট ধকল গেছে ওদের। সবাই ক্লান্ত অবসন্ন। ঘোড়া ছুটিয়ে লোগানের পাশাপাশি এগিয়ে এলো লারসেন।

'লোগান, জুলিকে কেন সহ্য করতে পারনা তুমি?'

'ওকে যদি বিয়ে করবে বলে মনে মনে ঠিক করে থাকো, তবে আলাদা কথা। কিন্তু বিয়ে করে ঘরে তোলার মতো মেয়ে যে ওনয়, এ ধারণা বিন্দুমাত্র পাল্টাবে না আমার। মনে রেখো জুলিকে বিয়ে করলে সারা জীবন ওর বাপের গোলামী করতে হবে তোমায়।'

'কথাটা ঠিক বলনি তুমি,' প্রতিবাদ করে লারসেন। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর অতটা জোরালো মনে হলো না।

চুপচাপ এগুচ্ছে ওরা। কথা বলার আগ্রহ নেই লোগানের। কিন্তু ছটফট করছে লারসেন। 'দিন দিন বুড়িয়ে যাচ্ছে মা। ঘর ছেড়েছি সেই গত বছর। বাঁচা মরার কথা কেউ বলতে পারে?'

কয়োটের ডাক ভেসে এলো দূর থেকে। ধীরে ধীরে মিইয়ে গেলো। আর কোন শব্দ নেই।

মুখের ঘাম আস্তিনে মুছে ওর দিকে ফিরলো লোগান। 'এবার-কার গরু বেঁচে ভালো পয়সা পাবো আমরা। এক কাজ করলে কেমন হয়? টাকাগুলো দিয়ে ভালো একটা জায়গা কিনে বাড়ীঘর আর র‍্যাঞ্চ গড়ে তুললে কেমন হয়?' কথা শুনে বিহ্বল হয়ে পড়েছে লারসেন। 'আর একটা কথা,' ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনলো লোগান, 'লেখাপড়া ছাড়া কদর পাবে না কোথাও। তাই লেখা-পড়াটাও শিখে নিতে হবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে। বিশেষ করে তোমাকে লেখাপড়ার দিকে বেশী যত্নবান হতে হবে। তোমার জ্ঞান আছে, বুদ্ধিরও কমতি নেই। মস্ত কিছু হতে আপত্তি কোথায়?'

লারসেনের মুখে রা নেই। ওকি স্বপ্ন দেখছে?

'আমিও ভেবেছি লেখাপড়া ভালোভাবে শিখে নিতে হবে।'

'তোমার চালচলন আর কথা বলার ভঙ্গীটা চমৎকার। লারসেন, গভর্ণর হলে তোমাকে চমৎকার মানাবে।'

'বলকি? বিদ্যের ব'ও তো পেটে নেই।'

'শিখে নেবে। ডেভি ক্রোকেট কংগ্রেস পর্যন্ত যেতে পেরেছিলো। আর এ্যাণ্ড্রু জনসনকে তো লেখাপড়া শিখিয়েছিলো ওর বউ। চেষ্টা করলে কেন পারবো না আমরা? আমার মনে হয় আইনশাস্ত্র পড়লে

সবচেয়ে ভালো করবে তুমি।'

ডজ পেরিয়ে এ্যাবিলনে পৌছুলো ওরা। প্রেইরীর ঠিক মাঝ-খানে যেন হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে এই শহরটা। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য সেলুন। অজস্র লোকজনের আনাগোনা এ শহরে। চব্বিশ ঘণ্টা ভিড় লেগেই আছে সেলুনে।

সব রাস্তাঘাটেই টেক্সাসের গরুর ভীড়। 'ভুল জায়গায় পা ফেলেছি মনে হচ্ছে।' হতাশ হয়ে বললো লোগান, 'তেমন সুবিধা হবে বলে তো মনে হয়না। গরুগুলো ডজে বেঁচলে হয়তো দু'টো পয়সা বেশী পেতাম।'

শহরের বাইরে ক্যাম্প করে গরুগুলো ওরা ঘিরে রাখলো। ধুলো উড়িয়ে দ্রুত ছুটে আসছে চারজন অচেনা ঘোড়সওয়ার। ওদের দু'জনকে ক্রেতা মনে হলেও বাকী দু'জনের রুক্ষ চেহারা দেখে লারসেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলো। এরা কারা? ভাবলো ও।

প্রথম দু'জনের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো ও। চার্লি ইংলিশ আর রোসি রসেনবাম। ঘাঘু লোক এই রসেনবাম। গরু চেনার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ওর।

'পালে কত গরু তোমাদের?'

'প্রায় সাড়ে সাতশো। কেনার আগ্রহ থাকলে দরকষাকষি করতে পারেন। হাতে সময় নেই আমাদের।'

রুক্ষ চেহারার লোকদু'জন ঘুরেফিরে গরু দেখছে। চোখে সন্দে-হের ছায়া নিয়ে লারসেনের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা।

'সময় না থাকারই কথা। কারণ এগুলো তো চুরি করা গরু।'

'কি বললে?' অনেক কষ্টে রাগটা চেপে রাখলো লারসেন। 'লারসেন হারপার আমার নাম। জীবনে কোন কিছু চুরি করেছি বলে

মনে পড়েনা।' অনেকক্ষণ ওদের খুঁটিয়ে দেখলো ও। 'আর আমার কোন কিছু ছিনিয়ে নিতেও কেউ সাহস পায়নি।'

কথাটা শুনে লোক দু'টোর মুখে কালচে ছোপ পড়লো। 'পালে টু'বারের ব্রাণ্ড লাগানো গরু আছে,' বললো একজন। 'আমি টু'বারের ফোরম্যান, আরনি ওয়েব।'

'টু'বারের ব্রাণ্ড লাগানো কিছু গরু কোলোরাডোতে ধরেছি আমরা। ওগুলো বনগরুর সাথে মিশেছিলো। তোমাদের বস্‌কে ডেকে আনো। ওগুলো ধরা আর এতদুর তাড়িয়ে আমার খরচ পেলে গরুগুলো দিয়ে দেবো আমরা।'

'বস্‌কে আনার দরকার নেই,' বললো ওয়েব, 'টু'বারের সব কিছু আমি নিজেই দেখাশোনা করি।'

'দাড়াও, দাড়াও,' রসেনবাম এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। 'ঝগড়া ফ্যাসাদের কি দরকার? লারসেন তো ভালো প্রস্তাবই দিয়েছে। তোমার বসকে এসে ব্যাপারটা ফয়সালা করে নাও। তারপর না হয় গরুগুলো কিনবো আমি।'

'এর মধ্যে মাথা গলিও না তুমি,' রসেনবামকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেয় ওয়েব। তেড়ে যায় লারসেনের দিকে। চোখে মুখে ওর শয়তানী ঝিলিক দিচ্ছে। 'এগুলো সব চুরিকরা গরু। আমরা গরুগুলো নিয়ে যাচ্ছি।'

মতলববাজ কিছু লোকও এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। লোগান জানে এই অবস্থায় ওর কি করা দরকার।

ওয়েব বা তার সঙ্গী দেখেনি লোগানকে। ম্যাট দাঁড়িয়ে আছে ওদের ঠিক মাঝখানে। লারসেনকে না দেখলেও লোগানকে আগেই দেখেছে ওরা। কানসাসের পুবের সমতলে একবার ওদের দেখা

হয়েছিলো অনেক দিন আগে।

'ফেরী,' ডাকলো লোগান, 'ব্যাটাদের একটু খেলিয়ে দ্যাখো।'

কথাটা বলেই ম্যাটের কাছে সরে এলো। ম্যাটের আড়ালে রয়েছে বলে ওয়েব ওকে দেখতে পাচ্ছে না। 'এক সময় লোকটা হয়তো টু'বারের ফোরম্যান ছিলো। তবে কানসাসে বাক র‍্যাণ্ডের দলের সাথে ওকে দেখেছি আমি।'

স্যাডেল ছেড়ে নেমে এসেছে ফেরী ম্যানডার্স। ওর অবস্থান লোগান আর ছুটে আসা আগন্তুক ঘোড়সওয়ারের মাঝামাঝি। স্কীবোর্ডে ঝুলছে ওর রাইফেল।

'গরুগুলো নিতে চাও নাও,' ওয়েবকে বললো ফেরী ম্যানডার্স, 'তবে লড়ে নিতে হবে।'

আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে এলো ঘোড়সওয়ার লোকদু'জন।

বৃত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে রসেনবাম। গোলাগুলি চললে ক্রশ ফায়ারে পড়বে ও। কিন্তু একরত্তি ভয়-ডর নেই লোকটার। একটুও কাঁপছে না। ঘাবড়াবার বিন্দুমাত্র লক্ষণও নেই।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে এগিয়ে এলো লারসেন হারপার। 'মিষ্টার রসেনবাম, আগ্রহ থাকলে গরুগুলো কিনতে পারেন। অবশ্য ব্রাণ্ড লাগানো গরু ছাড়া। আমাদের ট্যালী খাতায় এ সবের উল্লেখ আছে।' ঠিক সেই মুহূর্তে লোগানকে দেখে ফেলে আরনি ওয়েব।

'ব্রাণ্ড দেওয়া গরুর ব্যাপারে র‍্যাঞ্চ বসের সাথে কথা বলবো আমরা। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, গরু ছিনিয়ে নেবার মতো বুকের পাটা কোন ব্যাটার নেই।'

'ঐ বুড়োমুখো ছেলেটা দেখি এখানেও আছে,' সঙ্গীকে বললো ওয়েব, 'ও শালার মুখ কেউ না কেউ ভোঁতা করবেই।'

'সে চেষ্টা তুমিই করোনা দেখি,' খেঁকিয়ে ওঠে লারসেন। 'সবাইকে সামলাতে পারলেও ওকে পারবে না। মাটিতে পুঁতে ছাড়বে তোমাদের।'

মাথাপিছু বত্রিশ ডলারে সব গরু কিনে নেয় রসেনবাম। ও নিজেই স্বীকার করে, অ্যাবিলনে ওদের মতো মোটাতাজা গরু এ বছর কেউ আনেনি।

আশাতিরিক্ত দাম পেয়ে সবাই খুশি। প্রত্যেকে কালো স্যুট, সাদা শার্ট আর হ্যাট কিনেছে। আনন্দে নাচছে সবার মন।

বুড়ো জন রিয়ান ব্রাণ্ড দেওয়া গরুর ব্যাপারে কথা বলতে এলো।

'তোমরা কি হারপার আউটফিটের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'শুনেছি আমার ব্রাণ্ডের কিছু গরু ধরেছো তোমরা?'

'হ্যাঁ, স্যার। বসুন।' বুড়োর সাথে কথা বলতে এগিয়ে এলো লারসেন। 'সাতটা আর ব্রাণ্ডের গরু ধরেছি আমরা। তবে একটার শিং ভাঙ্গা।'

'শয়তানটা এখনো বেঁচে আছে তাহলে? গরুটা অনেক ক্ষতি করেছে আমার। হাতের কাছে পেলে বজ্জাতটাকে গুলি করে মারবো। আচমকা ছুট দিয়ে একপাল গরু তাড়িয়ে দিয়েছে আমার।'

'মাথা পিছু বত্রিশ ডলারে গরুগুলো বেঁচে দিয়েছি আমরা। আপনার দামটা বুঝে নিয়ে যেতে পারেন।'

'বাদ দাও তো ওসব কথা। কোলোরাডো থেকে গরু ধরে অ্যাবিলেনে এনেছো। এত কষ্টই যখন করেছো তখন ওগুলো বিক্রীর টাকাও তোমাদের প্রাপ্য। তাছাড়া এই মাত্র ছ' হাজার গরু বেঁচে

এলাম। সাতটা গরুর দাম না পেলে কি মরে যাবো?'

ড্রিংকের অর্ডার দেয় রিয়ান। 'জরুরী কিছু কথাবার্তা ছিলো তোমাদের সাথে। বোজম্যান ট্রেইল ধরে গরু নেবো আমি। এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পার?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ওরা। 'অভিজ্ঞ ক্যাটেলম্যান ম্যাট গিলেম। এ ব্যাপারে ওর সাথে আলাপ করে দেখতে পারেন। আমরা দু'জন কিছু জায়গা জমি কিনে ঘরবাড়ী তৈরী করার কথা ভাবছি।'

'অবশ্য তোমাদের জোর করবো না আমি। নোসেস থেকে মন্টানার মুশেলসেলস পর্যন্ত যাব আমি। ম্যাট, তোমার কি মত?'

'মিষ্টার রিয়ান, ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। দলের সাথেই থাকবো ভাবছি।'

ছ'হাজার ডলারের মালিক লোগান হারপার। সান্তা ফি'র ব্যাংকে জমা রেখেছে আরও হাজার খানেক ডলার। দুরু দুরু করছে ওর বুক। এতদিন কানাকড়িও ছিলো না ওর হাতে। জীবনে এই প্রথমবার হারাবার মতো সম্পদ রয়েছে ওর হাতে।

ঘরবাড়ি করে থাকে আনার সময় হয়েছে ওদের। বড়সড় একটা র‍্যাঞ্চও গড়ে তুলবে ওরা। দুনিয়া বদলে যাচ্ছে। লেখাপড়া না জানলে বদলে যাওয়া দুনিয়ায় ঠাঁই পাওয়া মুস্কিল। যতই ভাবছে ততই অস্থির হয়ে উঠছে লোগান।

'তুমিই কি লোগান হারপার?'

চমকে ফিরে তাকালো লোগান। ভাবনা সব তালগোল পাকিয়ে গেলো মাথায়।

লোকটা ড্রোভারস কটেজের ম্যানেজার। একটা চিঠি ওর হাতে। 'চিঠিটা তোমার নামে এসেছে।'

'চিঠি? আমার নামে?' ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে লোগান। ওকে আবার চিঠি লিখবে কে? চিঠি লেখার মতো কেউ কি ওর আছে?'

মেয়েলি হাতের লেখা ওর ঠিকানা। সাবধানে চিঠিটার খাম খুলে ফেললো লোগান। কে যেন ড্রাম পিটাচ্ছে ওর বুকে।

চিঠির লেখাটা পড়তে খুব কষ্ট হলো ওর। অত ভালো করে লেখাপড়া এখনও রপ্ত করে উঠেনি। চিঠিটা বানান করেই পড়লো লোগান।

শহরের নামটাই পড়লো প্রথম: সান্তা ফি। তারিখটা সপ্তাহ খানেক আগের। ওরা সান্তা ফি ছেড়ে আসার কিছুদিন পরেই লেখা হয়েছে এই চিঠি।

'প্রিয়, মিষ্টার লোগান হারপার,' প্রথম লাইনটা পড়েই ও হাঁপিয়ে উঠলো।

সবাই ওকে লোগান বা হারপার বলেই ডাকে। মিষ্টার বলার মতো পরিচিত লোক কে আছে?

চিঠিটার নিচে লেখা নামটা বানান করে পড়লো ও। 'রো—সি—তা—।'

নামটা পড়েই বুকটা ধ্বক করে উঠলো ওর। লাল হলো চোখ। ঠোঁট মুখ শুকিয়ে গেলো। আড়চোখে তাকালো চারপাশে। কেউ দেখে ফেলেনি তো?

পুরো চিঠিটা পড়ে লোগান থ্ মেরে বসে থাকলো অনেকক্ষণ। বুকে জমিয়ে রাখা বাতাসটা হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো বেরিয়ে এলো। সান্তা ফি'তে গিয়েও ওর সাথে লোগান দেখা করেনি। দেখা না করার কারণটা জানতে চেয়েছে রোসিতা। কিছু লোক ওদের

র‍্যাঞ্চের জমি কেড়ে নিতে এসেছিলো। পারেনি। ছোট খাটো সংঘর্ষ হয়েছে একটা। চারজন লোকের মৃতদেহ ফেলে পালিয়েছে আক্রমণকারীরা। মৃতদেহগুলোর সৎকার করেছে ওরাই। তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ওদের। ওর দাদু শহরে দেখা করেছে লাফার্টির সাথে। চিঠির শেষে অনুনয় করে লিখেছে রোসিতা। সান্তা ফি'তে গেলে সে যেন অবশ্যই ওর সাথে দেখা করে।

দিন দিন লেখাপড়ার দিকে ওর ঝোঁক বাড়ছে। কাছে পিঠে খবরের কাগজ পেলেই পড়তে শুরু করে। চারপাতার কাগজ পড়ে শেষ করতে তিনদিন সময় লেগে যায়।

শহরের এক লোক পিস্তল বিক্রী করবে। খবর পেয়ে ছুটলো লোগান। গোলাবারুদসহ পিস্তলটা কিনে ফেললো। ভদ্রলোকের কাছে কয়েকটা বই'ও ছিলো। তড়িঘড়ি বইগুলো কিনে ফেললো লোগান।

'না দেখেই বই কিনলে যে?'

'দেখার কোন দরকার নেই। যে কোন বিষয়ের হোক না কেন, অন্তত: কিছু তো শেখা যাবে।'

বইয়ের বোঝা দেখে অবাক হয়ে লোগানকে দেখছে ফেরী ম্যানডার্স। ঠোঁটে ওর মুচকি হাসি। পাগলের কাণ্ড। ট্রেইলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বই টানতে আর কাউকে দেখেনি ও।

রাতের পর রাত ক্যাম্পফায়ারের আগুনের আলোয় লোগান বইগুলো পড়লো। ম্যাট গিলেম লেখাপড়া শেখাতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করলো ওর জন্য। ক্যাপ্টেন র‍্যাণ্ডল্ফ মার্সির লেখা বইটা প্রথম পড়লো লোগান।

নয়

সান্তা ফি'তে আবার এসে ঢুকলো ওরা। ঘরবাড়ী, রাস্তা, দোকান-পাট সব আগের মতই। কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু লোগানের চোখে সবকিছুই নতুন। রোসিতা আছে এ শহরে। জীবনে এই প্রথমবারে কোন মেয়ের সাথে দেখা করতে যাবে লোগান।

রোসিতার চিঠির কথা ও কাউকে বলেনি। ব্যাপারটা গোপনই রেখেছে। লারসেনকেও জানায়নি। যদি কোন মন্তব্য করে বসে এই ভয়ে।

রোসিতার চিঠির উত্তর দেয়নি লোগান। দেবে কেমন করে? ইনিয়ে বিনিয়ে একটা মেয়েকে চিঠি লেখার মতো বিদ্যে ওর রপ্ত হয়ে উঠেনি এখনও।

শহরে পেঁৗছেই কাপড় চোপড় ঝেড়ে ঝুড়ে রেখেছে। বিকেলের দিকে কালো স্যুট পরে ঘর ছেড়ে লোগান রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। আনন্দ উপচে পড়ছে ওর চলাফেরায়। কেমন যেন খুশী খুশী আর হালকা শরীরটা। রিকার্ডোর র‍্যাঞ্চের দিকে ও পা বাড়ালো। দূর থেকেই মিগুয়েলকে পেলে মিগুয়েলকে। হাঁটুতে রাইফেল রেখে গেট পাহারা দিচ্ছে।

লোগানকে দেখেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেক্সিকান লোকটা। দ্রুত গেট খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। 'তোমাকে দেখে খুব খুশী

হয়েছি সিনোর। সিনোরিতা প্রতিদিনই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে আমাকে।'

'রোসিতা কোথায়? ঘরে আছে?'

'হ্যাঁ, সিনোর। এসে পড়ে ভালই করেছ তুমি। সবাই খুশী হবে তোমাকে দেখে।'

মাটি থেকে পনেরো ফুট উঁচু'তে ওদের ঘর। বড়সড় হলরুম। দেয়ালের চারপাশে পজিশন নিয়ে শুয়ে আছে জনা চল্লিশেক মেক্সিকান যোদ্ধা।

ডেস্কে বসে কাজ করছে রিকার্ডো আলভারেজ। লোগানকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো ওর সাথে। 'ভালো আছতো বাবা? গরু ধরার অভিযান কেমন হলো?'

ওকে নিজের কাছে টেনে বসায় রিকার্ডো। গরু ধরা আর বিক্রি করার পুরো অভিজ্ঞতা বলে যায় লোগান। রিকার্ডোর ব্রাণ্ড দেওয়া কিছু গরুও ওদের হাতে ধরা পড়েছে। বিক্রির টাকা সাথেই এনেছে লোগান। সুযোগ বুঝে পাওনা মিটিয়ে ফেলে।

'মাঝে মধ্যেই হামলা হচ্ছে এখানে। বড্ড মুশকিলে পড়েছি আমি,' শংকিত মনে হচ্ছে রিকার্ডোর কণ্ঠস্বর, 'ভাবছি বড় ধরনের কোন ঝামেলা না এসে পড়ে ঘাড়ে।'

রিকার্ডোকে খুঁটিয়ে দেখছে লোগান। অল্পদিনে আরও বুড়িয়ে গেছে আলভারেজ।

রিকার্ডোর অসহায় অবস্থা দেখে লোগানের বড্ড মায়া হলো। বুঝতে পারলো ধবধবে সাদা মোচওয়ালা এই বুড়োটাকে অজান্তেই আপন করে নিয়েছে ও।

লাফার্টি'র জনা চল্লিশেক দুর্ধর্ষ লোক হামলা চালিয়েছে ওর সেটে-

লমেন্টে। লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েই ওরা দখল করে বসে জায়গাটা। অবস্থা বেগতিক দেখে নিজের লোকজন সরিয়ে নেয় রিকার্ডো আলভারেজ।

'জয়ের অনেক পথ আছে, সিনোর। সব কিছুই কি খুনোখুনি করে আদায় করা যায়? তাছাড়া গোলাগুলি শুরু হলে অনেকেই হতাহত হতো। সেটাতো রুখতে পেরেছি আমি।'

হামলাকারীদের চোখে চোখেই রেখেছিলো রিকার্ডোর লোকজন। লড়তে অস্থির হয়ে উঠেছিলো মেক্সিকান যোদ্ধারা। সেদিনই ফেটারসানকে নিয়ে সান্তা ফি'তে এসে পৌঁছে লাফার্টি। সাথে নিয়ে আসে অজস্র মদের বোতল। দখলকারীদের অধিকাংশ লোক মদ খেয়ে ঝিমিয়ে পড়ে মাঝরাতে। ভোর তিনটের দিকে পাগলা হামলার নির্দেশ দেয় রিকার্ডো আলভারেজ। নির্দেশ পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে মেক্সিকানরা।

অতর্কিত হামলায় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয় লাফার্টির ভাড়াটে লোকজন। মেক্সিকানরা ওদের অস্ত্র কেড়ে নেয়। ঘোড়ার পিঠে বেঁধে লোকজনকে ভাগিয়ে নেয় সান্তা ফি'র দিকে। লাফার্টির কিছু লোক ট্রেইল ধরে মোরা থেকে ফিরছিলো ঐ পথে। মেক্সিকানদের দেখে ওরা এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। পাল্টা আক্রমণ চালায় রিকার্ডোর লোকজন। ফলে চারজনের মৃতদেহ নিয়ে ভেগে যায় ওরা।

'সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছি আমরা,' ওকে বললো রিকার্ডো আলভারেজ।

'তবে জেড লাফার্টি ধূর্ত আর কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সহজে পরাজয় মেনে নেবার মতো লোক সে নয়। শুনেছি বোর ডাকাতি

আর লুটেরাদের নিয়ে লাফার্টি নতুন করে দল গড়ছে।' আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছে রিকার্ডো।

ওঠার জন্যে ছটফট করছে লোগান। 'মিস্টার রিকার্ডো,' আমতা আমতা করে কথাটা বলে ফেললো, 'রোসিতা কোথায়, ওকে দেখছি না যে?'

'রোসিতা ঘরেই আছে। এই দেখো নিজের কথা বলতে বলতে সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে গেল। নিউ মেক্সিকোতে স্থানীয় লোকজনের সাথেই সখ্যতা গড়ে তুলেছি আমরা। মেক্সিকো সিটির সাথে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ভালো নয়। তাই ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠেছে তোমাদের সাথে। এমন কি আমাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতিও বদলে গেছে তোমাদের প্রভাবে।'

লিভিংরুমে দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছে লোগান। নতুন স্যুটে আড়ষ্টতা আরও বেড়ে গেছে ওর।

দ্রুত এগিয়ে আসছে রোসিতা। জুতোর ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ কানে আসছে ওর। খোলা দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো লোগান। বুকটা ওর ঢিপ ঢিপ করছে।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে রোসিতা। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কতদিন বুক বেঁধে অপেক্ষা করে আছে এই লোকটাকে এক ঝলক দেখার জন্যে।

গোলাপের পাপড়ি যেন ঝকমক করছে লোগানের চোখে। কি সুন্দর আর অপূর্ব এই মেক্সিকান মেয়েটা। সব দুঃখ ব্যথা ভুলিয়ে দেয় একনিমেষে। রোসিতা আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে। মায়াবী চোখদুটো লোগানের সারা শরীরে আবেশ ছড়িয়ে দেয়। অপরূপ এই সুন্দরী মেয়ের সাথে কি ওকে মানাবে? ভাবলো লোগান।

'ভেবেছিলাম আমার মতো একটা মেয়ের কথা কি আর তোমার মনে থাকবে?' কপট রাগ ওর চোখে মুখে। চিঠির উত্তর দাওনি কেন?'

হ্যাটটা নামিয়ে ইতস্ততঃ করছে লোগান। 'উত্তর দেবার আগেই তো চলে এলাম।'

কফি আর কেক নিয়ে ঘরে ঢুকলো ইণ্ডিয়ান পরিচারিকা। ওদের সামনে রেখে বেরিয়ে গেলো। লোগানকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে রোসিতা। মুখ তুলতেই চোখাচোখি হলো দুজনের। লজ্জায় লাল হয়ে খোলা জানালার দিকে চোখ ফেরালো রোসিতা।

'ম্যাডাম, জীবনে এই প্রথমবার একা কোন মেয়ের সাথে দেখা করতে এসেছি। হয়তো সেজন্যেই কিছুটা অস্বস্তিতে ভুগছি।'

'বলে কি!'

কথাটা শুনে হাসিতে ফেটে পড়লো রোসিতা আলভারেজ। 'জীবনে কোন পুরুষের সাথে আমিও এভাবে দেখা করিনি।'

হঠাৎ করেই পরিবেশটা সহজ হয়ে গেলো দুজনের কাছে। গল্পে মেতে উঠলো ওরা।

গরু ধরার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা বলে যাচ্ছে লোগান। ও একা ন'জন ইণ্ডিয়ানের সাথে লড়েছে। শুনতে শুনতে ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মেয়েটার শরীর। বিস্ময়ে বোবা হয়ে যায়।

'তোমার সাহস আছে দেখছি।'

দাদুকে নিয়েই ওর যত দুশ্চিন্তা। এক সময় বলে ওঠে রোসিতা, 'লোগান, দিন দিন দাদুর বয়স বাড়ছে। মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় পেয়ে

যাই আমি। সারারাত দাদু ঘুমান না। এঘর ওঘর পায়চারী করেন।'

ঘন্টাখানেক গল্প করে বেরিয়ে এলো লোগান। বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে টোরেস।

'সিনোর,' খাটো করে কথাটা বললো ও। 'রিকার্ডো আলভারেজ আর সিনোরিতা খুব পছন্দ করে তোমাকে। আমাদের লোকজনও তোমায় ভালোবাসে।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে টোরেস। 'মেক্সিকানদের ঘৃণা করে জেড লাফার্টি। তোমাদের অনেক লোকজনকে ও হাত করে ফেলেছে। প্রচুর টাকা পয়সা ছড়াচ্ছে। মনে হয় রিকার্ডোর সব কিছু ছিনিয়ে নেবে লোকটা।'

'আমি বেঁচে থাকতে ও তা পারবে না।' দৃঢ়কণ্ঠে অভয় দিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিলো লোগান।

'এ সময় একজন শেরিফ থাকলে ভালো হতো। অন্ততঃ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতো না। মানুষের ভালোমন্দ দেখতো। গুণ্ডা বদমাশদের দৌরাত্ম কমতো।' টোরেস লোগানের দিকে চেয়ে আছে। 'আমরা বিচার চাই। ন্যায় বিচার।'

'ঠিক বলেছো তুমি। আমাদের একজন শেরিফ দরকার।'

'বুড়ো হয়ে গেছে রিকার্ডো আলভারেজ। কি করবে না করবে ভাবতে পারছে না। সারা জীবন ওর গোলামী করেছি। আমি জানি লড়াই করে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। অন্য কোন পথের সন্ধান করতে হবে আমাদের।'

'সিনোর, এখানে এ্যাঙ্গলোদের চেয়ে মেক্সিকানদের সংখ্যা বেশী। যদি নির্বাচন হয় তবে সম্ভবতঃ⋯।'

'টোরেস, কোন মেক্সিকান শেরিফ কি এই সমস্যার সমাধান করতে

পারবে? আমেরিকানরা ওকে পাত্তাই দেবে না, লাফার্টির লোকজন তো নয়ই।'

'সে কথাটাও ভেবেছি আমি। যাকগে, এ ব্যাপারে সময় হলেই তোমার সাথে কথা বলবো আমি।'

সেদিন রাতেই লা ফণ্ডায় গিয়ে ঢুকলো লোগান। ঢুকেই চমকে উঠলো। সেলুনের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ড্রিংক করছে ওলি স্যাডোক। চুলগুলো ওর ফিনফিনে লাল। শরীরটা লম্বা চওড়া। প্রশস্ত মুখে হাসি লেগেই আছে সারাক্ষণ।

পা পা করে ওর দিকে এগিয়ে যায় লোগান। 'ওলি তুমি?'

'হ্যাঁ, শেরিফগিরি ছেড়ে তোমার মাকে নিয়ে পশ্চিমে এসেছি।'

'মা'কে নিয়ে এসেছো? কোথায়?'

'লারসেনের ওখানে রেখে এসেছি।'

ড্রিংক ওর দিকে এগিয়ে দেয় ওলি। 'শেরিফ ভেবে ভয় পেওনা আমাকে। উইলি বার্নসকে সেদিন মেরে ভালোই করেছিলে। জেলে গেলে আইনে ক্ষমা পেতে। কারণ ওর হাতে তাক করা রাইফেল ছিলো।'

মাকে দেখার জন্যে ছটফট করছে লোগান। ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওলি স্যাডোককে কেমন যেন আপন মনে হচ্ছে আজ। কিছু যেন বলতে চাচ্ছে ওলি।

'এখানকার লোকজন তোমাকে খুব পছন্দ করে দেখছি।'

'তুমি বুঝতে পারনি। ওরা লারসেনকে ভালোবাসে।'

'আসলে কি জান লোগান? এখানে এসে লারসেনকে নিয়েই ভাবছি আমি। ওর শেরিফ হওয়া উচিত।'

ক্ষমতা আর সম্মানের ভাবনা তাহলে অনেকের মাথায় ঘোরাফেরা করছে। তবে যাই হোক না কেন এটা নতুন দেশ, নতুন শহর। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এখানে।

'কথাটা আমিও ভাবছি।'

'রাজনীতি করে কাটিয়েছি সারা জীবন। সতের বছর বয়সে হয়েছি ডিপুটি শেরিফ, উনিশ বছরে শেরিফ।'

'জানি আমি।'

'চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখলাম। মনে হচ্ছে ভোট লারসেনকেই দেবে সবাই। ওর ব্যবহার ভালো। গুছিয়ে কথা বলতে পারে। সামান্য হলেও কিছুটা লেখাপড়া শিখে ফেলেছে। একজোট হয়ে উঠে পড়ে লাগলে ওকে শেরিফ বানাতে পারবো আমরা।'

'আমরা?'

'আসলে রাজনীতি এমন একটা জিনিস যা কারো ভালোমানুষির উপর নির্ভর করে না। সে সৎ কিংবা লেখাপড়া জানা লোক কিনা তাতে কারও কিছু যায় আসে না। আসল কথা হলো দেশগড়ার কর্মসূচী। আর সেটাই রাজনীতি।

'ক্ষমতায় যাবার পথ ভালোভাবে জানা আছে আমার। লারসেন তো আমাদের নিজেদেরই লোক। তাছাড়া তুমি তো সাথেই আছ।'

'এখানকার লোকজন আমাকে অতটা পছন্দ করে না।'

'বাজে কথা বলো না। অনেকের সাথে কথাবার্তা বলেছি আমি। মেক্সিকানরা তোমাকে নিজেদের লোক বলেই ভাবে। ওরা জানে তুমি আর লারসেন লাফার্টির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছো। ওর দলে ভিড়তে চাওনি তোমরা। রিকার্ডোর র‍্যাঞ্চের সব লোক তো তোমাদের বন্ধু মনে করে। কথাটা সত্যি কিনা বলো আমাকে?

'মেয়েদের পছন্দের কথা নাই-বা বললাম,' দে'তো হেসে বললো ওলি স্যাডোক, 'সারা বছর না হাসালেও এক বিকেলে তুমি নাকি ওদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছো?'

কথাটা শুনে লোগানের কান দুটো লাল হয়ে গেলো।

'ওকে লজ্জা পাবার কিছু নেই।'

'অনেক কিছুই দেখি অল্প সময়ে জেনে ফেলেছো তুমি?'

'সবাইতো নিজের ধান্দায় ঘোরে। আমার ধান্দা রাজনীতি। চোখ কান খোলা রেখেই হাঁটাচলা করি আমি। জনগণের পছন্দের লোক কে, কার প্রতি ওদের দুর্বলতা, ভোট ওরা কাকে দেবে, এসব খবরাখবর আগেভাগেই জেনে ফেলি আমি।'

হুইস্কি গলায় ঢেলে টেবিলে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো ওলি স্যাডোক। 'শোন লোগান, দেখে শুনে মনে হচ্ছে লাফার্টির ভাড়াটে বাহিনী একটা গণ্ডগোল বাঁধাবেই। বেছে বেছে বদ লোক জুটিয়েছে ও। মদ খেয়ে মানুষ খুন করাই ওদের কাজ। যে কোন মুহূর্তে গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে এখানে।'

'কি করতে চাও?'

'ওদের কাছাকাছি থাকতে চাই। আমি, তুমি আর লারসেন। গোলাগুলি শুরু হলেই লারসেন কাজে নেমে পড়বে।'

'ওতো শেরিফ নয়।'

'সে আমি দেখবো। বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখলেই ভয় পাবে শহরের লোক। ওরা চাইবে গণ্ডগোল থামানোর জন্যে কেউ না কেউ এগিয়ে আসুক। ঠিক সেই সময় লারসেন গিয়ে দাঁড়াবে ওদের সামনে।'

গলায় আবার হুইস্কি ঢাললো ওলি। 'টোরেস সহ কিছু নেতা-গোছের লোককে খুন করতে চায় লাফার্টি। গোলাগুলি শুরু হলেই

ওরা কিছু লোক শহরে লুটতরাজ শুরু করে দেবে।'

'লুটেরাদের ঠেকাবে লারসেন। এ্যাংলোরা ওকে সমর্থন দেবে। মেক্সিকানদের সহানুভূতি আদায় করে আনবে তুমি। লারসেনকে শেরিফ নির্বাচিত করার এটাই সহজ পথ।'

ওলির কথায় ঢের যুক্তি আছে। মাত্র ক'দিন হলো এসেছে ও। এরই মধ্যে এখানকার সবকিছু যাচাই করে নিয়েছে। শেরিফ হবার উপযুক্ত লোক কি লারসেন হারপার? নাকি ম্যাট গিলেম?

'ম্যাট গিলেমকে তোমার কেমন লাগে?'

'নিজের প্রতি আস্থা আছে লোকটার। তবে লারসেনের মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। লোকজনের সাথে মেলামেশার অভ্যাসও নেই। লারসেন তো আমাদের নিজেদের লোক। লোকজনের সমর্থন আদায়ের জন্যে মিথ্যা কথা কিংবা ভাঁওতাবাজী করতে হবে না।' কথাটা শেষ করলো ওলি স্যাডোক।

'লারসেন যদি উল্টাপাল্টা কাজ করে?'

বিব্রত দেখাচ্ছে ওলিকে। 'লোগান, আসলে জেতার জন্যেই রাজনীতি করে মানুষ। বেফাঁস দু'একটা কথাবার্তা বলতেই হয়। এর নামই রাজনীতি।'

'ওসবের মধ্যে আমি নেই।' ক্ষেপে উঠলো লোগান হারপার। 'বাবা মা লেখাপড়া শেখাতে পারেননি ঠিকই, তবে সৎভাবে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি ধোয়া তুলসীপাতা না হতে পারি, তবে লোকজনকে ঠকিয়ে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে বড় হতে চাই না।'

'বেশ, বেশ, সততাই উত্তম পথ। তাহলে লারসেনের ব্যাপারে তোমার কি মত?'

'শেরিফের জন্যে ওই উপযুক্ত লোক।'

সেলুনের বাইরে এসে দাঁড়ালো লোগান। কতদিন পর মাকে দেখবে ও। হাঁটতে হাঁটতে ম্যাট গিলেমের কথা ভাবলো। ম্যাট ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সিদ্ধান্তটা ওর পছন্দ নাও হতে পারে। লারসেনের প্রতি ওর কিছুটা ঈর্ষার ভাব লক্ষ্য করেছে লোগান। লোকটা শিক্ষিত। পড়াশোনাও আছে প্রচুর। তবে শহরের লোকজন লারসেনকেই পছন্দ করে।

অনেক বয়েস হয়েছে মা'র। হেলান দিয়ে বসে আছে পুরোনো সেই রক চেয়ারে। ওলি স্যাডোক ওয়্যাগনে চাপিয়ে পশ্চিমে নিয়ে এসেছে চেয়ারটা।

'বাব্বাঃ, এতো লম্বা চওড়া হয়েছিস তুই? চেনাই যায় না। তোর বাবাও ঠিক এমনটি ছিলো,' লোগানকে আদর করে কাছে টেনে নেয় মা।

মোরার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে ওলি স্যাডোক। সেলুনের ব্যবসা করবে ঠিক করেছে। অনেক লোক সমাগম হবার মতো জায়গায় এই সেলুন। এখানে অনেকের সাথে দেখাও হবে, কথাবার্তাও শোনা যাবে।

ইতিমধ্যে কিনে আনা সব বই পড়ে ফেলেছে লোগান। বিচিত্র সব বিষয় বস্তু নিয়ে লেখা। পড়ে অভিজ্ঞতাও বেড়ে গেছে ওর। সুন্দর করে কথা বলার অভ্যেসও রপ্ত করার চেষ্টা করছে।

ঘর বানাবার স্বপ্নটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো লোগানের মাথায়। মা এসে পড়েছে। মা'কে যার তার ঘরে রাখা যাবে না।

র‍্যাঞ্চ আর ঘর করার মতো একটা জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। লারসেনকে সাথে নিয়ে জায়গা খুঁজতে একদিন বেরিয়ে পড়লো লোগান।

উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ। গরমের তাপে ঘেমে উঠেছে ওদের শরীর। হ্যাটটা সামনে টেনে দিয়েছে লোগান। পিঠে চেপেছে আজ। চঞ্চল, ছটফটে আর বুদ্ধিমান ঘোড়া। কেমন যেন সতর্ক হয়ে হাঁটছে।

বাতাসে ধুলোর গন্ধ। তেমন বেগ নেই বাতাসে। তবুও ধুলো উড়ছে।

গতি কমিয়ে এগুচ্ছে ওরা। মাসতাং-এর কতো কান খাড়া ঘোড়াটার। সাবধানী। আশেপাশে কিছু একটা টের পেয়েছে।

সন্দেহে দুলছে ওর মন। সতর্ক হয়ে ঝোপের পাশে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়ালো। মাটির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলো। কয়েকটা ঘোড়ার ট্র্যাক।

'তিনচারজন হবে, তাই না লোগান?'

'পাঁচজন। এই ট্র্যাকটা অন্য রকম লাগছে। ঘোড়াগুলো ঘন্টাদুয়েক ছিলো এখানে। পঞ্চম ঘোড়সওয়ার এসেছে পরে। ট্র্যাক দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা নামেনি, ঘোড়াও থামায়নি।'

গাছের নীচে কতগুলো সিগারেটের গুঁড়ি পড়ে আছে। তাহলে এখানেই ওরা অপেক্ষা করেছিলো। একটা কালো সিগারের শেষ অংশ খুঁটিয়ে দেখলো লোগান।

অনেকটা উত্তরে এসে পড়েছে ওরা। এতটা দূরে আসবে ভাবেনি। অজান্তেই এসে পড়েছে। 'লারসেন, জায়গাটা আলভারেজ গ্রান্টের মধ্যেই পড়েছে,' চারদিকে লক্ষ্য করে কথাটা ওকে বললো

লোগান।

আঁতিপাঁতি করে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে লোগান। ফিরতি ট্রেইলও বারকয়েক দেখে নিয়েছে। 'মনে হচ্ছে ঘোড়সওয়ার লোক-গুলো টোরেসের জন্যেই অপেক্ষা করেছে। ওকে খুন করার মতলব।'

মাটিতে ঝুঁকে এঁকে একে ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করে দেখছে লোগান। একটা ঘোড়ার পা ছোট আর ট্র্যাকটাও অস্পষ্ট। ওরা জানে ঘোড়ার মালিক কে হতে পারে। রিড কানির ঘোড়ার খুরটা খুব ছোট আর মাটিতে ট্র্যাকও পড়ে হালকা ভাবে।

রিড কানির সাথীরা যেই হোক না কেন, ওরা যে ফেটারসান আর লাফার্টির সাথে হাত মিলিয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শেষ লোকটা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে ওরা। অর্থাৎ যাকে খুন করবে সেই লোকটাকে ফলো করে এসেছে শেষ ঘোড়সওয়ার।

সবকিছু দেখে শুনে অনেক কিছুই আন্দাজ করা যায়। তবে অনু-মানের ভিত্তিতে লোকজন ডেকে আনার কোন মানেই হয় না।

উইনচেস্টারটা আরও শক্ত হাতে চেপে ধরলো লারসেন হারপার।

পাইনের গা ঘেঁষে পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে ট্রেইল। কিছুটা উপরে উঠতেই চারদিক স্পষ্ট হলো ওদের চোখে। তাজা বাতাসে চাঙ্গা হয়ে উঠলো ওরা। মাইলের পর মাইল শূন্য ধু ধু। চূড়োটার কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা।

দু'কদম এগোতেই লোকগুলো ওদের চোখে পড়লো।

চারজন ঘোড়সওয়ার। পাহাড়ের ঢালে, একটু নীচে, আরও একজন লোক দেখলো ওরা। বহু দূর থেকে ছুটে আসছে একটা

ধুলোর কুণ্ডলী। কে যেন দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকেই আসছে। ঐ লোকটাই তাহলে এদের টার্গেট?

চূড়োয় দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখলো ওরা। চিন্তিত দেখাচ্ছে লোগানের মুখ। চূড়োর ঠিক নিচেই পজিশন নিয়ে শুয়ে আছে লোক-গুলো। রাইফেলে ষাট গজ দূরত্ব কভার করবে। টার্গেটের একশো ফিট উঁচুতে রয়েছে দুর্বৃত্তরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই খোলা জায়গায় এসে পড়বে ঘোড়সওয়ার।

গাছের সাথে ঘোড়াদুটো বেঁধে দ্রুত মেসার কিনারে বসে দাঁড়ালো ওরা। পাশের খাদটা সোজাসুজি সত্তুর ফিট নীচে নেমে গেছে। নীচে সমতলের মতো কিছুটা অংশ। ঝোপঝাড়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে ওরা পাঁচজন। একশো গজ পেছনে ওদের ঘোড়াগুলো বাঁধা।

ঘোড়সওয়ার নীচ থেকে দেখতে পাবে না ওদের। ডান বাম ছাড়া পালাবার পথ ওদের রুদ্ধ। পেছনে মেসার চূড়া। সামনে গভীর খাদ।

শেওলাধরা পাথরের পেছনে ভালো দেখে একটা জায়গা বেছে নিলো লারসেন। মেসার কিনারে একটা বড় পাথরের দিকে তাকিয়ে বুদ্ধি ভাঁজছে লোগান। পাথরটাকে একটু জোরে ঠেলা দিলেই কুপোকাত। গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায় যেন দাঁড়িয়ে আছে পাথরটা।

হাত গুটিয়ে সোজা পাথরটার পেছনে গিয়ে ও দাঁড়ালো। নীচে সীডার ঝোপ। কাঁটার ফাঁকে সাবধানে পা রাখলো লোগান। দু হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিলো পাথরের গায়ে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সজোরে ধাক্কা দিতেই নড়ে উঠলো পাথরটা। প্রচণ্ড একটা শব্দ করে গড়িয়ে পড়লো খাদের নীচে।

পাথরের শব্দ ওরাও পেয়েছিলো। পেছনে ফিরেই চমকে উঠে

খুনীর দল। ভীত ছাগলের মতো ছিটকে সরে যায় একপাশে।

এই সুযোগে ঘোড়াগুলোর দিকে গুলী ছোঁড়ে লারসেন। বাতাসে শিষ কেটে বেরিয়ে যায় ওর গুলী। সাথে সাথে আরও একটা গুলির শব্দ। সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে ঘোড়ার দল। ছুটে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় পাইন বনে।

গুলীর শব্দে থমকে দাঁড়ালো নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ার। অবাক বিস্ময়ে মেসার দিকে তাকালো। ব্যাপার কী? মেসার মাথায় দাঁড়িয়ে ওকে চিনতে পেরেছে লোগান। লোকটা জোয়ান টোরেস। ওকে দেখে হ্যাট নাড়ছে লোগান। ইতস্ততঃ করে টোরেসও হাত তুলে নাড়লো। লোগানকে চিনতে পারেনি ও। এতদূর থেকে চেনাও সম্ভব নয়।

পড়িমড়ি করে ঘোড়ার দিকে ছুটছে খুনীর দল। ওদের দিকে একনাগাড়ে গুলী ছুঁড়ছে লারসেন। গায়ের এপাশ ওপাশ দিয়ে গুলী ছোটার শব্দে ভড়কে দাঁড়াচ্ছে, আবার ছুটছে ওরা। ছুটতে ছুটতে পাইন বনে ঢুকে পড়লো লোকগুলো।

গরমে ছাতি ফেটে যাচ্ছে ওদের। ক্যান্টিন খুলে ঢক ঢক করে পানি খেলো লোগান। মৃত্যুভয়ে পালানো লোকগুলোর কথা ভাবলো।

'ব্যাটাদের এই রোদেই হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে,' হাসিতে ফেটে পড়লো লারসেন।

আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। ঘোড়ার শব্দে পেছনে ফিরে দাঁড়ালো ওরা। এগিয়ে আসছে টোরেস। ঘামে ভেজা ওর শরীর।

'কি ব্যাপার সিনোর?' অবাক হয়ে লোগানের দিকে চাইলো টোরেস।

'তোমার অপেক্ষায় ওঁতপেতে বসেছিলো ওরা। এ্যামবুশ

করতো। ঘর বানানোর জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমরা। পাহাড়ের ঢালে ওদের ট্র্যাক দেখে অনুসরণ করি। মেসার খাদের নীচে তোমার জন্যে লুকিয়ে থাকতে দেখি ওদের,' হাত উঁচিয়ে জায়গাটা ওকে দেখালো লোগান। ঘোড়াগুলো তাড়িয়ে দেবার কথাও জানালো।

টোরেসের চোখে কৃতজ্ঞতা। 'তোমরা প্রাণে বাঁচিয়েছো আমাকে। তোমাদের উপকার কোনদিন ভুলবো না আমি,' ওদের সাথে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে বললো টোরেস।

'ও কিছু না,' টোরেসের কাঁধ চাপড়ে দেয় লোগান, 'রিড কার্নিও ঐ দলে ছিলো।'

'ভেবেছিলাম এতদূরে ওরা আমাকে খুঁজতে আসবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি বিপদ যে কোন জায়গায় আঘাত হানতে পারে।'

মোরার দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরালো ওরা। লারসেনের সাথে চুটিয়ে কথা বলছে টোরেস। এই প্রথম পরিচয় ওদের। শক্ত লোক টোরেস। এক কথার মানুষ।

সেদিন মোরায় রয়ে গেলো ওরা। টোরেস র‍্যাঞ্চের দিকে ফিরে গেলো। হিচিং রেলে ঘোড়া বেঁধে সেলুনে ঢুকলো ওরা। বার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলালো। সবাই অপরিচিত। মেক্সিকানদের শহর এই মোরা। অথচ সেলুনে মেক্সিকান খদ্দের নেই। আশ্চর্য। ভালো করে লোকগুলোর চেহারা সুরত দেখলো লোগান। পনি রকে দেখা সেই জোচ্চরের দল। বারের এক কোণ বেছে নিয়ে ড্রিংকের অর্ডার দেয় লোগান।

সব মিলিয়ে জনা চল্লিশেক লোক হবে সেলুনে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ওরা। ধুলোর আস্তরণ

ওদের কাপড়চোপড়ে। সবার কোমরে ঝুলছে সিক্স শুটার। ছোরাও দেখা যাচ্ছে ওদের কাছে। ওদের বিপরীত দিকের টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে ফেটারসান। লোগানকে দেখেছে বলে মনে হলো না।

ড্রিংক শেষ করে দুজনেই উঠে দাঁড়ালো। এই মুহূর্তে ঝামেলা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুইং ডোরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো লোগান। রেড! পানি রকে ওর ঘোড়ার ধাক্কায় ছিটকে পড়া লোকটা পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ খোলার আগেই পরিচিতের মতো ওর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালো লারসেন। 'আরে রেড, কেমন আছো তুমি? এতোদিন কোথায় ছিলে? এদিকে এসোতো, অনেক কথা আছে তোমার সাথে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চোখ পিটপিট করছে রেড। চীৎকার করে উঠবে নাকি? ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টেনে সেলুনের বাইরে নিয়ে এলো লারসেন। ভাবটা যেন পুরোনো কোন দোস্তের দেখা পেয়েছে।

বেরিয়ে এসেই ওর কোমরে পিস্তল চেপে ধরলো লোগান। ভীষণ ঘাবড়ে গেছে রেড। ফ্যাকাসে বিবর্ণ ওর মুখ।

'একি করছো তোমরা? কোন ক্ষতি করেছি বলে তো মনে হয় না। আমি শুধু—'

'সামনে এগিয়ে যাও। চেঁচামেচির চেষ্টা করলেই গুলী করবো,' দাঁতে দাঁত চেপে বললো লোগান।

'কেন? কি করেছি আমি?'

'রেড, ভালো লোক তুমি।' কর্কশ গলায় ওকে বললো লারসেন। 'ভালো লোক বলেই এখনো বেঁচে আছ।'

'এখনো বেঁচে আছো তুমি,' জোর দিয়ে কথাটা আবার আওড়ালো লোগান, 'কিন্তু তেড়িবেড়ি করলে সুন্দর একটা লাশ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে তুমি, রেড।'

সেলুন ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে ওরা। ভয়ে ধড়ফড় করছে রেডের বুক। ওর বন্ধুরা এখন অনেক দূরে। সেলুনের ভেতর চুটিয়ে মদ খাচ্ছে। চীৎকারও কানে যাবে না ওদের। শংকায় থির-থিরিয়ে কাঁপছে ওর চোখের পাতা।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?' কাঁপা কাঁপা গলায় ও জিজ্ঞেস করে লোগানকে, 'আমি—'

'রেড,' আরও কাছে এগিয়ে এলো লারসেন। 'উত্তরে পড়ে আছে বিশাল সমতলভূমি। সুন্দর জমি, বিশুদ্ধ পানি আর কচি ঘাসের কোন কমতি নেই ওখানে। থাকার জন্যে ঐ জায়গাটা খুবই চমৎকার।'

লোগান পিস্তলটা হোলস্টারে পুরে দাঁড়ালো। 'ঘোড়ায় চেপে বসো জলদি। সোজা চলে যাও পাইকস পিক কিংবা মন্টানায়।'

'এখন? এতরাতে?' বিস্ময়ে বিস্ফারিত ওর চোখ। 'আমার বন্ধুবান্ধব আছে। ওদের সাথে দেখা করতে হবে।'

'বন্ধুবান্ধবের কথা ভুলে যাও রেড। লোকজন এখানে মরতেই আসে। বাঁচতে হলে ভাগো, জলদি।'

ঠেলেঠুলে লারসেন ওকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেয়। 'ভয় পেয়োনা। পেছন থেকে গুলী করবো না। তবে পিস্তলে হাত দিলে মরবে।'

চকিতে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে থাকে রেড। নিমেষে শহর ছেড়ে আঁধারে মিলিয়ে যায়।

পরস্পরের দিকে চেয়ে প্রাণখুলে হাসছে ওরা। 'সেলুন থেকে এভাবে যে ব্লেডকে বাইরে আনতে পারবো ভাবিনি। মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে ওর দলবল। এদিক ওদিক হলেই ব্যাটারা গুলী ছুঁড়তো।'

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা ফিরে এলো। ফেরী আর ম্যাট দীর্ঘক্ষণ ওদের পথ চেয়ে বসে আছে।

'সময়মতো এসে পড়েছো। তোমাদের খোঁজেই বেরুবো ভাবছিলাম। ম্যাট বলছিলো কোন সেটেলমেন্ট-ওয়ালার ঘর থেকেই টেনে আনতে হবে তোমাদের।'

'কি যা-তা বলছো? সেটেলমেন্ট-ওয়ালা মানে?'

'নতুন একটা কোম্পানী খুলেছে জেড লাফার্টি। নাম দিয়েছে সেটেলমেন্ট কোম্পানী। ইচ্ছে করলে যে কেউ কোম্পানীর শেয়ার কিনতে পারে। যদি টাকা দিয়ে শেয়ার না কেন, তবে ওদের ভাড়াটে বন্দুকবাজ হয়েও শেয়ারের মালিক হতে পার।'

লাফার্টির নাম শুনে নিজেকে গুটিয়ে নিলো লারসেন। ওদের কথায় কান দিলো না। বিছানায় বসে নিজের বুটজোড়া খুলতে লাগলো।

'শুনছো তোমরা,' খোলা জানালার বাইরে ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে যায় লারসেনের দৃষ্টি। 'উত্তরের সব গালগল্প শুনে ভাবছি, সবাই মিলে উত্তরে ছুটলে কেমন হয়?'

দশ

সূর্যস্নাত মোরা। শহরকে দু'ভাগ করেছে লম্বাচওড়া একমাত্র রাস্তাটা। নিজেদের থাকার জন্যে ঘর ভাড়া নিয়েছে ওরা। সেই ঘরের বারান্দায় লোগান দাঁড়িয়ে রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা দেখছে। শহরের নিস্তব্ধতা ভালো ঠেকছে না ওর চোখে।

ভেতরে ঘুমাচ্ছে লারসেন। চুয়াল্লিশ ক্যালিবারের হেনরী রাইফেলটা ও হাতে তুলে নেয়। পরিষ্কার একটা ন্যাকড়া টেনে মুছতে থাকে। সাফসুতরো রাখতে হবে সব অস্ত্র। পরিবেশ ঘোলাটে হচ্ছে। গোলাগুলি যে কোন মুহূর্তে শুরু হবে।

সেটেলমেন্টের পঞ্চাশ ষাটজন লোক আছে শহরে। ছটফট করছে ওরা। কিছু একটা ঘটাতে কতক্ষণ? নিজস্ব একটা প্ল্যান আছে লোগানের। ও চায় না সব কিছু ভেস্তে যাক।

ওর পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো ম্যাট গিলেম। লোগানের কাজ দেখতে দেখতে সিগার ধরালো।

'লোগান, ঘরেই থাকবে না কোথাও বেরুবে?'

'একটু বেরুবো ভাবছি। আট দশ মাইল দূরে ঘর করার মতো একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি। ওদিকেই যাবো।'

ওর কথা শুনে চিন্তায় পড়ে গেলো ম্যাট গিলেম। 'ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য আমারও তো জায়গা দরকার। তবে এই মুহূর্তে নয়। এখানে কি ঘটে তা দেখেই আমি সিদ্ধান্ত নেবো। রাজনীতি করার

কথা ভাবছি। এছাড়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে না।' কথাটা বলেই রাস্তায় নেমে পড়লো ম্যাট গিলেম।

চেহারাটা বোকাটে হলেও ধূর্ত লোক ম্যাট। মোরাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবী উঠবে ও জানে। ভেতরে ভেতরে শেরিফ হবার প্রচণ্ড আগ্রহ আছে ওর। কিন্তু প্রকাশ করেনি। ভেবেছে দলের একমাত্র শিক্ষিত লোক ও। স্বভাবতঃ শেরিফ ওকেই নির্বাচিত করবে সবাই।

ওর মনের ভাবটা জানে লোগান। তাই ও চিন্তিত। দ্বিধাগ্রস্ত। লারসেন শেরিফ নির্বাচিত হলে ক্ষেপে যাবে ম্যাট। আপোষের মনোভাব ওর বিন্দুমাত্র নেই।

রাইফেল পরিষ্কার করে কম্বল গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালো লোগান হারপার। স্যাডেলের পেছনে কম্বলটা বেঁধে স্কাবার্ডে রাইফেল ঝুলিয়ে রাখলো। ঘুম ভেঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে লারসেন।

'আমার যেতে একটু দেরী হবে, লোগান। শহরটা থমথমে। কখন কি হয় না হয় বলা তো যায় না। দেখেশুনে যাওয়াই ভালো,' ওর পাশে এসে দাঁড়ালো লারসেন, 'ম্যাট কিছু বললো নাকি তোমায়?'

'ও শেরিফ হতে চায়।'

'জানি, ও তাই চাইবে,' থমথমে দেখাচ্ছে ওর মুখ। 'আমার চেয়ে ঢের যোগ্যতা আছে ওর।'

'ওসব ভেবে মন খারাপ করো না। ইলেকশনে তুমিই জিতবে। তবে ওকে নিয়েই হয়েছে সমস্যা। সবাই মিলে একটা টিম আমরা। ওকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে খারাপ লাগছে। বন্ধুত্বে ফাটল ধরতে কতক্ষণ। লোক হিসেবে ওর তুলনা নেই।'

মুখ দিয়ে কথা সরছে না কারও। ঐ একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওদের মাথায়। তেজী হয়ে উঠছে সূর্য। সকালটা এখন শান্ত। কিন্তু চাপা উত্তেজনা ফেটে পড়তে কতক্ষণ?

'ম্যাটের সাথে কথা বলবো আমি,' লারসেনের কপালে চিন্তার অস্পষ্ট রেখা, 'একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। নিজেদের মধ্যে মারপিট ভালো না। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পোষ মানাতে হবে।'

দু'বছর হলো দল গড়েছে ওরা। চারজনের দল। বন্ধুত্বে চিড় ধরুক ওরা কেউই তা চায় না। জীবনে সত্যিকারের বন্ধু জোটে ক'জনার? সহজে কেউ বন্ধু হতে চায় না এ মরুদেশে।

'এ ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে,' ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো লোগান, 'যা বলার আমিই বলবো ম্যাটকে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় লোগান। নিজের ওপর একটা আত্মবিশ্বাস আছে ওর। ম্যাট ওকে পছন্দ করে। আপন ভাবে। লারসেনের সাথে ওর যতই খটকা থাকুক, লোগানের অনুরোধ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো মনোবল ওর নেই।

পছন্দ করা জায়গাটাতে এসে দাঁড়ালো লোগান। একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে জায়গাটার গা ঘেঁষে। নদীর পাড়েই গাছের সারি। বাতাসে তাজা ঘাসের গন্ধ। পানির দু'পাশের জায়গাটা একটু উঁচু হলেও সমতল। কয়েকটা বড় পাথরের টাইয়ের পাশে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়লো লোগান। বুট খুলে মোকাসিন পরলো। এলাকাটা রেকী করে দেখতে হবে। কোথায় কোন্ ঘরটা তুললে যুতসই হবে এখনই তার ছক করে ফেলতে হবে।

নদীর পাড়টা বিশফুটের মতো উঁচু। পাশেই ছোট্ট টিলা। থাকার ঘর বানাবার জন্যেই যেন প্রকৃতি গড়ে রেখেছে ঐ টিলা। নিখুঁত ভাবে গড়া পরিবেশ। চমৎকার ভাবে তৈরী করা যাবে থাকার ঘর, ঘোড়ার আস্তাবল আর বাঙ্ক হাউজ।

শার্ট খুলে লোগান দ্রুত কাজে হাত লাগালো। ছোট্ট নুড়ী পাথরগুলো সরিয়ে ফেললো প্রথমে। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে চষে ফেললো জায়গাটা। আস্তাবলটা আগেভাগেই বানাতে হবে। ওটার দরকার সবচেয়ে আগে।

সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। ঘেমে নেয়ে গেছে লোগান। ভিজে চটচট করছে সারা গা। একটু পরেই আঁধারে ঢেকে যাবে বন-প্রান্তর। গোসলটা সেরে কফি বানালো। গরম কফির সাথে শুকনো মাংস খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলো ওর ক্লান্ত শরীর।

খাওয়া শেষ করে লোগান উঠে দাঁড়ালো। স্যাডেল ব্যাগ খুলে বার করলো একটা বই। আগুনের পাশে কম্বল বিছিয়ে বইটা নিয়ে শুয়ে পড়লো লোগান। একমনে বইটা ও পড়ে যাচ্ছে। দু'একবার উঠে শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। নিথর প্রান্তর। জনমনিষ্যির সাড়াশব্দ নেই। কাঠ পুড়ে আগুনটা স্তিমিত হয়ে আসছে। ঘুমে ভারী ওর চোখের পাতা। আগুন থেকে একটু দূরে কম্বলটা টেনে শুয়ে পড়লো লোগান। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মেঘে ঢেকে যাচ্ছে আকাশের জ্বল-জ্বলে তারা।

সাড়া শব্দহীন থমথমে রাত। এ ধরনের রাত ওর পছন্দ নয়। রাইফেলটা তুলে ঘোড়ার দিকে লোগান এগিয়ে গেলো। পিকেট পিন খুলে তাজা ঘাসে ছেড়ে দিলো ঘোড়াটা। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে ও। এ সময়ে ওরা এসে পড়লে ভালোই হতো।

দূর থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এলো ওর। মন্টানা ঘোড়াটাও শুনেছে শব্দটা। মাথা উঁচিয়ে কান খাড়া করে রয়েছে। বাতাসে গন্ধ শুঁকছে। চঞ্চল হয়ে দৈবাৎ শব্দ করে বসে এই ভয়ে মন্টানার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে আদর করলো লোগান।

আঁধারে কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে।

আঁধার রাতে যে লোক আনাড়ীর মতো ঘুরঘুর করে ভাগ্যে তার বুলেট ছাড়া কিছুই জোটে না। রাইফেলটা আরও শক্ত করে ধরে বৃত্তাকারে ঘুরে চুপিসারে লোগান সামনে এগুলো। পশ্চিমের এদেশে বন্ধুর চেয়ে ওর শত্রুর সংখ্যা অনেক গুণ বেশী।

আবছা আঁধারে দাঁড়ানো ঘোড়াটা ওর চোখে পড়লো। কাত-রানির শব্দ শুনে মাটিতে সটান শুয়ে ক্রল করে সামনে এগুলো। ঘোড়ার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটা লোক। লোকটা যে মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছে দূর থেকেই বুঝতে পারলো লোগান।

'সিনোর,' ক্ষীণ একটা শব্দ।

'আমি মিগুয়েল,' কাঁপছে ওর গলা। মিইয়ে যাচ্ছে কণ্ঠস্বর।

দ্রুত লোকটার কাছে ছুটে গেল লোগান। টেনেটুনে ঘোড়ার পিঠে চাপালো ওকে। 'ধরে বস, মাত্র কয়েক গজ দূরেই আমার ক্যাম্প।'

'ওরা আমাকে খুন করতে আসছে, সিনোর। এখানে থাকলে ওরা তোমাকেও খুন করে ফেলবে, সিনোর।'

'সেটা আমি দেখবো,' একটা ধমক দিতেই মুখ বন্ধ করলো লোকটা। রশি টেনে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেল লোগান।

ঘোড়ার কাঁধে মাথা রেখে কাতরাচ্ছে মিগুয়েল। আগুনের কাছে

এসে ওকে নামিয়ে আনলো। জখমটা পরীক্ষা করে দেখলো।

বুলেটে ঝাঁঝরা ওর শরীর। পায়ে আর ডানদিকের বুকে বুলেটের ক্ষত চোখে পড়লো লোগানের। বুকের জখমটা মারাত্মক। বুলেট এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে। ক্ষতের চারপাশটা ফুলে দলা হয়ে আছে মাংসপিণ্ড। জামা কাপড়ে লেপটে আছে রক্ত। এই মাত্র হোলি খেলে ফিরেছে যেন মিগুয়েল।

প্রথমেই লোগান ওর শার্ট ছিঁড়ে ফেললো। গরম পানিতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে বেঁধে ফেললো যত্ন করে। রক্তক্ষরণ আপাততঃ বন্ধ হয়ে যাবে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত এর বেশী কিছু করারও নেই।'

ছুরির ফলাটা দিয়ে লোগান ওর পিঠের বুলেটটা বের করে ফেললো। রক্ত মুছে ব্যাণ্ডেজ করলো। তখনই ওর কানে এলো খুরের শব্দ। মিগুয়েলের খোঁজে দ্রুত ছুটে আসছে ক'জন ঘোড়সওয়ার। আগুন দেখে এদিকেই আসবে ওরা। ওদের সামলাতে তৈরী হয়ে দাঁড়ালো লোগান।

কাঁধে তুলে ঝোপের অন্ধকার আড়ালে মিগুয়েলকে রেখে এলো। ঘোড়সওয়ার লোকজন ততক্ষণে এসে পড়েছে। কাছে, আরও কাছে।

'হেই, শুনছো?'

'বল, কি বলতে চাও?' গাম্ভীর্য বজায় রেখে ওদের মুখোমুখী দাঁড়ালো লোগান।

'একটা লোককে খুঁজছি আমরা। গুলীতে আহত হয়েছে ব্যাটা, মরেনি। এদিকে এসেছে নাকি লোকটা?'

'হ্যাঁ, ও আমার কাছেই আছে। তবে ছিনিয়ে নেবার বিন্দুমাত্র

চেষ্টা করো না। জান নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

আগুনের আরও কাছাকাছি এগিয়ে এলো ওরা। আগুনকে আড়াল করে সরে দাঁড়ালো লোগান। আড়চোখে ওদের চিনতে চেষ্টা করলো। রাইফেল তাক করে রাখা লোকটা ওর চোখ এড়ালো না। পনেরো ফিট রেঞ্জের মধ্যে আছে ও।

অব্যর্থ রেঞ্জ এই রাইফেলগুলোর। শরীরটা ওর শির শির করছে। ঘাম ঝরছে দ্রুত। চকিতে ড্র আর বুদ্ধির সঠিক প্যাঁচ কষেই এ মুহূর্তে ওকে বাঁচতে হবে।

'আরে, এতো লোগান হারপার। গানফাইটার হিসেবে ওর বেশ নাম ডাক আছে।'

'লোগান হারপার? গান ফাইটার? বেশতো,' ফিনফিনে চুলওয়ালা লোকটার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। সৌখিন পিস্তলবাজের মতো কোমরের দু'পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে দু'টো পিস্তল।

'খামোকা বিরক্ত করতে এসেছ আমাকে। তোমরা চলে গেলেই খুশি হব। মিগুয়েল এখানে আছে। এখানেই থাকবে।'

'ছোকড়ার বড্ড তেজ দেখছি।' লোকটা চালি স্মিথ। ছড়ানো দাঁড়িতে ঢাকা ওর মুখ। টাফ চেহারা। গণ্ডগোল পাকিয়ে ফায়দা লুটতে ওস্তাদ। পাতলা দুর্বল যে লোকটা রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে লোগান ওর গালে টোল দেখতে পেলো। লোকটার চোখে খুনের নেশা।

'মিগুয়েল আহত। প্রচণ্ড ধকল গেছে ওর শরীরে। ওর ভালোমন্দ দেখবো আমি,' শেষবারের মতো লোগান ওদের জানিয়ে দিলো কথাটা।

'বজ্জাতটাকে জীবিত দেখতে চাই না,' স্মিথ নামের লোকটা

খেঁকিয়ে উঠলো, 'ওকে ছেড়ে দাও আমাদের হাতে। জন্মের মতো ওর খায়েশ মিটিয়ে তবেই নড়বো আমরা। তুমিও নিস্তার পাবে।'

'দুঃখিত।'

'বটে, এতবড় স্পর্ধা।' ফ্যাসফ্যাসে গলায় তেড়ে এলো স্যানডী। 'সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে, আঙ্গুলটা একটু বাঁকাবো, এই আর কি।'

স্যানডীর কথায় পাত্তা না দিলেও রাইফেলের দিকে নজরটা ওর ঠিকই আছে। পিস্তলে স্যানডীর দক্ষতা না জানলেও সুযোগটা ওকে নিতেই হবে। বাঁচার দুটো মাত্র পথ ওর সামনে। ওদের হাতে মিগুয়েলকে তুলে দেওয়া, নতুবা লড়তে ঝাঁপিয়ে পড়া। কোন পথটা বেছে নেবে লোগান হারপার?

মিগুয়েলের তামাকের থলে পড়ে আছে আগুনের পাশে। সামনে ঝুঁকে তামাকের থলেটা তুলে নিলো। সিগারেটে কোন কালেই ওর অভ্যেস না থাকলেও যত্ন করে একটা সিগারেট রোল করলো লোগান। লোকগুলোর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানোই ওর উদ্দেশ্য।

ভেবেচিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে কাজটা। বাঁচা মরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথাটা ভেবে নিলো ও। বৃত্তের মাঝখানে ওর অবস্থানটা আরও একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলো। বাঁদিকে রাইফেলের নল, ডানে সিক্স শূটার ঝোলানো স্যানডী। পেছনে চকচক করছে চার্লি স্মিথের চোখ।

'মিগুয়েল ভালো লোক। কেন মিছেমিছি ওর পেছনে ছুটছো তোমরা?' কথা চালিয়ে ওদের মনোযোগ ফেরাতে চেষ্টা করছে লোগান। অভিজ্ঞতায় জেনেছে সময়ের হেরফেরে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যায়।

'মিগুয়েল আমার বন্ধু। তবে ওর ফাইটে জড়াতে চাই না আমি। কিন্তু লোকটা নিরস্ত্র। একা পেয়ে কুত্তার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছো ওর উপর। ভীরু কাপুরুষের দল।'

স্মিথের চোখে সন্দেহের ঝিলিক। বার বার সামনে পেছনে ওর সতর্ক দৃষ্টি। চারজন মিলে এরা দল গড়েছে ও জানে। ওর ভয়, বাকী তিনজনও আড়ালে আবডালে গা ঢাকা দিয়ে ওদের লক্ষ্য করছে।

সময়ের হিসেব মিলাচ্ছে লোগান। ও জানে ভুলের মাশুল মৃত্যু। হিসেব করে ফেলতে হবে ওর প্রতিটি পদক্ষেপ। রাইফেল বাগিয়ে থাকা লোকটার নিশানা ভুল না হবারই কথা। কিন্তু কতক্ষণ সচল থাকবে ওর হাত পা? সঠিক সময়ের অপেক্ষায় রইলো লোগান।

'আলভারেজের লোক মিগুয়েল,' চার্লি স্মিথের কণ্ঠস্বর, 'ওদের দেশছাড়া করবো আমরা।'

'একা দেখছি তোমাকে? দলের অন্য লোকজন কোথায়?' রাইফেল হাতে দাঁড়ানো লোকটা প্রশ্ন করলো ওকে। আবছায়া কিছু একটা চোখে পড়েছে ওর। তাই ও শংকিত।

'একসাথেই ছিলাম আমরা। আশেপাশে কোথাও গেছে হয়তো। এখুনি এসে পড়বে।'

'কিন্তু বিছানা যে একটা,' সন্দেহ ঠিকরে পড়ছে স্যানডীর গলায়।

'তাইতো!' মাথা দুলালো সৌখিন পিস্তলবাজ ছোড়াটা।

হাত নিসপিস করছে চার্লি স্মিথের। লোগান অন্য কারো হাতে মারা পড়ুক ও তা চায় না। লোগানকে নিজ হাতে গুলী করে মারবে চার্লি স্মিথ।

দু'ঠোঁটের মাঝে সিগারেট গুঁজে লোগান আগুনের উপর

ঝুঁকলো। জ্বলন্ত কাঠি তুলে নিলো হাতে।

'সব সময় আমরা চারজন কাছাকাছিই থাকি,' সময় নিয়ে প্রত্যেকের অবস্থান লক্ষ্য করলো লোগান হার্পার। 'জীবনকে ভাগাভাগি করে নিয়েছি আমরা। একসাথে কাজ করি, লড়িও একসাথে। আর জিতলে ফূর্তি করতে ছুটে যাই খোলা আকাশ আর নিস্তব্ধ বন-প্রান্তরে।'

'মিথ্যে কথা। ধারে কাছে ওরা কেউ নেই।' আবার খেঁকিয়ে উঠলো স্যানডী। 'মাত্র একটা বিছানা। দু'টো ঘোড়া। একটা ওর, অন্যটা মিগুয়েলের।'

দূরের পাহাড়ে পাইন গাছের শব্দ। চূড়োয় দমকা বাতাসের মাতলামী। সারা সন্ধ্যা বাতাসের শব্দ শুনেছে লোগান। কিন্তু বাতাসের ঐ শব্দ লোকগুলোর বুক কাঁপিয়ে দিলো আশংকায়। কান খাড়া করে চঞ্চল হয়ে উঠলো ওরা।

'টেনেসির পাহাড়ে আমার জন্ম,' যেন খাতির জমিয়ে কথা বলছে লোগান। 'বছর দু'য়েক আগে আমাদের আজন্ম শত্রু উইলি বার্নসকে খতম করে এসেছি। ষোল বছরে মোট উনিশজন লোক অক্কা পেয়েছে আমার হাতে।'

মনপ্রাণ অস্থির হয়ে উঠছে ওর। কিন্তু কথা চালিয়েই যাচ্ছে। হাতে ধরা কাঠিটা পুড়ছে। সে দিকে চোখ পড়তেই চীৎকার করে উঠলো চালি স্মিথ।' জলদি ফেলে দাও কাঠিটা, তোমার হাত তো পুড়ে গেলো..।'

কাঠির আগুনটা হাত স্পর্শ করতেই বিকট চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলো লোগান। আর ঐ লাফানোর মধ্যেই ত্বরিতে তুলে নিলো পিস্তল। গুড়ুম। রাইফেলধারীর বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেলো

বুলেটটা।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে নিজের পিস্তলটা টেনে নিয়েছে স্যানডী। ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। পর পর দু'টো গুলীর ধাক্কায় শরীরটা ওর কেঁপে উঠলো। পিছিয়ে গেলো দু'কদম।

চক্কর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো লোগান। মুখোমুখী হলো চালি স্মিথের। পেট চেপে মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে চালি। ঘোড়া ছুটে আসার দ্রুত শব্দ। পিস্তলের নল ঘুরিয়ে অপেক্ষা করছে লোগান। আঁধার কেটে বেরিয়ে এলো একজন অশ্বারোহী। ম্যাট গিলেম।

'চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে বদমাশদের কুপোকাত করেছো,' মাটিতে পড়ে থাকা চালি স্মিথের দিকে তাকিয়ে বললো ম্যাট। 'আগুন থেকে কাঠি তুলতে দেখেই বুঝতে পেরেছি অঘটন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কখনো তোমায় সিগারেট খেতে দেখিনি কিনা।'

'বাঁচা গেল। ঠিক সময় মতোই এসে পড়েছো তুমি।'

ঘোড়া থেকে নেমে রাইফেলম্যানের কাছে ম্যাট হেঁটে এগিয়ে গেলো। লোকটা মরে গেছে। হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। স্যানডীর বুকেও বুলেটের দুটো ক্ষতচিহ্ন ও দেখলো।

'নিজের চোখে দেখেছি আমি। তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না। এ কি করে সম্ভব?' প্রচণ্ড কৌতূহল ওর চোখে মুখে।

হাঁটতে হাঁটতে পিস্তলে গুলী ভরলো। ঝোপের সামনে দাঁড়ালো। কনুইয়ে ভর দিয়ে ওকে দেখছে মিগুয়েল। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়েছে ওর। সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখের বাদামী রংটা। 'তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ, সিনোর।' ছল ছল করছে মিগুয়েলের দু'চোখ।

'লারসেন বললো এদিকেই এসেছো তুমি। মনটা ভালো নেই।

ভাবলাম তোমার ক্যাম্পে রাতটা কাটালে মন্দ হয় না।'

'দূর থেকে তোমার ক্যাম্প ফায়ারের আগুন দেখলাম। ভাবলাম ধীরে সুস্থেই এগোই। হঠাৎ চোখে পড়লো তিনজন লোকের মাঝখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। একজন আবার রাইফেল উঁচিয়ে আছে। প্রথমে ঘাবড়ে গেলাম। কি করবো ভাবছি। ঠিক তখনই গুলী ছুঁড়লে তুমি।'

'গুলী না ছুঁড়লে ওরাই খুন করে ফেলতো আমাকে।'

'মিগুয়েলকে বাঁচিয়েছো শুনলে লাফার্টি ভীষণ ক্ষেপে যাবে।'

'ওকেও ছেড়ে কথা বলবো না আমি।'

ঘোড়া ছুটে আসার শব্দ পেলো ওরা। ওদের দিকেই ছুটে আসছে শব্দটা। ঝোপের আড়ালে সরে দাঁড়ালো ওরা। প্রথম ঘোড়সওয়ার ফেরী ম্যানডার্স। পেছনের দু'জন রিকার্ডোর কর্মচারী। একজনকে ও চেনে। প্যাট রোমেরো। দ্বিতীয়জনকে লোগান কখনো দেখেনি।

লম্বাচওড়া গাট্টাগোট্টা শরীর। ছুরির ফলার মতোই ধারালো। গায়ে ওর বুটিদার চামড়ার জ্যাকেট। লোকটার চেহারাটাতে কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব। হাতলে মুক্তো বসানো পিস্তল ঝুলছে ওর কোমরে। লোকটার হাবভাব আর চাহনীতে নিষ্ঠুরতা।

'ওর নাম চিকো ক্রুজ। মেক্সিকো থেকে দিন কয়েক আগে এসেছে।' পিট রোমেরো ওকে পরিচয় করিয়ে দেয় লোগানের সাথে।

মৃতদেহগুলো ঝুঁকে নেড়েচেড়ে দেখলো চিকো। পকেট হাঁতড়ে একটা রুপোর ডলার বের করলো। স্যানটীর বুকে বুলেটের গর্ত ছুটোয় ডলার বসিয়ে মাপলো। তারপর ডলারটা পকেটে ফেলে লোগানের দিকে এগিয়ে এলো।

'গুলী ছুঁড়েছে কে?'

ইশারায় লোগানকে দেখালো ম্যাট। সবিস্তারে পুরো ঘটনাটা ওকে জানালো।

লোগানকে মাপছে চিকো ক্রুজ। দৃষ্টিতে ওর নিষ্ঠুরতা। লোকটা খুনী, বর্বর। ভাবলো লোগান। দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখেই লোগান বুঝে ফেলেছে লোকটা দক্ষ গানফাইটার।

মিগুয়েলকে পাঁজাকোলা করে ঘোড়ার পিঠে চাপালো লোগান। ওকে সাহায্য করলো পিট রোমেরো। এই ফাঁকে লোগান সরাসরি জানতে চাইলো, 'ওকে কে এনেছে?'

'টোরেস মেক্সিকো থেকে ওকে আনিয়েছে। নিষ্ঠুরতায় ওর জুড়ি নেই। অসংখ্য লোককে খুন করেছে চিকো ক্রুজ।'

পাতা পড়ছে না ওর চোখে। কাঁপছেও না। ক্রুজ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোগানের দিকে। নিঃসঙ্গ প্রেইরীর বিষাক্ত র‍্যাটেল সাপের মতোই ওর দৃষ্টি। বিদ্যুতের মতো ছুটে এসে এই বুঝি ছোবল দেবে লোগানের গায়ে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো ওর। লোকটাকে অসহ্য ঠেকছে। ওকে আনা ছাড়া রিকার্ডোই বা কি করবে? নিজের সম্পত্তি কে না বাঁচাতে চায়? আত্মরক্ষার জন্য মাঠে নেমেছে রিকার্ডো আলভারেজ। ওর অবস্থা বুঝতে পারে লোগান। দিন দিন রিকার্ডোর বয়েস বাড়ছে। নিজের ক্ষমতার প্রতি আস্থা আর কতদিন ধরে রাখতে পারবে বুড়ো?

আগুনের সামনে ফিরে এসে দাঁড়ালো লোগান। কাঠ পুড়ে গেছে। নিভু নিভু আগুন। ক্রুজ ওকে দেখছে। 'স্বীকার করতেই হয় গুলী ছুঁড়তে ওস্তাদ লোক তুমি,' বাঁকা হাসি খেলে গেলো চিকো ক্রুজের ঠোঁটে। 'তবে তোমার চেয়েও নিখুঁত গুলী ছুঁড়তে

পারি আমি।'

'হতে পারে,' নিস্পৃহ কণ্ঠ ওর। ফালতু ব্যাপার নিয়ে তর্ক করার বিন্দুমাত্র অভ্যাস লোগানের নেই। সময় এলেই দেখা যাবে।

'কোনদিন হয়তো একসাথেই গুলী ছুঁড়বো আমরা দু'জন,' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ওকে বললো চিকো ক্রুজ।

'কোনদিন?' ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর লোগানের।

'হয়তো সামনাসামনিই গুলী ছুঁড়বো আমরা।'

'সিনোর, আমি সেদিনের অপেক্ষায় থাকবো।'

'আমিও।' মৃদু হাসি চমকে উঠলো লোগানের ঠোঁটে।

এগারো

ওরা ভেবেছিলো আক্রমণ লাকার্টির দিক থেকেই আসবে। কিন্তু বাস্তবে তা এলো না। হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেলো সবকিছু। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো শহরের লোক।

পছন্দ করা ঐ জায়গাটাতে ঘর তৈরী করে ফেললো লোগান। রিকার্ডোর লোকজন এসে কাজে হাত লাগালো ওর সাথে। ম্যাট আর ফেরি ম্যানডার্সও যথাসাধ্য করলো ওর জন্যে। দ্বিতীয় দিন ঘরের কাজ শেষ করে আগুন ঘিরে বসলো ওরা। এই সহজ পরিবেশটা কাজে লাগালো লারসেন। শেরিফের দায়িত্ব নেবার আগ্রহটা ম্যাট গিলেমকে জানালো।

কফিতে চুমুক দিয়ে ওর কথাটা শুনলো ম্যাট। হাতটা কাঁপছে।

চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে উঠছে। ওর ভাবান্তর লোগানের চোখ এড়ালো না। কিন্তু সাথে সাথেই নিজেকে সামলে নিলো ম্যাট গিলেম। বিজ্ঞের হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটে। 'কাজটা নিঃসন্দেহে দায়িত্বপূর্ণ। সম্মানজনকও বটে। হাতছাড়া করো না। কাজটা পেলে নিয়ে নাও। শেরিফ হিসেবে তোমাকে চমৎকার মানাবে।'

'অবাক করলে ম্যাট। ভেবেছিলাম কথাটা শুনে ক্ষেপে যাবে তুমি। শেরিফের দায়িত্বটা তুমিই নিতে চাইবে।'

লারসেনের কথাটা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলো ম্যাট গিলেম। 'ব্যস ব্যস, আর বলতে হবে না। শহরের শান্তি রক্ষার জন্যে অবশ্যই একজন শেরিফ দরকার।' স্বাভাবিক কণ্ঠে কথাগুলো বলছে ম্যাট। 'আমি বা তুমি, দায়িত্বটা যেই নিক না কেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবো। একজনের বিপদে অন্যজন বুক পেতে দাঁড়াবো।'

লারসেনের বুকে চেপে থাকা একটা ভারী বোঝা যেন হঠাৎ করেই নেমে গেলো। একটু আগেও মনটা ওর খুঁত খুঁত করছিলো। কথাটা কত সহজভাবে নেবে ম্যাট? এ নিয়ে লারসেনের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না।

কফিতে চুমুক দিয়ে চোখ পিট পিট করছে ফেরী ম্যানডার্স। ম্যাটকে দেখছে। কথাগুলো কি সত্যিই মন থেকে বলেছে ম্যাট? বিশ্বাস হচ্ছে না। কেমন যেন খটকা লাগছে ওর মনে।

শহরে কি ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে কেউ আন্দাজ করতে পারছে না। রাত-বিরেতে মাতালদের দৌরাত্ম্য বেড়েই যাচ্ছে। এলিজাবেথ টাউনে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে এক লোক। সিমারোনে চুরি ডাকাতি আর লুটতরাজের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সান্তা ফি

আর ঘোরার নিরীহ লোকজন আর কতদিন এদের দৌরাত্ম সহ্য করবে?

ঘরের সংখ্যা আরও একটা বাড়িয়েছে লোগান। যোগান দিয়েছে লারসেন। আসবাবপত্র তৈরীও প্রায় শেষ। তৃতীয় ঘরটাও কিছু-দিনের মধ্যে তুলে ফেলবে ওরা। মাঠটা খালি পড়ে রয়েছে। কচি ঘাসের ডগায় ঢেকে গেছে পুরো মাঠ। কিছু গরু আনলেই র‍্যাঞ্চের কাজটাও পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে।

সময় করে ফেরী ম্যানডার্সকে লোগান একদিন ডেকে পাঠালো। ওকে নিয়ে রওয়ানা হলো গ্রান্টের দিকে। বেছে বেছে গোটা পঞ্চা-শেক বাছুর কিনে আনলো। বাছুরগুলোর গায়ে ব্রাণ্ড মেরে চরতে ছেড়ে দিলো র‍্যাঞ্চে।

রাতদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলেছে ওরা। র‍্যাঞ্চ আর খামার-বাড়ী গড়ে তুলতে হবে। গরু পালতে হবে। পুরো র‍্যাঞ্চটার আগাছা সাফ করতে হবে। টুকিটাকি আরও কত কাজ বাকী রয়েছে এখনও। এত কাছে তবু রোসিতাকে অনেকদিন দেখেনি ও। ভাবতেই ছটফট করে উঠে মন। ছুত্তরী ছাই। কাজটাজ ফেলে ঘোড়ায় চেপে বসলো লোগান। ছুটলো রিকার্ডো আলভারেজের র‍্যাঞ্চের দিকে। গেট পাহারা দিচ্ছে এন্টোনিও বাকা আর চিকো ক্রুজ।

ট্রেইলে সে রাতে হাতাহাতির পর বাকাকে আর দেখেনি লোগান।

'কি চাই?' ওর পথ রোধ করে দাঁড়ালো এ্যান্টোনিও বাকা।

'রিকার্ডোর সাথে দেখা করবো।'

'উনি বাসায় নেই।'

'তাহলে সিনোরিতাকে ডেকে দাও।'

'সিনোরিতার সাথেও দেখা হবে না।'

রাগে জ্বলছে লোগানের সারা শরীর। ওদের মতলবও ভালো ঠেকছে না। সংঘর্ষ এড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ও কি করবে? লোগানকে গুলী করতে দ্বিধাবোধ করবে না বাকা। বরং মজাই পাবে। কথাবার্তা আর চালচলন আগের চেয়েও হিংস্র ঠেকছে।

কারণটা কি? চিকো ক্রুজের প্রশ্রয়ে কি ওর মাথা বিগড়ে গেছে? এত উন্মত্ত হবার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না লোগান হারগার। নাকি রিকার্ডো বুড়ো হয়ে গেছে আর টোরেস সবদিক সামাল দিতে পারছে না বলে ওর এই হামবড়া ভাব?

'সিনোরিতাকে আমার কথা গিয়ে বল।'

'কোন দরকার নেই। সিনোরিতা দু'চোখে দেখতে পারে না তোমাকে। আগেভাগেই বলে রেখেছে দেখা করবে না,' ক্রূর হাসি খেলছে ওর ঠোঁটে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে ওদের কথা শুনছে চিকো ক্রুজ। লোগানের জেদাজেদি দেখে এগিয়ে এলো। 'ও যা বলছে তাই করো। খামোকা জানটা খোয়াতে যেও না।'

নিসপিস করছে ওর হাত। তবুও গণ্ডগোল করা যাবে না এখানে। এরা সবাই রিকার্ডোর কর্মচারী। এমনিতেই বেচারা ঝামেলায় জড়িয়ে আছে। এদের ঘাঁটালে ঝামেলাটা ওর ঘাড়েই পড়বে। কথাটা ভেবে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফেললো লোগান। তখনই রোসিতার গলা শুনলো। ওর নাম ধরে ডাকছে।

'চলে যাচ্ছ কেন? ভেতরে এসো।'

লোগান নামলো না। গেটও পেরোলো না।

'তোমাদের এখানে আসা বারণ করে দিয়েছো নাকি?'

'কি যা-তা বলছো তুমি ?' বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ছুটে এলো রোসিতা, 'কে বললো ?'

'এন্টোনিও বাকা।'

রাইফেল হাতে বাকা একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখলো রোসিতা। 'লোগান হারপার আমাদের বন্ধু। খুশীমতো ও আসবে যাবে। কথাটা মনে রেখো।'

'বুঝেছি,' বাকা ফিরে দাঁড়ালো, দেখতে থাকলো লোগানকে। চোখে একরাশ ঘৃণা।

'এতদিন কেন আসোনি ? কোথায় ছিলে ?' ঘরে ঢুকেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললো রোসিতা। 'বার বার দাদু তোমার খোঁজ করেছেন। মিগুয়েল আর টোরেসের জন্যে তুমি যা করেছো তার তুলনা হয় না।'

'ওরা তো আমার বন্ধু।'

'তুমি আমাদের বন্ধু না ?'

এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে রোসিতা। টেনে নিয়ে যায় পাশের রুমে।

ওকে খুঁটিয়ে দেখছে লোগান। গোল গোল চোখ দু'টো গর্তে বসে গেছে। চিন্তাক্লিষ্ট মুখ।

'দাদু কেমন আছেন ?'

'ভালো না। বয়েস তো আর কম হয়নি। সত্তুর পেরিয়ে গেছে। আগের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে এদিক ওদিক যেতে পারেন না।

'লোগান, এ্যাংলোদের নিয়েই ওর যত ভয়। স্থানীয় অধিকাংশ লোকই আমাদের বন্ধু। কিন্তু এতবড় র‍্যাঞ্চ রাখার পক্ষপাতী ওরাও নন। কিন্তু দাদু পুরো র‍্যাঞ্চটাই রাখতে চান আমার জন্যে।'

'র‍্যাঞ্চটা তোমারই থাকবে।'

'এ্যাবরুর কথা মনে আছে তোমার ?'

'কেন থাকবে না।'

'খুন হয়েছে এ্যাবরু। পিট রোমেরো ওর লাশ খুঁজে পেয়েছে গত সপ্তাহে। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে। সার্প বাফেলো রাই-ফেল দিয়ে পেছন দিক থেকে কেউ ওকে গুলী করেছে কাপুরুষের মতো।'

'খবরটা শুনে বড্ড খারাপ লাগছে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলো লোগান। চা খেলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবরই ওকে জানালো রোসিতা। শারীরিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে রিকার্ডোর। মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। জোয়ান টোরেসের গতিবিধিও সীমিত হয়ে এসেছে। পারতপক্ষে র‍্যাঞ্চের বাইরে খুব একটা যায় না। অলস আর বেয়াড়া টাইপের কিছু মেক্সিকান লোক এসে জুটেছে র‍্যাঞ্চে। ওদের সামলাতেই হিমসিম খায় টোরেস। আজকে গেটের সামনে যে কাণ্ডটা ঘটলো তা নতুন কিছু নয়। ওকে বুঝিয়ে বললো রোসিতা।

ষড়যন্ত্রের একটা অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন জালে জড়িয়ে পড়ছে ওরা। থমথমে গুমোট পরিবেশ। শক্ত হাতে টেনে ধরতে হবে লাগাম। নয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওরা। কিন্তু কি করবে রিকার্ডো আল-ভারেথ ? অসুস্থতা আর সংকটের আবর্তে মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে রিকার্ডো। আপন বলতে কেউ নেই ওর পাশে। শুধু রোসিতা ও' টুকু মেয়ে মানুষের পক্ষে কিইবা করা সম্ভব ? মাত্র কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পড়েছে। সামাল দিতে পারতো ওর ছেলে,

রোসিতার বাবা। কিন্তু সে-তো আর ইহজগতে নেই।

'আমার সাহায্য দরকার হলে খবর পাঠিও।'

মাথা নীচু করে নখ খুঁটছে রোসিতা। ভাবটা যেন হঠাৎ কোন অন্যায় করে ফেলেছে। মেয়েটাকে এজন্যেই ওর ভালো লাগে। আপন করে পেতে চায়।

'মোরার অবস্থা ভালো ঠেকছে না। মারপিট শুরু হতে পারে যে কোন সময়। রোসিতা, তোমার লোকজনকে সামলে রেখো। ওখানে কাউকে মাথা গলাতে দিও না।'

'কথাটা আমার কানেও এসেছে,' কি যেন ভাবছে রোসিতা, 'লোগান, তোমার ভাই কি ইদানিং জুলির বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত করে?'

'অনেকদিন যেতে দেখিনি,' থামলো লোগান। কি বলবে ভেবে পেলো না।

কথাবার্তায় ঘরবাড়ীর কথা উঠতেই লোগান নিজের ঘর তোলার কথা ওকে জানালো। রিকার্ডো লোকজন পাঠিয়ে ওকে সাহায্য করেছে। বিদেশ বিভূঁয়ে এ উপকার ভোলার নয়। ওকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললো না লোগান।

লারসেন আর ম্যাট গিলেসের কথা মন দিয়ে শুনলো রোসিতা। মেক্সিকানরাও এখানে একজন শেরিফের প্রয়োজন অনুভব করে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। মেক্সিকানরা এ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত। কারণ এলাকার বেশীরভাগ লোকই মেক্সিকান।

লোগান যা বলতে চাচ্ছে তা প্রকাশ করতে পারছে না। যুতসই

ভাষা আসছে না ওর মুখে। 'রোসিতা,' মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো কথাটা। 'আমি তোমাকে—'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অপেক্ষা করছে রোসিতা। কথাটা লোগানের গলায় আটকে গেছে। লজ্জায় লাল চোখ দুটো। আমতা আমতা করে হাতের দিকে তাকালো লোগান। বলি বলি করেও বলতে পারলো না কথাটা। প্রচণ্ড রাগ হলো ওর নিজের উপর। উঠে দাঁড়ালো।

'চলি তাহলে।'

'কথাটা শেষ করলে না?'

'আবার আসতে পারবো তো এখানে? যে কোন সময়?' চট করে কথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলো ও।

সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে রোসিতা। ওর মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করছে। এই বলিষ্ঠ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোকটাকে কেমন করে বুঝাবে ও।

'হ্যাঁ, যে কোন সময় তুমি আসবে এখানে।'

ঘরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘেন্না জাগছে ওর নিজের প্রতি। সে কেমনতরো পুরুষ মানুষ। মনের কথা প্রেয়সীকে জানাতে পারে না? কিসের এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব?

দ্রুত ছুটে যাচ্ছে লোগান। চেহারা স্বয়ত বিগড়ে গেছে ওর। চুল এলোমেলো। নিজের ভাবনায় লোগান এতই মশগুল যে সতর্ক থাকার কথাটাও ভুলে গেলো। অ্যামবুশ করলে আজ নেহাত মারা পড়তো লোগান। ঘরের কাছাকাছি এসেই ওলি স্যাডোকের ঘোড়াটা চোখে পড়লো ওর।

ওলির সাথে আরও একজনকে দেখলো ও। উইলসন। মোরায় সাপ্লাই স্টোর আছে লোকটার। চল্লিশের উপর বয়স। 'সুযোগটা কেন হারাচ্ছো লারসেন? শহরে গিয়ে নিজেকে জাহির করার এই তো সময়। চার্লি স্মিথ আর স্যানভী শহরবাসীকে কম জ্বালায়নি। ওদের পটকে দিয়েছো শুনে শহরের লোকজন তো খুশীতে ডগোমগো।'

'ওটা তো লোগানের কৃতিত্ব।'

'সবাই তা জানে। তোমাদের দু'ভাইকে একই চোখে দেখে ওরা।'

'লারসেনকে সবাই শান্তশিষ্ট লোক বলেই জানে। সেজন্যে পছন্দও করে। ওদের চোখে তুমি শক্ত মানুষ। গানফাইটার।' লোগানের দিকে চেয়ে কথাটা বললো ওলি। 'শহরের লোকজন লড়াই ঠিকই পছন্দ করে, তবে খুন খারাপীর মধ্যে নেই ওরা।'

লোগানের পেশীবহুল হাত আর কোমরে বাঁধা পিস্তলের দিকে তাকালো লারসেন। 'বুদ্ধি খাটিয়ে ওদের গুলী না করে লোগান কি বাঁচতো? আত্মরক্ষার জন্যেই ওদের মেরেছে ও। অন্য কেউ হলে বেঁচে ফিরতো না।'

'সে কথাটা সবাই আমরা জানি। এখানকার লোকজনের দাবী খুনীর বিচার করা হোক। ওরা সমাজের শত্রু। এখানকার পরিস্থিতি ভালোভাবে আঁচ করতে পারে মেক্সিকানরা। ওদের ধারণা, যে লোক মারপিটে অভ্যস্ত সে কখনো একগোছা গোলাপের বিনিময়েও পিস্তল নামিয়ে রাখবে না। গানফাইটকে ওরা জীবনের একটা অংশ হিসেবে ধরে নেয়।'

লারসেন শহরে ফিরলো। পরের দু'দিন ঘরের কাজেই ব্যস্ত থাকলো লোগান। পাথর নুড়ি জড়ো করে বস্তা বাঁধলো। খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে জড়ো করে রাখলো নদীর ধারে। আস্তাবল তৈরীর কাজে পাথরগুলো লাগবে একদিন।

পরের দিন খুব ভোরবেলায় শহরের দিকে রওয়ানা হলো লোগান হারপার। সময়মতো পৌঁছেও গেলো শহরে। ওলির দোকানের সামনে অজস্র লোকের ভীড়। ওদিকেই এগোলো লোগান। জানালার দিকে চোখ পড়তেই বিস্মিত হলো। ব্যাপার কি? খোলা জানালায় পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে ওলি স্যাডোক। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর কথা শুনছে রাস্তায় ভীড় করা লোকজন।

'মাতালদের দৌরাত্ম্য শহরে দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভদ্রলোক থাকার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলছে ওরা, গলার জোর ক্রমশই বাড়ছে ওর। 'আমার একটাই প্রশ্ন, শহরটা মাতালদের না ভদ্রলোকদের।' ওলির কথা শুনে হৈ-চৈ করে উঠলো সমবেত দর্শকমণ্ডলী। 'সবচেয়ে আগে শায়েস্তা করতে হবে গুণ্ডা বদমাশদের। উড়ন চণ্ডীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে শহর ছাড়া করতে হবে। কিন্তু কে করবে সে কাজ। এতবড় একটা দায়িত্ব আমরা কাঁকে দেব? একজন শেরিফকে। শেরিফ হবার যোগ্যতাসম্পন্ন একটা লোক খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। যে হবে সৎ আর কর্তব্যে অবিচল।'

বক্তৃতা থামালো ওলি স্যাডোক। একনাগাড়ে কথা বলে হাঁপিয়ে গেছে। ওর কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লোকজন। 'থাকার মতো এর চেয়ে ভালো শহর আর হয় না। লাস ভেগাস থেকে পালিয়ে আসা কতগুলো বদ-

লোক শহরের শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে, এ কেমন করে হয় ?'

সেটেলমেন্টের কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গুলির কথা শুনছে। ওদের মতিগতি সন্দেহজনক হলেও কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। এই ভীড়ে কিছু করার সাহস হবে না ওদের। লোকগুলোর দিকে হাত নেড়ে হাসি তামাশায় মেতে উঠেছে কিছু মেক্সিকান।

ভীড় এড়িয়ে সেলুনে গিয়ে ঢুকলো লোগান। টেবিলে হাত গুটিয়ে এককোণে বসে আছে ম্যাট গিলেম। লোগানকে দেখেই বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিলো অন্য দিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে এলো ওর পাশে। বার কাউন্টারে।

বারটেণ্ডারকে ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো লোগান।

'দু'ভাই মিলে লোকটাকে পটিয়ে ফেলেছো দেখি। রাতদিন তোমাদের কথা ওর মুখে। পরিশ্রমও করতে পারে ওলি। শহরের অর্ধেক লোককে ঝুঁকিয়ে ফেলেছে লারসেনের দিকে। ভেবেছিলাম ওলি স্যাডোক আমার বন্ধু।'

'বন্ধুই তো। ওলি পছন্দও করে তোমাকে। টেনেসির একই জায়গায় থাকতাম বলেই হয়তো আমাদের পক্ষ নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছে। লোকটা রাজনীতির পোকা। লারসেনকে শেরিফ করার ওর একান্ত ইচ্ছে।'

'বেড়ে কথা বলেছো। শেরিফ হবে লারসেন ? রাজনীতি করবে ?' হাসতে হাসতে টলে পড়ছে ম্যাট গিলেম, 'কতদূর বিদ্যেবুদ্ধি আছে ওর পেটে ?'

'তুমি ভালো করেই জানো লেখাপড়ার চেষ্টা করছে লারসেন।'

'লাফাটির ঐ মন ভোলানো মেয়েটার মতো, তাই না ? লারসেন ছাড়া আর কোন পুরুষ যেন নেই এ শহরে। শালার নিকুচি করেছি। আমরা যেন পুরুষ নই।'

'তুমি ভালোভাবেই জানো ম্যাট, কোন কালেই মেয়েরা আমার ধারে কাছে ঘেঁষেনি।'

'ফাজলামী কোরো না। সান্তা ফি'র সব মেয়েকেই তো পটিয়ে ফেলেছিলে একদিন।'

'সেটা তো অন্য ব্যাপার।' ম্যাটকে খুশী করার জন্যে গোমরটা এই প্রথম কথাটা ফাঁস করলো লোগান। হাসতে হাসতে বার কাউন্টারের সামনে পেট চেপে বসে পড়লো ম্যাট গিলেম।

'সে জন্যেই তো ঘন্টাখানেকের মধ্যে সারা শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিলো,' লজ্জায় লাল হয়ে ঢোক গিললো লোগান। 'লারসেন এখনো জানে না আসল ঘটনা।'

'বেশ তো, ও যদি শেরিফের দায়িত্বটা কঠোরভাবে পালন করতে পারে, তবে আমরাও না হয় ওর হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবো।' ড্রিংকের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো ম্যাট গিলেম।

'ম্যাট,' ওর কাঁধে আলতো ভাবে হাত রাখলো লোগান। 'একটা কথা সব সময় মনে রেখো। চারজন মিলিয়েই আমরা একটা টিম। লড়বোও একসাথে, বাঁচবোও একসাথে।'

ঘাড় তুলে ওর দিকে তাকায় ম্যাট গিলেম। 'লোগান, তোমাকে ভালো লাগে আমার। হয়তো দুর্বলতাও কিছুটা আছে। ঘোড়া ছুটিয়ে সেই প্রথম যেদিন ক্যাম্পফায়ারের সামনে এসে দাঁড়ালে, সেদিন

থেকেই নিজের অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে। আর একটা কথা বুঝতে শিখেছি, বিপদের দিনে তোমার মতো খাঁটি বন্ধু আর হয় না।'

গ্লাসটা আবারো ভরে নেয় ম্যাট গিলেম। ভেতরটা ওর তোলপাড় করছে। জীবনকে গড়বে ভেবেছিলো। একটা সুন্দর স্বপ্ন তিল তিল করে লালন করেছিলো। কিন্তু সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেলো। আকণ্ঠ মদে ডুবে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। লোগানকে কি চলে যাবার অনুরোধ করবে? না। কমবয়েসী কোন ছেলে ছোকরার উপদেশ নেবার মত লোক ও নয়।

'ম্যাট, এসো আমার সাথে। ঘরে ফেন্নী একাই আছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই উতলা হয়ে উঠেছে। ওখানে গিয়ে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

'আসলে তোমার মতলবটা কি? শহরের বাইরে নিতে চাও নাকি আমাকে? ফাঁকা মাঠে গোল দেবে লারসেন, তাই না?'

'এ কি বলছো তুমি?' নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছে না লোগানের। এত নীচে নেমে গেছে ওর চিন্তাধারা? 'শেরিফ হবার এতই যখন খায়েশ তখন গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাচ্ছ কেন?'

'দরকার হলে তোমার উপদেশ মানতে চেষ্টা করবো,' ঠাণ্ডা খটখটে গলা ম্যাট গিলেমের।

'ইচ্ছে হলে আসতে পার আমার সাথে,' ওকে বললো লোগান, 'ভেবেছি মাকে নতুন ঘরটা দেখিয়ে আনবো আজ।'

'মাকে আমার সালাম দিও,' হাত কচলে বললো ম্যাট গিলেম, 'জায়গাটা সুন্দর। মা'র পছন্দ হবে নিশ্চয়ই।' ওর আন্তরিকতা দেখে

লোগান মুগ্ধ না হয়ে পারলো না।

নিজের বুদ্ধি আর শক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন লোক ম্যাট। কঠিন হলেও খাঁটি ভদ্রলোক। বার কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাট গিলেম। এই লোকটাই কতবার ওকে হোমারের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে। নিজেদের সম্পর্কে চিড় ধরছে ভেবে কষ্ট হলো ওর। কিন্তু কেন তিলে তিলে নিজেকে এভাবে শেষ করছে ম্যাট? দিনের পর দিন মদে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। ইচ্ছে থাকলেও তো শেরিফ হতে পারবে না ম্যাট গিলেম।'

'এসো আমার সাথে,' লোগান ওর হাতটা ধরে ফেললো, 'তোমাকে দেখে ভীষণ খুশী হবে মা। তোমার সম্বন্ধে কত কথাই না বলেছি মাকে।'

হাতটা ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ম্যাট গিলেম। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। সুইংডোরে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

সেটেলমেন্টের কিছু বেয়াড়া লোক ঘুরঘুর করছে আশেপাশে। ওদের দু'জনকে লোগান চেনে। একজন ডুরাঙ্গো কিড, অন্যজন বিলি মুলিন। পিস্তলবাজ হিসেবে দু'জনেই পরিচিত।

লোগান ভেবেছে ম্যাটকে নিয়ে সোজা ঘরে তুলবে। একটু ঘুমোলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। নেশার ঘোরটা কেটে যাবে। লোগান জানে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ম্যাট গিলেম। এভাবে চললে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে লোকটা।

ক্ষেত্রটা তৈরী করেই রেখেছে ওলি স্যাডোক। লোকজনের সাথে মিশেছে লারসেন। ওদের সুখ দুখের কথা শুনেছে। আশ্বাস দিয়েছে। শেরিফ হবার পথটা পাকাপোক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, ম্যাট গিলেমই শেষ পর্যন্ত লার-সেনকে শেরিফের দায়িত্বটা চাপিয়ে দিলো।

সেলুনের দরজা ঠেলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো ম্যাট গিলেম। মেজাজটা ওর তেতে আছে। তড়পাচ্ছে। মদও কম গিলেনি। সোজা হেঁটে গিয়ে ডুরাঙ্গো কিডের মুখোমুখী দাঁড়ালো ম্যাট গিলেম।

অন্য সময় ম্যাটকে এ অবস্থায় দেখলে এড়িয়ে চলতো সবাই। কিন্তু একটা গণ্ডগোল পাকানোর সুযোগ খুঁজতেই ঘুর ঘুর করছে কিড। বয়েস একুশ বছর হলেও এরই মধ্যে কলোরাডোতে খুন করে ফেলেছে তিনচারজন লোক। গরু আর ঘোড়া চুরিতেও হাত পাকিয়েছে। সেটেলমেন্টে এসে ফেটারসানের ডান হাত হিসাবে কাজে নেমেছে ডুরাঙ্গো কিড।

চলে যাবার জন্যে মাত্র পা বাড়িয়েছে ম্যাট গিলেম। কিন্তু কথাটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়ালো। সারাক্ষণ ওকে মদ খেতে দেখেছে ডুরাঙ্গো। ভেবেছে হদ্দ মাতাল হয়ে ফিরছে লোকটা।

'বিলি, এর খায়েশ শেরিফ হবার,' সবাইকে শুনিয়ে কথাটা বললো কিড। 'এসে তো, ওকে একটু বাজিয়ে দেখি।'

পা টেনে কিডের মুখোমুখী দাঁড়ালো ম্যাট গিলেম। চেহারাটা ফর্সা আর গড়নটা লম্বা ওর। মদ খেলেও একটু টললো না। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো ওর সামনে। কেউ জানে না। একসময় আর্মি অফিসার ছিলো ম্যাট। এই মুহূর্তে আর্মি অফিসারের মতোই চোস্ত লাগছে ওর ভাবভঙ্গী।

'আমি যদি শেরিফ হতাম,' গলাটা ওর স্পষ্ট আর ঠাণ্ডা, 'তবে এই মুহূর্তে এ্যারেস্ট করে জেলে পুরতাম তোমাদের। কারণ তোমরা

জোচ্চোর, খুনী আর লুটেরা। মার্টিন এ্যাবরুককে খুন করার দায়ে তোমাদের ফাঁসী দিতাম।'

সেলুনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে লোগান হারপার। ম্যাট এসব কথা কিভাবে জানলো? ভাবছে লোগান। কিডের চেহারা আর হাবভাব দেখে সন্দেহটা বদ্ধমূল হলো লোগানের মনে।

'মিথ্যা কথা,' চীৎকার করে উঠলো ডুরাঙ্গো কিড। চকিতে পিস্তল তুলে নিলো হাতে।

গুলীর শব্দ প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল। বাতাসে বারুদের গন্ধ। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারদিকে। একসময় ধোঁয়ার মেঘ কেটে পরিষ্কার হয়ে গেলো রাস্তা। ভীড় করে দাঁড়ালো লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়লো একটা লাশের উপর। হাত পা ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে ডুরাঙ্গো কিড।

চোখের সামনেই ঘটেছে তবুও লোগানের বিশ্বাস হচ্ছে না। ম্যাট গিলেম পিস্তল চালাতে ওস্তাদ, কথাটা শুনেছিলো। কিন্তু জানতো না কত দ্রুত চলে ওর হাত। ডুরাঙ্গো কিডের বুকে তিনটে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন দেখে বিস্ময়ে থ মেরে দাঁড়িয়ে পড়লো লোগান।

সঙ্গীর অবস্থা দেখে বোবা হয়ে গেছে বিলি মুলিন। শরীরটা ওর থরথর করে কাঁপছে। চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো ও ম্যাটের দিকে। এটাই হলো তার কাল। পিস্তলের দিকে হাত না বাড়ালেও বুলেট ওর শরীরে এসে বিঁধলো।

ডুরাঙ্গো কিডকে চেনে সবাই। ওর মৃত্যু কারও মনে দাগ কাটলো না। বরং খুশী হলো আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে। কিন্তু বিলি মুলিন? যদিও লোকটা গরুচোর, তবুও কিডের মতো রংবাজী

স্বভাব নয় ওর। ও তো পিস্তলে হাতও দেয়নি। ওকে কেন গুলী করলো ম্যাট গিলেম? পরিচিত অপরিচিত সব লোকই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো ওর উপর। শেরিফ হওয়ার শেষ আশাটা নিভে গেল ম্যাট গিলেমের।

প্রকাশ্যে ওর এক বন্ধু বলেই বসলো, 'শেরিফ হবার যোগ্য লোক লারসেন হারপার।'

মন্তব্যটা ম্যাট গিলেম শুনলো। কিছু বললো না। পিস্তলে গুলী ভরে মাঝরাস্তা বরাবর হাঁটতে লাগলো। এগিয়ে গেলো সেই ঘরটার দিকে যেখানে একসাথে থাকতো ওরা সবাই।

সেদিন মাঝরাতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ম্যাট গিলেম।

বারো

আজ রোববার। আগেভাগেই বাকবোর্ড এনে রেখেছে ঘরের সামনে। বাঁধাছাদা জিনিষপত্রগুলো একে একে তুলে ফেললো ওরা। মাকে পাশে বসিয়ে বাকবোর্ড ছোটালো লারসেন। বাকবোর্ডের ছ'-পাশে ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে যাচ্ছে ফেরী আর লোগান।

আপনমনে ঘোড়া ছোটাচ্ছে ফেরী ম্যানডার্স। খুব একটা কথা বলছে না। ছ' ভায়ের মনের ভেতরটা জানা ওর। এদিনটার অপেক্ষায় প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে ওরা। দিন গুণেছে। তিলে তিলে গড়ে তুলেছে র‍্যাঞ্চহাউস। আজ ওদের সাফল্যের দিন। বাকবোর্ড ছুটিয়ে চলেছে মাকে নতুন ঘরে তুলতে।

মৌসুমের এই সময়টা ভালো পেয়েছে ওরা। ঘাসের গালিচা বিছানো সবুজ মাঠ। তরতাজা গাছের পাতা। পাখ-পাখালীর সুরেলা ডাক। বাছুরগুলো কচি ঘাস পেয়ে চষে বেড়াচ্ছে র‍্যাঞ্চের খোলা মাঠে। সারাজীবন দুঃখ কষ্টেই মানুষ হয়েছে ওরা। এত সুন্দর বাড়ীতে থাকার কথা কল্পনাও করেনি ওর মা।

একটা দুঃখে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে লোগানের মনটা। এত আনন্দের দিনে ওর কষ্টের কারণ খুঁজবে না কেউ। ম্যাটের জন্যেই ওর এই অবস্থা। এত খুশীর দিনে সবাই থাকলেও ম্যাট নেই। লেখাপড়া কে শিখিয়েছে ওদের? ম্যাট গিলেম। ওর প্রতি

লোগানের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ম্যাটের জন্যেই প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছে ওরা দু'ভাই। এ ঋণ শোধ করার নয়।

গাছগাছালীর ফাঁক দিয়ে ছুটে চলেছে বাকবোর্ড। সামনের নালা পেরুলেই র‍্যাঞ্চ হাউজ। নালা পেরোতেই হৈ হল্লা কানে আসে ওর। অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশেক লোক জড়ো হয়েছে র‍্যাঞ্চ হাউজে।

দূর থেকে দেখলেও রিকার্ডো আলভারেজকে চিনতে ওর অসুবিধা হয় না। রিকার্ডোর পাশেই গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে রোসিতা। ওর সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত র‍্যাঞ্চ হাউজ। ভিড়ের উপর দিয়ে লোগান ওকে দেখছে। ছুটে গিয়ে বুকে পিষে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। এ এক নতুন অনুভূতি।

ভিড়ের মাঝে জোয়ান টোরেস, পিট রোমেরো আর মিগুয়েলকেও দেখা যাচ্ছে। মিগুয়েলের মুখটা ফ্যাকাসে বিবর্ণ। রক্ত নেই শরীরে। তবুও বক্ষে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরের সামনে এসে থামলো বাকবোর্ড। ওদের দেখে এগিয়ে এলো রিকার্ডো আলভারেজ। হাত বাড়িয়ে দিলো মা'র দিকে। গর্বিত ভঙ্গীতে ওর হাত ধরে বাকবোর্ড ছেড়ে নামলেন মা। যেন প্রতিপত্তিশালী কোন লেডি এসেছেন আজকের এ উৎসবে।

দু'পাশে সরে মাকে পথ করে দিয়েছে সমাগত অতিথিরা। মাকে ধরে নিয়ে গেলো রিকার্ডো। বসালো সেই পুরোনো রক চেয়ারটায়। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো সবাই। ফুল ছুঁড়ে স্বাগত জানালো মাকে।

ফূর্তির সব ব্যবস্থাই করেছে রিকার্ডো। টেবিল ভরে সাজানো সুস্বাদু খাবার। পেট পুরে খেলো সবাই। ভিড়ের মধ্যে ভিসেন্তি

রোমেরো আর চিকো ক্রুজকে দেখে লোগান অবাক হলো।

আনন্দ উৎসব যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময় নালা পেরিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে ছুটে এলো এক ঘোড়সওয়ার। 'ম্যাট,' চীৎকার করে ছুটে গেলো লারসেন।

'তোমাকে দেখে সত্যিই খুশী হলাম ম্যাট। বুকে রাগ পুষে রাখনি তো? আসলে তুমি না থাকলে কিছুই যুতসই লাগে না। নেমে পড় জলদি। কতবার যে মা তোমাকে খুঁজেছেন। চলো মা'র সাথে দেখা করবে। তারপর একসাথে খাবো আমরা।'

আসলে ম্যাট গিলেসের স্বভাবটাই এরকম। ভুলেও কারো প্রতি অভিযোগ করবে না ও। প্রয়োজন ছাড়া কথাও বলবে না। ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না।

অনেকদিন পর কেউ পুরোনো গীটারে গান ধরলো লারসেন। ওর সাথে সুর মিলালো টোরেস। নাচ গানে জমে উঠলো র‍্যাঞ্চ হাউস। তবে সবচেয়ে বড় লাভ হলো লোগানের। উৎসবের এই সুযোগে রোসিতার সাথে নাচলো অনেকক্ষণ।

নাচের কথা বলতেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে রোসিতা। শুরুতে খুব একটা কথা বলেনি কেউ। লোগানই নীরবতা ভেঙেছে, 'ইচ্ছে হয় সারাজীবন নাচি তোমার সাথে।'

'তোমাকে ক্ষুধার্ত লাগছে,' চট করে কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় রোসিতা। লাজুক ভাবটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি ওর।

ঘুরে ফিরে সবার সাথে কথা বলছে ওলি স্যাডোক। এত লোক একসাথে কি সহজে পাওয়া যাবে? রিকার্ডো আলভারেজকে ধরলো আগে। অনেকক্ষণ কি যেন বোঝালো ওকে। একে একে টোরেস,

[জিম কারপেন্টার আর এল ক্রক্‌সের সাথেও পরামর্শ করলো ওলি স্যাডোক। 'মেক্সিকানরা লারসেনকেই সমর্থন করবে,' ভিড়ের মধ্যে বলে উঠলো একজন। নিশ্চিন্ত হয়ে সবাইকে ডেকে আলোচনায় বসলো ওলি স্যাডোক। শলা পরামর্শ চললো অনেকক্ষণ। এক সময় উঠে দাঁড়ালো ওলি স্যাডোক। হাত নেড়ে কাছে ডাকলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকজনকে। সবাই ভীড় করে দাঁড়ালো ওর চারপাশে।

'এই অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্তটি এইমাত্র নিয়েছেন তা শোনাবার জন্যেই আপনাদের কাছে ডেকেছি। এই শহরে শেরিফ না থাকার ফলে জায়গাটা হয়েছে খুনী আর লুটেরাদের স্বর্গরাজ্য। ভালোমানুষের ঠাঁই নেই এখানে। ওদের দৌরাত্মে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে প্রতিদিন। কিন্তু আর নয়। আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ থেকে এই অঞ্চলের শেরিফ হবে লারসেন গরপার।'

উল্লসিত মেক্সিকানরা চীৎকার শুরু করে দিয়েছে আনন্দে। উপস্থিত লোকজন ছুটে এসে অভিনন্দন জানালো লারসেনকে। এমনটি হবে ও কল্পনাও করেনি। চাপা উত্তেজনা ওর সারা শরীরে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো লোগান 'জিত আমাদেরই হলো, কি বল? এখন দেখবো গণ্ডগোল পাকায় কারা?'

'অবশ্যই। তবে বন্দুকের নল এড়িয়ে তাই না?'

'তা আর বলতে। সময় বদলে গেছে। চরিত্র বদলাচ্ছে মানুষ। পিস্তলবাজীর দিন শেষ।'

পশ্চিমে হেলে পড়ছে সূর্য। সন্ধ্যের আগেই ফিরে যেতে তৈরী হলো অতিথিরা। মাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো ওরা সবাই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখে খুশীতে উথলে উঠছে মা'র মন। কত আপন মনে হচ্ছে এই ঘরটাকে।

কোথায় কিভাবে জিনিষপত্র সাজালে মা খুশী হবে ওরা জানে। খাট-পালং, চেয়ার-টেবিল ঠিক ওভাবেই গুছিয়ে রেখেছে ঘরটায়। দাদুর পুরনো আমলের ঘড়িটাও দেয়ালের একপাশে শোভা পাচ্ছে। আরও দু' একটা ঘর উঠাবে ওরা। তবে আপাততঃ নিজেদের কথা ওরা ভাবছে না। বনে বাদাড়ে শুয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে। চার দেয়ালের মাঝে ঘুমোনোর কথা ওরা চিন্তাও করতে পারছে না।

বিদায় জানাতে রোসিতার সাথে গাড়ী পর্যন্ত লোগান এগিয়ে গেলো। 'তোমাকে দেখে দারুণ খুশী লাগছে আমার। মা তো বার-বার শুধু তোমার প্রশংসাই করছেন।

'মাকে ঘরে এনেছো শুনে দাদু যে কি খুশী হয়েছেন, কি বলবো। কথায় কথায় শুধু তোমারই প্রশংসা। তুমি সৎ, বিবেকবান, ভালো মানুষ আরও কত কি।' গড় গড় করে বলে যাচ্ছে রোসিতা। গাড়ীতে উঠে বসেও অপলক তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে র‍্যাঞ্চ হাউজে। একা হতেই রাজ্যের চিন্তা ঘিরে ধরলো ওকে। নদীর কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো। বাতাসটা ঝিরঝিরে, ঠাণ্ডা। একটা মাদকতা আছে। তবে ভ্যাপসা গরমটা এখনো কাটেনি।

বিয়ের কথা ভাবতেই মনটা আনচান করে ওঠে। সুড়সুড়ি দেয় একটা অচেনা অনুভূতি। ওর কি আছে? না টাকা-পয়সা, না

প্রভাব-প্রতিপত্তি। সংসার পাতার মতো অবস্থা এখনো ওর হয়নি। র‍্যাঞ্চ হাউজটাও তো দু'জনের পয়সায় গড়া। একা কারও অধিকার নেই এখানে। এই জমানায় জায়গা জমির যতটা না কদর, তার চেয়েও বেশী মূল্যবান নগদ টাকা-পয়সা।

তবে লারসেনকে নিয়ে লোগানের অনেক গর্ব। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে ওর ভাইটা। রাতদিন পড়ালেখায় ডুবে থেকেছে। অসংখ্য পত্র-পত্রিকার গ্রাহক হয়েছে। দেশ-বিদেশের রাজনীতির খবরাখবর ওর নখদর্পণে। এ অবস্থায় বিভিন্ন জনের সাথে মিশেছে লারসেন। সুবিধা অসুবিধার খবর রেখেছে। সাহায্য সহানুভূতি দিয়ে মানুষের মন কেড়েছে।

শেরিফের ব্যাজ এঁটে পরদিন সন্ধ্যায় রাস্তায় নেমে এলো লারসেন। সেটেলমেন্টের ভাড়াটে লোকজনের চোখে কৌতুক। শেরিফ নামটা যেন এ অঞ্চলে একটা হাসির খোরাক। তক্কে রইলো কিছু লোক। শেরিফকে বাজিয়ে দেখবে ওরা।

সুইং ডোর ঠেলে সেলুনে ঢুকলো শেরিফ। পরিবেশ আর লোকজনের হাল সুরত খুঁটিয়ে দেখলো। চোখে পড়ে এমন একটা জায়গা দেখে নোটিশটা টাঙিয়ে দিলো। ইংরাজী আর স্প্যানিশ ভাষায় স্পষ্ট করে লেখা কতগুলো নিয়ম-কানুন।

নোটিশ

শহরে পিস্তল নিয়ে চলাফেরা নিষেধ।
মাতলামী, ঝগড়াঝাটি কিংবা পিস্তলবাজী

বরদাস্ত করা হবে না।
আইন অমান্যকারীদের বহিষ্কার করা হবে।

বুলি বেন বেকার মিশৌরীতে একসময় খেয়া পারাপার করতো। ওকে ঝগড়াটে স্বভাবের লোক বলেই চেনে সবাই। শেরিফের চেয়ে কিছুটা লম্বা হবে লোকটা। ওজন দু'শো চল্লিশ পাউণ্ড। নতুন শেরিফকে একটু খেলিয়ে দেখতে চায় বেন বেকার।

লোকজন জুটিয়ে একটু তড়পালো বেন। চক্ চক্ করে আধ-বোতল হুইস্কি গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেলো বোর্ডের দিকে। আদ্যোপান্ত নোটিশটা পড়ে মেজাজ বিগড়ে গেলো ওর। এক-টানে খুলে ফেললো কাগজটা। দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেললো একপাশে।

ওর কাণ্ড দেখে জ্বলে উঠলো শেরিফ লারসেন। এগিয়ে গেলো। নিজের বাহাদুরীতে নিজেই তড়পাচ্ছে বেন। হাসিতে বেরিয়ে এসেছে দু'পাটি হলদে দাঁত। বার কাউণ্টারে সাজিয়ে রাখা একটা বোতল তুলে নিয়েছে হাতে।

ওর গা ঘেঁষে এগিয়ে কাগজটা আগের জায়গায় এঁটে ফিরে আসে শেরিফ। ফিরে এসে থমকে দাঁড়ায় ওর সামনে। আচমকা পেটে ঘুষি পড়তেই চমকে উঠে বেন।

শরীরটা ওর কুঁকড়ে ওঠে। পেট চেপে বসে পড়ে মেঝেতে। হাঁপাচ্ছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। একমুঠো আঁধার চোখের আলো ঢেকে দিচ্ছে ওর। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো বেন বেকার।

ঠাণ্ডা মাথায় ওর চোয়াল বরাবর আর একটা ঘুষি কষলো লারসেন। ধারালো ব্লেডের আঁচড় যেন শরীরটা কাঁপছে বেনের। আচমকা কুপোকাত হবে কস্মিনকালেও ভাবতে পারেনি ও। মানুষ খেলানো লোক বেন বেকার। তোয়াক্কা করে চলা ওর ধাতে সয়না। প্রয়োজনও পড়ে না।

হিংস্র জানোয়ারের মতো রাগে ফুঁসছে বেন বেকার। ঘরভর্তি লোকের সামনে অপমান? বোতল হাতে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো বেন। এতটা বোকামী যে ও করবে ভাবেনি শেরিফ। বেনের ডান-হাতি ঘুষিটা বা কাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে ওর থুতনীতে আর একটা রদ্দা লাগালো লারসেন। ঘুষি মেরেই ওকে পেছনে ঠেলে সরে দাঁড়ালো। ড্রামের মতো গড়িয়ে পড়লো বেন বেকার। ওর শরীরের ওজনে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ক'টা চেয়ার টেবিল। কোমরে হাত রেখে ওর উঠে আসার অপেক্ষা করছে শেরিফ।

বেন বেকার এতটা আশা করেনি। শরীরটা ওর দুমড়ে মুচড়ে গেছে। হাঁটু ও কনুইয়ের ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছে। কণ্ঠনালীর রগটা এক নাগাড়ে দাপাদাপি করছে। ঠোঁটে হাত দিতেই বুঝলো ঠোঁটটা ফেটে রক্ত ঝরছে। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো বেন বেকার।

দাঁড়িয়ে ওর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে লারসেন। সময় দিচ্ছে উঠে দাঁড়াবার। দু'হাতে হাঁটু আঁকড়ে চট করে উঠে দাঁড়িয়েই হুক কষলো বেন বেকার। ও যে এ সুযোগটাই নেবে লারিসেন জানতো। বল ধরার ভঙ্গীতে লুফে ধরলো হাতটা। ধরেই সজোরে ঠেলে দিলো পেছনে। দড়াম করে শব্দ তুলে চিৎ হয়ে উল্টে পড়লো বেন। আবারও উঠে দাঁড়ালো। একটু মন্থর গতিতে। শরীরের ওজনটাই

ওকে বেকায়দায় ফেলেছে। মাটিতে আছড়ে পড়ে ব্যথায় টনটন করছে পিঠের একগাদা মাংস। বেন হেলেদুলে এগিয়ে আসছে। চোখদুটো জ্বলছে ওর নেকড়ের মতো। শেষবারের মতো ওর দিকে তাকালো লারসেন। আর সুযোগ দেয়া যায় না। একটা প্রচণ্ড ঘুষি এসে পড়লো বেন বেকারের নাক বরাবর। ঘেঁৎ করে একটা শব্দ হলো ওর গলায়। ধপ করে বসে পড়লো নাকটা ধরে।

দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটা ঠেকিয়ে রেখেছে বেন বেকার। পা দু'টো ছড়ানো। দম নিচ্ছে দ্রুত। 'হার স্বীকার করছি। সত্যি তুমি লড়তে জানো শেরিফ। ঘুষিতে এত শক্তি থাকতে পারে ভাবিনি কখনো।'

শতাব্দীর শেষ পর্যায়ের সেই সময়টা ছিলো পিস্তলবাজীর। হাতাহাতি যুদ্ধের কদর বুঝতো গুটিকতক লোক। বেন বেকার ওদেরই একজন। নৌকো চালিয়েই অভ্যেস। গায়ের জোরেই বাজীমাত করেছে। কায়দা-কানুন শেখেনি।

ছোটবেলায় লারসেন কুস্তির যাবতীয় কৌশল শিখেছে বাবার কাছে। কর্নিশ স্টাইল কুস্তি জানতো ওর বাবা। নামডাকও ছিলো বিস্তর। ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ এক বক্সারের কাছে অনেক ধরনের কৌশল রপ্ত করেছিলো ওর বাবা। ঘরে ফিরে নিজের অভিজ্ঞতায় গড়ে তুলেছিলো দু' ছেলেকে।

বেন বেকার সহজে হার মানার পাত্র না। গায়ের জোরেই বাজী-মাত করতে চেয়েছিলো ও। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারেনি। যে কৌশলে লারসেনকে জব্দ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলো—তার পাল্টা কৌশলে নিজেই ঘায়েল হয়ে গেছে।

'কিছু শিখলে ?' বেনকে জিজ্ঞেস করে শেরিফ লারসেন।

'মোটেও না।' ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বেন বেকার।

'শালার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি।' অবাক হয়ে ভাবলো লারসেন। 'বোকা হাবাটার গা মাজিশ হয়েছে এতক্ষণ। মাঝি ব্যাটাকে একটু খেল তাহলে দেখাতেই হয়।' মনে মনে কথাগুলো আউড়ে এগিয়ে এলো শেরিফ।

বেন উঠে দাঁড়াতেই দু'হাত মুঠো। করে একসাথে আঘাত হানলো ওর মাথায়। বাজ পড়ার স্বাদ পেলো বেন। শার্ট খামচে ধরতে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলো ওর দিকে। কিন্তু পেটে ঘুষি পড়তেই ভুস্ করে মুখের বাতাসটা বেরিয়ে গেলো। শেষ সুযোগটা এবার কাজে লাগালো লারসেন হারপার। মোক্ষম জায়গায় আপার কাট বসিয়ে নাকটা ভেঙ্গে দিলো ওর। বেন বেকারের শক্ত শরীরটা মুখ থুবড়ে পড়েছে। শক্ত মুঠোয় চুল ধরে ওকে দাঁড় করালো লারসেন। মুখ বরাবর একনাগাড়ে ব্লো মারলো কয়েকটা। কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলো বার কাউণ্টারে। 'ওকে ড্রিংক দাও।' একটা কয়েন ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলো শেরিফ লারসেন।

শহরের নিয়ন্ত্রণ এখন পুরোপুরি ওর হাতে।

সেলুনে ঐ ঘটনার পর অনেকটা শান্ত হয়ে এলো শহর। চুরি, বাটপারি আর মাতালদের দৌরাত্ম্য একেবারে শূন্যে নেমে এলো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো শহরের শান্তিপ্রিয় মানুষ। আর দৈবাৎ ঐ আইন যারা ভাঙ্গলো, তাদের জেলে ঢোকালো লারসেন। ভোর হতেই শহর ছাড়া করলো।

কাজ ছাড়া ফুরসত নেই নতুন শেরিফের। শুধু কাজ আর কাজ।

একটা শহরের ভালোমন্দ দেখা শোনার ভার ওর ওপর। ভেবেচিন্তে পা ফেলছে। সংঘর্ষের খবর পেলেই ছুটে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে পিস্তলবাজীর জন্যে জেল হলো দু'জনের। পঁচিশ ডলার জরিমানা আর ক্ষতিপূরণ আদায় করে শেরিফ ওদের শহর ছাড়া করলো।

ফেরি ম্যানডার্সকে নিয়ে রুইডোসো গেছে লোগান। দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে এলো। শ খানেক গরু কিনেছে র‍্যাঞ্চের জন্যে।

ওদিকে ভাবনায় পড়েছে ওলি স্যাডোক। দোকান চালাবে না রাজনীতি করবে? অনেক ভেবেচিন্তে ষ্টোরের ভার কর্মচারীর হাতে তুলে দিয়ে একদিন বেরিয়ে এলো ওলি স্যাডোক। লারসেনকে আরও শক্তিশালী আর ক্ষমতাবান লোক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে ওলি।

লোকটা খাটতেও পারে। ব্যবসার কাজে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সান্তা ফি, সিমারোন আর এলিজাবেথ টাউনে। পথে পথে লোক জড়ো করে সভার ব্যবস্থা করলো। বক্তা ও নিজেই। সিনেটে প্রতিনিধিত্ব করার মতো এ অঞ্চলে কে আছে? একজনই মাত্র আছে, নাম তার শেরিফ লারসেন হারপার। সৎ, বুদ্ধিমান আর করিৎকর্মা। মানুষের সমস্যা ও বোঝে। সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখে।

মোরায় নতুন শেরিফের একমাস কেটে গেছে। ভয়ংকর ধরনের অপরাধ ঘটেছে এ সময়ে। খুন তো হয়নি, ছুরিকাঘাতের ঘটনাও বিরল। সেটেলমেন্টের বেশীরভাগ লোকই বেগতিক দেখে সরে গেছে এলিজাবেথ টাউনে। লাস ভেগাসেও গেছে বেশ ক'জন। সিলভার সিটি আর সকোরোর সব লোকজনের মুখে শুধু একটাই নাম —লারসেন হারপার।

একটা খুন হয়েছে আলভারেজ গ্রান্টে। পেছন থেকে আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছে এ্যাবরুর চাচাতো ভাই। সম্ভাব্য আক্রমণের আভাসে ভয় পেয়েছে মেক্সিকানরা। রিকার্ডোর দু'জন কর্মচারী কাজে ইস্তফা দিয়ে ফিরে গেছে মেক্সিকো।

সেটেলমেন্টের এক লোককে লাস ভেগাসে খুন করেছে চিকো ক্রুজ।

মোরায় বসতবাড়ী কিনে মেয়েকে নিয়ে উঠে এসেছে জেড লাফার্টি।

সপ্তাহ দু'য়েক পরে রোসিতাকে দেখতে গেলো লোগান। ঘোড়ার শব্দ পেয়ে ছুটে এলো মেয়েটা। সোজা নিয়ে গেলে রিকার্ডোর ঘরে। বিছানার সাথে লেপ্টে আছে আলভারেজ। বিষণ্ণ করুণ চেহারা। লোগানের বুকটা মুচড়ে উঠলো ওকে দেখে।

'তোমরা কেমন আছ লোগান? ভাল তো? র‍্যাঞ্চ কেমন চলছে? অনেকদিন আসনি তুমি।' কাঁপা দুর্বল গলা রিকার্ডোর।

ওর র‍্যাঞ্চের সব খবরাখবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় রিকার্ডো আলভারেজ। এটা ওটা উপদেশ দেয়। তিন হাজার একর জমি নিয়ে ওর র‍্যাঞ্চ হাউজ। তাজা ঘাস আর পানির কোন কমতি নেই র‍্যাঞ্চে।

'আসলে র‍্যাঞ্চের জন্যে তোমার আরও জমিজমা দরকার,' বিড়বিড় করে বললো রিকার্ডো। 'যা দিনকাল পড়েছে, এ সময় জমির দখল রাখা কঠিন ব্যাপার। তোমাকে আরও শক্ত হতে হবে। দুর্বলতা টের পেলেই খুবলে খামচে শুষে নেবে স্বার্থপরের দল।'

'আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন আপনি,' আন্তরিক কণ্ঠ লোগানের।

বিষণ্ণ হাসি রিকার্ডোর ঠোঁটে। লোগান যে ওকে খুশী করতে চাইছে বুড়ো বুঝতে পেরেছে। কিন্তু লোগানের মন বলছে মাস খানেকের বেশী বাঁচবে না রিকার্ডো আলভারেজ।

নতুন করে ওর গ্রান্ট সার্ভে করাবে জেড লাফার্টি। ওর ধারণা গ্রান্টের চেয়ে দ্বিগুণ জমি দখল করে রেখেছে আলভারেজ। নিজের লোক দিয়েই সার্ভে করাবে লাফার্টি। এর একটাই অর্থ, যেন তেন ভাবে হলেও রিকার্ডোকে উৎখাত করে ছাড়বেই।

'সংঘর্ষ এড়ানো যাবে বলে মনে হয় না লোগান,' একটু ইতস্ততঃ করলো রিকার্ডো, 'তাই ভাবছি রোসিতাকে মেক্সিকো পাঠিয়ে দেব। এসব ঝামেলায় ওর না থাকাই ভালো।'

লোগানের পায়ের নীচের মাটি হঠাৎ দুলে উঠলো। কাঁপলো হৃৎপিণ্ড। ওকে মেক্সিকো পাঠিয়ে রিকার্ডো কি এ লড়াই জিততে পারবে? নিকৃষ্ট স্বভাবের লোক জেড লাফার্টি। চরিত্র বলতে ওর কিছু নেই। কে এগিয়ে আসবে ওকে রুখতে?

হাঁটুর ভাঁজে হ্যাট চেপে ভাবছে লোগান। আরক্তিম মুখ। বলি বলি করেও কথাটা বলার সাহস পাচ্ছে না। সুন্দরী মেয়ে রোসিতা। ওকে অফার করার মতো কিইবা আছে তার? নিজের হাত খরচ চালাবার মতো আয়ের উৎসই তো তখনও গড়ে তুলতে পারেনি। বিয়ের কথা কোন মুখে জানাবে ও এই সঙ্কটের মুহূর্তে?

ওর হাত তুলে নেয় রিকার্ডো আলভারেজ। ঠাণ্ডা দুর্বল হাতের স্পর্শে চমকে উঠে লোগান। 'সিনোর, তুমি আমার নাতির মতো। তোমাকে হয়তো খুব বেশী জানতে পারিনি আমরা। তবে যতটুকু চিনেছি তাতেই হৃদয় কেড়ে নিয়েছো আমাদের। আমার মতো

রোসিতা তোমাকে সম্মান করে। হয়তো ভালও বাসে। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে আমার। বাঁচবো বলে মনে হয় না।' থামলো রিকার্ডো। দ্রুত ওঠানামা করছে তার বুক।

'আমি মরে গেলে রোসিতার কেউ থাকবে না। লোগান, আমাকে কথা দাও, ওর সব ভার নেবে তুমি?'

'আমি?' আচমকা কথাটা শুনে ঘাবড়ে যায় লোগান। 'আমি আমার তো সহায় সম্পদ বলতে কিছুই নেই। টাকা পয়সার অভাবে ঠিকমতো র‍্যাঞ্চও চালাতে পারছি না।'

'টাকা পয়সাই কি জীবনের সবকিছু? তোমার শক্তি আছে, ধৈর্য আছে, বিপদ মোকাবেলার সাহস আছে। এসব গুণই একজন মানুষকে খাঁটি করে তোলে। আমার যদি শক্তি থাকতো...।'

ওকে ডেকে পাশের ঘরে নিয়ে যায় রোসিতা। পরিচারিকা কফি নিয়ে আসে। নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে লোগান। রোসিতাকে ছাড়া ও বাঁচবে না। কিন্তু কোন সমাধান ওর মাথায় আসছে না।

'শুনলাম মেক্সিকো ফিরে যাচ্ছো তুমি?'

'দাদুর তাই ইচ্ছে। এখানকার অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে দিন দিন।'

'আর জোয়ান টোরেস?'

'রাতারাতি বদলে গেছে লোকটা। কি যেন হয়েছে ওর। উচ্ছলতা নেই। প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলেছে। মনে হয় কারো ভয়ে সারাক্ষণ অস্থির থাকে টোরেস।'

চিকো ক্রুজ। নামটা দ্রুত খেলে যায় ওর মাথায়।

'খুব খারাপ লাগবে আমার।'

'আমারও। কিন্তু কি করবো? ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হবে। দাদুর কথা অমান্য করতে পারবো না আমি। বুড়ো হলেও দাদু ওদের শায়েস্তা করে ছাড়বেন।'

আসল ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলো লোগান। মেক্সিকানদের মধ্যেই দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। আর এর মধ্যমনি চিকো ক্রুজ।

সমস্যার একটিই মাত্র সমাধান। বরখাস্ত করে তাড়াতে হবে চিকো ক্রুজকে। কিন্তু কে তাড়াবে? কোণঠাসা হয়ে পড়েছে রিকার্ডো আলভারেজ। নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই।

কিন্তু রোসিতা ভাবছে লোগানের কথা। একটা আপোষহীন মনোভাব তড়পাচ্ছে ওর মধ্যে। লোগানের জন্যেই যত ভয় মেয়েটার।

চিকো ক্রুজ।

ওকে চেনে লোগান। দেখাও হয়েছে একবার। কেমন যেন আকর্ষণ পরস্পরের মধ্যে। একটা সম্ভাবনার বীজ উঁকি দেয় ওর মনে। কপালে যদি তাই লেখা থাকে, পিছপা হবে না লোগান।

রিকার্ডো সুস্থ হয়ে উঠবে তেমন কোন লক্ষণ লোগানের চোখে পড়লো না। বুড়ো হয়তো বেশীদিন আর বাঁচবে না। কে বলতে পারে ওকে আজকেই হয়তো শেষ বারের মতো দেখছে লোগান।

ক্রুজের ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে টোরেস। ওর কর্তৃত্বে ফাটল ধরেছে। মেক্সিকান র‍্যাঞ্চ কর্মীদের মন ভেঙ্গে গেছে। ওদের নেতৃত্ব দেবার মতো উপযুক্ত লোকও নেই।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার আগেই সব দিক সামলে নিতে হবে। এখনই উপযুক্ত সময়। এই মুহূর্তে। খাচ্ছে আর ভাবছে

লোগান। অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফিরছে। এ কাজ লারসেন বা কেরীর আয়ত্তের বাইরে। এ কাজ ওকে একাই করতে হবে। আজকের রাতটাই আঘাত হানার মোক্ষম সময়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসলেই বিশ্বাস ফিরে পাবে মেক্সিকানরা। রোসিতার যাওয়ার প্রশ্নও উঠবে না।

রোসিতার নরম তুলতুলে হাত ওর হাতের মুঠোয়। জীবনে এত সাহস ওর এই প্রথম। 'ভয় পেয়ো না রোসিতা। সবকিছুই আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।' লজ্জার সব বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেছে আজ। মুখ ফসকে বেরিয়েই গেল বুকের কথাটা, 'আমি তোমাকে ভালবাসি রোসিতা।'

লোগান দ্রুত বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। জুতোর ঠক ঠক শব্দ উঠছে। টোরেসের দরজার সামনে দাঁড়ালো। ভিড়ানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো লোগান হারপার।

তিন বছরে একটা মানুষের চেহারা যে এত বদলাতে পারে লোগান ভাবেনি। তিন তিনটে বছর টোরেসকে দেখেনি। ওর অবস্থার জন্যে ক্রুজই দায়ী। ওর নিষ্ঠুর পলকহীন উপস্থিতি টোরেসকে তিলে তিলে নিঃশেষ করছে।

'টোরেস...।'

'কে? সিনোর, তুমি?'

'এসো আমার সাথে। চিকো ক্রুজকে বরখাস্ত করে বিদায় করতে হবে।'

'ও কি আর এমনিতেই যাবে, সিনোর?'

'ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে টোরেস। মনের জোর যাচাই করছে। লোগান ওকে পুরো প্ল্যানটা বুঝিয়ে বলে। 'ও যাবে কি যাবে না, তাতে আমাদের কি যায় আসে?'

বাকার ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ালো ওরা। পিট রোমেরো এবং আরো কয়েকজন তাস খেলছে। 'এখান থেকেই শুরু করা যাক। কথাটা ওকে জানিয়ে দাও।'

ইতস্তত: করে ঘরে ঢুকলো টোরেস। ওকে অনুসরণ করলো লোগান।

'বাকা, র‍্যাঞ্চে তোমাকে আর প্রয়োজন নেই। তল্পিতল্পা গুটিয়ে কেটে পড় সাবধান, এমুখো হবে না কখনো।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালো এন্টোনিও বাকা। লোগানের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। 'টোরেসের কথা শুনেছো তুমি। কাপুরুষের মতো পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে একবার। বাছাধন, এবার সে সুযোগ আর পাচ্ছ না।'

তাসের পেটি নাড়াচাড়া করছে বাকা। অসহায়ের মতো ফ্যাকাসে ওর মুখ।

'চিকোর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে।'

'চিকোর সাথে কথা বলবো আমরাই। তার আগে মানে মানে কেটে পড়।' পকেট ঘড়ি বের করে সময় দেখলো লোগান, 'পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাকে।'

বাকার ঘর ছেড়ে ওরা বেরিয়ে এলো। খুপরীর মতো কয়েকটা কামরা পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘরটা

অন্ধকার। বাতি জ্বালিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো টোরেস।

আঁধারে বসে আছে চিকো ক্রুজ। 'চিকো, র‍্যাঞ্চে তোমার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। তুমি এখন যেতে পার।' বাতিটা টেবিলে রেখে টোরেস কথাটা ওকে জানিয়ে দিলো।

ওর ঘন কালো তীক্ষ্ণ চোখ দুটো নড়ে উঠলো। দু'জনের মুখের দিকে তাকালো।

'এ অঞ্চলের পরিবেশ দূষিত হয়ে গেছে,' বললো লোগান, 'এ-জন্য একমাত্র তুমিই দায়ী।'

'আমাকে যেতে বলছো তুমি?' চিকোর সতর্ক দৃষ্টি ওকে মাপছে।

'হাঁ। এই মুহূর্তে চলে যাও তুমি।'

টেবিলের উপর ওর বাঁ হাত। চুয়াল্লিশ ক্যালিবারের একটা বুলেট নাড়াচাড়া করছে চিকো। উরুর উপর রাখা ওর ডান হাত।

'আমাদের দেখা হবে মুখোমুখি, বলেছিলাম না একদিন?'

'ওসব কথা ভুলে যাও। জোয়ান ছাঁটাই করেছে তোমাকে। সরে পড়। ঘরটা আমাদের দরকার।'

'ঘরটা আমার বেশ পছন্দ।'

'অন্য কোথাও পছন্দসই ঘর খুঁজে নাও, টোরেস খেঁকিয়ে উঠলো। বুকে বল পাচ্ছে লোকটা। 'আজ রাতের মধ্যেই ঘর ছেড়ে চলে যাবে।'

টোরেসের কথা কানেই তুললো না ক্রুজ। ওর গভীর প্রত্যয়ী চোখ লোগানের উপর। 'তোমাকে আমি খুন করবো, সিনোর।'

'আগে তো নিজের চামড়া বাঁচাও, কথাটা বলেই সজোরে একটা লাথি মারলো টেবিলে। নড়ে উঠলো টেবিলটা। পিছু হটলো চিকো

ক্রুজ। পিছু হটতেই হুমড়ি খেয়ে বসে পড়লো। হাত বাড়ালো পিস্তলের দিকে। সাথে সাথেই লাথি ছুঁড়লো লোগান। ওর শার্টের কলার চেপে টেনে উঠালো। পিস্তল কেড়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো চিকো ক্রুজকে।

ও ভেবেছিলো ড্র করবে লোগান। কব্জি ধরে মেঝেতে কাতরাচ্ছে চিকো ক্রুজ। দৃষ্টিতে আগুনের উত্তাপ। বিষাক্ত র‍্যাটেলের মতো ক্রমাগত ফুঁসছে।

টোরেস ওর কাপড় চোপড় গুটিয়ে স্যাডেলে ভরে দেয়। বিছানা রোল করে রাখে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ক্রুজ।

'আমি চলে গেলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে,' বললো চিকো, 'টোরেস, তুমি কি তাই চাও?'

'না। ওদের আক্রমন ঠেকাবো আমরা। তবে তোমাকে রেখে বিপদ বাড়াতে চাই না। অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার সাথে।'

ঘোড়ার শব্দে পেছনে তাকালো লোগান। চিকোর ঘোড়া এনেছে পিট রোমেরো।

দরজায় গিয়ে থমকে দাঁড়ায় চিকো ক্রুজ। 'পিস্তল রেখে দেবে নাকি?'

'এটা ছাড়া তুমি অচল,' লোগান পিস্তলটা ওর হাতে ফিরিয়ে দেয়। ঘোড়ায় চেপে সিলিণ্ডার খুলে চমকে উঠে চিকো ক্রুজ। পুরো লোড করা। ভাবলেশহীন চোখে লোগানকে আর একবার দেখে নেয় চিকো ক্রুজ।

ওভাবেই দাঁড়িয়ে আছে লোগান হারপার। হৃৎপিণ্ড কাঁপছে চিকোর। হাতে ওর লোডেড পিস্তল। ভাগ্যলক্ষ্মী ওর হাতের মুঠোয়। লোগানকে ও ঘৃণা করে, সুযোগ পেলে খুন করতে দ্বিধা করবে না। আবার ওকে দেখলো চিকো ক্রুজ। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। ওর পিস্তল তখনও হোলস্টারে।

চিকো ক্রুজ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। 'তোমার সাথে মুখোমুখি হতে চাই না আমি। তুমি সাহসী, সিনোর। তোমার মতো লোককেই শ্রদ্ধা করা যায়।'

জোয়ান টোরেস আর লোগান হারপার দাঁড়িয়ে আছে পাশা-পাশি। খুরের শব্দটা ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশঃ।

একসময় শব্দটা আর শোনা যায় না।

ঘাতক

দ্বিতীয় পর্ব

তের

মারাত্মক অস্ত্র এনেছে জেড লাফার্টি। পিস্তলের চেয়েও ভয়ংকর যার শক্তি। নাম তার ছাপাখানা। খবরের কাগজ ছাপবে ও। এ অঞ্চলের লোকের রগ চেনে লাফার্টি। সত্য হোক মিথ্যা হোক ছাপা খবরের প্রতি ওদের অগাধ বিশ্বাস।

খবর মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এ অঞ্চলে খবরের কাগজ আসে না বললেই চলে। তাই স্থানীয়ভাবে কাগজের কাটতিও যেমন বাড়বে, তেমনি সমাজের নিয়ন্ত্রণও সহজে কবজা করতে পারবে লাফার্টি।

ছাপাখানার খবর রিকার্ডো আগেই পেয়েছে। শংকিত হয়েছে বলেই রোসিতাকে রাখতে ভরসা পাচ্ছে না। গরীব-গোবরা লোকজন পয়সায় কেনা যায়। ওদের ক্ষেপাতে কতক্ষণ। শকুনের মতো ধূর্ত লোক লাফার্টি। এ সুযোগটাই ও কাজে লাগাবে বলে রিকার্ডোর বিশ্বাস।

কিছুদিনের মধ্যেই লোগানকে ডেকে পাঠায় রিকার্ডো আল-ভারেজ। ওকে কাছে বসিয়ে খবরা-খবর নেয়। শরীরটা ওর অসুস্থ। আগের চেয়েও দুর্বল। নড়াচড়ার শক্তি নেই বললেই চলে।

‘সিনোর, হয়তো বাঁচবো না আমি। বিশেষ একটা কাজে ডেকে

পাঠিয়েছি তোমাকে। তোমার র‍্যাঞ্চের লাগোয়া আমার চার হাজার একর জমি তোমার নামে লিখে দেব বলে ঠিক করেছি।'

কথাটা শুনে ছানাবড়া হয়ে গেলো লোগানের চোখ। লোকটা বলে কি? বুড়োর ভিমরতি ধরলো নাকি। কথাটা ভেবে লোগান প্রতিবাদ করে উঠলো।

'অসম্ভব। এ কি করে হয়?'

'তুমি প্রতিবাদ করবে আমি জানি। ঠিক আছে, জমিটা কিনে নাও তুমি একটা হ্যাণ্ড নোট দিয়ে। হ্যাণ্ড নোটের টাকা পাবে রোসিতা। যখন পারো শোধ করবে। কেমন, এখন রাজি তো?'

লোগানের প্রতিবাদ আর ধোপে টিকে না। স্বপ্নেও ভাবেনি এত-বড় একটা সুযোগ পাবে ও। আনন্দে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে উঠলো ওর।

খাটে উঠে বসলো রিকার্ডো। মুখে মৃদু হাসি। 'বুক দিয়ে আগলে রাখবে জমিটা। আমি জানি লাফার্টি জমি ছিনিয়ে নেবার জন্য আঁটঘাট বাঁধছে। তবে তোমার মুখোমুখি হবার সাহস ওর নেই।'

র‍্যাঞ্চে চরাবার জন্যে তিনশো বাছুরও লোগান হ্যাণ্ড নোট দিয়ে কিনে আনলো।

পাততাড়ি গুটিয়ে সেটেলমেন্টের সব লোক সরে গেছে লাস ভেগাসে। কিছু লোক অবশ্য এলিজাবেথটাউন আর সিমারোনেই রয়ে গেলো। ছ'জায়গাতেই ওদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো শান্তিপ্রিয় মানুষ।

প্রচণ্ড বিশ্বাসের ফলেই রিকার্ডো ওর উর্বর জমিটা লোগানের হাতে তুলে দিয়েছে। জমির সাথে বাছুর দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে-

নি। রিকার্ডোর ধারণা অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিশাল র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলবে লোগান। ভবিষ্যতে জায়গা জমি হাতছাড়া হলেও নিঃস্ব হবে না রোসিতা। লোগান লাভের টাকাটা ঠিকই পৌঁছে দেবে ওর হাতে।

লারসেনের সাথে আজকাল লোগানের দেখা সাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে। নিজেও র‍্যাঞ্চের কাজে ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ। সব মিলিয়ে গরুর সংখ্যা হাজার খানেক হবে। সবগুলো আবার বাছুর। যে ভাবে যত্নআত্তি করছে তাতে ছ'তিন মাসের মধ্যেই ওগুলো ফুট-ফুটে তরতাজা গরুতে রূপান্তরিত হয়ে পড়বে। ভবিষ্যতের ছক কেটে রেখেছে লোগান। বছর তিনেকের মধ্যে একটা গরুও বেচা যাবে না। অন্য যে-কোনো ভাবে চেষ্টা চালাবে রোজগারের।

যুক্তি পরামর্শ করতে সবাইকে একদিন র‍্যাঞ্চে ডাকলো লোগান। নিজের সিদ্ধান্ত ওদের জানালো। পরামর্শ চাইলো। এতবড় একটা র‍্যাঞ্চ ও একা সামলাবে কেমন করে? কিন্তু অভিজ্ঞ কাউহ্যাণ্ড রাখার মতো সামর্থ্যও ওর হয়ে উঠেনি। ফ্রেরি ওকে পরামর্শ দিলো, 'মোটা-তাজা হলেই বেচে দাও কিছু গরু। বাকিগুলোর যত্নআত্তি করো। আর তোমার অবর্তমানে র‍্যাঞ্চ দেখাশোনার জন্যে একটা লোক রাখো।'

ওদিকে মেক্সিকো চলে গেছে রোসিতা। দুর্ভাবনা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে রিকার্ডো আলভারেজ। শরীরটা বেশ হাল্কা। সুস্থ বোধ করছে এখন।

ঠিক এমনি সময়ে খবর এলো। গ্রান্টের পুব উপত্যকায় জড়ো হয়েছে লাফার্টির ভাড়াটে গুণ্ডা বাহিনী। গ্রান্টের এদিক সেদিক ঝটিকা আক্রমণ চালাচ্ছে। একটা বড় ধরনের বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাগজে মিথ্যা বানোয়াট খবর

ছাপিয়ে লাফার্টি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে শহরে। কেঁপে উঠছে নিরীহ মানুষ।

ওদিকে কান্ট্রি শেরিফ হয়েছে লারসেন। ডেপুটি শেরিফের জন্যে ডেকে পাঠিয়েছে ম্যাট গিলেমকে।

সাদামাটা ভাবেই র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে লোগান। কত কাজ বাকি। কিন্তু কাজ চালাবার মতো টাকা পয়সা কোথায়? চিন্তায় পড়ে গেছে লোগান হারপার। টাকা রোজগারের বিকল্প কোনো পথ ওকে খুঁজ-তেই হবে। সময়টা নষ্ট হতে দেবে না ও। যে কজন লোক আছে, ওরাই দেখাশোনা করতে পারবে র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম। তাছাড়া হ্যাণ্ড-নোটের কিছু টাকা যেভাবেই হোক পরিশোধ করতে লোগান দৃঢ়-সংকল্প।

নিঃশব্দে র‍্যাঞ্চহাউজে এসে ঢুকেছে ফেরী ম্যানডার্স। লোগানকে ব্যস্ত দেখে ঘোড়া বেঁধে সিঁড়িতে বসে সিগারেট রোল করছে। কাজ সেরে ওর কাছে এগিয়ে আসে লোগান। ধপ করে ওর পাশেই বসে পড়ে। কনুই দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

'ফেরি, মন্টানার দিকে কখনো গেছ?'

'গেছি মানে? খুব ভালো জায়গা মন্টানার ঐ সব বন বাদাড়। প্রচুর ঘাস, অসংখ্য পাহাড় আর অগুনতি ইণ্ডিয়ান। জনবসতি নেই বললেই চলে। তবে ভার্জিনিয়া সিটিতে কিছু লোক থাকে। সোনার খনির লোভেই হয়তো।'

'ক'বছর আগের কথা বলছো?'

'মানে? লোকজন এখনো সোনা কুড়াচ্ছে ওখানে।' আড়চোখে

ওকে দেখে নেয় ফেরি ম্যানডার্স, 'কেন লোভ হচ্ছে নাকি?'

'টাকা পয়সা কে না চায় বল? ঋণের বোঝায় গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে। কারো দায়গ্রস্ত হয়ে থাকতে মন চায় না। উত্তরে গিয়ে কপাল ঠুকবো ভাবছি। যাবে নাকি আমার সাথে?'

'আলবৎ যাবো। বেকার বসে থেকে ঘেন্না ধরে গেছে।'

ঘোড়ায় চেপে দুজনেই বেরিয়ে এলো র‍্যাঞ্চ ছেড়ে। ম্যাট গিলেম রাজি হলে সোনায় সোহাগা। মাইল দশেক দূরে নতুন র‍্যাঞ্চ গড়েছে ম্যাট। জায়গাটা সুন্দর। কচি ঘাস আর পানির অভাব নেই। অভিজ্ঞ ক্যাটেলম্যান হয়েও র‍্যাঞ্চ গড়ার দিকে একেবারেই নজর নেই ওর। সারাক্ষণ ভুগছে অস্থিরতায়। মদের নেশা ওকে তিলে তিলে নিঃশেষ করছে।

ওদের কথা মন দিয়ে শুনলো ম্যাট গিলেম। 'নাহ্, আর ছুটো-ছুটি নয়। এখন থেকে র‍্যাঞ্চেই থাকবো ভাবছি।' সোজাসুজি প্রত্যা-খ্যান না করে কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললো ম্যাট। 'ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব নিতে খবর দিয়েছে লারসেন। ও কাজ অবশ্য নেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে আগামী নির্বাচনে শেরিফের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো ভাবছি।'

'যত সব উদ্ভট চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তোমার মাথায়। কেন, ডেপুটি শেরিফ খারাপ কিসের? লারসেন শুধু তোমার বন্ধুই নয়, আপনজনও। তোমাকে ওর প্রয়োজন বলেই ডেকে পাঠিয়েছে। সৎলোক এ তল্লাটে ক'জন আছে, বল?'

'জাহান্নামে যাও তোমরা,' ঝাঁঝিয়ে ওঠে ম্যাটের কণ্ঠ। 'ওর আস্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি আমি। ও ব্যাটা আমার অধীনে থাকবে। কি যোগ্যতা আছে ওর শেরিফ হবার?'

'সুযোগ তোমারও আসতে পারে।'

টেবিলে দু'পা তুলে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে আছে ম্যাট গিলেম। খোলা জানালা পেরিয়ে দূর পাহাড়ে ওর আনমনা দৃষ্টি। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'চলে এসো আমাদের সাথে,' ফেরি ম্যানডার্স চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'আবার সেই ছুটে বেড়ানো। অন্ধকার রাতে আকাশের তারা গোনা। বনবাদাড়ে রাত কাটানো। অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদটাই আলাদা। সোনা না পেলেও নতুন দেশ তো দেখা হবে।'

'আমি যাচ্ছি না। ইচ্ছে হলে তোমরা যেতে পারো।'

রাতারাতি ম্যাট এতটা বদলে যাবে ওরা ভাবেনি। হতাশ হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো। ওদের অনুসরণ করে বেরিয়ে এলো ম্যাট গিলেম। স্যাডেলে হাত রেখে দাঁড়ালো। 'রাগ করো না লোগান। আমি অসুস্থ। মনমেজাজও ভালো নেই। তবে তোমার উপর কোনো অভিযোগ নেই আমার। বড় ভালো লোক তুমি।'

'লারসেনও ভালো লোক, ম্যাট। ও তোমাকে পছন্দ করে, বিশ্বাসও করে। তোমরা দু'জন এক হলে অনেক সমস্যাই মিটে যেতো।'

লোগানের কথাগুলো কানেই তুললো না ম্যাট। কাঁধে চাপড় দিয়ে ওকে বিদায় জানালো, 'সাবধানে থেকো, কোনো ঝক্কি ঝামেলায় জড়িও না। তবে বিপদে পড়লে চিঠি লিখো। নিশ্চয়ই যাবো আমি।'

'ধন্যবাদ। খবরাখবর জানিয়ে তুমিও চিঠি লিখবে কিন্তু।'

ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায় ওরা দু'জন। অপস্রিয়মান ছায়ার দিকে

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাট। দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক ফুঁড়ে। চোখ দুটো একসময় ঝাপসা হয়ে গেলো।

'সেভ ছাড়া ম্যাটকে এই প্রথম দেখলাম,' ম্যানডার্সকে বললো ম্যাট।

'তবে পিস্তলটা সাফ করতে ভোলেনি, লক্ষ্য করেছো?' ঠাণ্ডা অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে ফেরি ম্যানডার্স।

ছুটে চলেছে ওরা উত্তরে। এদিককার সবকিছুই আশ্চর্যরকম নতুন। সবুজ পাহাড়ে অ্যাসপেনের ডালপালা যেন সোনালী প্রদীপ। 'হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই হাত পা জমে যাবে শীতে,' মন্তব্য করলো ফেরি ম্যানডার্স। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ ওর। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর সতর্ক। মোষ শিকারী নেকড়ের মতো বাতাসের ঘ্রাণ নিয়ে এগোচ্ছে ফেরী ম্যানডার্স। ওরা যেন নতুন মানুষ। ছুটে চলেছে নতুন দিগন্তে।

ডুরাংগোয় সপ্তাহ দু'য়েক কাজ করলো ওরা। গরু তাড়িয়ে এনে বাঁধলো। ব্রাণ্ড করলো র‍্যাঞ্চের গরু বাছুর। তারপর আবার পথে নামলো। পশ্চিমমুখো ছুটলো অ্যাবাজো পাহাড় ডিঙিয়ে। কল্পনাও করেনি দেশটা এত বিশাল। খোলামেলা মাঠ, ধু ধু প্রান্তর, গাছের পাতায় পাতায় ঢেউ খেলানো বাতাস। একরাতে ক্লান্ত হয়ে পাইন বনে ক্যাম্প করলো ওরা।

ক্যাম্পফায়ারের আগুন বিশাল সমুদ্রে এককোঁটা বুদ্বুদের মতো মনে হচ্ছে। খোলা মেঘহীন আকাশে শুধু মিটমিটে তারার মেলা। হরিণ, বনবিড়াল আর ভালুকের ট্র্যাক ছাড়া কোনো মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি এখানে।

পিয়াচোয় পৌঁছে ওরা কাজ জুটিয়ে নিলো স্টেজ কোচে। সটগান হাতে স্টেজ পারাপারের কাজ মাসছয়েক করলো ছজনে।

ছ'মাসে স্টেজ আক্রমণ হলো মাত্র একবারই। পাহারায় ছিলো লোগান। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ডাকাতদল এগিয়ে আসতেই চলন্ত স্টেজ ছেড়ে লাফিয়ে পড়ে লোগান। একটা ঢিবির আড়াল নিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করে। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে লুটিয়ে পড়ে ছ'জন ডাকাত। একজন আহত হয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই ধরা পড়ে যায়।

আহত ও নিহত ডাকাতদের স্টেজে তুলে শহরে নিয়ে আসে ও। হাতে গুলি লেগেছিল ওর। কিছুদিন চিকিৎসার পর বেঁচে যায় লোকটা। তবে ছ'মাস পরে গরু চুরির অপরাধে আবার ধরা পড়ে। এবার ওকে ফাঁসিতে লটকে ছাড়ে শহরের লোকজন।

ঝড়বৃষ্টিতে ওরা আটকে পড়েছে সাউথ পাশ সিটিতে। ওখানেই খবরের কাগজ মারফত লারসেনের সব কথা জানতে পারে লোগান। সিনেটের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত হচ্ছে লারসেন। ওকে নিয়ে অনেক বড় বড় কথা লিখেছে খবরের কাগজওলারা। ওর মতো সাহসী আর সৎ যুবকরাই দেশের গৌরব। দেশ গড়ার কলকাঠি ওদেরই হাতে। লারসেন ছাড়া এ অঞ্চলে জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান লোক নাকি দ্বিতীয়টি নেই। সিনেট যাবার যোগ্যতা একমাত্র ওরই আছে।

পাহাড়ী ঝর্নার পানিতে গড়ে ওঠা ছোট্ট নালার পাশে ক্যাম্প করেছে ওরা। মাছ ধরে, শিকারের পিছু ছুটে দিনগুলো ওদের কেটে যায়। ইণ্ডিয়ানদের মুখোমুখিও হয়েছে কয়েকবার। একদিন ব্লাকফিট ইণ্ডিয়ানদের পিছু পিছু অনেকদূর পর্যন্ত ধাওয়া করলো ওরা। আর একদিন সিওক্সদের তাড়া খেয়ে ছুটে পালালো। গুলিতে এক কানের

লতি হারালো। লোগান আর কেরী ম্যানডার্স তার ঘোড়া। জান বাঁচিয়ে ছ'জনে এক ঘোড়ায় চেপে পৌঁছুলো ওরা লারামীতে।

আসি আসি করছে বসন্ত। বদলে যাচ্ছে বাতাসের গন্ধ। আরো উত্তরে ওরা সরে গেলো। আস্তানা গাড়লো ইডাহোর ক্রীকে। সোনার খোঁজও পেয়ে গেলো একদিন। এত আনন্দের মাঝেও ওর মনে সুখ নেই। বিষণ্ণতা ক্রমাগত গ্রাস করছে ওকে। টাকা পয়সার প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ নেই ওর। প্রয়োজনের বেশি কখনো চায়নি ও। ক্ষার বেচে ভালো টাকা কামিয়েছে ছ'জনে। মা'র কাছে টাকা পাঠিয়ে চিঠি লিখেছে, কিছুটা হলেও রিকার্ডোর ঋণ শোধ করতে।

ক্রীকের কাছেই ছোট্ট একটা শহর। শহরে গিয়ে ক্লেইম ফাইল করলো লোগান। নেহাত নামেই শহর। গোটা কয়েক ছাপড়া, একটা সেলুন এই যা। সেলুনের নাম রোজ মেরি।

চৌকো মুখ, ফোলা শরীর, লালচুলো লোকটাই সেলুনের মালিক। কাউন্টারে ছ'হাতে ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। খদ্দেরদের কথাবার্তা শুনছে। ওর হাতের কাটা দাগ দেখেই লোগান বুঝতে পারলো যৌবনে নিশ্চয়ই মল্লযোদ্ধা ছিলো এই লোক। ওর নিষ্ঠুর কুতকুতে চোখদুটো সব খদ্দেরকেই একে একে মেপে নিচ্ছে।

'কি দেবো তোমাদের?' ঝাঝালো হড়হড়ে গলা শুনে লোগানের মেজাজ বিগড়ে গেলো।

'কেবিনেটের ঐ বোতলটা নামাও,' সেলুনে ঢুকেই ঐ বোতল থেকে ড্রিংক করতে দেখেছে লোকটাকে। 'চেখে দেখি কি মাল রেখেছো তুমি।'

'তোমরা বরং ব্যারেল হুইস্কীটাই খাও।'

'উঁহু', ঐ বোতল থেকেই খাবো।'

'ওটা আমার ব্যক্তিগত। বিক্রি করবো না।'

পেছনের টেবিল থেকে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে দু'জন লোক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আপাদমস্তক। আড়চোখে ঐ লোক দুটোকে দেখেছে লোগান। অনেকক্ষণ যাবত বিনা পয়সায় ড্রিংক করছে আর এদিক ওদিক লক্ষ্য করছে। তারমানে ওরা সেলুন ওয়ালার ভাড়াটে লোক। কিন্তু কি কাজ ওদের। লোগানের আগ্রহ বাড়ছে।

'আমি মার্টিন ব্রাডি, এই সেলুনের মালিক। সবাই ব্রাডি বলেই ডাকে।'

'গায়ে গতরে যখন মানুষের মতোই লাগছে, নামতো থাকবেই।' কাউন্টারে টাকা রেখে লোগান ঘুরে দাঁড়ালো। 'বোতলটা নিজের পেটেই ঢেলো। পানি মেশানো হুইস্কি অনেক খেয়েছি আমরা।'

খুব ভোরে লোগানের ঘুম ভাঙলো। ফেরিকে উঠিয়ে কফি বানালো। নাস্তা সেরে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে এলো। হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে দু'জনে ক্রীকের পানিতে নেমে ঝাঁকি দিয়ে পানি সেচতে লাগলো। প্রথম দু'দিন সোনার চেহারাও দেখতে পেলো না।

তৃতীয় দিনে দু'এক টুকরো সোনার হদিশ পেলো। মাথাগুঁজে একনাগাড়ে কাজ করে ব্যথায় টনটন করছে ওর কোমর। 'ফেরি, একাজ পোষাবে না আমার। পরিমাণ মতো সোনা পেতে বছর গড়িয়ে যাবে। অভিজ্ঞ লোকেরা কি বলে জানো?' কথাটা শুনে ওর কাছে এগিয়ে এলো ফেরি ম্যানডার্স।

'লোগান, ওসব বাজে কথায় কান দিও না।' হ্যাটটা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে বললো, 'ও দিকের জমিটা পরীক্ষা করে দেখেছি।' পাশের টিবিটা ইশারায় ওকে দেখালো ফেরি। 'হাজার বছর ধরে ঐ ক্রীকে পানির স্রোত বয়ে গেছে। প্রাকৃতিক নিয়মে ঘুরে

গেছে পানির স্রোত। ক্রীকটা এখন শুকনো। খটখটে। সোনা যদি থেকেই থাকে তবে ওর ভেতরেও পাওয়া যাবে।'

ক্রীক পর্যন্ত একটা নালা কাটলো ওরা। কাঠ চিরে স্লুইস গেট বানালো ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। নালাটা ধীরে ধীরে নিচে নেমে এসে স্রোতের সাথে মিশেছে।

ক্রীকের পাশেই গর্তখুঁড়ে বানালো পানির আধার। আধারটা পানিতে ভরতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করলো দুজনেই। প্যানে মাটির টুকরো ভিজিয়ে ছেঁকে ছেঁকে তুলতে হবে গুঁড়ো সোনা। এর চেয়ে গরু তাড়ানো বা স্টেজ পাহারার কাজ ঢের ভালো।

রোদের উত্তাপ আছড়ে পড়ছে মাথায়। ওরা ক্রীকের মাটি খুঁড়ছে কোদাল দিয়ে। থাকলেও নিচের স্তরেই আছে সোনা। পুরোটা না খুঁড়ে সম্ভাবনা আন্দাজ করা কঠিন।

দু'ফিট খুঁড়তেই চকচকে সোনার গুঁড়ো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বালির মতো মিহি। সাপটে আছে মাটির টুকরো। সারাদিন মাটি খুঁড়ে ক্লান্ত হলেও রাতে ঠিকই পড়াশোনার কাজ চালিয়ে যায় লোগান। বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণা জাগে না মনে।

ক্লার্ক নামে এক ভদ্রলোক ওদের পাশের জমিটার ক্লেইম ফাইল করেছে। পড়ালেখা জানা লোক। কথাবার্তাও মার্জিত। অনেক বইপত্তর আছে ওর কাছে। ক্লার্কের অনেকগুলো বই ধার নিয়ে এসেছে লোগান। কাজ ছাড়া ঐ একটা শখ—বই পড়া।

ক্লার্ক একদিন রাতে ওদের ক্যাম্পে এসে হাজির। 'ফেরি, তোমার হাতের রান্না আর কপালে জুটলো না। চলে যাচ্ছি আমি।'

'চলে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ। যতটুকু পেয়েছি ওতেই ভবিষ্যৎ গড়বো। ঐ মাটিতে মনে

হয় না আর সোনা আছে। থেকে থাকলেও অনেক গভীরে। আগামী-কাল রওয়ানা হবো ভাবছি। বৌ-ছেলেমেয়ের জন্যে মন কাঁদছে। বছর সাতেক স্টোরে চাকুরী করার অভিজ্ঞতা আছে আমার। দেশে ফিরে নিজেই একটা স্টোর খুলবো ভাবছি।'

'দেখে শুনে যেও,' ওকে উপদেশ দেয় ফেরি ম্যানডার্স।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে হঠাৎ ওর দিকে এগিয়ে আসে ক্লার্ক। গলার স্বরটা নিচু। 'খুনোখুনীর কথা শুনেছো?'

'দিন সাতেক আগে উইলটনের লাশ পেয়েছে ওরা,' বললো লোগান, 'কারা যেন ওকে খুন করে গর্তে পুরে রেখেছিল। কয়োট মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ে উইলটনের লাশ।'

'লোকটাকে আমি চিনি,' সিমবিচি আর মাংস প্লেটে তুলে নেয় ক্লার্ক। 'সোনা নিয়ে ঘরে ফিরছিল উইলটন। কারো জানার কথা নয়।' আরও কিছুটা মাংস নিয়ে নিঃশব্দে খাচ্ছে ক্লার্ক। হাজারো চিন্তা কিলবিল করছে ওর মাথায়। বুকটা কেমন যেন ঠাণ্ডা, হিম-শীতল।

'লোগান, গানফাইটার হিসেবে বেশ নামডাক শুনেছি তোমার।'

'কেউ বাড়িয়ে বলেছে।'

'তোমরা আমরা সঙ্গী হলে একশো ডলার পারিশ্রমিক পাবে। রাজি?'

'পারিশ্রমিকের অংকটা লোভনীয়। কিন্তু আমাদের ক্লেইমের কি হবে?'

'লোগান, এই সোনাই আমার সবকিছু। তোমাদের কথা ভেবে ডিকি আর ওয়েলস-এর সাথে কথা বলেছি। ওরাই তোমাদের ক্লেইম দেখাশোনা করবে।'

ফেরি ম্যানডার্স এক মনে পাইপ টানছে। লোগান সবার জন্যে কফি বানালো। ভদ্রগোছের লোক ক্লার্ক। স্বভাবচরিত্রও ভালো। অন্য দশজনের মতো রোজমেরীতে জুয়ো খেলে টাকা উড়ায় না। ভয়টা ওর সেখানেই। নিশ্চিন্তে সোনা নিয়ে ফিরতে পারবে তো! ওর জানা মতে আরো তিনজন সোনা আগলে বসে আছে। বাড়ি ফেরার সাহস পাচ্ছে না।

'ক্লার্ক' কাছে ডাকলো ওকে লোগান। 'টাকার প্রয়োজনেই ছুটে এসেছি আমরা। তবে টাকা না দিলেও তোমাকে সাহায্য করবো আমরা।'

'সত্যি বলছো?' ক্লার্কের বিষণ্ণ ভাবটা কেটে গেলো। আনন্দে উদ্ভাসিত হলো মুখ।

লোগান উঠে দাঁড়ালো। 'মার্টিন ব্রাডিকে এক্ষুণি খবরটা জানিয়ে আসি।'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?' ক্লার্ক লাফিয়ে উঠলো খোঁচা খাওয়া জন্তুর মতো।

'কেন? ভীতুর মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়েছি—ওরা তাই বলুক, না? সেটি হবে না। সোজা গিয়ে ওকে জানান দেবো। ব্রাডি, সোনা নিয়ে আমরা যাচ্ছি। পারলে ঠেকিও। ঠেকাবার পরিণতিও জানিয়ে আসবো ওকে।'

জনাচল্লিশেক লোক মদ খাচ্ছে সেলুনে। লোগানকে দেখে আপ্রনে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এলো ব্রাডি। 'হুইস্কী চাই নাকি?'

'ব্রাডি, একটা কথা জানাতে এলাম।' ওর ঠোঁটে খেলছে ধূর্ত হাসি। 'ক্লার্ক কাল চলে যাচ্ছে। সাথে নিচ্ছে এখানে পাওয়া সবটুকু

সোনা,' শেষের কথাগুলো জোর দিয়েই বললো লোগান।

হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেলো পুরো সেলুনটা। সোনার কথায় চকচক করছে খদ্দেরগুলোর চোখ। ঠোঁটে সিগার চেপে ধরেছে ব্রাডি। মুখটা ফ্যাকাসে। গুণ্ডা প্রকৃতির দুজন লোক বারের এক-কোণে দাঁড়ানো। লোগান ওদের চোখে চোখেই রেখেছে।

'আমাকে বলছো কেন?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো ব্রাডি।

'কেউ ভাবতে পারে সোনা নিয়ে একাই ফিরছে ক্লার্ক,' সবাইকে শুনিয়ে কথাটা বলছে ক্লার্ক, 'সোনার লোভে কেউ হয়তো উইলটন, জ্যাক আর থমসনের মতো ক্লার্ককেও খুন করতে ছুটবে। তবে ওদের জেনে রাখা উচিত, ক্লার্কের সাথে আমরাও যাচ্ছি। সোনা লুটতে গিয়ে প্রাণটাও খুইয়ে আসতে হবে। সোনার টিকিটিরও খোঁজ পাবে না বাছাধনেরা।'

'ও নির্বিঘ্নে গেলে খুশি হবো,' সিগার রোল করছে ব্রাডি। ওর হিমশীতল চোখে ঘৃণার ঝলকানি। 'ক্লার্ক লোক হিসাবে খুব ভালো। কারো সাতে পাঁচে ছিলো না।'

ব্যস্তভাব দেখিয়ে পিছু ফিরতেই লোগান ওকে ডাকলো।

'ব্রাডি।'

ঘুরে দাঁড়ালো ও।

'ক্লার্ককে নির্বিঘ্নেই পার করবো আমি। ওর গায়ে আঁচড়ও পড়বে না। কথাটা জেনে রেখো। ওকে পৌঁছে আবারও ফিরে আসবো আমি।'

'তো?' বারের এককোণে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ব্রাডি। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই কেউ পথ আগলে দাঁড়ালে বিপদ হবে তোমার।

হয় শহর ছাড়া করবো নয়তো কবর দেবো তোমাকে।'

ভীড়ের মাঝে কে যেন ঢোক গিললো। মাথায় আগুন ধরে গেছে ব্রাডির। অসুস্থ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মুখটা। আহত মোষের মতো ফুঁসছে।

'চোর বলছো আমাকে?' হাত ছুটো হামা দিয়ে কাউন্টারে উঠে এসেছে ওর।

'কথাটা প্রমাণ করে যাবে তুমি।'

'প্রমাণ করবো? কার কাছে? এ অঞ্চলের ডাকাতি আর খুন-খারাপীর হোতা তুমি। তোমার বদমায়েশীর বিচার করতে এই সিক্স শুটারই যথেষ্ট।'

দৈবাৎ ঘটলো না কিছু। ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল ব্রাডি। ওর ধারণাটাই ঠিক। ব্রাডি ওকে খুন করার সিদ্ধান্ত ইতি-মধ্যেই নিয়ে ফেলেছে। তবে এই মুহূর্তে নয়। ক্লার্ককে নিয়ে লোগান স্টেজ ছুটালো ক্রীকের উদ্দেশ্যে।

রেডরকের কাছে এসে পড়েছে ওরা। মনটা বড় নিঃসঙ্গ লাগছে। সময় নষ্ট করবে না এক মুহূর্ত। কাজ শেষ হলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে রওয়ানা দেবে। সান্তা ফি আর মোরার জন্যে ছটফট করছে মন। রোসিতার নিষ্পাপ মুখটাও ভেসে উঠছে মনের কোণে।

ক্লেইম পাহারা দিচ্ছে বব ওয়েল। হাঁটুর উপর রাইফেল। এক নাগাড়ে বসে পা টনটন করছে ওর। 'বসে বসে পা ছুটো ধরে গেলো,' বললো বব, 'ব্রাডি ভয় পেয়েছে মনে হয়।'

ডিকের সাথে ক্লেইমের আরও কজন লোক এসেছে। ওদের দু'-জনকে রোজ মেরিতে দেখেছে লোগান।

'আমরা অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম। এলাকাটা দস্যু আর লুটেরা-দের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। জনজীবন হয়েছে বিপর্যস্ত।

ওদের শায়েস্তার জন্যে একজন শক্তপোক্ত মার্শাল দরকার। কাজটা তোমাকেই মানাবে লোগান। আপত্তি কোরনা।'

'না, তা হয় না। এমনিতেই বোঝা চেপে রয়েছে কাঁধে।'

'তাহলে উপযুক্ত কোন লোক দাও, ওয়েলস ওকে অনুরোধ করলো। 'ক্রেইমের সোনা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তবে দু'একটা খনির কাজ বহুদিন চলবে। ভেবেছি এখানেই থেকে যাবো আমি। ব্যবসা করবো। আমি চাই একটা নিরাপদ শহর।'

লোগানকে ঘিরে ধরলো সবাই। 'মার্শালের উপযুক্ত লোক এ তল্লাটে নেই। কাজটা তোমাকেই নিতে হবে। তাছাড়া এটা তোমার পাবলিক ডিউটিও বটে।' ভিড়ে বার বার ওকে অনুরোধ জানায়।

টনটনে দায়িত্ববোধে প্রচণ্ড আঘাত লাগে ওর। পাবলিক ডিউটি। লেখাপড়া শিখে ভুলই করেছি। ভাবছে লোগান। প্রবলভাবে আলোড়িত হচ্ছে ওর অনুভূতি। কেন যে লক হিউজ, জেফারসন আর মেডিসনের ওই বইগুলো পড়তে গিয়েছিলো। ওসব পড়েই মাথাটা ওর বিগড়ে গেছে।

বিশৃংখলা আর বরদাস্ত করা যায় না। অস্ত্র যখন মানবিক মূল্যবোধহীন মানুষের হাতে পড়ে, তখন রুখে না দাঁড়িয়ে উপায় কি?

'বেশ,' জোরালো কণ্ঠেই বললো লোগান, 'তবে দু'টো শর্তে। এক, ঝামেলা শেষ হলে আমার মুক্তি। অন্য কেউ দায়িত্ব বুঝে নেবে। দুই, মার্টিন ব্রাডির সেলুন কিনে নেবার টাকা পয়সা যোগাড় করবে তোমরা। সেলুন বিক্রী করিয়ে দেশছাড়া করবো ওকে।'

'কিনতে হবে কেন? চাবকে তাড়াবোনা জানোয়ারটাকে?'

ভীড় থেকে কথাটা বলেছে কেউ। লোকটাকে সনাক্ত করা গেলো না। 'ঠিক আছে, ও দায়িত্বটা তোমার।'

চুপসে যায় লোকটা। মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে।

'ওকে যদি চাবকে তাড়াই, তাহলে ওর সাথে আমাদের তফাতটা কি?'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। টাকা দিয়েই বিদেয় করবো ওকে।' ওয়েলস রাজী হলো ওর কথায়।

'ঠিক আছে,' নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে লোগান। 'খুব কম সময় আমাদের হাতে। দ্রুত কাজ সারবো আমরা। ওকে টাকা দিয়ে বিদেয় করার কথা আমি বলিনি। অফার আমরা ঠিকই করবো। নেওয়া না নেওয়া নির্ভর করে ওর উপর।'

পরদিন খুব ভোরেই ও রওয়ানা হলো। পূর্বে সূর্য উঁকি দিয়েছে মাত্র। দূর পাহাড়ে আলোর ঝিলিক। স্টোরের সামনে হিচিং রেলে রশি বেঁধে লোগান দাঁড়ালো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। রাস্তার ধুলো উড়াচ্ছে বাতাস। গাছের ক'টা শুকনো পাতাও ছিটকে পড়লো রাস্তায়। বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করছে ও। গা ছমছমে নিস্তব্ধতা নেমেছে শহরে। সোজা রাস্তার দিকে চেয়ে লোগানের মনে হলো মরে যাবে শহরটা।

এখানে যা ঘটে গেছে তা অতীত। বর্তমানটাই ওর কাছে বড়। বর্তমান নিয়েই তো জীবন। ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়েই বাঁচে মানুষ। সেই স্বাধীনতা খর্ব করার অধিকার কারও নেই। জোর যার মুলুক তার এক ধরনের গালভরা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। দিন দিন বদলে যাচ্ছে পশ্চিমের জীবনবোধ। একদিন বন্দুকবাজ ও লুটেরাদের খুঁজতো লোকে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে আজ ওরাই খুঁজছে মার্শাল। এর পর সভাসমিতি করে হয়তো ওরা জজ আর মেয়র নির্বাচিত করবে।

লোগানকে আসতে দেখলো মার্টিন ব্রাডি। বারে দাঁড়ানো ওর

ভাড়াটে লোক ছ'টোও দেখেছে লোগানকে। একজন সরে দাঁড়ালো। সতর্ক রইলো। গানবেল্ট নেড়ে চেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

লোগানের হাঁটা চলায় তাড়াহুড়োর কোন আভাস নেই। নির্বিকার নিশ্চিন্ত ভাবটা ওর চোখে মুখে।

সবকিছুর স্পষ্ট ছবি ওর চোখে। বারের আলো-আঁধার, মেঝের ধুলোবালি, কাঠের গুঁড়ো, কাউন্টারে গ্লাসের চুয়ানো মদ আর ব্রাডির ভাড়াটে পিস্তলবাজের গালের কাটা দাগটা। দূরত্ব ওদের চল্লিশ ফিট।

'শহরটার চেহারা বদলে যাচ্ছে ব্রাডি। দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছে লোকজন। ওরা ছেলেমেয়েদের স্কুল গড়বে, প্রার্থনার গীর্জা তুলবে। বিকেলে ওরা শহরের রাস্তায় নিরুদ্বেগে হেঁটে বেড়াবে।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে মার্টিন ব্রাডি। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে বাকী নেই ওর।

'নিরীহ লোককে তুমি ধোঁকা দিয়েছ ব্রাডি। বেশি দামে বাজে মদ বেচে, পঁচা বাসী খাবার খাইয়ে ওদের ঠকিয়েছ তুমি। সুযোগ বুঝে নির্দয়ভাবে খুন করে লুটে নিয়েছো ওদের সহায় সম্বল। কিন্তু আর নয়। ওদের পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে। পাল্টা আঘাত হানতে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে ওরা।'

'কি যা-তা বলছো?' ধমকে উঠে ব্রাডি।

'ওরা মার্শাল নিযুক্ত করেছে আমাকে।'

'তো?'

'সেলুন বিক্রী করে চলে যাও, ব্রাডি। বাজার দরই পাবে। ঠকবে না। টাকা নিয়ে দ্রুত সটকে পড়, মার্টিন ব্রাডি।'

ঠোঁটের সিগার বাঁ-হাতে নামিয়ে আনলো ব্রাডি। আলতোভাবে হাত রাখলো বার কাউন্টারে। 'যদি বিক্রী না করি?'

'অন্য কোন পথতো ওরা খোলা রাখেনি।'

লোগানের দিকে মাথাটা ঝুঁকায় ব্রাডি। কিছু যেন বলবে। ঝুঁকেই জ্বলন্ত সিগার চেপে ধরলো ওর হাতে।

হাত পুড়তেই চালাকিটা ও ধরতে পারলো। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভাড়াটে লোকছটোর হাতের পিস্তল গর্জে উঠলো নিমেষে।

বুলেট ওর শরীরে আগুনের হলকা ছড়ালো। চট করে ঘুরে দাঁড়ালো লোগান। সটান শুয়ে পড়লো মেঝেতে। হামাগুড়ি দিয়ে নিরাপদ একটা জায়গা বেছে নিলো।

এরই মধ্যে পিস্তল চলে এসেছে ওর হাতের মুঠোয়। অবিরাম গর্জে চলেছে। একটা বিকট শব্দ করে ছিটকে পড়লো মোটা লোকটা। গুলি ওর শরীর এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে।

বাতাসে চামড়া পোড়া গন্ধ। জ্বালা করছে হাত-বুক, সারা শরীর। টেবিলে ছ'হাত রেখে মজা দেখছে মার্টিন ব্রাডি। গড়াচ্ছে লোগান। দ্বিতীয় লোকটার মুখ ছিন্নবিছিন্ন হলো ওর বুলেটে। একটা বিকট চীৎকার। মেঝেতে রক্তের বন্যা বইছে। পাশাপাশি পড়ে আছে ছটো তাজা লাশ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো লোগান হারপার। সোজা তাকালো মার্টিন ব্রাডির দিকে। 'তুমি খতম হয়ে গেছ ব্রাডি।'

ফ্যাকাশে ঝাপসা দেখাচ্ছে ওর মুখ। রাজ্যের ঘুম নেমে আসছে ওর ছ'চোখে। মাকে দেখতে পাচ্ছে। ঝাপসা চোখে উইলি বার্ণস-এর মুখটাও ভেসে উঠলো।

সিলিং-এর শব্দে ওর সম্বিত ফিরে এলো। ঘরের ভেতর শুয়ে

আছে টের পেলো লোগান। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। পুরো ঘটনা মনে করার চেষ্টা করলো। এমন সময় ঘরে ঢুকে ওর দিকে এগিয়ে এলো ফেরী ম্যাণ্ডার্স। পাশ ফিরতেই ওকে দেখতে পেলো লোগান।

বাটিতে স্যুপ এনেছে ম্যানডার্স। খাটের কিনারায় বসে যত্ন করে ওকে স্যুপ খাওয়ালো।

হাতের পোড়া দাগটা টনটন করছে। মাথা উঁচিয়ে ক্ষত টা দেখলো। অনেকটা শুকিয়ে গেছে।

'চার চারটা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়েছ তুমি। ভাগ্য ভালো, এ যাত্রায় বেঁচে গেছো। তবে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।'

'ব্রাডির কি খবর ?'

'কপালজোরে বেঁচে গেছে মার্টিন ব্রাডি। ফাঁসীতে লটকাতে ছুটে গিয়েছিলো লোকজন। ওদের সামলাতে প্রচণ্ড ধকল গেছে।' এক-গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললো ফেরী ম্যাণ্ডার্স।

'সব চেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো ? পরদিন রাতেই এখানে এসে হাজির।'

'এখানে ?'

'হ্যাঁ। যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছিলো। বললো, 'তোমার মতো সাহসী আর কঠিন লোক ও দেখেনি কখনো।'

'অক্সদের কি অবস্থা ?'

'কুকুরের মতো পিটিয়ে মেরেছে লোকজন।'

বাইরে আলোর ঝলকানি। সকাল হয়েছে। জ্রীকে খেলা করছে নরোম রোদ। পাথরে পানি গড়ানোর শব্দ ওর কানে এলো। মার কথা মনে পড়লো ওর। কেমন আছে রোসিতা ? একটু সুস্থ হতেই লোগান বিছানায় উঠে বসলো। ফেরী ম্যাণ্ডার্সকে ডাকলো।

'সব কিছু গুছিয়ে নাও ফেরী। ভোর হতেই রওয়ানা দেবো কাল।' ম্যাণ্ডার্সের চোখে মুখে বিস্ময়। স্যাডেলে বসতে পারবে তো ?'

'পারবো না মানে ?'

খুব ভোরে লোগানের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ক্যাম্প ছেড়ে বেড়িয়ে আসে ও। ধীরে ধীরে ফিকে হচ্ছে আঁধার। কমলা রঙ সূর্যটা উঁকি দিচ্ছে পূব পাহাড়ে। রোসিতার কথা মনে পড়তেই মনটা খাঁ খাঁ করে ওঠে ওর।

বাড়ছে রোদের তাপ। পরিশ্রমে ঘেমে গেছে লোগান। কষ্ট হচ্ছে ওর। ছলকি চালে ছুটছে ঘোড়া। পোড়া হাতটা কনকন করছে। পাশাপাশি ছুটছে ফেরী ম্যাণ্ডার্স। দীর্ঘ একটা পথ পড়ে আছে সামনে। ইডাহো থেকে নিউ মেক্সিকো। এই দুর্বল শরীর টেনে লোগান কি পৌঁছুতে পারবে গন্তব্যে ?

দীর্ঘ যাত্রায় অনেক খবরই ওদের কানে আসে। প্রতিটি খবরের নায়ক লারসেন হারপার। আউট'ল, গুণ্ডাবদমাশ আর পিস্তলবাজের আতংক ও। ওর সম্মান আর প্রতিপত্তি দুর-দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। পথে একটা গুজবও ওর কানে এলো। বিয়ে করেছে লারসেন হারপার।

ম্যাণ্ডার্স খবরটা আগেই জানিয়েছে। বিশ্বাস করেনি। কিন্তু নিজের কানে শুনে হোঁচট খেলো। মন্তব্য করলো না। ওদের কেউই দেখতে পারে না জুলি লাফার্টিকে। দণ্ডে মাটিতে পা পড়েনা মেয়ে-টার। সবার ধারণা চলনে বলনে বাপের মতোই ধূর্ত সে। একটা কাল নাগিনী যেন। লারসেন বিয়ে করবে নিঃসন্দেহে জুলিকেই।

নিউ মেক্সিকোর সীমানায় ঢুকে লোগানের তর সইলোনা। দুর্বলতা,

ক্লান্তি ভুলে গেল একনিমেষে। স্পারের গুঁতো মেরে ঘোড়া ছোটালো র‍্যাঞ্চের দিকে।

দ্রুত লয়ে ছুটে আসা ঘোড়ার শব্দ পেয়ে র‍্যাঞ্চ হাউজ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো ওর মা। আনন্দে দিশেহারা মন। ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরলো। মার শরীর সুস্থ দেখে অনেকটা সুস্থির হলো।

ঘরে ঢুকে ওকে অবাক করা অনেক খবর বললো মা। রিকার্ডো আলভারেজ আর নেই। দিন ছয়েক আগে ওকে কবর দেয়া হয়েছে। সুযোগ বুঝে সেটেলমেন্টের লোকজন ফিরে এসে আস্তানা গেঁড়েছে। অ্যাম্বুশে আহত হয়েছে টোরেস। বাঁচবে বলে মনে হয়না।

মেক্সিকো থেকে ফিরে এসেছে রোসিতা। জুলি লাফার্টি কে সত্যি সত্যিই বিয়ে করেছে লারসেন।

চোদ্দ

বাকবোর্ড ছুটিয়ে ভোরবেলাতেই লারসেন এসে হাজির। হাত বাড়িয়ে দেয় লোগানের দিকে। আন্তরিক হাসিটা ঠোঁটে আগের মতোই শোভা পাচ্ছে। তবে ফিটফাট বাবু গোছের চেহারা হয়েছে। কালো হ্যাটে ওর চেহারাটা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

আগের সেই তারুণ্য হারিয়ে ফেলেছে লারসেন। বয়েস বেড়েছে। কপালের কুঁচকানো রেখা লোগানের চোখ এড়ালো না। কথাবার্তায় কেমন যেন আদেশের ভঙ্গী। এ অঞ্চলে ওর অবদান তুলনাহীন।

সবাই ওকে ভালোবাসে, সমীহ করে চলে। বুদ্ধির তেজ বেড়েছে লেখাপড়া শিখে। অভিজ্ঞতাও হয়েছে পাকাপোক্ত।

'বেশ ঢ্যাঙ্গা হয়ে উঠেছো দেখি,' ওর আপদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললো লারসেন। কথা শুনে লোগান না হেসে পারলোনা। ওর কথার ধরনই এরকম। সেই ছোটবেলা থেকেই একসাথে মানুষ ওরা। রগে রগে চেনে ওকে।

'ঝুঁট ঝামেলায় জড়িয়েছিলে না? হাল সুরতই বলে দিচ্ছে গায়ে আঁচড় লেগেছে। জখমটা খুব মারাত্মক নাকি?'

'না, না, ঘাবড়াবার কিছু নেই।' রোজ মেরির সব ঘটনা ওকে খুলে বললো লোগান। মার্শালের দায়িত্ব নিয়ে কি ভাবে খুনী আর লুটেরাদের শায়েস্তা করেছে তাও জানাতে ভুললো না।

দায়িত্ব পালনে ওর অভিজ্ঞতার কথা লারসেন মন দিয়ে শোনে। গর্বে ফুলে ওঠে বুক ওর। 'লোগান,' ধীর স্থির কণ্ঠ ওর,'জানি, মহাবিপদ কাটিয়ে ফিরেছ তুমি। তোমার মতো শক্ত একজন লোক আমার দরকার। দৃঢ়চেতা আর সৎ একজন ডেপুটি শেরিফ খুঁজছি আমি। সবাই জানে অকারণে পিস্তলবাজীর অভ্যেস নেই তোমার।

'কেউ লেগেছে নাকি আমার পিছু?'

'না-না, সে কথা বলছি না।' মাঝ পথেই ওকে থামিয়ে দেয় লারসেন, 'অসলে পিস্তলবাজদের ভালমন্দ নিয়ে কমবেশী সবাই মন্তব্য করে থাকে। আসল লোকটাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না।' একটু থেমে আবার বললো লারসেন। 'শুনছো বোধহয়, বিয়ে করেছি আমি।'

'হ্যাঁ শুনেছি। মায়ের সাথে জুলি দেখা করেছে তো?'

থতমত খেয়ে যায় লারসেন প্রশ্নটা শুনে। 'মাকে ওর পছন্দ

নয়। সিগারেট খাওয়া মেয়েদের ছ'চোখে দেখতে পারে না জুলি। ধূমপান পছন্দও করে না।'

'তা ঠিক,' লোগান সতর্ক হলো। 'তবে মা পুরোনো দিনের লোক। মা'র এ অভ্যাসটা ওর সহ্য করা উচিত।'

বিষণ্ণ মুখে লারসেন লাথি ছুঁড়ে মাটিতে।' 'জুলিকে বিয়ে করে ভুল করেছ বলতে পার। তবে ওর মতো মেয়ে হয় না। সুন্দরী শিক্ষিতা আর প্রাণবন্ত। ওকে আমি ভালোবাসি লোগান। রাজনীতি করা লোকের এধরনের বউ দরকার। লাফাটিও খুব ভালো লোক। আমার জন্যে যা করেছে তার তুলনা নেই।'

ছাগলটার ক্ষমতায় যা কুলোয় তার চেয়েও বেশী করবে। মনে মনে ভাবলো লোগান। উপকারের বদলা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে। অন্য কোন ব্যাপারে ওর লোভ নাও থাকতে পারে। তবে মানুষের জমির দিকে ব্যাটার চকচকে নজর ঠিকই আছে।

'তোমরা সুখী হলে আমিও খুশি হবো। কে কি বললো না বললো তাতে কি আসে যায়?'

কোরালের পাশ কাটিয়ে র‍্যাঞ্চের রেলিং ঘেঁষে ওরা দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ কথা বললো। সূর্য ডুবছে। আঁধার ঘিরে ধরছে খোলা আকাশ। ঘরে ফিরে ডিনার খেতে বসলো দু' ভাই।

প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনটারই কমতি নেই ওর। হোমরাচোমরা লোক হিসেবে লারসেনকে মেনে নিয়েছে সবাই। সম্প্রতি বিধানসভার সদস্যও হয়েছে। মেক্সিকান লোকদের একচেটিয়া ভোটেই বাজীমাত করেছে। ভোটাভোটির সময় লাফার্টির লোকজনও ওর পক্ষ নিয়েছে। ফলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জিতে গেছে লারসেন।

এখন ওর সুসময়। ভাগ্য স্বপ্নের দ্বার অবারিত করেছে। এরপর

ও যাবে আরো উপরে। বলা যায় না গভর্নর হয়েও যেতে পারে। মার সাথে কথা বলছে লারসেন। হাসি-হাসি মুখ। ওর আনন্দোচ্ছল কথাবার্তা লোগানের কানে আসছে। টেবিলের ওপাশে ভবিষ্যৎ সিনেটরকে দেখছে লোগান।

'ভেবেছিলাম ডেপুটি হতে রাজী হবে ম্যাট' অহঙ্কার ঝংকার দিচ্ছে ওর কথায়। 'অফার ফিরিয়ে দিয়েছে বোকা হদ্দটা। আরে বাপু, কি এত বাহাদুরী। যাকগে—,' লোগানকে নিশ্চুপ দেখে চুপসে যায় লারসেন, 'ওকে কিন্তু অপমান করতে চাইনি আমি। ওর মতো একজন শক্ত লোক আমার দরকার।'

'উপযুক্ত লোক ম্যাট,' মন্তব্য করলো ফেরী ম্যানডার্স। 'রাগ করা ওর উচিত হয়নি।'

'শেষ পর্যন্ত দলটা ভেঙেই গেলো। ম্যাট নেই, আর দলটা ও-ই চাঙ্গা করে রাখতো সারাক্ষণ। ওকে হারিয়ে কোন কিছুতেই মন বসছে না। উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ বদলে গেলো লোকটা। আশ্চর্য সারাক্ষণ চুপ হয়ে থাকে মদে। কথা বললেই রাগে ফুঁসে ওঠে। ঈশ্বরই জানেন এর শেষ কোথায়। আবার না খুনোখুনি শুরু হয়?'

'ম্যাট তোমার প্রতি প্রচণ্ড দুর্বল। আমি জানি, উচ্ছ্বাস হঠাৎ করেই উবে গেছে লারসেনের মন থেকে, 'ওকে তুমিই বাগে আনতে পারবে, লোগান। আমাদের কথা ও শুনবে না। কিছু বললেই হয়তো পিস্তল উঠাবে।'

'বেশ। আমি চেষ্টা করে দেখবো।'

পরদিন মিগুয়েল এসে হাজির র‍্যাঞ্চ হাউজে। রোসিতা ওকে পাঠিয়েছে।

'কি ব্যাপার মিগুয়েল ?'

'সিনোর, ওদিকে যেওনা। সিনোরিতা দেখা করবে না তোমার সাথে। কথাটা জানাতেই আমি এসেছি।'

'কেন ?'

'তোমার ভাই যে ওর শত্রুর মেয়েকে বিয়ে করেছে। সিনোরিতার ধারণা জেড লাফার্টি ওর দাদুর হত্যাকারী।'

'আমি কি লারসেনের দালাল ?' ক্ষেপে গেলো লোগান। কণ্ঠ ওর বুঁজে এলো।' নাকি বিয়েটা আমিই দিয়েছি ?'

সোজা মিগুয়েলের মুখোমুখি দাঁড়ালো লোগান। ঠোঁট দুটো ওর কাঁপছে। রাগ আর দুঃখ হঠাৎ যেন জট বেঁধেছে ওর বুকে। 'মিগুয়েল, রোসিতাকে ভালবাসি আমি।'

'জানি, সিনোর।'

ভালোভাবেই চলছে র‍্যাঞ্চের দিনকাল। কেনা স্টকগুলো তাগড়া হয়ে উঠেছে। চর্বি লেগেছে শরীরে। ঐ বছরই লোগান কিছু স্টক বিক্রী করে দিলো।

নতুন শেরিফের দায়িত্ব নিয়েছে বিল স্যাক্সটন। মেক্সিকান বন্ধুদের অনুরোধে অবশেষে ডেপুটির দায়িত্ব নেয় লোগান হারপার। বাবুগোছের স্বভাব বিল স্যাক্সটনের। চেয়ার টেবিলে কাজ করতেই ও অভ্যস্ত।

নিজেদের বিশ্বাসী লোককে দেখে খুশি হয়েছে মোরার লোকজন। সবার মুখে ওর সুখ্যাতি। শহরে আগের মতো ঝামেলা আর নেই।

ঘোড়া চুরির খবর পেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন উঠে দাঁড়ালো

লোগান। ঘন ঘন গায়েব হচ্ছে ঘোড়া। মেজাজ বিগড়ে গেছে ওর। ট্র্যাক অনুসরণ করে ঘোড়াচোরের ক্যাম্প আবিষ্কার করলো লোগান। রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে ক্রল করে এগিয়ে গেলো। দস্যুগুলো ঘুমোচ্ছে তখন। নিঃশব্দে ওদের পিস্তলগুলো তুলে নিয়ে পাকড়াও করলো। শহরে এনে জেলে পুরলো সব কটাকে।

এরই মাঝে হঠাৎ ম্যাট গিলেমের সাথে ওর দেখা। ঘোড়া ছোটানোর কায়দা দেখেই লোগান বুঝে ফেলেছে সওয়ারী কে হতে পারে ? উস্কোখুস্কো চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রুক্ষ মেজাজ। লোগানকে দেখেই রাশ টেনে দাঁড়ালো। নামলো লাফিয়ে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো। গলায় ওর হাত রেখে একনাগাড়ে কথা বলছে ম্যাট। যেন হারানো কোন বন্ধু ফিরে পেয়েছে। সেলুনে ঢুকে কফির অর্ডার দেয়। ওর ব্যবহারে পুরোনো দিনের সেই আমেজ।

'তোমার একটা খবর আছে লোগান।'

'আমার ?' বিস্ময় ফুটে উঠে ওর কণ্ঠে।

'হ্যাঁ। অতটা সতর্ক না থাকলেও চলবে তোমার।' ওকে কাছে টেনে নেয় ম্যাট গিলেম। 'রিড কার্নি মরে গেছে।'

'মরে গেছে ? কিভাবে ?'

'সকোরোতে চিকে ক্রুজ খুন করেছে ওকে।'

আচমকা একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর ধমনীতে। পিস্তলবাজ ঐ মেক্সিকান লোকটা তাহলে আশেপাশেই আস্তানা গেড়েছে। 'সাবধান, এদিকে পা বাড়িও না।' কথাটা মনে মনেই বললো লোগান।

দিন দিন ব্যস্ততা লোগানের বাড়ছে। ডিপুটি শেরিফের দায়িত্ব পালন করে র‍্যাঞ্চ দেখার মতো সময় হাতে থাকেই না। ভালো কাউ-

হ্যাণ্ড এখনো যোগাড় হয়নি। অনভিজ্ঞ হলেও সৎ চরিত্রের কিছু ছেলে র‍্যাঞ্চে লাগিয়েছে। দিনভর পরিশ্রম করে ওরা।

আজ সবকিছু ছেড়ে মাঠে নেমে এসেছে লোগান। বেড়ে উঠেছে আগাছা। কাঁটাতারের বেড়াও যত্নের অভাবে জীর্ণ। দ্রুত কাজ করছে ও। টেনে টুনে আগাছা জড়ো করছে একপাশে। ঠিক এমনি সময় বাকবোর্ডের শব্দ কানে এলো ওর। ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়াতেই এক ঝলক রোদ ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

বাকবোর্ড ছুটিয়ে আসছে জুলি লাফার্ট। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এগিয়ে গেলো লোগান। র‍্যাঞ্চ হাউজের সামনে এসে থামলো বাকবোর্ড।

'কেমন আছ জুলি? খবর সব ভালোতো? তুমি এসেছ বলে সত্যিই খুশী হয়েছি আমি।'

'আমি কিন্তু মোটেও খুশী হইনি তোমাকে দেখে।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনে থমকে দাঁড়ালো লোগান। সৌন্দর্যটা ওর কুৎসিত রূপ নিচ্ছে।' 'ভায়ের জন্যে বিন্দুমাত্র দরদ থাকলে বেরিয়ে যাও। কখনো ফিরবে না আর এ তল্লাটে।'

'কেন? এটাতো আমার নিজের ঘর।'

'লম্পটদের ঘর আছে নাকি? ওরা সমাজের দুশমন।' চীৎকার করছে জুলি। কণ্ঠে ওর উষ্মা, 'তুমি তো খুনী। লুটতরাজের অভ্যাস আছে। লারসেনকে আর কতো অপমান করবে? মানে মানে কেটে পড়। নয়তো সবার মরা মুখ দেখবে বলে গেলাম।'

ওকে ক্ষেপিয়ে তুলছে জুলি। পৌরুষত্বে আঘাত হানতেই বেফাঁস কথাটা লোগান বলেই ফেললো।

'খুনী হওয়া আর খুনী ভাড়া করার তফাতটা কোথায়?'

ওকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড চাবুক কষলো জুলি। চট্ করে সরে যেতেই চাবুক ফসকালো। ভারসাম্য রাখতে না পেরে জুলি পড়েই যাচ্ছিলো। ওকে ধরে ফেললো লোগান। দাঁড় করাতেই ঝট করে সরিয়ে নিলো হাত। 'এমনিতে না গেলে ঘাড় ধরে তাড়াবো তোমাকে। বাবা আর আমার বিরুদ্ধে মানুষকে লেলিয়ে দিচ্ছ। তোমার জন্যেই দিন দিন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে বাবা। একফোঁটা শান্তি পাচ্ছে না।'

'দুঃখিত। কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

রাগে দিশেহারা জুলি। দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর বাকবোর্ড ছুটিয়ে ট্রেইলে গিয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া বাকবোর্ডে ডাইনীরূপী এক মেয়েকে দেখছে লোগান। ওর এ রূপ কি দেখেছে লারসেন?

বড্ড কষ্ট মা'র। মুখ ফুটে লজ্জায় বলেও না কিছু। লারসেনের কথা শুনে দৈবাৎ যদি ক্ষেপে যায় লোগান। দুঃখটা মনেই পুষে রাখে আর ছটফট করে সারাক্ষণ। না বললেও লোগান মা'র দুঃখটা বোঝে।

ডাইনীটার খপ্পরে পড়ে ঘরে আসা ছেড়েই দিয়েছে লারসেন। যখনি আসতে চেয়েছে এটা ওটা বাহানা দেখিয়ে ওকে আটকে রেখেছে জুলি। শত চেষ্টা করেও গাঁট ছাড়াতে পারেনি।

র‍্যাঞ্চের গরু চুরি যাচ্ছে এড ফ্রাইয়ের। ম্যাট গিলেমের পাশেই ওর র‍্যাঞ্চ। ইদানীং একটার পর একটা অভিযোগ আসছে ম্যাটের নামে। কোনোটাই ওর বিশ্বাস হয় না। মদখোর মাতাল হতে পারে ম্যাট, তবে ও সৎলোক। কিন্তু আজ একটু বিরক্ত হয়েই কেলিকে নিয়ে ছুটে চলেছে ওর র‍্যাঞ্চ মুখো।

র‍্যাঞ্চ না বলে তৃণভূমি বললেই মানাতো। আগাছা আর ছোট ছোট ঝোপ গজিয়েছে ঘরের চারপাশে। খুরের শব্দ শুনে বেরিয়ে এলো ম্যাট গিলেম। কেলিকে রেইলে বেঁধে এগিয়ে এলো লোগান হারপার।

'বাহ্, চমৎকার ঘোড়া জুটিয়েছ,' এগিয়ে এসে কেলির গায়ে হাত বুলায় ম্যাট। 'সুন্দর ঘোড়ার দিকে আগেও ঝোঁক দেখেছি তোমার।'

ফিরে এসে বারান্দায় বসলো ম্যাট। সিগারেট রোল করলো। লোগান ঝুপ করে বসে পড়লো ওর পাশেই। র‍্যাঞ্চের কথাটাই পাড়লো প্রথমে। গরু বাছুরের প্রসঙ্গ উঠলো। আলাপের এক পর্যায়ে ক্লাইয়ের সাথে ওর ঝামেলার ব্যাপারটা জানতে চাইলো।

থির তাকিয়ে আছে ম্যাট ওর চোখে। দাউ দাউ আগুনের শিখা ভরা সে দৃষ্টি। 'সমস্যাটা আমার ব্যক্তিগত। সমাধান আমিই করবো। কেউ এতে মাথা গলাক আমার পছন্দ নয়।'

'এসব ঝুট ঝামেলায় কেন নিজেকে জড়াচ্ছ?' ধীর শান্ত কণ্ঠ লোগানের। 'তুমি না সৎ বুদ্ধিমান? তোমাকে নিয়ে কত বড়াই আমাদের। কেন এসব প্রশ্রয় দিচ্ছ?'

'আমি কারও সাহায্য চাইনি। র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাক তাও বরদাশত করবো না।'

'এসব কি বলছো তুমি? গায়ের জোরে কি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব? ভেবে দেখ ঠিক কাজটাই করছো কিনা? ভেবেচিন্তেই ডেপুটি শেরিফের কাজটা নিয়েছি আমি। বাজে ঝামেলা কেউ পছন্দ করে না। শান্তি রক্ষার খাতিরে প্রয়োজন হলে তোমাকেও জেলে পুরবো আমি।'

আগুনের মতো জ্বলছে ওর চোখ। দপ করেই নিভে গেল হঠাৎ। হাসিতে বিস্ফোরিত ওর ঠোঁট। 'ইয়ার্কি মারতে এসেছো না? সত্য মিথ্যা যাচাই না করে ধমকাতে ছুটে এসেছো। আরে বোকা চণ্ডী, এসব যে বানানো গল্প তাও বুঝতে পারছো না? কেউ ইচ্ছে করে ই আমার বিরুদ্ধে লেলিয়েছে তোমাকে।'

'কসম খেয়ে বলছি ম্যাট, তোমাকে বিশ্বাস করি আমি। কিন্তু ওরা সবাই কি মিথ্যা কথা বলছে?'

'জাহান্নামে যাক মিথ্যুকের দল।'

'জাহান্নামে কে যাবে তাকি আগেভাগেই বলা যায়? যাগগে, ছুটো কারণে এসেছি তোমার কাছে। সত্যিমিথ্যা যাচাই করতে আর তোমাকে দেখতে। অনেকদিন দেখিনি কিনা। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দল গড়েছিলাম চারজন। আশা ছিলো এক সাথেই থাকবো চিরদিন।'

কথাটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেলো ম্যাট গিলেমের। 'তোমার ঐ হাবড়া ভাইটার সাথে কোন আপোষ নেই আমার। নাক সিটকে চলে। ভাবটা কি হনু রে। ভালো লোকের যেন আকাল পড়েছে এদেশে।'

'তাই কি? তুমিই না ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছো? বুদ্ধি আর বিবেক গড়ে তুলেছো? প্রভাব আর প্রতিপত্তি যদি সত্যি সত্যিই ওর বেড়ে থাকে তাহলে গর্বটা তোমারই হওয়া উচিত।'

লোগান ভাবলো কথাটায় ওর বিবেক চাঙ্গা হবে। চুপসে যাবে ম্যাট গিলেম। বাস্তবে তা হলো না। না শোনার ভান করলো ম্যাট। সিগারেট পিষে ফেললো মাটিতে। 'ভেতরে এসে কফি খেয়ে যাও।' প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালো ম্যাট গিলেম।

পাশাপাশি বসে কফির পেয়ালায় চুমু দিলো ম্যাট। দৃষ্টি ওর অতীত হাতড়াচ্ছে। 'কতদিন আগের ঘটনা। অথচ মনে হচ্ছে এইতো সেদিন। বাস্টার স্প্রিং-এ আমাদের ক্যাম্পে এসে উঠলে তুমি।'

'পাঁচটা বছর কেটে গেছে এরই মধ্যে।' মাথা নাড়লো লোগান। 'অনেকরাত একসাথে কেটেছে আমাদের। গত ট্রিপে ছিলে না তুমি। যা ধকল গেছে কি বলবো। মরতে মরতে বেঁচে গেছি।'

'বুড়ো ফেরী অভিজ্ঞ লোক। ও সাথে থাকলে কোন পরোয়া নেই। তোমাদের দু'জনার তুলনা নেই। কিন্তু তোমার ঐ বজ্জাত ভাইটা আমার দু'চোখের বিষ। তবে ওর উন্নতি ঠেকানো যাবে না,' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কথাটা শেষ করলো ম্যাট গিলেম। 'ও ঠিকই এগিয়ে যাবে। ধাপে ধাপে আরো উঁচুতে উঠবে। কলা চুষে চেয়ে থাকার ভাগ্য আমাদের।'

'ও কথা বলো না ম্যাট। ডেপুটির কাজটা নিতে কতবার অনুরোধ করেছে লারসেন।

'নিকুচি করি ওর চাকুরির।' রেগে উঠে দাঁড়ালো ম্যাট। থর থর করে কাঁপছে ওর শরীর। চোখদুটো ঘোলাটে। 'আমার জন্যেই অফিস চালাতে শিখেছে ও।'

লোগান জানে কথাটা ঠিক বলেনি ম্যাট। কিন্তু তর্ক করার ইচ্ছে ওর মোটেও নেই। হ্যাট টেনে উঠে দাঁড়ালো লোগান। 'চলি ম্যাট। র‍্যাঞ্চে এসো। ফেরী আর মা প্রায়ই তোমার কথা বলে।' কথাটা বলেই এগুলো লোগান। দু'কদম গিয়ে আবার থামলো। ওর দিকে ফিরে তাকালো। 'লারসেন কিন্তু র‍্যাঞ্চহাউজে থাকে না।'

ধ্বক করে আবারো জ্বলে উঠলো ওর চোখ। 'আর ওর নচ্ছার

বউটা? নিশ্চয়ই মাথায় তুলে নাচছো তোমরা? ওর মতো হারামী মেয়েমানুষ জীবনে দেখিনি। ওর বুড়ো বজ্জাত বাপটাকেও ঘৃণা করি আমি।'

স্যাডেলে চেপে বসলো লোগান। শেষ কথাটা বলতে মুখ ফেরালো। 'ম্যাট, এড ক্রাইয়ের সাথে ঝামেলা করার কি দরকার? তুমি গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়লে সত্যিই দুঃখ পাবো।'

'ঠিক আছে,' দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে ম্যাট। অসহ্য একটা যন্ত্রণা কুরে খাচ্ছে ওর বুক।

ওকে পিঠে নিয়ে দ্রুত ছুটছে কেলি। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সবকিছু। লোগানের বুক ফুঁড়ে একটা শব্দ বেরুলো। কান্না পেলো ওর। জীবনের একটা অর্থ হারিয়ে ঘরে ফিরছে লোগান হারপার।

খুঁত খুঁতে স্বভাবের লোক এড ক্রাই। এরকম অনেক লোক দেখেছে লোগান। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত এ ধরনের লোক সময় সময় অনেক মারাত্মক হয়ে উঠে। কারো পিছু লাগলে ঝুলে থাকে শেষ পর্যন্ত। কিছুদিন আর্মিতে ছিলো। যুদ্ধে যাবার ভয়ে পালিয়ে এসেছে। ভীরুপুক স্বভাবটা এখনো ঘোচেনি। কিন্তু সারাক্ষণ বাহাদুরীর ভুড়বুড়ি লেগেই আছে মুখে।

এক সকালে শেরিফকে লোগান বলেই বসলো, 'বিল, এড ক্রাইকে একটু সাবধান করে দিওতো। মুখের জন্যেই মরবে ব্যাটা।'

শেরিফ দরকারী কিছু কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিলো। দু'ঠোঁটে সিগার। মাথা উঠিয়ে ওকে দেখলো।

'আবার কি হলো?'

'গতরাতে ম্যাট গিলেমকে প্রকাশ্যে চোর বলে গাল দিয়েছে।

কথাটা শুনলে ম্যাট ওকে আস্ত রাখবে না। গুলী করে মারবে। শুধু কি তাই? কথাটা ফেরী ম্যানডার্সের কানে গেলেও পিস্তল নিয়ে ছুটে আসবে।'

বিস্মিত শেরিফ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। 'আমি চাইনা এসব কথা লারসেন বা তোমার কানে যাক।' শেরিফের কথা বলার ভঙ্গীতে ও অবাক হয়ে যায়।

'বিল, ও ধরনের ইচ্ছে হলে ব্যাজ ফেরত দিয়েই যাবো। দায়িত্ব পালনে ব্যক্তিগত অনুভূতির কোন মূল্য নেই আমার কাছে।'

নড়েচড়ে বসে বিল ন্যাক্সটন। কথাটা ওভাবে বলা ঠিক হয়নি ওর।

'লোগান, কথাটা ওভাবে বলিনি আমি। ঠিক আছে, এডকে সাবধান করবো। তবে মনে হয়না কথায় কান দেবে ও। হাবা গোছের ভীতু লোক। মাথায় একরত্তি ঘিলু নেই। তদন্তে গিয়েছিলে না ম্যাটের র‍্যাঞ্চে? ও ভাবে তুমি আর লারসেন ম্যাটের দালালী করছো।'

সিমারোনের সেন্ট জেমস হোটেল। ব্যালকনিতে গিজ গিজ করছে লোক। এক গ্লাশ মদ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে এড ফ্রাই। এতগুলো লোকের সামনে ম্যাট গিলেম আর হারপারদের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করলে কেমন হয়? কথাটা ভেবে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ালো এড ফ্রাই। মুখে যা এলো হড়হড়িয়ে একনাগাড়ে বলে গেলো কতক্ষণ।

ক্লে এলিসন খচ্চর কিনতে এসেছে। বিক্রেতার সামনা সামনি টেবিলে সে মদ খাচ্ছে। বিক্রেতা আর কেউ নয়—ম্যাট গিলেম।

ফেরী ম্যানডার্স নিজের চোখে পুরো ঘটনা ঘটতে দেখেছে। এডকে সিমারোনে ছুটতে দেখে ও ঘাবড়ে যায়। ও জানতো কদিন

আগে সিমারোনে গেছে ম্যাট গিলেম। অঘটন ঘটতে কতক্ষণ। কথাটা ভেবে ফেরী ছুটলো সিমারোনে। ওর আগেই শহরে পৌঁছে গেছে এড ফ্রাই।

সেন্ট জেমসের সামনে ঘোড়া বেঁধে ঢুকতেই ওর কানে চীৎকারটা ভেসে এলো। 'আস্ত গরু চোর ম্যাট গিলেম। আর ঐ চোর ব্যাটাকে আগলে রেখেছে লোগান আর লারসেন হারপার।'

গ্লাশের মদটা গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়ালো ম্যাট গিলেম। ঘাড় ফিরিয়ে এড ফ্রাইকে দেখলো। সম্ভবতঃ এড জানতো না হোটেলেই আছে ম্যাট গিলেম। কারণ ওকে দেখতে পেয়েই রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো ওর মুখ। কিছু কিছু ঘাম জমে উঠলো কপালে।

শ্বাসরুদ্ধ লোকজন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। একটা কিছু ঘটতে চলেছে ওরা জানে। হলঘরে গম গম করে উঠলো ম্যাট গিলেমের কণ্ঠস্বর।

'মিস্টার ফ্রাই ভদ্রলোকদের সামনে বার বার গরুচোর বলে আমায় অপদস্ত করছেন। মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছেন। মনগড়া বানোয়াট কথা বলে চরিত্র হনন করছেন আমার। কিছুমাত্র যুক্তি বা প্রমাণ নেই আপনার হাতে। অজ্ঞতা আর বোকামীর নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আপনার নিজের কথায়।'

মদ খেলেও শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত ম্যাট গিলেম। বলেও খুব সুন্দর গুছিয়ে।

'আমাকে মিথ্যাবাদী বলছো?' ফ্রাইয়ের গলা কাঁপছে। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এড।

'আমি গরুচোর আর লারসেন আমার হয়ে কাজ করছে। তাই কি? জীবনে কোনদিন চুরি করিনি আমি। আর আমার প্রটেকশনের

জন্যে কোন লোকেরও দরকার হয়নি। মিস্টার ফ্রাই, আপনি একজন অভদ্র, ইতর আর মিথ্যুক লোক।'

অভদ্র ভাষায় কথা বলেনি ম্যাট। ওর বক্তব্যে এমন কিছু ছিলো যা চাবুকের মতো ক্ষত সৃষ্টি করলো এডের গায়ে। হলভর্তি লোকের সামনে অপমানে জর্জরিত হলো এড ফ্রাই।

মাথায় বাজ পড়া লোকের মতো তীব্র চীৎকার করে উঠলো, 'খোদার কসম —'

পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো এড। শরীরটা গাট্টাগোট্টা হলেও ওর মনটা নরকের কীটের মতোই দুর্গন্ধময়। হাত ছিটকে পড়েই যাচ্ছিলো পিস্তল। খপ করে ধরে ফেললো মুঠোয়। শরীরটা সোজা করে দাঁড়ালো ম্যাট। আলগা ঝুলছে দু'হাত। এডের কাণ্ড দেখছে। ফ্রাই পিস্তল লেভেলে আনতেই ম্যাটের ডান হাতটা নড়ে উঠলো। গুড়ুম। বজ্রপাতের শব্দে কেঁপে উঠলো হলঘর। এড ফ্রাইয়ের তাজা শরীরটা লাশ হয়ে ছিটকে পড়লো শক্ত মেঝেতে।

ঘটনার দু'দিন পর শহরে ফিরলো ফেরী ম্যানডার্স। সোজা গিয়ে ঢুকলো শেরিফের অফিসে। সবিস্তারে জানালো নিজের চোখে দেখা পুরো ঘটনা।

'এডের মতো সুযোগ সহজে কেউ পায় না,' ওদের জানালো ফেরি।

'আমিতো ভাবগতিক দেখে ধরেই নিয়েছিলাম ম্যাটের লাশ নিয়ে ফিরতে হবে আমাকে। সত্যিই দ্রুত গুলি ছুঁড়তে পারে ম্যাট গিলেস। ওর তুলনা হয় না।'

বিস্ময়ে থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলো লোগান হারপার।

পনেরো

কদিন থেকেই মেজাজটা ওর খিটখিটে। সারারাত এপাশ ওপাশ করেছে। ঘুম হয়নি একফোঁটাও। বার বার ভেসে উঠেছে। অশ্রু-ভেজা নিষ্পাপ একটা মুখ। লোগান কতদিন রোসিতাকে দেখেনি মনে করতে পারলো না।

কিন্তু মনের রাশ টেনে রাখতে পারলো না আজ। দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলো।

হাট করে খোলা লোহার দরজা। পাহারাদার নেই।

করিডোরে রোসিতাকে দেখলো ও। রেলিং-এ ঝুঁকে একদৃষ্টে কি যেন দেখছে। ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি হলো দুজনের।

'রোসিতা,' লোগানের বুকের ভেতটা কেঁপে উঠলো হঠাৎ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখলো রোসিতা। ঘৃণা ঠিকরে পড়ছে ওর চোখে। কোন কথা বললো না। নিঃশব্দে পা বাড়ালো অন্দরে।

'রোসিতা দাঁড়াও। তোমাকে ভালবাসি বলেই না এসে পারলাম না।'

ঘুরে দাঁড়ালো রোসিতা। 'ওসব মনভোলানো কথা বলে কি লাভ লোগান? এক দণ্ডও কি শান্তিতে থাকতে দেবেনা আমাকে? কি ক্ষতি করেছি তোমাদের?' কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো

বাতাসে।

'আমি যে সত্যিই তোমাকে ভালবাসি, জানোনা ? বোঝনা ?'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। নখ খুঁটছে। 'হাঁ… জানি আমি। আমার চেয়েও অনেক আপন তোমার ভাই। ওর বৌ, শ্বশুর আমাদের জাত শত্রু। লোগান, ওদের ঘৃণা করি আমি।'

'হয়তো। তবে ওদের উপকারটাই করছো তুমি। দাদু নেই দেখে ওরা তড়পাচ্ছে। জুজুর ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছো তুমি। এতে ওরাই লাভবান হবে। কিন্তু তোমার উচিত ছিলো ডাম কেয়ার ভাব দেখানো। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসো রোসিতা। লোকজন দেখুক তোমাকে।'

'তোমার কথাই ঠিক,' ওর কাছে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো রোসিতা, 'আমারতো কোন অভিভাবক নেই। বুদ্ধি পরামর্শ দেবার মতো আপনজনও নেই। একা একা কতোটুকু সামলাবো বলো ?'

'কেন ? আমি কি মরে গেছি ? নাকি কোন সম্পর্ক নাই তোমার সাথে ?' প্রচণ্ড একটা রাগ গুমরে উঠে ওর মনে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয়।

'বড় ভালো লোক ছিলো রিকার্ডো আলভারেজ। আপন ছেলের মতো ভালবাসতো আমাকে। রোসিতা, অনেকের চেয়ে সুন্দরী মেয়ে তুমি। অসংখ্য বন্ধুবান্ধবও আছে এ অঞ্চলে। সান্তা ফি'তে গেলে জুলি আর জেড লাফার্টি এমনিতেই ঘাবড়ে যাবে। তোমাকে নিয়ে নাচের আসরে যাবো আমি। অবশ্য তার আগে কিছু কথা থেকে যায়। ভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে ?'

'নির্ভয়ে বলতে পারো,' ওর বলার ভঙ্গিতে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে রোসিতা।

'আপত্তি না থাকলে তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই, রোসিতা।'

চোখ দু'টো ওর ছলছল করছে। লালচে আভা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো ঠোঁট দুটো থিরথিরিয়ে কেঁপে উঠলো।

'তোমাকে বিয়ে করবো এ আশা আমার চিরকালের। কেন কথাটা আগে বলনি। প্রস্তাবও পাঠাওনি। আমাকে কষ্ট দিতে খুব ভালো লাগে তোমার, না ?'

'আমার যে কিছুই ছিলো না। না ঘর না ঘাট। ঘোড়া আর একটা পিস্তল সম্বল করে ঘুরে বেড়িয়েছি ভবঘুরের মতো। অনিশ্চয়তায় ভরা জীবন। প্রস্তাব পাঠালে কি ভাবতে বলতো ?'

'তুমি তো তুমিতেই ছিলে লোগান।'

'অনেকবার কথাটা বলতে চেয়েছি। পারিনি। গলা শুকিয়ে গেছে। চেষ্টা করেও ভাষা খুঁজে পাইনি। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে অজানা ভয়, সংশয় আর লজ্জা।'

ভেতরের ঘরে ওকে টেনে নিয়ে গেলো রোসিতা। যত্ন করে কফি বানালো। জুলির আসল রূপটা ওকে খুলে বললো লোগান।

'গণ্ডগোল আবার জট বেঁধে উঠছে। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করে বসবে লাফার্টির ভাড়াটে বাহিনী। প্রস্তুত হয়েই আছে ঐ ধাড়ী শয়তানটা। সুযোগ বুঝেই কোপ মারবে। শেষ আঘাত হানবে মনে হচ্ছে। তবে হামলা শুরু হলে তুমি আমার সাথে থেকো রোসিতা।'

ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেছে পৃথিবী। রাত বাড়ছে। উঠে দাঁড়ালো লোগান। পা বাড়াতেই মনে পড়লো হ্যাণ্ডনোটের কিছু টাকা পরিশোধ করবে মনে মনে ঠিক করে এসেছে।

কপট রাগে হাতটা ওর ঠেলে সরিয়ে দেয় রোসিতা, 'তোমার

কাছেই জমা থাকুক। ইচ্ছে হলে খাটাতেও পার। দাদু অনেক সম্পত্তি রেখে গেছে। ওগুলো সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছি। বাড়তি ঝামেলা মাথায় চাপিও নাতো।'

টাকাটা আবার পকেটেই চালান করলো। খানিকটা আরো এগিয়ে এলো মেয়েটা।

'আমার চাচা একজন এ্যাটর্নি। গ্রান্টের যাবতীয় দলিলপত্র ঠিক-ঠাক করে কিছুদিনের মধ্যেই এখানে এসে পড়বেন। দলিল ঠিক হয়ে গেলেই মার্শালের সাথে দেখা করবো। আমার জমিতে খুঁটি গেড়ে বসা লুটেরাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো না?'

অবাক বিস্ময়ে রোসিতাকে দেখছে লোগান। কি দুর্দান্ত একটা কাজ করতে চলেছে। ভবিষ্যতটা পরিষ্কার ভেসে উঠলো ওর চোখে। গোলাগুলি, খুন, জখম আর লুটতরাজ।

আলভারেজ পত্তনীতে অসংখ্য লোক এনে বসিয়েছে লাফার্টি। ওগুলোর মালিকানা দাবি করে মামলা ঠোকারও মতলব করেছে। জমির পরিমাণ প্রায় একলাখ একর। ভেবেছে রিকার্ডো মরে খোলাসা হয়েছে ওর পথ। পত্তনীর দলিল পত্র ঠিক হয়ে গেলে পথের ফকির হয়ে যাবে লাফার্টি।

বড্ড দুঃখ হয় লোকটার জন্যে। বুদ্ধি বিবেক যদি থাকতো। রিকার্ডোকে এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। ঘুম হারাম করে ছেড়েছে। রিকার্ডোর মৃত্যুর পেছনে ওর অবদানটাই মনে রাখার মতো।

'তোমার জায়গায় থাকলে আমি কি করতাম জানো? মেক্সিকো ফিরে যেতাম। ঝামেলা চুকলে ফিরে আসতাম।'

'কি বলছো তুমি? ঘর ছেড়ে পালাবো কেন?'

'এখনও বুঝতে পারলে না কি ঘটতে যাচ্ছে এখানে? দলিল পত্র দেখানো মানেই যুদ্ধ ঘোষণা করা ওরা কি লেজ গুটিয়ে ফিরে যাবে ভেবেছো? তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

'চেষ্টা করেই দেখুক না।' শান্ত নির্বিকার কণ্ঠ রোসিতার।

বিদায় নিয়ে লোগান ফিরে এলো র‍্যাঞ্চে। সমস্ত চিন্তা জট বাঁধছে ওর মাথায়। সতর্ক হলো ও। বিপদ কাটিয়ে ওঠার ফন্দি-ফিকির ভাবতে লাগলো।

লাফার্টি ভাববে এর পেছনে লোগানের অদৃশ্য হাত কাজ করছে। ওকেই প্রথম টার্গেট করবে লাফার্টি।

ও যা ভেবেছে বাস্তবে তা ঘটলো না। বিক্ষিপ্ত দু'একটা হত্যাকাণ্ড যাও ঘটলো তাও সুদূর উত্তরে। ওর এলাকার বাইরে। লোকটা সেটেলমেন্ট কোম্পানীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পালাচ্ছিলো। খুনী ধরা না পড়লেও লোগান এ নিয়ে মাথা ঘামালোনা।

লাফার্টি সান্তা ফি'র নিজস্ব বাড়ীতেই বেশিরভাগ সময় থাকছে আজকাল। প্রায় রাতেই জাকজমক পার্টি হচ্ছে ওর ঘরে। প্রভাব-শালী লোকজনের আনাগোনা চলছে। পার্টির প্রধান আকর্ষণ জুলি লাফার্টি। রাজনীতি যেন ওর হাতের পাঁচ। লোগানের ধারণা এই জমায়েতের পেছনে লাফার্টির বিশেষ কোন মতলব আছে।

এক বিকেলে পিঠে চেপে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোগান। পেছনে বাকবোর্ডের শব্দ পেয়ে সরে দাঁড়ালো। বাকবোর্ড চালাচ্ছে লার-সেন। ওকে দেখে রাশ টেনে দাঁড়ালো। ঘোড়াটাকে দেখেই হেসে উঠলো।

'ভেবেছিলাম ওটাকে বেঁচে দিয়েছো।'

'ওর মতো ঘোড়াই হয় না,' ঘোড়াটার পিঠ চাপড়ে বললো লোগান, 'হারামী বজ্জাত হলেও দরকারে কাজে লাগে।'

'মা কেমন আছে?'

'ভালো।'

টকটকে গরম দিন। ভ্যাপসা গরমে দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে ওর। ভীড়ে গিজ গিজ করছে রাস্তাটা। ভীড়ের মধ্যে ফেটারসানকে দেখলো ও। সাথে পাইসানো। ছোট খাটো বেঁটে এক মেক্সিকান।

'প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে মা। মাঝে মধ্যে গিয়ে দেখা করলেইতো পারো।'

'যাবো...। যতো গণ্ডগোল এই মেয়েদের নিয়ে।'

'ভালোই আছে মা। কোন অসুবিধা নেই। তবে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসটা বদলায়নি।'

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে লারসেন। বিমর্ষ মলিন মুখ।

'মার এই অভ্যেসটা একদম পছন্দ করে না জুলি। র‍্যাঞ্চে যাবার কথা শুনলেই হৈচৈ বাঁধিয়ে দেয়।' অজুহাতের ভঙ্গীতে কথাটা ওকে জানালো লারসেন।

'যত গণ্ডগোল ঐ মেয়েদের নিয়ে।' কথাটা পুনরাবৃত্তি করে ও, 'তবে একটু উত্তম মধ্যম দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। দড়িতে ঢিল দিলেই মেয়ে জাতটা মাথায় উঠে বসে। লাগাম শক্ত করে ধর। দেখবে টু শব্দটিও করছে না।'

'সমস্যা তো আর একটা না। ওদিকে সিনেটে যাবারও প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে।'

'শ্বশুরের সাথে মিল খাচ্ছে তো তোমার?'

ওর দিকে ঝুঁকে এলো লারসেন। ফিসফিসিয়ে বললো, 'বুড়োটাকে একদম সহ্য করতে পারি না। কথাটা মাকে বলো না কিন্তু। জুলির কথা নাইবা বললাম।'

'তুমি তুখোড় ঘোড়া চালাতে লারসেন।'

'তার মানে?'

মাথার পেছনে হ্যাট ঠেলে দেয় লোগান। 'এই ঘোড়াটাই দেখনা। ঘাড়ে হাত বুলিয়ে আদর কর, বর্তে যাবে। সারাদিন ছুটবে। আপত্তি করবে না। কিন্তু এই একটামাত্র ঘোড়াই ব্যবহার করিনা আমি। ডাপেল আর মন্টানার পিঠেও ছুটতে হয় আমাকে।'

'মাঝে মধ্যে এ ধরনের বেয়াড়া ঘোড়া প্রচুর আনন্দ দেয়। কিন্তু সারাটা সময় যদি ওর পেছনে লেগে থাকতাম তবে ওর বজ্জাতি বাড়তো বৈ কমতো না। লারসেন, মেয়েমানুষের চরিত্রও ঠিক এই রকম।'

লারসেন চলে যেতেই লোগান এগুলো ভীড় ঠেলে। ফেটারসানকে দেখলো। কি যেন গুঁজে দিচ্ছে পাইসানোর হাতে। রোদে চকচক করে উঠলো ওর হাতের মুঠো। সোনা। চিনতে ওর ভুল হয়নি। ব্যাপারটা কি? আগ্রহ বাড়লো ওর। সতর্ক হয়ে উঠলো। অচিরেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

আলভারেজ র‍্যাঞ্চে ফিরছে জোয়ান টোরেস। সকোরো থেকে দু'জন লোক রিক্রুট করেছে। সাথে নিয়েই ফিরছে। পাশাপাশি জোর কদমে ওরা এগিয়ে আসছে তিনজন।

দু'পাহাড়ের ফাঁক গলে যে ট্রেইলটা সোজা শহরে ঢুকেছে সেই ফোঁকরের মাঝামাঝি এসে পড়েছে ওরা। আর মাত্র চার মাইলের পথ। গুলীর শব্দটা ওদের কানে গেলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই

ওদের ঝাঁঝরা শরীরটা লুটিয়ে পড়লো তপ্ত মাটির কোলে।

পাহাড়ের নির্মল শব্দহীন বাতাস। সংকীর্ণ পাহাড়ের প্রতিধ্বনিত গুলির শব্দ শুনে চমকে উঠলো মোরার লোকজন। ভোরের আচ্ছন্নতা কাটেনি তখনো।

স্টেজে চেপে লাস ভেগাস থেকে লারসেন এইমাত্র ফিরেছে। শেরিফের অফিস থেকে লোগানকে নিয়ে রাস্তায় পা বাড়িয়েছে মাত্র।

গুলির শব্দটা সেই মুহূর্তে ওর কানে এলো। চারপাঁচটা গুলির শব্দ। কিছুক্ষণ বিরতির পর আরও একটা গুলির শব্দ ওরা শুনলো। শেষ গুলিটার শব্দ।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে কিংবা শিকারে গিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়েনা কেউ। গুলি ছোড়ার ধরনটা অবাক করলো ওকে। দু'জনেই বাকবোর্ড ছুটিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

দু'পাহাড়ের মাঝখানে ধুলোর মেঘ দেখলো ওরা। অনেকগুলো ঘোড়া ছুটলে যেমনটি হয় ঠিক তেমনি। ওদিক দিয়েই পালাবার পথ করে নিয়েছে খুনীর দল। বাকবোর্ডে ওদের পিছু ধাওয়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

চিত হয়ে পড়ে আছে জোয়ান টোরেসের রক্তাক্ত লাশ। তিনটে বুলেটের গর্ত ওর বুকে। দু'চোখের ঠিক মাঝখানটায় আরও একটা গর্ত। পোড়া চামড়া লেপ্টে আছে চোখের আশপাশটা।

'বুঝলে?'

'আগন্তুক ঘোড়সওয়ার ওকেই খুন করতে ওৎ পেতেছিলো।' টেকরেসের দু'চোখের মাঝখানে আঙুলি নির্দেশ করে বললো,

'শেষ গুলির ক্ষতচিহ্ন।'

খুরের শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। লোগান পেছনে ফিরে

তাকালো। জ্যাক বিনস'কে নিয়ে ছুটে আসছে ফেরী ম্যানভার্স। জ্যাক ওদের র‍্যাঞ্চ কর্মচারী। এ জায়গা থেকে র‍্যাঞ্চটা খুব নিকটে বলে গুলির শব্দে ওরাও সচকিত হয়েছে। ছুটে এসেছে অকুস্থলে। তাড়াহুড়োয় স্যাডেল চাপাতেও ভুলে গেছে।

টোরেসের লাশটা অনেকক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখলো। শেষ গুলিটার আগেই ও মরে গেছে। ওর পাশেই নিথর পড়ে আছে সঙ্গী মেক্সিকান দু'জনের লাশ।

জায়গাটা ভালোভাবে জরিপ করলো ও। ট্র্যাক খুঁজলো। প্রখর ওর চোখের দৃষ্টি। সাবধানে পা টিপে এগুচ্ছে। ট্র্যাক যাতে না মোছে। তিরিশ গজ দূরে কয়েকটা ঘোড়ার ট্র্যাক দেখলো লোগান। আগন্তুক ঘোড়সওয়ার লোকগুলো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে এখানে। সিগারেটের পোড়া অংশও পড়ে আছে কয়েকটা। চারপাশের ঘাসগুলো মাড়ানো। বাকবোর্ডের পাশে অপেক্ষা করছে লারসেন। লাশগুলো দেখছে। এদের কাউকে ও চেনেনা।

ট্রেইল ছেড়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলো এক বুড়ো মেক্সিকান। লোগান চেনে ওকে। লাশগুলো দেখে ওর দিকে তাকালো।

'ডাকাত?' চোখের ইশারায় ওকে জিজ্ঞেস করলো বুড়ো।

'না। আততায়িরা এদের খুন করে পালিয়েছে।'

বুড়ো এপাশ ওপাশ মাথা দোলাতে লাগলো। 'বা দিনকাল পড়েছে। জীবনের নিশ্চয়তা নেই কারও। লোকটা টোরেস না? ওকে চিনতাম আমি। বড্ড ভাল লোক ছিলো।'

'ও আমার বন্ধু।'

'তাই নাকি?'

লাশগুলো বাকবোর্ডে তুলে লারসেন আর ম্যানভার্স'কে শহরে

পাঠিয়ে লোগান ফিরে এলো। জ্যাককে বুড়ো মেক্সিকান লোকটার সাথে পাহারায় রেখে পাহাড়ের ঢালের দিকে এগিয়ে গেলো। 'সতর্ক থেকো তোমরা। ওরা না আসা পর্যন্ত কাউকে ভিড়তে দিওনা।'

আততায়িরা যেখানে অপেক্ষা করেছে লোগান ফিরে এলো আবার সেখানে। চারদিকে নজর বুলালো। একটা সূত্র বের করতেই হবে ওকে। ওরা কারা?

মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তা। এর পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে ভাবতে পারছে না। জোয়ান টোরেস মেক্সিকানদের আপনজন। ওকে খুন করেছে কেউ। সঙ্গীদেরও রেহাই দেয়নি। এ ঘটনা ওদের নিজেদের সম্পর্কেই চিড় ধরবে। টোরেসকে কে হত্যা করতে চায়? লোগানের তা অজানা নয়। কারণ লোকটাকে সে চেনে।

খুনীদের কেউ সিগারেট টেনেছে গোড়া পর্যন্ত। হাঁটু গেড়ে বসে ওরা যেখান থেকে গুলি ছুঁড়েছে সে যায়গাটায় একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বুটের আগাটাও গেড়ে বসেছে মাটিতে। আন্দাজ করলো লোগান। পাঁচফিট চার ইঞ্চির মতো লম্বা লোকটা। গাট্টাগোট্টা পেটানো শরীর। গোড়া পর্যন্ত সিগারেট টানার অভ্যেস।

ঘোড়সওয়ার আততায়িরা টোরেসকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়নি। ভীরু কাপুরুষের দল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠলো ওর চোখদুটোয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললো ও। ওদের ধাওয়া করবে সে। যত দূরেই থাকনা, যত ট্রেইলই পেরুক না, ওদের ঠিকই কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে খুনের দায়ে।

সাবধানে পা ফেলতে হবে। ওরা একা নয়। দলটা ভারী আর

শক্তিশালী। এলাকাটাও খুব সম্ভব ওদের চেনা। পালাবার পথটা আগেভাগেই ঠিক করে রেখেছিলো।

কোনকিছুর পরোয়া করে না লোগান। ওর নাকের ডগায় খুন হয়েছে টোরেস। এর আগে শত্রুর দল দু'বার ওর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে। প্রথমবার লোগান ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। দ্বিতীয়বার গুলী ছুঁড়ে অদৃশ্য হয়েছে আততায়ী। সেবারও প্রাণে বেঁচে গেছে টোরেস।

ট্র্যাক দেখে ওদের শক্তিটা লোগান আন্দাজ করে ফেললো। সংখ্যায় ওরা জনপাঁচেক। সবার কাছেই তেজী ঘোড়া। গুলীর শেলগুলোও কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। কোন চিহ্ন ফেলে রাখেনি। দলটা সাবধানী আর এ ধরনের অভিযানে অভ্যস্ত। তাই কি? ভাবছে লোগান।

সময় নিয়ে ঘাসের ডগাগুলো পরীক্ষা করলো। নেড়েচেড়ে দেখলো। আবার এগোলো। ঘাসের জঙ্গলে সেঁধানো একটা শেল চোখে পড়লো ওর। চুয়াল্লিশ ক্যালিবারের শেলটা নেড়েচেড়ে দেখে পকেটে পুরে রাখলো।

পাঁচজন লোক। টোরেসের শরীরে চারটা বুলেটের ক্ষত। খুনীদের কেউ হয়তোবা একাধিক গুলী ছুঁড়েছে। নাকি পাঁচজনের বেশি লোক ছিলো ঐ দলে? মৃতদেহগুলোর অবস্থান এবং এলোপাতাড়ি ট্র্যাক দেখে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালো ও। শেষ বুলেট ছোঁড়ার আগে আততায়িরা 'ন' রাউণ্ড গুলী ছুঁড়েছে।

খুনীর দলে অভিজ্ঞ পিস্তলবাজ থাকাও বিচিত্র নয়। লিভার ঘুরিয়ে অনবরত গুলী ছুঁড়তে অভ্যস্ত গানফাইটারও থাকতে পারে।

ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে ফিরছিলো টোরেস। প্রথম গুলির আঘাতেই

ছিটকে পড়ে মাটিতে। পর পর কয়েকটা গুলি বিঁধেছে ওর শরীরে। গুলিতে মরেছে ওর সাথীরাও। হিসেব মিলছে না ওর। কথাটা মনে হতেই চমকে উঠলো। পাঁচজনের বেশি লোকছিলো ঐ দলে।

চূড়ার দিকে দৃষ্টি ফেরালো। সিডার ঝোপে ছেয়ে রয়েছে পাহাড়ের ঢাল। খুনীদের লুকোনো ঝোপ থেকে ঢাল বেয়ে অনায়াসে চূড়ায় ওঠা যায়। ওখানে কেউ কি অপেক্ষা করছিলো? টোরেসের ফিরে আসবার সংকেতটা সেই দিয়েছে?

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আততায়িরা বহুদূর চলে গেছে এতক্ষণে। খুনীদের ঘোড়া লুকোনোর জায়গাটা খুঁজে পেলো ও। সংখ্যায় সাতজন ছিলো আততায়িরা। পাহাড়ের চূড়ায় ছ'জনের ট্র্যাক ওর চোখে পড়লো।

লাশ রেখে ফিরে এসেছে ফেরী ও লারসেন। ফেরী দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। ওকে সাহায্য করছে।

অকুস্থলে ফিরে এসে পুরো ঘটনাটা আবার তলিয়ে দেখলো। টোরেসের কপালে শেষ বুলেটটা যে ছুঁড়েছে শরীরটা তার লম্বাটে। বুট জোড়া নতুন। আর সামনের অংশটা রক্তে ভেজা।

লারসেন ওকে সাহায্য করছে ঠিকই কিন্তু এগুচ্ছে না। বেশী হাঁটাহাঁটি করলে ট্র্যাক মুছে যাবে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা যে নিখুঁত ভাবে সাজানো তা ওর চোখ এড়ালো না।

পিছু ধাওয়া করার সম্ভাবনা কি আততায়িরা ভাববে? কত দূরে গা ঢাকা দেবে ওরা? কোন বন্ধুর র‍্যাঞ্চে গিয়ে লুকোবে, না মেসায় রাত কাটাবে? সম্ভাব্য সবকিছু তলিয়ে দেখছে লোগান।

কেলির পিঠে স্যাডেল চাপিয়ে নিয়ে এসেছে ফেরী ম্যানডার্স। স্যাডেল হর্ণ ঝাপটে ধরে এক ঝটকায় লোগান উঠে বসলো ঘোড়ার

পিঠে। জ্যাক বিন্‌সকে সতর্ক করে ফেরত পাঠালো র‍্যাঞ্চে।

'কি করবে ভেবেছো?' লারসেনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উদ্বিগ্নতার সুস্পষ্ট ছাপ।

'ঠাণ্ডা মাথায় টোরেসকে ওরা খুন করেছে,' ক্রমশঃ শক্ত হয়ে এলো ওর চোয়াল, 'আততায়ী সাতজন জানতো মোগায় ফিরছে টোরেস। আগে ভাগেই ঝোপে ওঁৎ পেতে বসেছিলো ওরা।'

ছ'জন পরে এসে জুটেছে ওদের সাথে। তারমানে টোরেস ফিরে আসার খবরটা এজনছে শেষ ছ'জন। আটসাট বেঁধেই ষড়যন্ত্রে নেমেছে কেউ। কে সে? খুনীদের ধরলে আসলটাকেও পাবো।'

'বেশ', চিন্তিত দেখালেও স্পষ্ট কণ্ঠ লারসেনের। 'ওদের পিছু নাও তুমি। সবকটা খুনীকে ধরে আনবে। যতদিনই লাগুক আর যতো পরিশ্রমই হোকনা কেন, ওদের চাই আমি।'

ইতস্ততঃ করছে লোগান। কোন চতুর্থ ব্যক্তি নেই ওদের সামনে। 'লারসেন', শেষ পর্যন্ত কথাটা ও বলেই ফেললো। 'কাজ দিয়েছ তুমি, বরখাস্ত করার অধিকারও তোমার। তবে আমি বলি কি কাজটা বিল স্ট্র্যাক্সটন বা অন্য কাউকে দাও।'

লারসেনকে ক্ষিপ্ত হতে কেউ দেখেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচণ্ড একটা রাগ ওকে ঘিরে ধরলো। 'না। কাজটা তুমিই করবে।'

এ ট্রেইল ওকে কোথায় নিয়ে যাবে লোগান জানে। কিন্তু লারসেনের ধারণা ফেটারসনই এসবের হোতা। জেড লাফার্টি একজন নির্দোষ লোক। কোন সাতে পাঁচে নেই।

ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছে শেরিফ বিল স্ট্র্যাক্সটন। 'লোকজন দরকার হলে বলো। কজন ভালো লোক দিতে পারবো আমি।'

'ফেরী এলেই চলবে।'

'বলো কি ? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ? সাতজন দুর্ধর্ষ খুনী রয়েছে ঐ দলে।'

'দেখ বিল, আমি এমন কোন লোক সাথে নেবো না অতি উৎসাহে যে গুলি ছুঁড়ে বসবে। ওদের আমি জ্যান্ত ধরে আনবো।'

'তোমার ভালোর জন্যেই বলছি লোগান। দলটা শক্তিশালী আর ভয়ংকর।' বিল স্ল্যাক্সটনের মনে সন্দেহটা ক্রমশঃ দানা বাঁধছে।

'তাহলে আমি যাবো।' ছ'কদম এগিয়ে এলো লারসেন।

'না।' রাগত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে লোগান, 'ফেরি, এসো আমার সাথে।'

আলভারেজ র‍্যাঞ্চের দিকে দ্রুত ঘোড়া ছোটালো ওরা। খাঁ খাঁ করছে র‍্যাঞ্চ হাউস। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। রশিটা ম্যানডাসে'র দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মিগুয়েলের ঘরে ঢুকলো ও। ঘরেই ছিলো মিগুয়েল। টোরেসের খবর শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো।

'সিনোর, আমিও যাবো তোমার সাথে।'

'উঁহু, তোমার যাওয়া চলবে না।' ওর কাঁধটা ধরে ফেলেছে লোগান। চোখে আগুনের আভাস। 'র‍্যাঞ্চেই থাকবে তুমি। টোরেসকে খুন করেছে ওরা। শক্তিহীন হয়ে পড়বে সিনোরিতা। কথাটা ওরাও ভাববে। কিছু একটা হলে বাঁচবে না সিনোরিতা। টোরেস মরে গেছে। কিন্তু তুমি আছো। ওর দায়িত্বটা নিতে হবে তোমাকেই। মিগুয়েল, এখন থেকে আলভারেজ র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান তুমি।'

'আমি—'বিস্ময়ে পিছিয়ে যায় মিগুয়েল, 'কিন্তু–।'

'কোন কিন্তু নয়। সিনোরিতার নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার। ডজন খানেক বাছা বাছা লোক ভাড়া করো। র‍্যাঞ্চের গরুগুলো

খেদিয়ে এনে পাহারার ব্যবস্থা কর। টোরেসকে ওরা পয়লা টার্গেট করেছে। এখন ওদের মূল ষড়যন্ত্রে নামার পালা। রোসিতার সম্পদ কুক্ষিগত করে ওকে হত্যার চেষ্টা চালাবে ওরা।'

পরিস্থিতি পুরোপুরি উপলব্ধি করে উঠে দাঁড়ায় মিগুয়েল। কি করবে ও জানে। দ্রুত অন্দরে ঢোকে লোগান। শব্দ পেয়ে ছুটে এসেছে রোসিতা। টোরেসের মৃত্যু সংবাদে চমকে ওঠে অনাথ মেয়েটা। শক্ত খুঁটির মতো এতদিন ওকে আগলে রেখেছে টোরেস।

'তুমি ভেঙে পড়লে জিত হবে ওদেরই। শক্ত হও রোসিতা। কি করতে হবে মিগুয়েলকে বলে এসেছি। কারও বাপের সাধ্য নেই তোমার গায়ে আঁচড় কাটবে।'

'কোথায় যাচ্ছো তুমি ?'

'ডেপুটি শেরিফের যা দায়িত্ব সেটাই করতে যাচ্ছি। খুনীদের পাকরাও করে ফাঁসিতে ঝোলাবো আমি।'

'তোমার ভায়ের মনোভাব জেনেছো ?' শান্তভাবে কথাটা ওকে শুধালো রোসিতা।

'খুনীদের ব্যাপারে কোন আপোষ নেই ওর। আততায়ীদের ধরে জনসমক্ষে বিচারের পক্ষপাতি লারসেন। খুনী আততায়ীরা যেই হোক না কেন।'

'কথা দাও, সাবধানে থাকবে।' ওর আবদারে হাসি ফোটে লোগানের ঠোঁট ছুঁয়ে। 'অত মায়া দেখাচ্ছো কেন ম্যাডাম। আমার মতো সাবধানী লোক দ্বিতীয়টি নেই। শরীরটা অক্ষতই ফিরিয়ে দেবো তোমাকে।'

ফ্যাল ফ্যাল করে শূন্য দৃষ্টিতে ওকে দেখছে রোসিতা।

'বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছি তোমার জন্যে। জেলের গারদে

খুনীদের পুরেই ফিরে আসবো। তখন কিন্তু-না বলতে পারবে না।'

'না বলবো কেন?' রোসিতার চোখে মুখে হাসির বন্যা।

পাহাড়ের ফোকর গলে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া সরু ট্রেইল ধরে এগোলো ওরা। ধীর পদক্ষেপে কয়েক মাইল উজানে এগিয়ে যাওয়া ট্র্যাকগুলো অনুসরণ করে একটা উপত্যকায় এসে থামলো। এরপর আততায়ী ঘোড়সওয়ারদের ট্র্যাক দ্রুত এগিয়ে গেছে একটি সরু গিরি-খাদে।

গিরিখাদ পেরিয়ে কয়েকমাইল এগিয়ে এসেছে ওরা। সামনে বিশাল সমতলভূমি। সবুজ প্রান্তর। কচি ঘাসে ভরা মাঠ। উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ। পাহাড় চূড়ায় পাইন বন। ঢালে সীডার ঝোপ। ঢাল বেয়ে পাহাড়ের শীর্ষে এসে ওরা ঘোড়া থামালো।

চূড়োর খানিকটা নিচে সমতল একটা জায়গা দেখে নেমে এলো ওরা। পাহাড়ের গা বেয়ে ক্ষীণ একটা ঝরনা নেমে গেছে পাদদেশে। সুস্বাদু পানি।

রাত নেমেছে পাহাড়ে। শূন্য আকাশে তারার আলো। মনস্থির করে রাতের জন্য ওখানেই ক্যাম্প করলো ওরা। ঝোপের গা ঘেঁষে আগুন জ্বাললো। বাইরে থেকে আগুনের আলো চোখে পড়ার কোন উপায় রইলো না।

খুনীরা বড়সড় শক্তিশালী একটা দলের কথাই ভাববে। কল্পনাও করতে পারবে না মাত্র দু'জন লোক ওদের অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। দেখলেও চিনবে না। কেলির পিঠে চেপেছে লোগান। ড্যাপেল বা মন্টানা ছাড়া ওর তৃতীয় কোন ঘোড়ার খবর অনেকেই জানেনা।

কফি বানিয়ে এনেছে ফেরী ম্যানডার্স। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে ওরা। সারাদিনের ক্লান্তি শীররটাকে আঁকড়ে ধরছে। বুঁজে আসছে দু'চোখ। উঠে গিয়ে আগুনটা উসকে দিলো ফেরী ম্যানডার্স।

'কথাটা জানা দরকার তোমার।' হিমেল বাতাসে জামাটা গলা অবধি টেনে বললো ফেরী, 'ম্যাট গিলেমের সাথে দেখা করতে ওর র‍্যাঞ্চে গেছে লাফার্টি।'

'কি বললে?' ছলকে উঠলো গরম কফি। পুড়ে গেলো ওর ঠোঁট। 'ম্যাটের সাথে দেখা করেছে লাফার্টি?'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুক্ষণ ওরা একসাথে ছিলো।'

'নিজের চোখে দেখেছো?'

'না। আমার এক বন্ধু থাকে ও দিকটায়। ওর কাছে শোনা।'

'খুলে বলো।'

'ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ নাকি কথা বলেছে লাফার্টি? বিদায় জানাতে ঘোড়া পর্যন্ত ওর পিছু পিছু এসেছে ম্যাট। কথাবার্তার ধরন-টাও ছিলো বন্ধুসুলভ।'

লাফার্টি আর ম্যাট গিলেম! দুধ ঘোলেও কি মিল খায়! হয়তোবা। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলোনা লোগান হারপার।

কিন্তু ভাবনাটা চেপেই বসেছে ওর মাথায়। যতই ভাবছে ততই শিউরে উঠছে। বদলে গেছে ম্যাট গিলেম। বিপজ্জনক হয়ে উঠছে দিন দিন। আগের রূপ ওর সম্পূর্ণ বদলে গেছে। রাতদিন মদ টানছে। মন মেজাজের কোন ঠিক ঠিকানা নেই ওর। একটা অজানা বিপদ ঘটলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশংকাটা ওকে আবারো ভাবিয়ে তুললো।

মনে মনে হিসাব কষে মিলাতে চাইলো পুরো ঘটনাটা। লারসেনের সাথে মতের মিল নেই জেড লাফাটি'র। সম্পর্কে চিড় ধরেছে এ ব্যাপারে ও নিশ্চিত। লাফাটি এ সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে। ম্যাট গিলেমের সাথে দেখা করেছে ওর র‍্যাঞ্চে। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

বিপদ আঁচ করে চমকে উঠলো লোগান হারপার।

ষোলো

পুর্ব পাহাড়ে কমলারং সূর্যের ঝলমলে আলো। আগুনের চিহ্ন মুছে ওরা ঘোড়ার পিঠে চাপলো। ছটফট করছে কেলি। ট্রেইল হাঁকানো উদ্দাম ঘোড়া। নতুন দেশ আর বনপ্রান্তরের সতেজ বাতাস ওকে চঞ্চল করে তুলছে।

লোগান নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে ভেতরের চাপা আগুন। উত্তেজনা দমিয়ে শান্ত করেছে মনের প্রচণ্ড রাগটা। এই মুহূর্তে মেজাজ মর্জি নিয়ন্ত্রণে না রাখলেই বিপদ। মাথা গরম করা ঠিক হবে না ওর। যে ট্রেইলটা ওরা বেছে নিয়েছে তা যেমন বিপজ্জনক তেমনি দুর্গম। এদিকের লোকগুলোও নিষ্ঠুর। চরিত্রে দয়ামায়ার বালাই নেই ওদের। খুন খারাপিতেই অভ্যস্ত ওদের জীবন।

নিঃশব্দ চারদিক। গা ছমছমে পরিবেশ। বাতাস ঠাণ্ডা। শংকায় ঘেমে নেয়ে উঠেছে লোগান। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে ওর

মেরুদণ্ডের ভেতর। তেতো স্বাদ লাগছে মুখে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চোয়াল ঢেকে ফেলেছে ওর।

ট্রেইলে স্পষ্ট ঘোড়সওয়ারের ট্র্যাক। বাঁক নিয়ে কয়েকটা গাছের কিনার ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। কিছুদূর এগিয়েই পরিত্যক্ত ক্যাম্পের চিহ্ন চোখে পড়লো। গতরাতে খুনীরা এখানেই ক্যাম্প করেছিলো।

ট্র্যাক ঢাকার কোন চেষ্টাই ওরা করেনি। ধাওয়া করে আসছে লোকজন। ওরা জানে। তবুও নির্ভাবনায় ছুটে এগুচ্ছে ওরা। কেন? কাছে এগুতে দিচ্ছে ওরা ধাওয়াকারীদের। এ্যামবুশের মতলবও থাকতে পারে।

তীক্ষ্ণ চোখে ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করলো ওরা। ফুরিয়ে আসছে সময়। ট্র্যাক দেখে ওদের মতিগতি আন্দাজ করছে লোগান।

সাথে প্রচুর খাবার এনেছে ঐ দলটা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাওয়ার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মদও গিলেছে ওদের একজন। বনের ভেতর লুকোনো বোতলটা দেখেই ওরা বুঝলো অন্যদের চোখের আড়ালে মদ খেয়েছে কেউ। খালি বোতলটা গুঁজে রেখেছে শুকনো পাতার আড়ালে।

'সদ্য কেনা বোতল', বোতলটা নেড়েচেড়ে কেরীর দিকে এগিয়ে দিলো লোগান।

'খাসা মাল। চোলাই মদের একফোঁটা গন্ধ নেই এতে। বেশ দাম দিয়েই কেনা,' গন্ধটা শুঁকে কথাটা বললো কেরী ম্যানডার্স।

'ধীরে সুস্থেই এগোচ্ছে ওরা। তাড়াহুড়োর কোন আলামত দেখছি না ট্র্যাকে।'

'বড্ড ধড়িবাজ এই দলটা।'

'কাজ শেষ করে ফিরছে ওরা। এবার পারিশ্রমিক নেবার পালা।'

আমি দেখতে চাই কে ওদের পাওনা মেটাতে আসে।'

'লোকটা কে হতে পারে, আন্দাজ করেছো?'

'খুনীরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। টোরেসকে ছ'জুবার খুন করতে চেষ্টা করেছে ওরা। পারেনি। তৃতীয়বার হাত ফসকায়নি ওদের। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। পারিশ্রমিক পেলেও কি ওরা থামবে? মনে হয় না। উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। ওদের থামাবার একটাই পথ আছে। পাওনা মেটাতে আসা লোকটাকে ধরে ফেলা।'

আচমকা রাস্তায় দেখা ঐ ছবিটা ওর চোখে ভেসে উঠলো। পাইসানোকে স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছে ফেটারসান। দৃশ্যটা কোনদিন ভুলবার নয়।

'মনে হচ্ছে কাছাকাছি কোন শহরে ঢুকবে ওরা,' হঠাৎ কথাটা যেন মনে পড়লো ফ্রী ম্যাগাসে'র।

'তাইতো! একবারও কথাটা মনে হয়নি আমার।' একটু ভাবলো লোগান। চেষ্টা করলো কাছাকাছি শহরটার নাম মনে করতে। পেয়েও গেলো। 'ট্রেস রিটোস। রিটোসেই ঢুকবে ঐ দলটা।'

'আমার ধারণা কি জানো?' থেমে থেমে চিন্তা করছে ম্যাগাস'।

'মদ ফুরিয়ে গেছে ঐ ব্যাটার। মনে হচ্ছে দলটার বস ওকে চোখে চোখেই রাখছে। এক ফোঁটা মদও গিলতে দিচ্ছে না।'

'মদখেকো লোক বেশীদিন মদ না খেয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া কাজ শেষ করে ফিরছে ওরা। কাছেপিঠেই শহর। মদ গিলে চাঙ্গা হতে চাইবে খুনীর দল।'

মাত্র ঘণ্টাদুয়েকের পথ ট্রেস রিটোস। শহরের দিকেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে ঘোড়ার ট্র্যাক।

দু'জনেই ক্লান্ত। ট্রেইল থেকে নেমে একটা ঝোপের আড়ালে

ওরা ঘোড়া থামালো। মুশকিলে পড়লো কেলীকে নিয়ে। ওর তাগড়া শরীরটা ঝোঁপের পাশে একটা গাছের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

'ফ্রি,' উঠে দাঁড়িয়ে লোগান বললো ওকে, 'এক কাজ করি। সোজা শহরে ঢোকার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবেনা। তারচে' ঘুরপথে যাওয়াই ভালো। প্রয়োজন পড়লে ট্রেইল খুঁজে নেওয়া যাবে।'

বনের পথ কেটে ঘুরপথে দ্রুত এগোচ্ছে ওরা। একটা বড় পাথরের টাইয়ের পাশ কাটিয়ে কিছুদূর এগোতেই ওকে থামালো ফ্রী ম্যাগাস'। রাইফেল তুলে ইশারায় দেখালো।

পাহাড়ের ঢালে গাছে বাঁধা কয়েকটা ঘোড়া। একটা কালো পরিচিত রোন ওর চোখে পড়লো। রোনের পিঠে পাইসানোকে কয়েকবার দেখেছে লোগান। ঐ লোকটাই তো ফেটারসানের হাত থেকে স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছে। মনে মনে যোগসূত্রটা লোগান মিলিয়ে নেয়।

ট্রেস রিটোসে পৌঁছে যায় ওরা সন্ধ্যের আগেই। ঘুরপথে আসতে সময় লাগলেও চারপাশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এসেছে।

নিঃশব্দে ঘোড়া টেনে আস্তাবলে ঢোকে ওরা। মাথায় লাল পট্টি বাঁধা নাভাজো ইণ্ডিয়ান পাহারাদার দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছে। ওদের শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। আস্তাবলের একপাশে ঘোড়াদুটো বেঁধে গম খেতে দেয় ওদের। পরিচিত কোন ঘোড়া নেই আস্তাবলে।

'আমরাই আগে এসেছি মনে হচ্ছে,' ফেরী ম্যানভাস' কথাটা জানালো ওকে।

লম্বা কাটা দাগ দো-আঁশলা বারকিপারের বাঁ চোখের ঠিক নিচের অংশে। ধারালো কুড়ালের আঘাতের চিহ্ন।

কফির অর্ডার দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো ওরা। পিছন ফিরে চীৎকার করে কি যেন বলছে বারকিপার।

বারমেড বেরিয়ে এলো ওর চীৎকারে। মেয়েটাকে লোগান দেখেছে। টিনা ফারনানডেজ। সান্তা ফি'র সব মেয়েলোকই ওর চেনা। ওকে না চেনার ভান করলো টিনা। অন্যান্য খদ্দেরের মতো টেবিলে এনে রাখলো কফি পট আর ছ'টো কাপ। কফি ঢালার মুহূর্তে ফিসফিসিয়ে বললো, 'কুইডাডো' অর্থাৎ সাবধান। কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেলো লোগান হারপার। যে কোন বিপদ মোকাবেলার জন্য সতর্ক রইলো।

গরম কফির সাথে সিমবিচি, মরিচ আর টরটিল্লা চিবিয়ে খেলো। রান্না ঘরের দরজার দিকে চোখ রেখেছে লোগান। রাস্তার দিকে শ্যেন দৃষ্টি ফেরী ম্যানডার্স'র।

রান্না মোটামুটি ভালোই। কফির স্বাদও চমৎকার। লোগান আর এককাপ কফি আনতে বললো মেয়েটিকে। 'কোরালের পেছনে' কফি দিয়ে থাকার আগে আবারো ফিসফিসিয়ে বললো মেয়েটি, 'রাতে দেখা করবে। জরুরী কথা আছে।'

ঠোঁটের কোণে মোচ চেটে লোগানকে দেখছে ফেরী ম্যানডার্স।

'কাজের সময় মৌজ করা কি ভালো।'

'কাজের কথাই বলছে ও,' এক ধমকে ওকে চুপ করিয়ে দেয় লোগান।

কফি শেষ করে ছ'জনেই উঠে দাঁড়ায়।

বিল মেটাতে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ায় লোগান। ততক্ষণে রাস্তায় চলে গেছে ফেরী। মুখটা যেন কোথায় দেখেছে। বার বার ওকে খুঁটিয়ে দেখছে বারকিপার।

'তোমাকে কোথায় দেখেছি বলতো?'

'স্মৃতি হাঁতড়াও,' দেঁতো হেসে ওকে বললো লোগান, 'চিনলে

ছঃস্বপ্ন মনে হবে।'

ফাঁকা রাস্তা। খেঁকি কুত্তাও চোখে পড়ছে না। তবে কি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে খুনীরা। নাকি ট্রেস রিটোস ছেড়ে চলে গেছে? অথবা লুকিয়ে আছে শহরের কোথাও?

সন্ধ্যার আবছা আঁধারে দাঁড়িয়ে বুকটা ওর কেঁপে উঠলো শংকায়। শুকিয়ে গেছে ঠোঁট ছুটো।। ওদের দেখে দ্রুত সটকে গেল রাস্তায় বেরোনো ছ'একজন সাবধানী লোক। দ্রুত চিন্তা খেলছে ওর মাথায়। কি করবে ও?

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল অপেক্ষাতে। আঁধারে ঢেকে গেছে পুরো শহর। ঘোড়ার খুরের শব্দ পেলো ওরা। খুনীর দল এগিয়ে আসছে শহরে। হয়তো রাস্তায় ওদের অপেক্ষায় ছিলো। না পেয়ে নিশ্চিন্তে ঢুকছে শহরে। ইণ্ডিয়ানদের মতো মাথা নীচু করে শহরের প্রশস্ত রাস্তায় এগিয়ে এলো ওরা।

আস্তাবলে খড়ের গাদায় লেপ্টে লোগান শুয়ে রইলো। দেখতে না পেলেও ওদের টুকটাক কথাবার্তা কানে আসছে।

সেলুনের সামনে ওরা ঘোড়া থামিয়েছে। খুরপথে ওদের শহরে ঢোকার খবর পায়নি খুনীর দল। পাবেও না। অবশ্য বারকিপারকে বিশ্বাস নেই ওর।

চিৎ হয়ে ছ'হাতে মাথা রেখে শূন্যে একরাশ অন্ধকারের দিকে লোগান তাকিয়ে রইলো। হাজারো চিন্তা কিলবিল করছে ওর মাথায়।

ম্যাট গিলেমের সাথে দেখা করেছে লাফার্টি। কি মতলব আছে শয়তান বুড়োর কে জানে? ওকে পাত্তা দেবার মতো মানসিকতা ম্যাটের নেই। কিন্তু একদিন রাতের কথা হঠাৎ ওর মনে পড়লো।

লাফার্টি ডেকে পাঠিয়েছিলো ওদের। ওর পক্ষ নিয়ে কাজের অফারও দিয়েছিলো সে রাতে। ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছিলো লোগান। একমাত্র ম্যাটই ইতস্ততঃ করেছিলো। সমঝোতার আভাস ছিলো ওর কণ্ঠে। ভেবেছিলো লাফার্টি শক্তিশালী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াবে। ক্ষমতা আর সম্পদের নিয়ামক হয়ে উঠবে।

ম্যাটের পেছনে কেন ছুটছে লাফার্টি ? কি ওর উদ্দেশ্য ? হন্যে হয়ে হাঁতড়াচ্ছে। চিন্তা জট পাকাচ্ছে ওর মাথায়। সমাধান পাচ্ছে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত। ষড়যন্ত্র ওদের বিরুদ্ধেই পাকাবে লাফার্টি। ম্যাটকে সামনে রেখে ফায়দা পুরোপুরি লুটে নেবে।

উঠে বসেছে ফেরী ম্যানডার্স। পাইপে তামাক ভরে আগুন জ্বাললো। আড়চোখে ওকে দেখে মাথা নাড়লো। 'এই একটা দোষ তোমার। এত উত্তেজিত হয়ে ভাবাভাবির কি আছে ?'

'কেমন যন ঘোলাটে ঠেকছে সবকিছু।'

'যেমনই ঠেকুক না, শংকিত হলে চলবে না। জান বাজী রেখে পা বাড়িয়েছি। যা-ই ঘটুক, শক্ত হাতে বিপদের মোকাবেলা করবো আমরা। ষড়যন্ত্রের সব জাল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো', কথাটা বলে ম্যাণ্ডার্স থামলো। পাইপ টানলো কয়েকবার। 'লাফার্টি'র মতো জীবনে অনেক লোক আমি দেখেছি। নিজের স্বার্থটাই ওদের চোখে বড়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে জঘন্য হয় মনোবৃত্তি। বুঝতে পারে ক্রমশঃ দিন ওদের শেষ হয়ে আসছে।'

বাইরে ঝিঁ ঝিঁ-ডাকা অন্ধকার। গান বেল্ট ঠিক করে লোগান পা বাড়ালো।

'সাবধানে যেও।'

আঁধার হাতড়ে সাবধানে এগিয়ে গেলো কোরালের পেছনে। দাঁড়ালো। অপেক্ষা করতে থাকলো।

দ্রুত কেটে যাচ্ছে সময়। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এলোএক ছায়ামূর্তি। ঘাসে মৃদু শব্দ। মেয়েলি গন্ধ নাকে লাগতেই লোগান উঠে দাঁড়ালো।

'কোন অসুবিধা হয়নি তো ?'

'না।'

'ওরা চলে গেছে,' মৃদু কণ্ঠে বললো টিনা।

'কি বললে ?'

'চলে গেছে ওরা,' কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলো টিনা।

'যা ভয় পাচ্ছিলাম তোমার কথা ভেবে।'

আগেভাগেই সেলুনের পেছনে মজুত ছিলো ওদের ঘোড়া। সেলুনে ঢুকে মদ খাবার সময়টুকুই ওরা পেয়েছে। ঐ সময়টাতেই বদলে রাখা হয়েছে স্যাডেল। মদ টেনে একে একে ঘোড়ায় চড়ে পেছনের বনে অদৃশ্য হয়েছে আততায়ী খুনীর দল।

'ডাহা বোকা বানিয়েছে আমাদের।'

'একজন কিন্তু রয়ে গেছে হোটেলে। দোতলায় কামরা নিয়েছে একটা। সম্ভবত ভোরেই চলে যাবে।'

'কি নাম ওর ?'

'মনে হয় ফেটারসান। ও-ইতো আততায়ীদের টাকা দিয়েছে।'

'নিজের চোখে দেখেছো তুমি ?'

'হ্যাঁ, সিনোর। নিজের চোখেই দেখেছি। স্বর্ণমুদ্রায় ওদের পারিশ্রমিক মিটিয়েছে ফেটারসান।'

'টিনা, জোয়ান টোরেসকে চেন ?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো লোক টোরেস।'

'ওরা জোয়ান টোরেসকে খুন করে এসেছে।' কথাটা শুনে আঁতকে ওঠে টিনা ফার্ণানডেজ।

'টিনা,প্রয়োজনে কোর্টে ঐ লোকগুলোকে সনাক্ত করতে পারবে? ফেটারসান ওদের পাওনা মিটিয়েছে বলতে পারবে তো? মনে রেখো কাজটা খুব ভয়ংকর।'

'নিশ্চয়ই সনাক্ত করতে পারবো। কাউকে ভয় পাইনা আমি।' আঁধারে বেশ জোরালো মনে হচ্ছে মেয়েটির কণ্ঠস্বর।

'সিনোর, সিনোরিতা আলভারেজকে ভালোবাস তুমি। আমি জানি। আমার একটা উপকার করবে সিনোর?'

'বলো,' অবাক হয়ে ওকে দেখছে লোগান।

'আমাকে নিয়ে যেতে পারবে এখান থেকে? আমাকে আটকে রেখেছে ঐ পাষণ্ড বারটেণ্ডার।'

'কেন?'

'আমার মাকে বিয়ে করেছিলো লোকটা।'

'বারটেণ্ডার তোমার সৎবাপ, তাইতো?'

'হ্যাঁ। মা মরে গেছে। তবুও আমাকে যেতে দেয় না ও। রাতদিন গাধার মতো খাটায়। শরীরে কুলোতে পারিনা। সিনোর, সান্তা ফি ফিরে যেতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, তোমাকে সান্তা ফি নিয়ে যাবো আমি।'

খুনীর দল অজ্ঞাতে কেটে পড়েছে। কার গোপন ইশারায়? ওদের আগমনের খবরটা জায়গামতো পৌঁছে দিয়েছে কেউ। ঘোড়াও মজুত রেখেছিলো। ঘোড়া বদল করেই সটকে পড়েছে।

লোকগুলোকে দেখেছে টিনা ফারনানডেজ। পাইসানো ছিলো ঐ দলে। মোটাসোটা শক্ত গোছের আর একটা লোককেও চেনে।

নাম তার জিম ডয়ার। পনি রকে একেও লোগান দেখেছে। হাত ফসকে বেরিয়ে গেলেও একজন এখনও হাতের মুঠোয় আছে ওদের। ফেটারসান। ওকেই এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার।

ক্লান্তিতে ঝিমোচ্ছে শরীর। গভীর হয়েছে রাত। বেওয়ারিশ কুকুরের ডাকও থেমে গেছে অনেকক্ষণ। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে বসলো ওরা। ফিকে হয়ে যাচ্ছে গুমোট আঁধার। পিস্তল চেক করে হোলস্টারে পুরে রেখে আস্তাবল ছেড়ে বেরিয়ে এলো ওরা দু'জন। আধো আলো আধো অন্ধকারে পা বাড়ালো হোটেলের দিকে। মিটমিটে আলো জ্বলছে রান্নাঘরে। পেছনের দরজা ঠেলে হোটেলে ঢুকলো ওরা।

খুপরীর মতো ঘর। দরজাটা খোলা। উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখলো লোগান। প্যান্ট, গেঞ্জি আর মোজা পায়ে খাটে বসে ঝিমোচ্ছে বারটেণ্ডার। হয়তো এই মাত্রই ঘুম ভেঙেছে ওর। নোংরা স্যাঁতসেঁতে খুপরী। সোঁদা গন্ধ বাতাসে। ময়লা কাপড়ের ছড়াছড়ি সারা মেঝেতে। ঘরের এককোণে ছেঁড়া একজোড়া বুট শোভা পাচ্ছে। দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা একটা কোটও ওদের চোখে পড়লো। কোটের পাশেই ঝুলন্ত গানবেল্ট। হোলস্টারে পিস্তল। এগিয়ে গিয়ে পিস্তলটা তুলে নিয়ে আনলোড করে রাখে। অবাক বিস্ময়ে ওর কাণ্ড দেখছে বারটেণ্ডার। মুখে কথা সরছে না ওর।

'আস্পর্ধা কম না তোমাদের ...'

একটা ধমক খেয়ে চুপসে যায় বারটেণ্ডার। বাত্তি তুলে সামনে এগোয় ফ্রেরি ম্যানডার্স। আবছা আঁধার হল ঘরে। বাত্তির আলোয় ঈষৎ উজ্জ্বল হলো।

'ওয়্যাটা কোন রুমে আছে?'

ফ্যাল ফ্যাল করে ওকে দেখছে বারটেণ্ডার। যেন কিছুই বোঝে নি।
'দাঁড়া তোর গুষ্টি উদ্ধার করছি।' ম্যানডার্সে'র ঠোঁটে বাঁকা হাসি, 'ওকে এখানেই খতম করে দিই, কি বলো?'

'বরং বাইরে নিয়েই গুলি কর। লাশ গুম করলেই চলবে। কাক পক্ষীটিও টের পাবে না।'

পা বদলে দাঁড়ায় বারটেণ্ডার। 'না…না…মেরো না আমাকে,' আর্তনাদ করে উঠে লোকটা।

'আমি এসবের কিছুই জানি না।'

'বুড়োটা বোধহয় পালিয়েছে', লোগানের কপালে ভাঁজ পড়েছে। 'ওর পিছু নিয়ে কাজ নেই। একেই বরং বাইরে নিয়ে চলো।'

বিকট শব্দে হেসে এগিয়ে আসছে ফেন্সী ম্যানডার্স। ওর শরীর দেখে এক পা পিছিয়ে আঁতকে উঠে বারটেণ্ডার। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে ওর।

'দাঁড়াও…দাঁড়াও, বলছি। দোতলায় ছ'নম্বর রুমে আছে লোকটা।'

'ফেন্সি, একে পাহারা দাও, আমি আসছি।' এক পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়ায় লোগান। বারটেণ্ডারের সামনে এগিয়ে আসে। 'সত্যি বলছো তো? নইলে…'

গোড়ালীতে ভর দিয়ে নিঃশব্দে ও দোতলায় উঠে পড়ে। বাতিটা কোটের আড়াল করে ছ'নম্বর রুমের দরজায় এসে দাঁড়ায়। সন্তর্পণে দরজা খুলে ঝট করে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

দরজা খোলার শব্দেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে লোকটার। বাতিটা ওর সামনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে লোগান। আলো ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না ওর। দু'হাত দিয়ে চোখ ঘষে লোকটা আবার তাকালো।

বিছানার পাশের টেবিলে ওর লোডেড পিস্তল। এক ইঞ্চি দু' ইঞ্চি করে হাতটা ওর এগিয়ে যায় পিস্তলের দিকে। 'মরার ইচ্ছে না থাকলে হাতটা গুটিয়ে নাও, ফেটারসান।'

থমকে যায় হাতটা। গুটিয়ে নেয় ফেটারসান। বিছানায় উঠে বসে। লম্বাচওড়া পেটানো শরীর। চুলের রং বাদামী। শেয়ালের মতো কুৎ চোখ দুটো যেন গোলাকার ডিমের মধ্যে বসানো। দয়া-মায়ার চিহ্নমাত্র নেই ওর মুখে।

'লোগান? জানতাম তুমি আসবে।' সহজ হতে চেষ্টা করছে ফেটারসান। সতর্কভাবে সিগারেট রোল করতে লাগলো। 'কি চাও তুমি?'

'খুনের অভিযোগ আছে তোমার নামে। অবশ্য উকিলের পরামর্শ নেবার সুযোগ তুমি পাবে। কিন্তু চালাকীর চেষ্টা কোর না। কলজে ফুটো হয়ে যাবে।'

ম্যাচ জেলে সিগারেট ধরিয়ে নেয় ফেটারসান। 'ঠিক আছে। বিড কার্নির মতো বোকা নই আমি। অবশ্য সুযোগ পেলে চেষ্টা করে দেখতাম। কিন্তু সে উপায় তো আর রাখো নি। তুরুপের তাস এখন তোমার হাতে।'

'পিস্তল ধরার সুযোগ জীবনে আর পাবে না ফেটারসান।'

'জেলে পুরবে নাকি আমাকে?'

'ঠিক ধরেছো। মানে মানে কাপড়চোপড় পরে নাও এখনই।'

ধীরেসুস্থে কাপড় পরছে ফেটারসান। মুখটা চিন্তাক্লিষ্ট। হয়তো ভাবছে জেলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। লাফার্টি থাকতে ভয়ের কি আছে? খবর পেলেই জেল থেকে ছুটিয়ে নেবে। কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর দরকারই পড়বে না। নানান চিন্তা তোলপাড় খাচ্ছে

লোগানের মনে। সাক্ষী প্রমাণ বলতে শুধু ঐ মেয়েটা। টিনা ফার্নান-ডেজ। শুধু ঐ মেয়ের সাক্ষীতেই কি ফেটারসানকে অভিযুক্ত করতে পারবে ওরা?

ফেটারসানকে নিয়ে লোগান নেমে এলো। পিস্তলের মুখে ফেরি বসিয়ে রেখেছে বারটেণ্ডারকে।

হাত পিছমোড়া বেঁধে ফেটারসানকে শক্ত করে স্যাডেলে চাপিয়ে ওরা ফিরতি পথ ধরলো। ভাড়াটে খুনীদের ধাওয়া করার প্রয়োজন এই মুহূর্তে আর নেই। দ্রুত মোরায় ফেরার তাগিদে ঘোড়া ছোটালো ওরা।

পরদিন দুপুর নাগাদ ওরা শহরে ঢুকলো। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে শহরের লোকজন। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। শেরিফের অফিসে ঢুকে ফেটারসানকে সেলে পুরে লোগান বেরিয়ে এলো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়ালো সেলের দরজায়।

গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে ফেটারসান। 'কদ্দিন আর ধরে রাখবে?' ঈষৎ হাসি ওর ঠোঁটে। 'খুনের ব্যাপারে কিছু জানি না আমি।'

'খুনীদের টাকা দিয়ে বিদেয় করেছো তুমি। অবশ্য পাইসানো-কে কিছু অগ্রিম টাকা দিয়েছিলে।'

কথাটা শুনে থিরথিরিয়ে কাঁপলো ওর চোখের পাতা। লোগান ওর চাহনীর হঠাৎ পরিবর্তন এ্যাবিলেনেও লক্ষ করেছে একবার।

'বাপের নাম জপ করো সেলে বসে', ওকে বললো লোগান।

'মামলাটা কোর্টে ওঠার আগেই সাক্ষী প্রমাণ এনে হাজির করবো। ফাঁসীতে লটকাতে যতটুকু প্রমাণ দরকার তার চেয়েও বেশি

প্রমাণ হাজির করবো আমি।'

প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লো ফেটারসান। ওর চোয়াল ছুটো বীভৎস দেখাচ্ছে। 'দিনের আলো চোখে দেখবে না বাপধন। তার আগেই ফসকে যাবে।'

শেরিফের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো লোগান হারপার। রাস্তায় দাঁড়াতেই বাকবোর্ডের শব্দ পেলো। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে জেড লাফার্টি।

ওকে দেখে হাসি ফুটে উঠলো লোগানের ঠোঁটে। দ্রুত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বুড়ো শেয়ালটা।

সতেরো

যেন এক যুগ পর বুড়োকে দেখলো লোগান। হাঁপাতে হাঁপাতে ওর দিকেই এগিয়ে এলো লাফার্টি। ক্রোধে ফেটে পড়ছে শক্ত নীল চোখ। 'শুনলাম ফেটারসানকে ধরে এনেছো? কেন? এক্ষুনি ছেড়ে দাও ওকে।'

'দুঃখিত মিষ্টার লাফার্টি।'

'ওর অপরাধ?'

'টোরেসকে হত্যার পেছনে ওর অদৃশ্য হাত আছে।'

কটমট করে ওকে দেখছে লাফার্টি। রাগে ফুঁসছে। 'বুঝেছি।

আমাকে ঘৃণা করো বলেই ওকে আটকে রেখেছো। মিথ্যে মামলা সাজাচ্ছো। একজন নির্দোষ লোককে আটকে রাখার পেছনে কি সাক্ষী-প্রমাণ আছে তোমার? ওকে ছেড়ে দাও। নইলে তোমাকেই অফিসছাড়া করবো আমি।' ওর হুমকীটা যে একেবারেই ঠনঠনে লোগান জানে। নিজের চাকরীর পরোয়াও করে না সে।

'ওর বিচার হবে। বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলেই ছাড়া পাবে। তার আগে নয়।'

ওকে মেপে দেখছে জেড লাফার্টি। 'বড্ড একগুঁয়ে লোক তুমি।' গলার স্বরটা মিইয়ে যাচ্ছে ওর।

'মিষ্টার লাফার্টি', ধীরে ধীরে কঠিন হচ্ছে লোগানের গলা। 'একজন নিরপরাধ লোককে খুন করা হয়েছে। শহরের গণ্যমান্য লোক হিসেবে একজন অভিযুক্তকে ছেড়ে দিতে বলেন আপনি? একটা কথা মনে রাখবেন। দিন বদলে যাচ্ছে। খুনী লুটেরাদের নির্মূল করার সময় এসেছে। বিশেষ করে—' কথার এই অংশটা একটু জোরের সাথেই ও বললো, 'বিশেষ করে যে-খুনের পেছনে অজস্র টাকা ঢালা হয়েছে।'

কথাটা ওর আঁতে গিয়ে বিঁধলো। কিন্তু কোন ভাবান্তর হলো না। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'জোয়ান টোরেসের হত্যাকারীদের পাওনা মিটিয়েছে ফেটারসান। তার প্রমাণও আছে আমার হাতে। চাক্ষুষ প্রমাণ।'

ওকে ধোঁকা দেবার মতলব এঁটেছে লোগান।

'অসম্ভব। ডাহা মিথ্যে কথা বলছো তুমি।'

লোগান অফিসে ফিরে আসে। ঝপ করে বসে পড়ে নিজের চেয়ার

টেনে। একগাদা কাগজ টেনে নাড়াচাড়া করতে থাকে। ওকে উপেক্ষা করছে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে লাফার্টি। এগিয়ে এসে দাঁড়ায় টেবিল বরাবর।

'মিষ্টার লাফার্টি', কাগজপত্র একপাশে ঠেলে ধীরে ধীরে মুখ তোলে লোগান। 'আমার ধারণা এই অপরাধে আপনিও জড়িত। কোর্টে যখন সব সাক্ষী প্রমাণ দাখিল করবো আপনার ভালোমানুষির মুখোশ খুলে পড়বে। ফেটারসান আর অন্যান্য খুনীর সাথে আপনাকেও ফাঁসিতে ঝোলাবো আমরা।'

কথাটা বলে লোগান অপেক্ষা করলো কিছুটা সময়। ভেবেছিলো রাগে ফেটে পড়ে চীৎকার শুরু করে দেবে লাফার্টি। কিন্তু তেমন কিছু ঘটলো না। ফ্যাকাশে মুখে লালচে কিছু বিন্দু ওর চোখে পড়লো।

'এসব জানে লারসেন?'

'জানবে না কেন? তবে আমার কাজে নাক গলাবে না লারসেন। কারণ ওর কাজেও নাক গলানোর অভ্যেস আমার নেই।'

'ফেটারসানকে কত টাকায় জামিন দেবে?'

'ওটা তো কোর্টের এখতিয়ার। তবে খুনের আসামীদের কোন জামিন নেই।'

মন দিয়ে কথাগুলো শুনলো লাফার্টি। লোগানের হাতে প্রমাণের বৃত্তান্ত জানলে হয়তো খাতির জমিয়ে বসে থাকতো চেয়ারে। অপেক্ষা করতো। এ ধরনের লোক ছটফটে স্বভাবের। দ্রুত কাজ সারতে ওস্তাদ। আর এই তড়িঘড়ি স্বভাবের জন্যে প্রায়ই ওরা ভুল করে বসে।

হন্তদন্ত হয়ে বিল স্যাক্সটনের সাথে ওলি স্যাডোক ঢুকলো শেরি-

ফের অফিসে। সবাই যে ঘাবড়ে গেছে তা ওদের ভাবভঙ্গী দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

শেরিফ এগিয়ে আসে ওর কাছে। 'ফেটারসানের বিরুদ্ধে কতটুকু সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করেছো?'

'মামলা রুজু করতে কিছুটা সময় লাগবে।'

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ওর কপালে। শেরিফকে কিছুটা উত্তেজিত আর চিন্তিত দেখাচ্ছে। সিগার ধরালো বিল। আনমনে ধোঁয়া ছাড়লো। তোলপাড় চলছে ওর মনে।

'জানো তো, লাফার্টির লোক ফেটারসান। খুনের সাথে ওদের জড়ানো কি ঠিক হবে?' লোগানের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালো শেরিফ। 'খুনের সময় ধারেকাছেও ছিলো না ওরা। কথাটা কোর্টে ওরা প্রমাণ করে ছাড়বে।'

'আরও একটা কথা নিশ্চয়ই জানো তুমি', ওলি স্যাডোকের কথায় আপোষের সুর, 'লাফার্টি'র সাহায্য নিয়েই ক্ষমতায় উঠেছে লারসেন।'

'ডাহা মিথ্যা কথা', উত্তেজনা বাড়ছে ওর। ডেস্কে রাখা পা-দুটো নামিয়ে এনেছে। শরীরটা ক্রমশঃ ছেড়ে দিয়েছে সুইং চেয়ারে। 'নিজের গুণেই ও নির্বাচিত হয়েছে। সুযোগ বুঝে লাফার্টি ভর করেছে ওর কাঁধে। বাহবা কুড়োনোর ধাক্কা। যে যাই বলো না কেন, একটা কথা মনে রেখো তোমরা। হয় ফেটারসান জেলে থাকবে, নয়তো ব্যাজ খুলে বেরিয়ে যাবো আমি।'

'এটাই কি তোমার শেষ কথা?' আরও কাছে এগিয়ে এলো ওলি স্যাডোক।

'হ্যাঁ।'

হাঁফ ছেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলো ওলি স্যাডোক। লোগানকে বাজিয়ে দেখছিলো এতক্ষণ। রাজনীতি করলেও লোক হিসেবে ও বেজায় সৎ। ন্যায়ের পক্ষেই থাকতে চেষ্টা করেছে। আজীবন থাকবেও।

'ঠিক আছে', মুখ খুললো শেরিফ। 'আমরা লড়বো।'

সন্ধ্যের ফেরি ম্যানডার্স এসে ঢুকলো শেরিফের অফিসে। অন্ধকার এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে লোগান। ভাবনার জট জড়িয়ে আছে ওর আষ্টেপৃষ্ঠে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে পাইপে আগুন ধরায় ফেরি ম্যানডার্স। 'নতুন এক লোক এসেছে শহরে', একগাল ধোঁয়া ঝেড়ে বললো ম্যানডার্স, 'নাম ওর উইলসন। এক নাগাড়ে মদ খাচ্ছে। প্রচুর টাকা ওড়াচ্ছে। মাত্র ক'দিন আগে পথের ভিখারী ছিলো লোকটা।'

একটা আলোর রেখা ফুটে উঠলো ওর চোখে। অন্ধকার হাঁতড়ে ক্রমশঃ হতাশায় গা এলিয়ে দিচ্ছিলো।

'বারে এখনও মদ গিলছে উইলসন।'

চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে লোগান উঠে দাঁড়ালো। পেছনের দরজা খুলে সোজা হেঁটে গেলো সেল বরাবর। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে ফেটারসান। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফেটারসানের কাঁধ আর বুট জোড়া ওর নজরে পড়লো। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে লোকটা।

'কখন ডিনার খেতে চাও?'

বুট ঘষে মেঝেতে উঠে বসলো ফেটারসান।

'যখন খুশী দিতে পার।'

'ঠিক আছে,' দরজার দিকে ও পা বাড়ালো। দু'পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো। কথাটা মনে হতেই ফিরে এলো আবার। মুখো-

মুখী দাঁড়ালো ফেটারসানের। 'উইলসনকে চেনো?'

ছ'গাল্লুলে নামিয়ে আনলো সিগারেট, 'ও নামে কাউকে আমি চিনি না।'

'চেনা উচিত ছিলো, মদখেকো খারাপ লোক। বোতল ছাড়া কিছু চেনে না। 'ফেটারসান, একটা কথা মনে রেখো। টাকা দিয়ে সব লোককে বিশ্বাস করা যায় না।'

অফিসরুমে ঢুকে পেছনের দরজা পুনরায় ও বন্ধ করলো। বাতি জ্বালিয়েছে ম্যানডার্স। 'যে লোক কিছু লুকিয়ে রাখে', মাথা নেড়ে বললো ফেরী ম্যানডার্স, 'কখনও কখনও সে ঘাবড়িয়েও যায়।'

উইলসনের কথা শুনে ঘাবড়ে যাবে ফেটারসান। মাতালটা যদি মুখ খোলে? কথাটা ভেবে অস্থির হয়ে উঠবে ফেটারসান।

লোগান এই অবস্থায় কি করবে? ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে? মনটা ছটফট করছে ওর। একমাত্র সময়ই বলে দেবে ওর কি করণীয়।

ওদিকে সেলে ফটফট করছে ফেটারসান। যতই ভাবছে ভয় ততই গ্রাস করে ফেলছে ওকে। লাফার্টি এখনও সেলে দেখা করে নি ওর সাথে। কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা। নিজে বাঁচতে ওকে ঝুলিয়ে দেবে না তো? অতটা সাহস পাবে না লাফার্টি। প্রয়োজন হলে ওকেই সে ঝুলিয়ে দেবে।

অফিসে ফেরীকে রেখে লোগান বেরিয়ে এলো। হাঁটা ধরলো সেলুন বরাবর। খিদেয় জ্বলছে পেট। টেবিলে বসেই মুখ তুলে দেখলো ম্যাট গিলেম ঢুকছে। রুক্ষ চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বেহেড মাতাল অবস্থা। ওকে দেখেই টলে টলে এগিয়ে এলো। ধপ করে বসে পড়লো চেয়ার টেনে।

'শুনলাম ফেটারসানকে জেলে পুরেছো?' বাঁকা হাসি ওর ঠোঁটে। চোখে তীব্র কটাক্ষ। 'ওকে নিয়ে কি মতলব আছে তোমাদের?'

'কুকর্মের অংশীদার হিসাবে অভিযুক্ত হবে ফেটারসান। ওর মাধ্যমেই যে খুনীদের পাওনা মেটানো হয়েছে সে প্রমাণ আছে আমাদের হাতে।'

'আত্মীয়স্বজনের মধ্যে লড়াই বাধাবে দেখছি', অবজ্ঞার হাসি লেগে আছে ওর মুখে। 'তোমার প্রাণের ভাইজানের প্রতিক্রিয়া কি?'

'কারো প্রতিক্রিয়া দেখার সময় মোটেও নেই আমার হাতে', কণ্ঠটা আরও দৃঢ় হলো ওর, 'গাছ তো উপড়ে ফেলেছি। পাতা ইচ্ছে-মতোই ঝরুক না।'

'উচিত শিক্ষা হবে ওর', ম্যাটের কথায় ঘৃণা আর তিক্ততা। 'শালা ভণ্ড, কুত্তীর বাচ্চা।'

'ম্যাট, মুখ সামলে কথা বলো।' কর্কশ হয়ে উঠলো ওর গলা। নিজেকে সামলে নিলো সাথে সাথেই। 'গালটা কিন্তু আমার গায়েও লাগলো।'

লোগানের দিকে ওর স্থির দৃষ্টি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কটু কথা। আসলে গালিগালাজ করতে চায় নি ম্যাট গিলেম।

লোগান ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। অচেনা লাগছে ওর চেহারা। একি সেই লোক? শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত আর রুচিসম্পন্ন লোক। না, না, ম্যাটের সাথে ওর কোন দ্বন্দ্ব হতে পারে না।

'আমি দুঃখিত লোগান,' বুক ফুঁড়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর। 'বিচারবুদ্ধি কেন জানি লোপ পাচ্ছে দিন দিন', পাপ-বোধে আবিষ্ট ওর কণ্ঠস্বর।

'অনেক কষ্ট সয়েছি আমরা। আর দুঃখ চাই নে।'

'আমিও তাই ভাবছি', পরিবেশটা স্বাভাবিক করতে চাইলো লোগান। 'বিশ্বাস করো ম্যাট, লারসেন এখনো শ্রদ্ধা করে তোমাকে।'

'শ্রদ্ধা করে?' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে ওঠে ম্যাট গিলেম। 'ওর পথের কাঁটা আমি। সরাতে পারলেই বাঁচে। মূর্খ, বকলম একটা রাস্তার ছেলে। আমিই লেখাপড়া শিখিয়েছি ওকে। জ্ঞান দিয়েছি।' হাঁপাচ্ছে ম্যাট গিলেম। 'ও জানতো শেরিফ হবো আমি। তাই দ্রুত কাজটা বাগিয়ে নিয়েছে। তুমিই তো ওকে সাহায্য করেছো।'

'কথাটা ঠিক বল নি ম্যাট। যা হোক, তোমার দিন কি শেষ হয়ে গেছে? পুরো একটা ভবিষ্যৎ তোমার সামনে।'

'জাহান্নামে যাও তুমি।' খেঁকিয়ে উঠে ম্যাট, 'যে কাজেই পা বাড়াই ও ব্যাটা বাগড়া দিয়ে বসে। এর পরের নির্বাচনে ওর সুযোগ কিভাবে আসে দেখে নেবো। লাফার্টি তো কচু দেখাবে ওকে।'

'ওতে কি লারসেনের সম্মান কমে যাবে?'

'পথে গিয়ে দাঁড়াবে হারামীর বাচ্চা', বিকারগ্রস্ত লোকের মতো হো হো করে হাসছে ম্যাট গিলেম। 'লাফার্টি'র ব্যাকিং ছাড়া চেয়ারে বসার ভাগ্য হবে না ওর। তোমরা সবাই মিলে ক্ষেপিয়ে তুলেছো ওকে। এর প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় উশুল করবে লাফার্টি।'

'লাফার্টি'র মনের কথা জানো দেখি।'

ঢোঁক গিললো ম্যাট গিলেম। 'বাপ বেটি লারসেনকে দু'চোখে দেখতে পারে না। জুলি তো ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না আজকাল। আগে-ভাগেই একটা কথা বলে রাখছি তোমাকে। লারসেনের সাথে কোন

সম্পর্ক রাখবে না ওরা।'

'ম্যাট, কত ঘনিষ্ঠ সময় কাটিয়েছি আমরা চারজন। সব ভুলে গেলে তুমি? সবার কাছে তোমার পক্ষ নিয়েই কথা বলেছে লারসেন। বিরুদ্ধাচারণ করেনি কখনো। হয়তো একই লক্ষ্যে এগিয়েছো দু'জন। ওর বর্তমান অবস্থা গড়ে তোলার জন্যে সাহায্য তো তুমিই করেছো।'

নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে ম্যাট গিলেম। হঠাৎ করেই যেন চুপসে গেছে ও। 'লোগান, তোমার মতের বিরুদ্ধে আজতক কিছু করি নি, করবোও না।'

লোগান ভরসা পাচ্ছে না। মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে ও। সামনাসামনি নিঃশব্দে বসে ওরা দু'জন। খাওয়া শেষে দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। বিষণ্ণতায় ভরে গেছে মনমেজাজ। কি যেন থেকেও নেই।

সেলুনের বাইরে দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো ম্যাট গিলেম। বুকভরে নিঃশ্বাস নিলো। ছটফট করছে লোগান। যন্ত্রণায় কোঁকড়ানো মুখ। ম্যাটকে অন্যভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন পড়ে নি। কিন্তু এখন ও অন্য মানুষ। মদের নেশায় জেদ চেপে বসেছে ওর ঘাড়ে। এক-রোখা লোকের ঘাড়ে জেদ চাপলে ওরা অন্ধ হয়ে ওঠে। মাথা বিগড়ে যায়। ম্যাট গিলেমের মানসিক এই অবস্থায় পুরো সুযোগ কাজে লাগাবে জেড লাফার্টি।

সে রাতেই উইলসনকে গ্রেফতার করে আনলো লোগান হারপার। কিন্তু ওকে জেলে না ভরে ওদের প্রথম ডেরায় বন্দী রাখলো। পাহারায় বসলো ফেরী ম্যানডার্স।

লোগান ফিরে এলো র‍্যাঞ্চহাউসে। র‍্যাঞ্চের কাজ অন্যান্যদের

বুঝিয়ে দিয়ে জ্যাক বিনৃসকে সাথে আনলো। ফেটারগানকে পাহারা দেবার দায়িত্ব ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো। লোগান কাজ শেষে শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চাপলো। সোজা ছুটলো বনের পথে।

একটা খবর পেয়েই লোগান ছুটছে বনের পথ ধরে। খবরটা পাঠিয়েছে মিগুয়েল। বনের এক প্রান্তে অচেনা কিছু লোকের আনাগোনা আর ক্যাম্প দেখেছে ওরা। পাইসানো আছে ঐ দলে।

বনের গা ঘেঁষে একটা উঁচু মতো টিলা। জংলা গাছগাছালি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে ঐ টিলাকে। ঘোড়া ছেড়ে গাছের আড়ালে গা ঢেকে লোগান দ্রুত এগিয়ে যায়। সতর্ক নজর বুলিয়ে নেয় চারপাশে। টিলার মাথায় ঝোপের অন্ধকারে বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে শুয়ে থাকে। না, কোন শব্দ নেই। শরীরটা টেনে আরও একটু এগোলো ও। ধীরে ধীরে মাথা তুললো। টিলার নীচে পাঁচশো গজ দূরে ক্যাম্পটা। ফিল্ড গ্লাস চোখে লাগাতেই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পাইন ঝোপ আর বড় বড় পাথরখণ্ডে ঢাকা সমতলমতো একটা জায়গায় ক্যাম্প করেছে ওরা। বাইরে থেকে কাকপক্ষীও হদিশ পাবেনা ওদের। কিন্তু মেক্সিকানদের অনুসন্ধিৎসু চোখ ফাঁকি দিতে পারেনি আততায়ীর দল।

মোটাসোটা বেঁটে লোকটার নাম জিম ডয়ার। লোগান ওকে স্পষ্ট চিনতে পারলো। গোড়ালীতে ভর দিয়ে হাঁটার অভ্যাস। শরীরের একটা অংশ হিসেবে রাইফেল ওর সাথেই থাকে। ভোলেনা।

তাড়াহুড়োর কোন লক্ষণ নেই ক্যাম্পে। নিশ্চিন্তে লোকগুলো হাঁটাচলা করছে। হঠাৎ একটা অজানা ভয়ে ধ্বক করে কেঁপে উঠলো ওর বুক। জেল ভেঙ্গে ফেটারগানকে নিতে আসেনি তো ওরা?

উদ্দেশ্য যদি সেটাই হয়ে থাকে তবে তার-আগেই দলটাকে পাকড়াও করতে হবে। জীবন্ত ধরতে হবে ওদের। কিন্তু কিভাবে? দুর্ধর্ষ খুনীদের নিয়ে গড়া এ দল। দু'জনকে তো ও চেনেই। বাকীরাও গানফাইটার বলেই ওর সন্দেহ।

ক্যাম্পের পঞ্চাশ গজ দূরেই একটা ছোট ঝর্ণা। বহুবার জায়গাটা ব্যবহার করেছে দলটা। ক্যাম্পের ধরন দেখেই কথাটা আঁচ করেছে লোগান। ঝোপে ঢাকা কতগুলো উঁচু ঢাঁইয়ের মাঝখানে শুয়ে থাকার মতো একটা জায়গা বেছে নেয় লোগান। ঢাঁইয়ের দেয়ালের ফাঁকে ঝোপের নীচে শরীরটা এলিয়ে শুয়ে পড়ে। সারাটা দিন ওভাবেই কেটে যায়। মাঝেমধ্যে ক্যাম্পের ভেতর থেকে দু'একজন লোক বেরিয়ে এসেছে। মোরার দিক থেকে সোজা যে ট্রেইলটা এদিকে এসেছে বারকয়েক সেদিকে তাকিয়ে আবার ঢুকেছে ক্যাম্পে।

অজস্র খাবারের মজুদ আছে ঐ ক্যাম্পে। মদের বোতলও টাল করে সাজানো। তবে ওরা কেউ মদ খাচ্ছে না দেখে লোগান অবাক হলো।

পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। একসময় ডুবে গেল সূর্য। আঁধার গ্রাস করলো সারা পৃথিবী। ক্যাম্পের প্রতিটি ব্যবহার্য জিনিষ, এমন কি আশেপাশের ঝোপঝাড়, পাথর, ঢাঁই সবকিছু ছবির মতো স্পষ্ট ওর চোখে। সম্পূর্ণ এলাকাটা মুখস্থ করে ফেলেছে লোগান। খুব সহজে কাঁটা ঝোপের গা ঘেঁষে সামনে এগোবার পথটাও ঠিক করে রেখেছে।

শব্দ করা যাবে না ও জানে। ভয়ংকর সব লোক আছে ঐ দলে। টের পেলে রক্ষে নেই। ভুলের মাশুল মৃত্যু, ও জানে।

মাঝরাত পেরোতেই উঠে দাঁড়ালো লোগান হারপার। শুয়ে

থেকে জমে গেছে হাত পা। ব্যথায় টন টন করছে সারা শরীর। জ্রীকে পানি খাইয়ে তাজা ঘাসে টেনে আনলো কেলিকে। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। সারাদিন খায় নি কিছু। ক্যাম্প থেকে প্রায় একশো গজ দূরে সাথে আনা শুকনো খাবারটা লোগান চিবুতে লাগলো।

ক্যাম্পের সামনে ছোট আগুন জ্বালিয়েছে ওরা। কফির বড়সড় পটটা ঝুলছে আগুনে। আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসে ঝলসানো মাংস খাচ্ছে আততায়ীর দল। তাজা খাবারের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। মনে মনে ওদের বিশ্রী একটা গাল দিলো লোগান। 'শুয়োরের বাচ্চারা তাজা খাবার গিলছো। আর আমি সকালের বাসি শক্ত খাবার চিবোচ্ছি শুয়ে শুয়ে।' ওদের অস্পষ্ট কথা কানে আসছে। বোঝা যাচ্ছে না।

ডান হাত ভেঙ্গে গেছে জেড লাফার্টি'র। ওর হয়ে আততায়ীদের সাথে টাকা পয়সা লেনদেন করতো ফেটারসান। কিন্তু ও তো জেলে বন্দী। লোগানের ধারণা লাফার্টি নিজেই ছুটে আসবে যোগাযোগ রাখতে।

শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত লোক এই লাফার্টি। দৃশ্যপটে ভুলেও কখনো আসেনি। মানুষের চোখে ধোঁকা দেবার জন্যেই হোক বা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই হোক ফেটারসানকে ওর দরকার। জেল ভেঙ্গে ওকে পালাবার সুযোগ করে দেবেই লাফার্টি। দরকার হলে তুখোড় পিস্তলবাজ ভাড়া করে আনবে।

কিন্তু লাফার্টিকে বিশ্বাস নেই। ধড়িবাজ বুদ্ধি ওর। ফেটারসান বা আপন কারোও প্রতি বিন্দুমাত্র ওর আস্থা নেই। সবাই ওর চোখে বিশ্বাসঘাতক। ফেটারসান মুখ খুললেই সব কিছু ফাঁস হবার সম্ভাবনা ও জানে। অনেক চেষ্টায় গুটিয়ে আনা সুতোটা পট করে

ছিঁড়ে যাবে। বিপন্ন হবে ওর অস্তিত্ব। ছটফট করছে জেড লাফার্টি। অস্থিরতায় ঘেমে উঠছে। ফেটারসানের মুখ চিরতরে বন্ধ না করে উপায় নেই।

ওদিকে জেলের উত্তপ্ত সেলে তড়পাচ্ছে ফেটারসান। উইলসন ধরা পড়ার কথা ও শুনেছে। মাতালদের বিশ্বাস নেই। বোতলের জন্যে ওরা সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে পারে। মৌলিকত্ব নেই ওদের চরিত্রে। উইলসন মুখ খুললেই কেয়ামত নেমে আসবে। চোখে অন্ধকার দেখছে ফেটারসান। চামড়া বাঁচাবার পথ খুঁজছে। পথতো একটাই। সব অপরাধ স্বীকার করা। ও কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে? 'না, না, অসম্ভব।' বিড় বিড় করে উঠলো ফেটারসান।

তন্ন তন্ন করে পুরো ঘটনাটা আবারো ভাবলো লোগান। কোন পথে এগোবে লাফার্টি? হয়তো মনথেকে মুছে ফেলবে ফেটারসানকে। কিংবা অন্য কোন পথে এগিয়ে আসবে হিংস্র নেকড়ের মতো।

ঝোপে একনাগাড়ে শুয়ে শুয়ে লোগানের ঘেন্না ধরে গেছে। ঘুম আসলেও পাত্তা দিচ্ছে না। সারা শরীর কুট কুট করছে। ঘামে স্যাঁত স্যাঁত করছে কাপড়-চোপড়। তবুও ক্যাম্প থেকে চোখ সরালো না ও।

ক্যাম্পের বেশীর ভাগ লোকই ঘুমে অচেতন। দু'একজন পায়চারী করছে এদিক ওদিক। ট্রেইলের দিকেও বারকয়েক তাকালো ওরা। একজন এসে আগুনটা উসকে দিলো। রাতটা এভাবেই শেষ হয়ে এলো।

দূর পাহাড়ে কমলা রঙের অস্পষ্ট আভা। ভোর হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা একটা বাতাস ওর চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে মিলিয়ে গেলো।

ক্যাম্প ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো পাইসানো। ওকে দেখে চঞ্চল

হয়ে উঠেছে লোগান। নড়েচড়ে আরও একটু এগিয়ে গেলো সামনে। আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। ছটফট করছে পাইসানো। শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। কিসের? ব্যথায় টনটন করছে বুক। কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। দূরের শব্দ। নীচু জমিতে ধরা খুবই সহজ।

কে আসছে? জেড লাফার্টি? তাহলে একসাথেই ধরা যাবে সব ক'টা আউটলকে। কিন্তু এতগুলো বাঘা বাঘা লোকের সাথে একা কি ও পেরে উঠবে? ওরা দক্ষ গানফাইটার। গোলাগুলি শুরু হলে দু'-একজন তো মরতেও পারে। কিন্তু ও চায়না কেউ মরুক। জ্যান্ত ধরতে হবে পুরো দলটাকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো লোগান হারপার। পেছনে ঘাড় ফেরাতেই চমকে উঠলো।

পঞ্চাশ ফিট পেছনে দাঁড়ানো এক ছায়ামূর্তি। শক্ত পাথরের মতো অনড় দাঁড়িয়ে আছে পেছনের ঝোপের আড়ালে। অস্পষ্ট আলোয় চেনা যাচ্ছে না চেহারা। এখানে কখন এসেছে লোকটা? নিঃশব্দে। ভুতুড়ে ব্যাপার স্যাপার নয়তো? ভয়ে ওর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। নিশ্চল অপলক দৃষ্টিতে ক্যাম্পের দিকে চেয়ে আছে লোকটা।

প্রচণ্ড একটা দোলায় নড়ে উঠলো লোগানের মন। ধিক্কার দিলো নিজের অসতর্ক মুহূর্তটাকে। বিন্দুমাত্র টের পায়নি ও। শরীরের সবকটা ইন্দ্রিয় সজাগ রেখেছে ক্যাম্পের দিকে। পেছন থেকে কখন যে বিপদ ঘাড়ে ভর করেছে টেরও পাইনি। বড্ড দেরী করে ফেলেছে লোগান।

ছায়ামূর্তিটা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠলো। আরও কাছে এগিয়ে এলো। ঝোপের ঠিক কিনারটায় থমকে দাঁড়ালো।

লোগানের শরীরটা তখনও ঝোপে ঢাকা। লোকটা খোলা জায়-

গায়। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে স্বভাবতঃই ওকে দেখতে পাবে ক্যাম্পের লোকজন। ধীরে ধীরে লোগান আরও কাছে টেনে আনলো রাই-ফেলটা। গুলী ছুঁড়লে সমস্ত পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে ওর।

ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো সূর্যের আলো। লোকটা ঝোপ ছেড়ে এগিয়ে এলো আরও খানিকটা। এই বুঝি ঢাল বেয়ে নামবে। ছুটে যাবে ক্যাম্পের মাঝখানে। কিন্তু কে ও?

ঝট্ করে লোকটা পেছন ফিরলো। সূর্যের আলোয় ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলো লোগান হারপার।

লোকটা লারসেন।

আঠারো

লারসেন?

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না লোগান। বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। লাফার্টির জামাই হলেও নীতি থেকে বিচ্যুত হবার লোক নয় ও।

রক্তের টানেই ও ছুটে এসেছে আজ। লোগান একা গেছে শুনেই আঁতকে উঠেছে। সংখ্যায় একা নয় ঐ বোম্বেটে খুনীর দল। ভয়ংকর সব লোকজন জুটিয়েছে লাফার্টি। হাসতে হাসতে খুন করতেই অভ্যস্ত ওরা। দয়া মায়ার লেশমাত্র নেই ওদের হিংস্র চোখে। লোগান কি একা কুলিয়ে উঠবে ওদের সাথে?

কতটুকুই বা ওর বয়েস। লারসেনের মনে পড়ে সেই ছোটবেলার কথা। চোখ ওর ঝাপসা হয়ে আসে দুশ্চিন্তায়।

কিন্তু কোথায় লোগান? ঝোপঝাড়, পাথরের গলিঘুঁজি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। পায়নি। দিন-দুপুরে কোথায় উবে গেলো একটা জলজ্যান্ত মানুষ? নাকি আততায়ীদের ক্যাম্পের হদিশ ওর মতো জেনে ফেলেছে লোগান? শরীরটা আড়াল রেখে একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে যায় লারসেন। পাথরের ঘেরের ঠিক মাঝখানটায় নিভু নিভু ক্যাম্পফায়ার ওর চোখে পড়ে। ভোরের তাজা বাতাসের মিষ্টি ঘ্রাণ বুক ভরে টেনে নেয়। ঝোপের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

জবাই করা মুরগীর মতো ছটফট করছে পাইসানো। শব্দটা কিছুক্ষণ আগেই ওর কানে এসেছে। স্বাভাবিক গতিতে ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ। স্পষ্ট হতেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়ালো। ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ট্রেইল প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো। বড্ড চঞ্চল লাগছে ওকে। হাতের পিঠে চোখ মুছলো বার কয়েক। তবুও ছটফটানি ওর থামলো না। হৃৎস্পন্দন ক্রমশঃ বাড়ছে। কে আসবে? হঠাৎ ধপ্ করে একটা শব্দ হতেই চমকে পেছনে ফিরে তাকালো পাইসানো।

লারসেন পেছনে ফিরতেই লোগান উঠে দাঁড়ালো। ঘোড়া ছুটে আসার শব্দটা আরও স্পষ্ট এখন। তিন কদম এগিয়ে আসে লোগান। মুখ খুলতেই হাতের ইশারায় থমকে গেলো। 'চুপ।' ক্যাম্পের দিকে ফিরে দাঁড়ালো ওরা দু'জন। টিলার কার্নিশ পর্যন্ত এগিয়ে গেলো। ঝোপের আড়াল নিয়ে ঝুঁকে পড়লো ক্যাম্পের দিকে।

ট্রেইলে ধুলো উড়িয়ে ক্যাম্প বরাবর ছুটে আসছে বাকবোর্ড।

পাহাড় চুড়োয় সোনালী রোদের ঝিলিক। ভোরের নির্মল রোদে টিলার কিনারে ওরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে। পবিত্র দেবদূত যেন। একদিন ঠিক অমনি কোরেই। দু'ভাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে বার্নসদের বিরুদ্ধে। মোকাবেলা করেছে ইউট ইণ্ডিয়ান আক্রমণ। প্রতিহিংসার লোলুপ দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে রিভ কার্নির।

ক্যাম্পের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো বাকবোর্ড। চালকের আসনে বসে আছে—। নিজের চোখকে ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। একি দেখলো ওরা। এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হবে কল্পনাও করেনি। অস্বস্তিতে ভুগছে লারসেন। স্বপ্নেও ভাবেনি ঘোড়ার পিঠে থাকবে জুলি লাফার্টি।

বাকবোর্ড ছেড়ে নেমে এসেছে জুলি লাফার্টি। পাইসানোকে ডেকে কি যেন বলছে। দূর থেকে ওদের কথা শুনতে না পেলেও আন্দাজ করলো লোগান। কোন একটা ফন্দি এঁটে ওকে পাঠিয়েছে লাফার্টি।

আনমনা হয়ে পড়েছিলো লোগান। হাতে চাপ পড়তেই সম্বিত ফিরে পেলো। জুলি একতোড়া নোট গুঁজে দিচ্ছে পাইসানোর হাতে। টাকাগুলো পকেটে চালান করে জিম ডয়ারকে কি যেন নির্দেশ দিল পাইসানো। ইশারায় ডাকলো অন্যান্যদের। হুকুম পেয়ে বাকবোর্ডে বয়ে আনা সাপ্লাই নামিয়ে রাখলো।

মেয়েরা এক আশ্চর্য জীব। সারাজীবন ওদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছে। পশ্চিমের লোকজন এমনিতেই একটু আলাদা চোখে দেখে মেয়েলোককে। পারতপক্ষে কোন ব্যাপারে জড়াতে চায়না। কিন্তু জুলি? ওর মতো অসৎ, নিষ্ঠুর আর ভয়ংকর দানবী কল্পনাও করেনি লোগান।

জুলিকে গ্রেফতার করা ওর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা স্যাঁতসেঁতে ঝোপে কীটপতঙ্গের উৎপাত সহ্য করে অপেক্ষা করেছে। ভেবেছে হাতে নাতে ধরে ফেলবে লাফার্টিকে। শয়তান-টা নিজে আসেনি। কথাটা ভাবতেই ঘৃণায় রিরি করে উঠে ওদের মন। স্বার্থ উদ্ধারে যে নিজের মেয়েকে লেলিয়ে দেয় সে যে কতটা নীচু স্বভাবের লোক তা বুঝতে বাকী রইলোনা ওদের। চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাসও করবে না। জুলির মতো কোন সুন্দরী যুবতী নির্জন পাহাড়ী এলাকায় একদল খুনীর সাথে যোগাযোগ করছে। টাকা পয়সা দিচ্ছে।

লোগান পা বদলে দাঁড়ালো। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের একটা শব্দ কানে এলো। লারসেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ। অসুস্থ রুগীর মতো দেখাচ্ছে ওর শরীর। কে যেন শক্ত পাথর ঠুঁকে দিয়েছে ওর কপালে।

'ভালোই হলো। নিজের চোখেই সবকিছু দেখে নিলাম।' দীর্ঘ বিরতির পর কথাটা বললো লারসেন। 'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতো না। গতরাতে কেমন যেন খটকা, লাগলো সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললাম ত্বরিতে।'

'কেমন করে হদিশ পেলে ক্যাম্পের?'

'গতরাতে ক্যাম্পের কথাই জুলিকে বলছিলো লাফার্টি। দৈবাত কথাটা কানে এসেছে আমার।'

'জুলিকে গ্রেফতার করতে হয়,' ইতস্ততঃ করে বললো লোগান।

'যা ভালো বোঝ তাই করো।'

'অবশ্য জুলিকে গ্রেফতার করে কি লাভ? ওকে দিয়ে তো কাউকে ধরা যাবে না,' হতাশা ফুটে উঠলো লোগানের কণ্ঠে, 'কোন জবানবন্দী দেবে বলেও মনে হয় না।'

'এরপর তো আর ওখানে থাকা যায় না, কি বলো? জিনিষপত্র গোছগাছ করে র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবার কথা ভাবছি।'

'তাহলে তো কোন কথাই নেই। আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়বে মা। এমনিতেই কদিন থেকেই ভালো নেই মার শরীরটা। তোমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন।'

পিছিয়ে এলো ওরা। ঝোপের আড়ালে সমতল জায়গা দেখে বসে পড়লো। সিগারেট রোল করে ধরালো লারসেন। চিন্তার রেখা ওর কপাল জুড়ে। 'লোগান, ওদের টাকা দেওয়ার অর্থটা কি? টোরেসকে খুন করার জন্যে নাকি?'

'টোরেসকে খুন করার টাকা ফেটারসানই মিটিয়ে দিয়েছে।'

'তাহলে? তোমাকে টার্গেট করেনি তো?'

'হয়তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

অস্থিরতায় ছটফট করছে লোগান। এই মুহূর্তে কি সিদ্ধান্ত নেবে বুঝে উঠতে পারছে না। ঐ দুজনকে পাকড়াও করতে কতক্ষণ। ওরা চেনা মুখ। পালের গোদা অদৃশ্যেই রয়ে গেছে। কিন্তু আর কতদিন? সুযোগ আসবেই।

'লারসেন,' চট্ করে লোগান উঠে দাঁড়ালো। 'যাচ্ছি আমি। ট্রেইল পেরোবার আগেই জুলিকে পাকড়াও করবো। গ্রেফতার করবো না অবশ্য। শুধু ওকে বুঝিয়ে দেবো সবকিছু দেখে ফেলেছি আমরা। কথাটা শুনে লাফার্টির মুখের অবস্থাটা কেমন হবে সেটাই ভাবছি।'

'উইলসনকে এজন্যেই ধরেছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

ঘুরপথে ট্রেইলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় ওরা। মাইলখানেক

সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাকবোর্ড ছুটিয়ে দ্রুত ফিরে আসছে জুলি লাফার্টি। ওদের দেখে রাশ টেনে দাঁড়ালো।

ফ্যাকাশে ওর মুখ। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখে তীব্র ঘৃণার ঝলকানি।

'আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে না?' ঝংকার দিয়ে উঠে ওর কণ্ঠ। মেয়েলি স্পর্শকাতরতার লেশমাত্র নেই ওর কথায়। জুলির কর্কশ খসখসে গলায় ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ।

'পাইসানো আর ডয়ারকেই দরকার আমার। তুমি তো একজন মেয়েলোক।'

ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে জুলি লাফার্টি। কি যেন বলতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। নিঃশ্বাসে ওর র‍্যাটেলের হিস হিস শব্দধ্বনি।

'জোয়ান টোরেসকে খুন করে পালানো আততায়ীর দলে পাইসানো, ডয়ার আর উইলসনও ছিলো ম্যাডাম,' লোগানের স্ফীত ঠোঁটে ক্রুর হাসি।

'ওদের ধরেও জেলে পুরো। কেন, সাহস হচ্ছে না বুঝি? ভয়ে লেজ গুটিয়ে ফেলেছো মনে হয়।'

'ভয় মোটেও পাচ্ছি না, ম্যাডাম। এই একটু অপেক্ষা করছি আর কি। ছোটখাটো স্যাঙাত ধরার লোভ সামলাতে না পারলে ধেড়েটাকে ধরবো কেমন করে? তোমার কথাই ধর না। ওদের টাকা পয়সা আর সাপ্লাই পৌঁছে এলে। অর্থাৎ তুমিও ওদের সহযোগী। মামলাটা কোর্টে উঠলে খুনীদের সহযোগিতা করার দায়ে তোমারও ফাঁসী হতে পারে মনে রেখো।'

আতংকে কেঁপে উঠলো জুলি লাফার্টি। ঝোপ বুঝে লোগান

কোপটা জায়গা মতো বসিয়ে দিয়েছে। ইজ্জতের ওর বড্ড ভয়। বুক উঁচিয়ে চলে। অহমিকায় পা পড়ে না মাটিতে। গ্রেফতার হলে ওর মান সম্মান ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

'এতবড় স্পর্ধা তোমার?'

কথাটা বললো বটে কিন্তু শরীরের কাঁপুনি থামলো না। লোগান ওকে গ্রেফতার করে ফেলে, ভরবে। কথাটা ভাবতে গা শিউরে ওঠে জুলি লাফার্টির।

'টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করাচ্ছে তোমার বাবা। ভেবোনা পার পেয়ে যাবে। ক'টা দিন পরেই গলায় দড়ি পড়বে ওর, মনে রেখো।'

জুলির ফর্সা মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেলো। কপাল কুঞ্চিত। সৌন্দর্যের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে।

'পথ ছাড়ো।' কণ্ঠে ওর কর্তৃত্বের সুর।

এক কদম পিছু হটে দাঁড়ালো লোগান।

লারসেনের মুখোমুখি এগিয়ে এলো জুলি। 'প্রথম যখন দেখি পথের ভিখিরি ছিলে তুমি। আবার ঐ পথেই ফিরে যাও।'

সপাং করে শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠলো ঘোড়াটা। বাকবোর্ড টেনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো জুলি।

ক্লান্ত পদক্ষেপে ওরা ঢুকলো শহরে। সবকিছু নিরব নিস্তব্ধ। রাস্তারা ত মরে গেছে এই ছোট্ট শহর।

শেরিফের অফিসের সামনে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকলো লোগান। সোজা চলে গেলো সেলের সামনে। ওকে দেখে এগিয়ে এলো ফেটারসান। ঘুমহীন চিন্তিত মুখ। গতরাতে ওকে না দেখে ঘাবড়ে গেছে। দুশ্চিন্তা ভর করেছে ওর কাঁধে।

'শহরের বাইরে ক্যাম্প করেছে পাইসানো আর ডয়ার,' কথাটা জানিয়ে ওর প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করলো লোগান হারপার। তারপর ছুঁড়ে মারলো তুরুপের তাসটা। 'ওরা দু'জন জেল ভেঙে ছিনিয়ে নিতে পারবে তোমাকে ? আমার তো মনে হয় অন্য কোন ফন্দি এঁটেছে লাফার্টি। পাইসানোকে টাকা পয়সাও দিয়েছে দেখলাম। তোমার কি মনে হয় ফেটারসান ?'

ভয়ে বিস্ময়ে ফেটারসানের চোখদুটো বেরিয়ে এলো। থিরথিরিয়ে কাঁপছে ওর চোয়াল। সেলের পেছনে খোলা জানালায় ওর দৃষ্টি। তিনশো গজ দূরের বনজঙ্গল আর পাহাড়ের ঢালটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে। টোরের ছাদও দেখা যাচ্ছে ষাট গজ দূরে।

গরাদ ধরে আরও একটু এগিয়ে এলো ফেটারসান। মাংশল হাতদুটো ফুলে উঠেছে। 'লোগান, দোহাই তোমার অন্য কোথাও নিয়ে যাও আমাকে।' গলাটা ওর কাঁপছে।

লাফার্টিকে চেনে ও। হেন কাজ নেই যা অসম্ভব ওর কাছে। প্রতিটি অসৎ কাজে ওর সহযোগিতা করেছে। নিজে খুনতো করেছেই অন্যকেও প্ররোচিত করেছে স্বার্থ উদ্ধারে। ফেটারসান মুখ না খুললেও ওকে বিশ্বাস করবে না লাফার্টি। দুনিয়ার আলো হাওয়ায় যতদিন ও ঘুরে বেড়াবে ততদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে না জেড লাফার্টি।

'ফেট,' লোগান ডাকলো ওকে। আরও কাছে এগিয়ে গেলো নিজেও। 'বুঝতেই পারছো ঘটনার মতিগতি। এখনও সময় আছে। বাঁচতে চাইলে খুলে বলো সবকিছু।'

গরাদ ছেড়ে ফেটারসান পিছিয়ে গেলো। বড্ড অন্যমনস্কতায় ভুগছে লোকটা। সিদ্ধান্ত নিতেও কষ্ট হচ্ছে। সেলের শেষপ্রান্তে

রাখা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে পড়লো ও। লোগান স্পষ্ট দেখতে পেলো প্রচণ্ড একটা ভয় ফেটারসানকে ক্রমশঃ গ্রাস করছে।

'বাঁচতে চাইলে সব কিছু খুলে বলো,' দ্বিতীয়বার কথাটা উচ্চারণ করলো লোগান। সেলের সামনে হাঁটলো কিছুক্ষণ।

'উইলসন তিনদিন একফোঁটা মদ খেতে পারেনি। আজ কিংবা কাল ও মুখ খুলবেই। তখন তোমাকে আর দরকার পড়বে না মনে রেখো।'

শেরিফের অফিস ছেড়ে হন হন করে বেরিয়ে এলো লোগান। হেঁটে হেঁটে সোজা গিয়ে সেন্ট ব্রেইনের বাসায় ঢুকলো সেরান। মোরার সবচেয়ে প্রভাবশালী লোক সেরান। কিছুক্ষণের মধ্যে ভিসেন্ট রোমেরোও এসে পৌঁছে গেলো। ওলি স্যাডোক, শেরিফ বিল সেজ্টন আর লারসেন আগেভাগেই চলে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে ঘরোয়া আলাপ চললো ওদের। সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললো একসময় অপ্রত্যাশিতভাবে।

'ডেপুটির কাজ চালাতে পারে এমন দশজন লোক এনে দাও আমাকে,' নিজের সিদ্ধান্তটা লোগান ওদের জানালো। 'সেরান আর রোমেরো প্রত্যেকে পাঁচজন করে লোক বেছে দেবে। শক্ত আর বিশ্বাসী লোক চাই আমি। পিস্তলে ভালো হাত হোক বা না হোক সাহসী হলেই চলবে।'

কতক্ষণের মধ্যেই লোক এসে জড়ো হলো। সবাইকে কাছে ডেকে পুরো অবস্থাটা ব্যাখ্যা করে জানালো লোগান হারপার।

অবস্থা বেগতিক দেখে মুখ খুলেছে উইলসন। টোরেস হত্যাকারীর দলে সেও ছিলো বলে নির্বিকারভাবে স্বীকার করেছে। একে একে সবার নামও লোগানকে জানালো সে।

দেরীতে হলেও স্বীকারোক্তি আদায় করে ফেলেছে ওরা। এখন খুনীর দলটাকে খাঁচায় ভরতে হবে। পাইসানো আর ডয়ারকে ধরতে নিজেই যাবে লোগান হারপার।

ওদিকে টিনা ফারনানডেজকে ফিরিয়ে আনতে দলবল নিয়ে সেরান নিজেই ট্রেস রিটোসে যাবে কথা দিয়েছে। স্থানীয় লোকজন ওকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও পায়।

সেন্ট ব্রেইনসের ঘরে বসে কথা হচ্ছিলো ওদের। লোগান লাফার্টি'র পুরো উদ্দেশ্যটা বিস্তারিত জানালো। এ্যাবিলেন থেকে শুরু। তারপর সান্তা ফি। পনি রকে দেখা ভাড়াটে, লুটেরা আর পিস্তলবাজ লোকগুলোর কথা বললো। রিকার্ডোকে উৎখাতের জন্যে লাফার্টি'র চক্রান্ত পুংখানুপুঙ্খভাবে ওর সামনে তুলে ধরলো। রিকার্ডো পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেন্ট ব্রেইন। ওর কথা মন দিয়ে শুনলো সে।

'এখন কি করতে চাও, সিনোর?'

'ফেটারসানও এবার মুখ খুলবে মনে হচ্ছে,' অনেকটা নিশ্চিন্ত লোগান। 'উইলসন তো আমাদের হাতের মুঠোয়। টিনাও আসছে। এছাড়া আমাদের সাক্ষী দেবার রেওয়াজ তো আছেই। কারণ খুনীদের ধাওয়া করি আমি আর ফেরী ম্যানডার্স ট্রেস রিট্রোসে পর্যন্ত গিয়েছিলাম।'

'এসবের মধ্যে জুলি লাফার্টি'রও একটা ভূমিকা আছে শুনলাম,' সেন্ট ব্রেইন ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'ওকে নিয়ে কি করবে ভেবেছো?'

ইতস্ততঃ করছে লোগান। কথাটা বলেই ফেললো। 'ওতো মেয়েমানুষ। এসবের মধ্যে ওকে না জড়ালেও চলবে।'

সবাই একমত হলো ওর যুক্তিতে। কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলো

লোগান। শেষ বোঝাপড়া করতে পা বাড়ালো ফেটারসানের কাছে।

গন্তব্যের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে ওরা। কাজগুলোও ভাগাভাগি করে গুছিয়ে ফেলেছে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো লোগানের বুক চিরে। না, কোন অভিযোগ নেই ওর। রাগও নেই। জোয়ান টোরেস মরে গেছে। অন্য কাউকে হত্যা করে ওকেতো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে জন্মের মতো শিক্ষা পাবে জেড লাফার্টি। সোনালী স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ওর চোখের সামনে। চক্রান্তের বেড়াজালে আটকে যাবে নিজেই। মেক্সিকানরা সম্মান করে ভিসেন্ট রোমেরোকে। এ্যাংলোদের প্রিয়জন সেন্ট ব্রেইন। যোরা বা সান্তা ফি'র কোন লোকের কাছে পাত্তা পাবে না জেড লাফার্টি।

শেরিফের অফিসের দিকে এক সাথেই হেঁটে এগুচ্ছে ওরা। কথা বলতে অস্থির হয়ে উঠেছে লোগান। বারকয়েক কথা বলার চেষ্টাই করেছে। কিন্তু লারসেনের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছেটা বারবারই দমন করেছে। কিন্তু আর পারলো না।

'আমি জানি, জুলির কথাই ভাবছো তুমি,' কথাটা বলেই ফেললো আমতা আমতা করে। ওর নীরবতা দেখে সাহস পেলো। 'আমি জানি প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছ তুমি। কল্পনায় ওর পবিত্র সত্তাকেই ভালোবেসে ছিলে তুমি। মানুষ কল্পনায় মনের মণিকোঠায় প্রেমিকার সুন্দর একটা প্রতিচ্ছবি গড়ে তোলে। কল্পনায় যা সত্য বাস্তবে তাকি সত্যি হয়, বলো?'

'হয়তো ঠিক কথাই বলছো তুমি,' মেঘে ঢাকা আকাশের মতোই কালো ওর মুখ। 'কেউ জানেনা, জুলিকে বিয়ে করতে অতটা আগ্রহ

ছিলো না আমার। কেমন যেন ঘোরপ্যাঁচে পড়ে গেলাম।'

ওদের দেখে দ্রুত বেরিয়ে এলো ফেরী ম্যানডার্স।

'শহরে ঢুকেছে ম্যাট গিলেম,' শংকিত শোনালো ওর কণ্ঠ, 'দেদার মদ খাচ্ছে সেলুনে। ফাইটের জন্যে তড়পাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, ওর সাথে কথা বলবো আমি,' পা বাড়ালো লারসেন হারপার।

খপ করে ওর হাত ধরে ফেললো ফেরী ম্যানডার্স। 'না, যাবেনা তুমি। তোমাকে দেখে ক্ষেপে উঠবে ম্যাট। গুলী ছুঁড়লেও আশ্চর্য হবো না।'

'গুলী করবে?' হোহো করে হেসে উঠলো লারসেন। 'ফেরী, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। ম্যাট আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মনে হয় কথাটা জানো তুমি।'

'দেখো লারসেন,' চটে উঠলো ফেরী ম্যানডার্স, 'বাচ্চা খোকাটি নও তুমি। যা বলছি শোন।'

'ম্যাট গিলেম কোন ক্ষতি করবে না আমার,' জোর গলায় বলে উঠলো লারসেন, 'জান বাজী রেখে বলতে পারি আমি।'

'হুঁশ রেখে কথা বলো লারসেন,' ক্ষেপে গেছে ফেরী ম্যানডার্স। 'ম্যাট গিলেম নামে যে লোকটা আমাদের সাথে বনগরু ধরে বেড়াতো, এতো সে লোক নয়। নীচু স্বভাবের মানসিকতা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এ লোক। একটা জেদের বশবর্তী হয়ে ওর দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেছে।'

'ফেরি সত্যি কথাই বলছে,' কথাটা লুফে নিলো লোগান হারপার। 'প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে ওর মনে।'

'ঠিক আছে। কারও সাথে ঝগড়া ফ্যাসাদে নেই আমি।'

'নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছে,' রাগটা সামলে নিয়েছে ফেরী, 'এসময় গণ্ডগোল এড়িয়ে চলাই ভালো। হাতাহাতি করেছো কি মরেছো। কাঁচকলা দেখিয়ে সরে পড়বে লোকজন।'

হতাশার ভাব ক্রমশঃ দানা বেঁধে ফুটে উঠছে লারসেনের চোখে মুখে। জীবন কি এতই ঠুনকো? কথাটা ভাবতে ভাবতেই উঠে দাঁড়ালো। চেপে বসলো ঘোড়ার পিঠে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো র‍্যাঞ্চহাউজের পথে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো লোগান হারপার। বুকটা হালকা লাগছে ওর। লারসেনকে নিয়েই ওর যত ভাবনা। যে কোন মূল্যে ওকে রক্ষা করবে লোগান। গায়ে আঁচড়ও লাগতে দেবে না। একটা চূড়ান্ত লড়াইয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে ওরা সবাই। ম্যাট গিলেম এই লড়াইয়ের একটা অংশ মাত্র। কিন্তু দুশ্চিন্তাটা মন থেকে তাড়াতে পারছে না লোগান। ম্যাট আর লারসেনের মধ্যে একটা গানফাইট হওয়াও বিচিত্র নয়। বেঁচে থাকতে তা হতে দেবে না লোগান। লারসেন যাবার পরপরই হন্তদন্ত হয়ে শেরিফের অফিসে ঢুকলো ওলি স্যাডোক।

'সান্তা ফি'তে আটকা পড়েছে লাফার্টি।' হাঁপাচ্ছে ওলি। বুকটা উঠানামা করছে দ্রুত। 'রোমেরো আর ব্রেইন ওদিকে গিয়ে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।'

ট্রেস রিটোস থেকে টিনাকে নিয়ে এসেছে সেন্ট ব্রেইন। মেয়েটা আপাততঃ রোসিতার ওখানেই থাকবে। উইলসন রাজী হয়েছে সাক্ষী দিতে। লোকটার মন ভালো। তবে লম্পট খুনীদের সাথে মিশে চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে ওর। মদের নেশা চুরমার করে দিয়েছে লোকটার সব আশা আকাঙ্খা।

পনি রক থেকে শুরু করে প্রতিটি ঘটনার পুংখানুপুংখ বিবরণ দিয়ে

যায় উইলসন। সাতজন স্থানীয় লোকের উপস্থিতিতে লোগান টুকে নেয় ওর জবানবন্দী। সাতজনের তিনজন মেক্সিকান, বাকীরা এ্যাংলো।

জবানবন্দী নেবার আগে ভেবেচিন্তেই স্থানীয় ঐ লোকজনদের ডেকে এনেছে লোগান। মারধোর করে জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে, কোর্টে একথা বলার কোন সুযোগ থাকেনা এতে।

বেশ ক'দিন বিরতি দিয়ে ফেটারসানের সাথে জেলখানায় দেখা করতে গেলো লোগান। বুধবারের গভীর রাত। ওকে চিন্তা ভাবনার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে লোগান। বিধ্বস্ত চেহারা। কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত। উস্কখুস্কো চুল নিয়ে গরাদ ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেটারসান। কিন্তু স্যুটিং গ্যালারীতে প্রথম টারগেট হবার ইচ্ছে ওর মোটেও নেই।

লোগান ওর মুখোমুখী দাঁড়ালো। 'ফেট, কোর্টে একটা সুযোগ দেবার চেষ্টা করবো তোমাকে।' সোজাসুজিই কথাটা ওকে জানালো, 'অবশ্য সেটা নির্ভর করছে কতটা তুমি আমাদের সাহায্য করবে তার উপর। সুতরাং মুখ খোলো ফেটারসান। মনে রেখো এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

'বড্ড শক্ত লোক তুমি, লোগান,' ফেটারসানের কণ্ঠে জড়তা, 'ধৈর্য আছে তোমার।'

'ফেট, বুঝতে পারছো না ওদের দিন শেষ হয়ে এসেছে? নিজেদের ঝগড়া বিবাদ কোর্টেই মেটাতে আগ্রহী ওরা। পিস্তলের বাহাদুরী মোটেও পছন্দ করে না কেউ। ওয়াগনে গোটা সংসার চাপিয়ে পশ্চিমে ধেয়ে আসছে অগণিত মানুষ। ওরা চায় নিরুপদ্রব একটা শহর। যে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ছুটে বেড়াবে নিষ্পাপ শিশুরা।

বুলেটের আতঙ্কে অস্থির হতে চায় না কেউ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলাটাই জীবনের চরম সার্থকতা, ফেটারসান।'

'মুখ খোলা মানেই তো ফাঁসীতে স্বেচ্ছায় লটকে যাওয়া।'

'অন্যরকম কিছুওতো হতে পারে। লোকজনের মানসিকতার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিচার ব্যবস্থাও বদলে গেছে। ব্যক্তি বিশেষকে শাস্তি দেবার চেয়ে সমস্যার সমাধান করতেই ওরা বেশী আগ্রহী।'

তবুও সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না ফেটারসান। ওর ইতস্ততঃ ভাবটা এখনো কাটেনি। লোগান বেরিয়ে এলো। নিশুতি রাত। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নিজেকে বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। লারসেন চলে গেছে র‍্যাঞ্চহাউসে। ফেব্রী ম্যানডার্স'ও নেই। অলিগলি পাহারা দিতে কতক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছে।

শেরিফ স্যাক্সটন ঠিক সময়েই পৌঁছে গেলো। 'কিহে, বেজায় খারাপ লাগছে নাকি? তা একটু হাঁটাচলা করলেই পারো। মাথা-টাও ঠাণ্ডা হবে। এদিকটার কথা ভেবো না। এখনতো তিনজন আছি আমরা।'

চট করে মণ্টানায় লাফিয়ে উঠলো। ঘোড়া ছোটালো আলভারেজ র‍্যাঞ্চ বরাবর।

মরু পাহাড়ের এ রাতে আকাশটা ঝকঝকে পরিষ্কার। একচিলতে মেঘও নেই কোথাও। তারাগুলো মনে হচ্ছে হাতের নাগালে। ঝাঁকি দিলেই ঝুপঝাপ আছড়ে পড়বে। কিছুদিন আগে সান্তাফি'র বিরাট প্রাসাদটা বিক্রী করে দিয়েছে রোসিতা আলভারেজ। মোরায় ছোট্ট সুন্দর একটা ঘর আছে ওর। চমৎকার সাজানো-গোছানো। ওখানেই রোসিতার বেশীরভাগ সময় কেটে যায়।

মণ্টানার পায়ের শব্দেই রোসিতা টের পেলো। হৃৎস্পন্দন দ্রুত

বেড়ে গেলো ওর। চঞ্চল হরিণীর মতো ছুটে গেলো দরজা খুলতে।

শহরের শেষ খবরটা শোনার জন্যে উদগ্রীব ও। অনেক অভিযোগ জমা করে রেখেছে লোগানের বিরুদ্ধে। ওর ছেলেমানুষী দেখে এত কষ্টেও লোগানের হাসি পেলো। রোমেরো আর সেন্ট ব্রেইনের সাথে আলোচনার সারমর্ম জানিয়ে ওকে সাবধান থাকার উপদেশ দিলো। ফেটারসানের কথাটাও জানাতে ভুললো না।

'জেল থেকে অন্য কোথাও লোকটাকে সরিয়ে রাখো।-আমার মনে হয় ওকে খুন করতে লোক লাগিয়েছে লাফার্টি। এই অবস্থায় ফেটারসানকে জেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না, লোগান।'

'কিন্তু ব্যাটা মুখ খুলছে না যে। ওর জবানবন্দী নেওয়াটা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে।'

'মেয়েমানুষ বলে আমার কথার কোন দাম নেই না? কেন বুঝতে পারছো না ও খুন হলে নিজেকে অপরাধী মনে হবে তোমার।'

'ঠিক আছে, সকাল হলেই অন্য কোথাও সরিয়ে দেবো ওকে।'

মানুষের জীবনের সবচেয়ে দরকারী কথাটাই বলা হয়ে ওঠে না। রোসিতা আর লোগানের জীবনটাও ঠিক এরকম। দিনের প্রতিটি মুহূর্তেই ওর স্পর্শ পায় লোগান। সারাক্ষণ রোসিতার বিচরণ ওর অন্তরে। কিন্তু সামনাসামনি এলেই বিপদ। কথার খেই হারিয়ে ফেলে লোগান। নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে ওর স্বপ্নালু চোখ দুটোর পানে। চোখ আর মুখের ভাষায় সব কথা জানিয়ে দেয় নিঃশব্দে।

'রোসিতা, এই ষড়যন্ত্র একদিন শেষ হবেই। ওদের আইনের হাতে সঁপে দেবো। ব্যাজটা খুলে বেরিয়ে আসবো আমি সোজা তোমার কাছে।' লোগানের গলা ধরে এলো, 'একমুহূর্তও অপেক্ষা করবে না।'

'অপেক্ষা করবো কেন?' জানালা ছেড়ে রাজকীয় ভঙ্গীতে ওর দিকে এগিয়ে এলো রোসিতা।

রাত অনেক বেড়েছে। লোগান অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালো। এই মুহূর্তে কর্তব্যটাই প্রধান। রোসিতা, আমি উঠি তাহলে।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলো রোসিতা, হাত নেড়ে বিদায় জানালো। খুরের শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পলকহীন চেয়ে রইলো।

সেদিন রাতেই শহরে গণ্ডগোল দানা বেঁধে উঠলো। তবে লোগান যেমনটি আশা করেছিলো ঠিক তেমনটি নয়।

উনিশ

একচিলতে শহর মোরা। রাত বাড়ার সাথে সাথে প্রাণচঞ্চল্যও থেমে গেছে। শূন্য পথ। শেষবারের মতো শহরটা সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে লোগান হারপার। ফেরার পথে সেলুনের দিকে ও পা বাড়ালো। ব্যাট উইং ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই জমে গেলো বরফের মতো।

সেলুনের ঠিক মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়ানো দু'জন লোক। অন্য খদ্দেররা সেঁটে আছে দেয়ালের গায়ে।

চিকো রুজ। ক্রুদ্ধ ওর চাহনী। নিষ্ঠুর খুনীর মতো জ্বলছে দুচোখ। ঠোঁটে পৈশাচিক হাসির কাঁপন।

ওর সামনে নির্বিকার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাট গিলেম।

প্রশস্ত বুক। বাদামী ঘন চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পাথুরে ব্রকহাউজের মতো বুক চিতিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও।

লোগানকে কেউ দেখতে পেলো না। নড়লোও না কেউ। হিংস্র গ্রিজলীর মতো পরস্পরকে দেখছে ওরা। সাবধানী চোখ। বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ।

হঠাৎ যেন বাজ পড়লো শিলা পাহাড়ে। লোগান সামনে পা বাড়াতে না বাড়াতেই বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠলো ওর চোখে। ড্র করেছে ওরা।

নিজের চোখের সামনেই লোগান ওদের ড্র করতে দেখলো। ঝলকে উঠেছে চিকোর পিস্তল। এত দ্রুত পিস্তল-চালিয়ে লোক দেখেনি কখনো। কত দ্রুত উঠিয়ে নিয়েছে পিস্তল। গুলি ছুঁড়েছে কিন্তু শরীরটা ওর ঝাঁকুনি দিয়ে দুলে উঠলো। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেলো পিস্তল। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ম্যাট গিলেম।

হাতে উদ্যত পিস্তল। চিকোর সামনে এসে দাঁড়ালো ম্যাট গিলেম। পিস্তল কুড়িয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করছে চিকো ক্রুজ। হাত কাঁপছে। কোটর ফেটে বেরিয়ে এসেছে চোখ দুটো। ম্যাট গিলেমের থমথমে মুখে হিংস্র নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি। চিকো ক্রুজের বুক লক্ষ্য করে পরপর আরও দুটো গুলী ছুঁড়লো ম্যাট গিলেম।

মেঝেতে ধাতব কিছু পড়ার শব্দ হলো। চিকোর শরীরটা পাক খেয়ে ঝুঁকে যাচ্ছে। পা টলছে। একটু পাশ ফিরতেই লোগানকে দেখে ফেললো চিকো ক্রুজ।

ধোঁয়ায় ভরে গেছে পুরো সেলুন। ভুতুড়ে নিস্তব্ধতায় ছেয়ে আছে ঘরটা। সেই নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙ্গে দিলো চিকোর মরণ চীৎকার, 'লোগান, লোকটা তুমি হলে না কেন?'

মাংসপিণ্ডটা আছড়ে পড়লো কাঠের পাটাতনে। গড়িয়ে গড়িয়ে মাথার হ্যাটটা ধাক্কা খেলো বার কাউন্টারে। তারপর নিথর হয়ে পড়ে রইলো ওর মনিবের মতো।

ম্যাট গিলেমও লোগানকে দেখেছে। ওর চোখে-ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার আগুন। 'কিহে, পাকড়াও করবে নাকি?' একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারলো লোগানকে লক্ষ্য করে।

'নিয়ম মাফিক লড়েছো,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো লোগান, 'পাকড়াও করার প্রশ্নই উঠে না।'

ওর গা ঘেঁষে সেলুন থেকে বেরিয়ে যায় ম্যাট গিলেম। ও চলে যেতেই আগের মতো সরগরম হয়ে উঠলো সেলুন। 'চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতো না। এত দ্রুত গুলী ছুঁড়তে জীবনেও দেখিনি। কিন্তু চিকো?' হতভম্ব হয়ে গেছে সেলুনের লোকজন। 'চিকো ক্রুজকে মেরে ফেলেছে ম্যাট গিলেম।'

থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোগান হারপার। এতদিন ভেবে এসেছে প্রয়োজনে ম্যাটকে ঠেকাতে পারবে লারসেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারলো কতটা অলীক স্বপ্ন দেখেছে ও।

ম্যাট গিলেমের সাথে লারসেনের কোন্ গুণ নিয়ে তুলনা করবে। মনটা ওর নরোম, আবেগপ্রবণ। ম্যাট গিলেমের কোন যোগ্যতার সাথে ওর তুলনা হয় না। অত দ্রুত গুলি ছোঁড়া লারসেন কল্পনাও করতে পারবে না। নিজেকে বড় দুর্বল মনে হচ্ছে ওর। অবশ্য ও জানে ম্যাটকে সত্যিই শ্রদ্ধা করে লারসেন। আর ম্যাট গিলেম?

লোগান ছাড়া আর কারও প্রতি দুর্বলতা নেই ম্যাট গিলেমের। বন্ধুত্বের বন্ধনটা ছিন্ন হয়ে গেছে। ম্যাট এখন একগুঁয়ে, নিষ্ঠুর আর

শক্ত মনের মানুষ।

সে রাতেই শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ম্যাট গিলেম।

ব্যাবকক আর জ্যাকের সাথে ফেরি ম্যাণ্ডার্সকেও জেলখানায় পেলো লোগান। খোলা দরজা দিয়ে ফেটারসানকে দেখা যাচ্ছে। সোজা সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ও।

'ওরা যা বলছে তা কি সত্যি?' ফেটারসনের কণ্ঠে বিস্ময়।

'চিকো ক্রুজকে মেরে ফেলেছে ম্যাট গিলেম। ভ করে হারিয়ে দিয়েছে।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়লো ফেটারসান। 'অসম্ভব মনে হচ্ছে আমার কাছে। ভাবতাম চিকো ক্রুজ এ এলাকার তুখোড় আর দ্রুত পিস্তল লড়ুয়ে। অবশ্য তোমার কথা আলাদা।'

হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লো ফেটারসান। 'এখন দেখছি ম্যাট প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার। ওকি এখনো তোমার বন্ধু?'

কথাটা শুনে লোগানের মেজাজটা বিগড়ে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে দু'কদম এগিয়ে আসে। ছিটকে সরে দাঁড়ায় ফেটারসান। দেঁতো হাসি ওর সারা মুখ জুড়ে।

'তোমাকে ক্ষেপাবার জন্যে কথাটা বলিনি,' ফেটারসানের চোখে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, 'লোগান, শুনেছি ম্যাটের পেছনে লোকজন লেলিয়ে দিয়েছো তুমি?'

'ওসব বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। মনে রেখো ম্যাট আমার বন্ধু। চিরকাল বন্ধুই থাকবে।'

'তাই নাকি?' সামনে এগিয়ে এলো ফেটারসান। একটু কৌতুক খেলা করছে ওর ঠোঁটে। 'বিপদে আমি একাই পড়িনি, কি বল?'

ম্যানডার্সকে নিয়ে এক ফাঁকে লোগান বেরিয়ে এলো ফাঁকা রাস্তায়। অন্ধকার এক কোণে টেনে এনে সেলুনের ঘটনা খুলে বললো ওকে। বিস্ময় চাপা রাখতে পারলোনা ফেরী ম্যানডার্স।

'লোগান,' সব কিছু শুনে মুখ খুললো ফেরী, 'জানের দোস্ত ছিলাম আমরা। অবশ্য এসব অনেক আগের কথা। কিন্তু মনে রেখো, ট্রেইলের ধুলোবালি রক্তের চেয়েও সূক্ষ্ম। বোঝা যায় কিন্তু দেখা যায় না। ম্যাট গিলেমকে চোখে চোখেই রেখো তুমি। লোকটা দলছুট বাফেলোর মতো উন্মত্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।'

পাইপ নামিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ঠুঁকে ছাই ঝাড়লো ফেরী ম্যানডার্স। 'লোগান, মাথাটা একেবারেই বিগড়ে গেছে ম্যাট গিলেমের। ওকে বাগে আনার শক্তি নেই কারও। লারসেনই হয়তো ওর পরবর্তী শিকার। তারপর তুমি।'

সে রাতে ঘুমোতে র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে এলো লোগান হারপার। ফিরতি পথে পাহাড়ী ফোকরটার পাশে থমকে দাঁড়ালো। জোয়ান টোরেসের হাসি হাসি মুখটা হঠাৎ স্মৃতিতে জেগে উঠলো। দ্রুত ঘোড়া ছোটালো লোগান। ভয়টা কুরে কুরে খাচ্ছে ওর মন। ফেরীর শেষ কথাগুলো ভুলতে পারছে না। তোলপাড় করছে বুকের ভেতরটা।

জুলিকে নিয়ে জেড লাফার্টি আবার ফিরে এসেছে মোরায়। মনে হচ্ছে এখানে থাকার পাঁয়তারা করছে ওরা।

জোয়ান টোরেসকে খুন করার অপরাধে উইলসন আর ফেটারসানকে খুব শিগগির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে ফেলেছে লোগান।

রাস্তার ওপাশে ছুর্গের মতো পুরোনো একটা ঘর। জেল থেকে

এখানেই সরিয়ে আনা হয়েছে ফেটারসানকে। রাতের অন্ধকারেই কাজটা ওরা সমাধা করেছে। সেলের ভেতর মানুষের ডামী তৈরী করে রেখে দিয়েছে।

সূর্য ওঠা ভোরবেলায় ফেরী, লারসেন আর লোগান হারপার ঘোড়া ছোটালো পেছনের পাহাড়ে। জায়গাটা আগেভাগেই আন্দাজের মধ্যে রেখেছে ওরা।

নির্দিষ্ট জায়গাটায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই গুলীর শব্দ শুনতে পেলো ওরা। শব্দের উৎস পাহাড়ের ঢাল। দ্রুত ওরা নামতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে। লোগানের নির্দেশে অবস্থানটা দুদিকে সরিয়ে নিলো লারসেন আর ফেরী ম্যানডার্স।

গুলীর শব্দেই আততায়ীর সংখ্যা বুঝে ফেলেছে লোগান হারপার। হ্যাঁ, দুজনই। সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো ওরা। লোকদুটোর হাতে সিঙ্গল শটের সার্প রাইফেল। কিন্তু ওরা সবাই সাথে এনেছে শক্তিশালী উইনচেস্টার। লোকদুজন পাইসানো আর জিম ডয়ার। জেলে ফিরে ডামীর বুকে ছুটো গুলী খুঁজে পেলো ওরা।

জেড লাফার্টির মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওরা। সাতজনের চারজনকেই জেলে পুরেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আরও দু'জন ধরা পড়লো ওদের হাতে। আর সপ্তম লোকটা কারও কোন ক্ষতি করতে আসবে না কখনো। মদে চুর হয়ে ছুটে পালাচ্ছিলো ঘোড়ার পিঠে।

আচমকা ভয় পেয়ে ঘোড়াটা সামনের পা দুটো উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাল সামলাতে না পেরে লোকটা মাটিতে ছিটকে পড়লো। কিন্তু একটা পা ওর আটকে গেলো লোহার রেকাবে। ঐ অবস্থায় ওকে টেনে হিঁচড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো আতংকিত ঘোড়া। হোলস্টারের

পিস্তলটাও পড়ে গেছে। পিস্তল না পেয়ে ঘোড়াটাকেও মারতে পারলো না লোকটা।

ওর মৃতদেহ পাওয়া গেলো ঝোপের আড়ালে। পা এখনও আটকে আছে রেকাবে। নরোম মাংসপিণ্ডের মতো ঝুলছে শরীরটা। বুট, স্যাডেল আর ঘোড়াটা দেখে ওরা সনাক্ত করলো লোকটাকে। চকচকে নতুন বুটটার গায়ে সামান্যতম আঁচড়ও লাগেনি। বীভৎস ঐ মৃতদেহ দেখে শরীরটা ওদের কাঁটা দিয়ে উঠলো। অন্ততঃ আট থেকে দশ ঘণ্টা আগে লোকটা মরে গেছে।

বিল স্যাক্সটন আর ভিনসেন্ট রোমেরোকে সাথে নিয়ে শেরিফের অফিসে এসে ঢুকলো ওলি।' উত্তেজিত কথাবার্তায় মাতিয়ে রাখলো সারা ঘর। এক বিরাট রাজনৈতিক জনসভার আয়োজন করেছে ওরা। সভার প্রধান বক্তা লারসেন হারপার। সান্তাফির হোমরা-চোমরা লোকেরাও ঐ জনসভায় আসতে রাজী হয়েছে। এই সভা হয়তো গড়ে তুলবে লারসেনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

সম্ভাবনা কাজে লাগাবার মতো সুযোগ এখন লারসেনের হাতের মুঠোয়। সান্তা ফি আর মোরার ছোট বড় সব লোক দলবেঁধে ছুটে আসবে সভাস্থলে। নতুন ধরনের একটা উৎসব শুরু হতে যাচ্ছে মোরায়। জনসভা বলতে একটা বিরাট কিছু ওদের কাছে। নতুন জামাকাপড় পরে ওরা দলবেঁধে ছুটে যাবে লারসেনের বক্তব্য শুনতে।

জনসভার আয়োজন প্রায় শেষ। নিরাপত্তার দায়িত্ব কাঁধে পড়েছে লোগানের। যাকেই সন্দেহ হচ্ছে ভাগিয়ে দিচ্ছে লাস-ভেগাস, সকোরো কিংবা সিমারোনের দিকে।

উটকো কেউ ঝামেলায় পড়তে চায়নি। মানে মানে সটকে পড়েছে।

'গুজবটা শুনেছো তুমি ?' একা পেয়ে কথাটা পাড়লো জ্যাক বিন্‌স।

'গুজবটা কি শুনি ?' লোগান ফিরে দাঁড়ালো ওর দিকে।

'ম্যাট গিলেম নাকি লারসেনের সাথে শেষ বোঝাপড়া করতে আসবে ?'

'কিন্তু ওরা তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বোঝাপড়ার প্রশ্নই ওঠে না,' জ্যাককে অভয় দিলো লোগান হারপার। 'ম্যাট কিছুটা বদলে গেছে ঠিকই, তবে লারসেনকে ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।'

'লোগান, কথাটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার তোমার। প্রশ্নটা বন্ধুত্বের নয়, প্রতিপত্তি আর সম্মান নিয়ে টিকে থাকাটাই ওর কাছে বড়। বন্ধুত্বে বিশ্বাস করে না ম্যাট গিলেম, নেকড়ের মতো ধূর্ত ওর স্বভাব। ইণ্ডিয়ানদের মতো হয়ে উঠেছে হিংস্র। তাবৎ এলাকার লোক ওর ভয়ে শংকিত। প্রতিদিনই পিস্তলবাজী করে বেড়াচ্ছে। ওপাশের লোকজনের ধারণা যে কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।'

'পিস্তল চালাতে লারসেনের হাত কতটা পাকা তা হয়তো জানে না ম্যাট গিলেম। কিন্তু আমি জানি ও কতটা দক্ষ।'

'কথাটা শেষ হয়নি আমার,' ডেস্কের কিনারে সিগার নামিয়ে রাখে জ্যাক বিন্‌স। 'লোকজন বলাবলি করছে, তুমি আর ম্যাট মুখোমুখি হলে কি ঘটবে ?'

'কী বললে ?' চীৎকার করে সারা ঘরময় দাপিয়ে বেড়ালো লোগান হারপার। বড্ড উত্তেজিত লাগছে ওকে। মাংসপেশীগুলো ফুলে কেঁপে উঠেছে। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে।

লারসেনকে চোখে চোখে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো লোগান

হারপার। কোনমতেই ম্যাট গিলেমের মুখোমুখি হতে দেয়া চলবে না। লারসেন যদি ম্যাট গিলেমকে হারিয়েও দেয়, তবুও ধ্বংস হয়ে যাবে ও। অতীতে একাধিক গানফাইটে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছে লারসেন হারপার। কিন্তু এই মুহূর্তে গানফাইটে জড়িয়ে পড়লে ওর ক্যারিয়ার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে।

সম্ভব হলে দূরে কোথাও লারসেনকে পাঠিয়ে দিয়ে ও স্বস্তি পেতো। কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। এতবড় রাজনৈতিক জনসভার একমাত্র বক্তা লারসেন হারপার। ম্যাট গিলেম কি সেই মুহূর্তটাই বেছে নেবে ?

অফিসের দায়িত্ব ফেরী ম্যানডার্সকে বুঝিয়ে দিয়ে লোগান র‍্যাঞ্চহাউসে রওয়ানা হলো। লারসেনকে র‍্যাঞ্চে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ডিনার টেবিলে মায়ের সামনাসামনি বসলো দু'ভাই। পুরনো দিনের কত কথা মনে পড়ছে আজ। মুগ্ধ বিস্ময়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইলো ওরা।

পরদিন রোববার। মাকে গীর্জায় নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো লোগান।

সূর্যালোকিত সুন্দর সকাল। মাকে নিয়ে বাকবোর্ড ছুটিয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লারসেন। বাকবোর্ডের পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে লোগান।

কালো স্যুট পরে মায়ের পাশে ওদের অদ্ভুত লাগছে। গীর্জার সামনে রোসিতাও এসে দাঁড়ালো ওদের পাশে।

অনেক ভেবেচিন্তে শেষপর্যন্ত লারসেনকে গুজবের কথাটা জানালো লোগান। ভেবেছিলো কথাটা ও কানেও তুলবে না। কিন্তু কথাটা শোনার পর বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেলো ওর মন। অস্থির হয়ে উঠলো।

একটু যেন ঘাবড়ে গেছে মনে হলো। 'যত কিছুই ঘটুক না কেন জনসভাতে আমি যাবোই। নইলে লোকজন ভাববে ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছি আমি। রুখে দাঁড়ালেই বরং জনমত আমার পক্ষে রায় দেবে।'

সভায় কি কি বক্তব্য হাজির করবে ঠিক করে ফেলেছে লারসেন হারপার। বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেই রাজনীতিতেও পা গলাবে। জনসভার আগেই দলে দলে শহরে ছুটে আসছে দুর দুরান্তের লোকজন।

সভাকে কেন্দ্র করে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে শহরে। লোকজন জেনে গেছে ভয়ডর তুচ্ছ করে সভায় বক্তব্য রাখবে লারসেন হারপার। আর সেই সভায় এসে হাজির হবে ওর ঘাতকরূপী বন্ধু ম্যাট গিলেম। অপেক্ষা করা ছাড়া করণীয় কিছুই রইলো না ওদের।

নিজের কোণঠাসা অবস্থাটা জেড লাফার্টি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছে। জনসভায় লারসেনের বক্তব্যটা যে কতটা জোরালো আর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা ভেবে অস্থির হয়ে উঠছে। যাক ভালোই হলো। জুলির সাথে লারসেনের সম্পর্ক তো চিড় ধরেছে। অন্ততঃ এতেই ওর আনন্দ।

টোরেস হত্যা মামলা অচিরেই কোর্টে উঠতে যাচ্ছে। খবরটা লাফার্টিও শুনেছে। এ্যাটর্নী যখন উইলসন আর অন্যান্যদের জেরা করতে শুরু করবে তখনই ওর মতলবটা ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু কি করবে জেড লাফার্টি? শনির খপ্পরে পড়ে কাতরাচ্ছে ও। মামলা বাতিল করার কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই ওর হাতে। তবে? তবে কি ও হেরে যাবে? মান সম্মান ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে ওর?

একটা উপায় ওর মনের কোণে বারবার উঁকি দিচ্ছে। তা কি সম্ভব? লাফার্টির ভাঁজ খাওয়া গালে বিকৃত হাসির রেখা।

বিশ

পুব আকাশে সোনালী রোদের ঝলকানি। সকালেই র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এলো লোগান হারপার। দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে ঢুকলো শহরে। ফাঁকা রাস্তা। ঘর ছেড়ে এখনো বেরোয়নি লোকজন। একটা কুকুর রাস্তার পাশে লেজ গুটিয়ে বসে আছে। এক চোখ খুলে ওকে দেখলো। ভাবটা যেন 'বিরক্ত করো না। নিজের কাজটা কর গিয়ে।'

আড়চোখে ওর আপাদমস্তক জরিপ করে নেয় ফেরি ম্যাগার্স। হিচিং রেলে ঘোড়া বেঁধে লোগান এগিয়ে এলো। 'আঁটঘাট বেঁধে তৈরী থেকো লোগান। অবস্থাটা ভালো ঠেকছে না। মন বলছে অসম্ভব কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। গোলাগুলি শুরু হওয়াটাও বিচিত্র নয়।'

ম্যাগার্সের আরো কাছে সরে এলো লোগান হারপার। দূর পাহাড়ে ঘোরাফেরা করলো ওর সতর্ক দৃষ্টি। রাস্তায় লোক বাড়ছে। দুর দুরান্তের লোকজন আগেভাগেই চলে এসেছে। এখনো আসছে অনেকে।

রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে উত্তেজনা। সারারাত ঘুমহীন কেটেছে অনেকের। দিনটার কথা ভেবে ছটফট করছে সবার মন।

জনসভায় ব্যাণ্ড বাজবে। বক্তৃতা দেবে লারসেন। অনেক হোমরা-চোমরা লোকও উপস্থিত থাকবে ঐ সভায়। পিকনিক লাঞ্চ বক্স সাথে নেবার ব্যবস্থা করেছে অনেক লোক। সভায় বসে খাওয়া-দাওয়াও সেরে নেবে ওরা। উৎসব-মুখর হয়ে উঠেছে সারা শহর। ব্যাণ্ড বাজছে চারদিকে।

'মন বলছে ও আসবে না।'

'বাজী রেখে বলতে পারি ম্যাট শহরে ঢুকবেই,' পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললো ফেরী ম্যাগার্স।

'কেমন যেন আবোল তাবোল মনে হচ্ছে সব ঘটনা। ম্যাট কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো আমাদের। কিন্তু আজ ওর ভয়ে আতঙ্কিত লোকজন। ঘুমহীন রাত কাটাচ্ছি আমরা। ফেরি, কেন এমন হলো, বলতো?'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো লোগান হারপার। 'তুমি হয়তো বলবে বাক্সটার স্প্রিং থেকেই শুরু হয়েছে ওদের মনোমালিন্য। পুড়ে যাওয়া ওয়াগনের স্বর্ণমুদ্রা নিয়েই তো ওদের দ্বন্দ্ব দানা বেঁধে উঠলো। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রাগুলো ঐ মেয়েটাকে পাঠিয়ে লারসেন তো কোন অন্যায় করেনি।'

'নাকি বলবে ওদের মনকষাকষি বাক্সটার স্প্রিং-এর কাছাকাছি গড়ে তোলা ঐ ক্যাম্প থেকেই। হয়তো জন্মক্ষণ থেকেই এটাই ওদের কপালের লিখন।'

'এ ধরনের লোক আত্মবিশ্বাসে প্রখর হয়ে থাকে।'

'নিষ্ঠুর খুনীর পর্যায়ে চলে গেছে ম্যাট গিলেম। ক্ষুণাক্ষরেও ভুলে যেওনা কথাটা। খুনের নেশা জলাতঙ্ক রোগের মতোই সংক্রামক। ওরা খুন করতেই থাকে, যে পর্যন্ত না কেউ ওদের খুন করে ফেলে।'

হঠাৎ করেই ওদের সব কথা শেষ হয়ে গেলো। লোগান ভাবছে

রোসিতার কথা। কি করছে ও? ঘুম জড়ানো চোখে হয়তো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখছে রাস্তার লোকজন। হয়তো গোসল সেরে মাথা আঁচড়ে বিনুনি করছে।

লোগান ফিরে গেলো অফিসে। চেয়ারে বসে চিঠিপত্রগুলো টেনে চোখ বুলাতে লাগলো। একটা চিঠিতে ওর দৃষ্টি আটকে গেলো হঠাৎ। টানা টানা মেয়েলি হাতের লেখা। চিঠিটা খুলে মেলে ধরলো চোখের সামনে।

পোড়া ওয়াগনে পাওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলো যে মেয়েটিকে ওরা পাঠিয়েছিলো, সে মেয়েটিই চিঠি লিখেছে। পশ্চিমে এসে ওদের সাথে দেখা করবে মেয়েটা। চিঠিটা এসেছে সান্তা ফি'র ঠিকানায়। সপ্তাহখানেক ওখানেই পড়ে ছিলো। কে যেন চিঠিটা মোরার ঠিকানায় ওদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এতদিনে মেয়েটি নিশ্চয়ই অনেকটুকু পথ এগিয়ে এসেছে। যে কোন মুহূর্তে শহরে এসে হাজির হবে।

চিঠিটা ওকে সেই পুরোনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। টাকাগুলো নিয়ে কি বিশ্রী ঘটনাই না ঘটেছিলো সেদিন।

ফেরি অফিসে ঢুকতেই লোগান উঠে পড়লো। 'রোসিতার ঘর থেকে কফি খেয়ে এক্ষুণি ফিরবো। তুমি ফোর্টের দিকে একটু নজর রেখো।'

রাস্তায় রাস্তায় লোকের ভীড়। আনন্দের ঢেউ বইছে সবার মনে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে রঙীন পতাকা। অদ্ভুত সব পোশাক পরে রাস্তার মোড়ে ভীড় জমিয়েছে কিছু লোক। গীর্জার পোশাকও পরেছে অনেকে। মেয়েরা গাউনের সাথে ম্যাচ করে বনেট পরেছে মাথায়। বাচ্চারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে রাস্তাঘাটে। উদ্বিগ্ন বাবা-মা চীৎকার করে ডাকছে ওদের।

লোগানের সারা শরীর চাঙা হয়ে উঠেছে। ব্যস্ততা নেই চলা-ফেরায়। জীবনের শেষ দিনের অনুভূতি কি এমন? 'আমার জীবনের আজই কি শেষ দিন?' ভাবলো লোগান।

দরজায় কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলো রোসিতা আলভারেজ। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে।

'ভবঘুরের জন্যে এক কাপ কফি হবে ম্যাডাম?' হাঁটতে হাঁটতে ভাবলাম ঘরটা এত আপন মনে হচ্ছে কেন?

'ফাজলামী কোরনা তো। ভেতরে এসে বসো।'

'শহরের অবস্থা দেখেছো? এতবড় জনসমাগম জীবনে দেখিনি। দূর দুরান্তের মানুষ জনসভায় ছুটে এসেছে। শুধু সাস্তা ফি থেকেই নয়, স্যাটন আর ডুরাংগোর লোকও শহরে কিলবিল করছে।

কফি খেতে খেতে খোলা জানালার বাইরে তাকালো ওরা। ঘোরাফেরা করছে অসংখ্য মানুষ। কুয়াশায় ঢাকা দূরের পাহাড়গুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওরা।

কফি শেষ করে দরজার দিকে পা বাড়ালো লোগান। ওর পাশে এগিয়ে এলো রোসিতা। কাঁধে নরোম হাতের স্পর্শে পা দু'টো জমে গেলো ওর। 'লোগান, না গেলেই কি নয়? আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে।'

'বল কি? আজকের দিনে কি ঘরে বসে থাকতে পারি আমি?'

ওয়াগনের সারি এগিয়ে চলেছে জনসভার মাঠে। ওয়াগনগুলো স্টেজের কাজে লাগবে। ওয়াগনের ওপর দাঁড়িয়েই ভাষণ দেবে বক্তারা। আগেভাগেই মাঠে গিয়ে জায়গা দখল করে বসেছে লোকজন। সভার প্রতিটি বক্তব্য শুনতে চায় ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে অফিসে ফিরে এলো লোগান। ঘরে ঢুকতেই লারসেনের সাথে দেখা। অনেকক্ষণ থেকেই ওর অপেক্ষায় বসে আছে। কালো ফ্রক কোট আর টাই বেঁধেছে গলায়।

লারসেনকে দেখে হাসলো। ওর হাসির পেছনে সূক্ষ্ম বেদনার আভাস। 'সুন্দর করে বক্তৃতা দেবে কিন্তু। কাউকে নিরাশ করবে না। অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছে লোকজন।'

লারসেন চলে যেতেই একা হয়ে পড়লো লোগান। শহরটায় ভালোভাবে নজর রাখতে পাঠিয়েছে ম্যানডার্সকে। বড্ড সাবধানী ওর দৃষ্টি। আড়পেতে শুনছে লোকজনের কথা। বেরী ঝোপে উঁকি দেওয়া শিকারী কুকুরের মতো শহরময় ছুটছে ফেরা। ভীড় দেখলেই এগিয়ে যাচ্ছে।

ম্যাট গিলেমের পাত্তা নেই। শহরের কোথাও ওকে দেখা যায়নি। রাতারাতি উবে গেছে লোকটা। জেলের চারপাশটা নিঃশব্দ। থমথমে। গার্ডরা সব অস্থির। আজকের এই আনন্দের দিনে পরিবার পরিজনের সাথে কাটাতে ছট ফট করছে ওদের মন।

দুপুরে জ্যাক বিন্স বাকবোর্ড হাঁকিয়ে মাকে নিয়ে এলো অফিসে। জনসভার সামনের সারিতে মা'র জন্য জায়গা রেখেছে ওলি ম্যাডোক। জীবনে এই প্রথমবার লারসেনের ভাষণ শুনতে যাচ্ছেন মা। ভালো বক্তার যথেষ্ট কদর পশ্চিমের এই সব এলাকায়। বিশেষ করে দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে যারা কথা বলে, তাদের সম্মানের চোখে দেখে সবাই। মস্ত জ্ঞানী লোক মনে করে।

কালো রঙের প্যান্ট পরেছে লোগান হারপার। ধূসর শার্টের উপর বেঁধেছে কালো টাই। স্টাইলটা পশ্চিমে নতুন। গায়ে চড়িয়েছে বুটিদার স্প্যানিশ স্টাইল জ্যাকেট। মাথায় কালো হ্যাট। হোল-

ষ্টারে গুঁজে রেখেছে পিস্তল। ওয়েস্টব্যাণ্ডেও লুকিয়ে রেখেছে অতিরিক্ত একটা পিস্তল।

দুপুরের কিছু পরে ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরে ঢুকলো ক্যারিবো ব্রাউন আর ডাবল স্যাম। ওদের সেলুনে ঢুকতে দেখে লোগানকে খবরটা দিয়ে গেলো গার্ড।

'ড্রিংক সেরে জলদি সটকে পড়।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওরা লোগানকে দেখলো। ডেপুটিকে ভালোভাবেই চেনে ওরা।

'কি মুস্কিল বলতো। একটু মজা দেখতেও দেবে না?'

'দুঃখিত।'

ওদের ঠিক পেছনেই অপেক্ষা করছে লোগান হারপার। 'এক্ষুণি রওয়ানা দিলে সময় মতো ভেগাসে পৌঁছুতে পারবে,' লোগান আবার তাড়া লাগালো ওদের।

'এখানে মিছেমিছি কেন গণ্ডগোল পাকাতে এসেছো? কিছু একটা হলেই জেলে পুরবো। মাসখানেক তো শ্রীঘরে থাকতে হবেই।'

'কোন অভিযোগে জেলে পুরবে শুনি? লোগানের কথা পছন্দ হচ্ছে না স্যামের।

'বিনা কাজে ঘুরঘুর করা, সুবিচারে বাধা দেওয়া, অফিসারের কাজে নাক গলানো। যে কোন একটা অভিযোগ খাড়া করবোই।'

'জাহান্নামে যাও তুমি।' চিৎকার করে উঠলো ব্রাউন। 'চলে এসো স্যাম—।'

'আর একটা কথা।'

পুনরায় ফিরে দাঁড়ালো ওরা।

'ঘুর ঘুর করবে না শহরে। সারা শহর ছেয়ে আছে আমাদের গার্ড। তুখোড় লড়ুয়ে লোক ওরা। তোমাদের চেনে। খাসিলতও জানে। দৈবাৎ যদি ফিরেও আস, ওদের গুলিতে প্রাণ হারাবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকদুজন শহর ছেড়ে চলে গেলো। লোগানও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সেটেলমেন্টের পক্ষে অনেক মারামারিতে অংশ নিয়েছে ওরা। গোলাগুলিও ছুঁড়েছে বেশ ক'বার।

ক্রমশঃ ফাঁকা হচ্ছে পথঘাট। ময়দান লোকে লোকারণ্য। ব্যাণ্ড কনসার্টের শব্দ ভেসে আসছে। রাস্তায় চক্কর দিচ্ছে লোগান হারপার। ঘুর ঘুর করছে এগলি ওগলি। নিজের বুটের শব্দই কানে আসছে ওর। হাঁটতে হাঁটতে ফোর্টের দিকে ফিরে এলো। এই ফোর্টেই আছে ফেটারসান।

'হ্যালো ফেট, কেমন আছ তুমি?' ওকে দেখে গরাদের সামনে এগিয়ে এলো ফেটারসান।

'ওরা নাকি আমার ভাগ্নীকেই গুলি করেছে? সত্যি নাকি?'

'তোমার কি ধারণা? তুমি মুখ খুললেই ওর বিপদ। ফাঁসীতে ঝোলা ছাড়া পথ নেই। তোমাকে সরিয়ে দেবার পথটাই শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে লাফার্টি।'

হাতের পিঠে চোয়াল ঘসছে ফেটারসান। 'এ কাজ ও করতে পারলো? ব্যাটা আস্ত শয়তান। ওর জন্যে কিনা করেছি আমি!'

'দয়ামায়ার বালাই নেই ওদের, ফেটারসান। যতক্ষণ ওদের কাজে লাগবে ততক্ষণই পাত্তা পাবে। কাজ শেষে তোমাকে লাথি মেরে তাড়াতেও কসুর করবে না। তুমি এমন একজন লোকের অনুগত, যে উদারতার অর্থ বোঝে না।'

'খাঁটি কথা বলেছো তুমি।'

কান খাড়া করে ব্যাঙের শব্দ শুনলো ফেটারসান। 'ময়দানে বেশ মজা হচ্ছে, তাই না ?'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো লোগান। ওকে বেরোতে দেখে উঠে দাঁড়ালো গার্ড। 'গোলাগুলির সম্ভাবনা আছে না ক ?'

'ওরকম কিছু একটা আশা করছি।'

'মজাটা ছ'চোখ ভরে দেখবো আমি,' শটগানটা শক্ত হাতে ধরলো লোকটা।

সামনের বড় বাড়িটার ঠিক পেছনেই জনসভার মাঠ। টুকিটাকি কথাবার্তা ভেসে আসছে। কাকে যেন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ওগিল্ভি ম্যাডোক। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলো লোগান। সান্তা-ফি'র কোন হোমরাচোমরা লোক বক্তৃতা দিচ্ছে। স্পষ্টভাবে কথা-গুলো শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ করেই লোগানের সম্বিত ফিরে এলো। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে এখন।

ভোজবাজীর মতো হঠাৎ কোরেই জেলখানার সামনে উদয় হলো লোকগুলো। সংখ্যায় প্রায় আটজন। সবার হাতে রাইফেল। সব-গুলো মুখই ওর চেনা। সেটেলমেন্টের পক্ষে বহুবার কাজ করতে দেখেছে এদের। ওদের উদ্দেশ্য বুঝে শংকিত হলো লোগান হারপার। এই মুহূর্তে লোগানই ওদের টার্গেট।

জেলের সামনে লোগানকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওরা। সম্ভবতঃ ছ'জন ঢুকেছে জেলখানায়।

পিছিয়ে এসে রাস্তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে পড়লো ও। মুখো-মুখী হলো ওদের। দূরত্ব মাত্র বাট গজ। হঠাৎ কোরেই ভয়-ডর সব মুছে গেলো ওর মন থেকে। অপেক্ষা সার্থক হয়েছে। লোগান জানতো ওরা আসবেই। কিন্তু ভাবেনি আটজনের শক্তিশালী দলের

বিরুদ্ধে একাই লড়তে হবে ওকে।

'আমাকে খুন করে কত টাকা পাবে ?' ছ' কদম এগিয়ে গেলো লোগান হারপার। 'বেশী হলে পঞ্চাশ ডলার। তার চেয়ে অতিরিক্ত টাকা দেবার ক্ষমতা জেড লাফার্টির নেই। আশা করি টাকা পয়সা অগ্রিম নিয়েই এসেছো।'

'মানে মানে জেলখানার চাবিটা দাও,' টট নামের লোকটা খেঁকিয়ে উঠলো। 'ছুঁড়ে দাও এদিকে।'

'আস্ত চটপটে কথা বলোনা টট। চারদিকে একটু নজর বুলিয়ে দেখ।'

'চাবি দাও।'

নিসপিস করছে লোগানের পেশীবহুল হাত। সুযোগ পেলে টটের ধড়টা ও ছুঁড়ে ফেলবে। এ ব্যাটাই দলের লিডার। আগে-ভাগেই ওকে সাবাড় করলে বাকীগুলো সটকে পড়বে।

পেছনে কারা যেন ছুটে আসছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ ওর কানে গেলো। কিন্তু ও পেছনে ফিরলো না। চোখও সরালো না। পায়ে পায়ে সামনে এগুলো। দূরত্বটা ক্রমশঃই কমছে ওদের। গোলাগুলি শুরু হলে নিজেদের গুলিতেই মরবে ওরা। পেছনের শব্দটা খুব কাছাকাছি শুনতে পেলো লোগান। শব্দটা ওর পরিচিত।

জনাছয়েক লোক নিয়ে ছুটে এসেছে রোসিতা আলভারেজ। সবার হাতে উইনচেস্টার।

'গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলে দাও। চালাকীর চেষ্টা করবে না,' ধমকে উঠলো লোগান হারপার।

ক্ষেপে উঠলো টট। 'কি বলতে চাও ?'

সাতটা উইনচেস্টার কক করার শব্দে চুপসে গেলো টট। গান-

বেল্ড ছুঁড়ে ফেললো মাটিতে। সবকটাকে জেলে ভরে বেরিয়ে এলো লোগান হারপার।

ঘোড়ার পিঠে অপেক্ষা করছে রোসিতা। লোগান এগিয়ে এসে দাঁড়ালো ওর পাশে। 'মিগুয়েল ওদের আসতে দেখেই খবর পাঠিয়েছে আমাকে। খবরটা শুনেই বুঝতে পারলাম তোমার বিপদ। কি আর করবো? তোমাকে উদ্ধার করতে লোকজন নিয়ে ছুটে এলাম।'

'বেশ করেছো।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে জরুরী কিছু কথাবার্তা সেরে ফেললো ওরা। জনসভার ময়দানে যাবে রোসিতা। ঘোড়ার পাশে হেঁটে হেঁটে এগুলো ও কিছুক্ষণ। সভা শেষ হলেই লাফার্টিকে গ্রেফতার করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এ ধকল কি সইতে পারবে বুড়োটা? সেন্ট ব্রেইন আর রামেরোর সাথে পরামর্শ করবে বলে মনে মনে ঠিক করে রাখলো। একটা প্রস্তাবও ওর মনে ধরলো। ওদের রাজী করিয়ে বাপ বেটিকে বাকবোর্ডে তুলে শহর ছাড়া করলে কেমন হয়?

বক্তৃতা মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছে লারসেন হারপার। পরিচয় পর্ব শেষ হলো এক সময়। গলা ঝেড়ে কথা শুরু করলো লারসেন। চমৎকার তেজী কণ্ঠস্বর ওর। স্পষ্ট উচ্চারণ। কথায় কোন বাগাড়ম্বর নেই। সবাই যেন ওর কত পরিচিত। আপন। একটার পর একটা সমস্যা ছুঁয়ে গেলো লারসেন। ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর ওর দৃঢ় আর জোরালো হতে লাগলো। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর সহজ সরল মুখের দিকে।

উঁচু বাড়ীটার সামনে সোজা রাস্তাটার উপর লোগান হাঁটছে। ময়দানে যাবার এটাই প্রধান সড়ক। হাঁটতে হাঁটতে লারসেনের কথা শুনছে। বড্ড ভালো লাগছে ওর কথাগুলো। কত সুন্দর ভাষায়

সমস্যাগুলো ফুটিয়ে তুলছে। গর্বে বুক ফুলে উঠলো লোগান হারপারের।

লারসেনের কথায় যেন যাদুর আমেজ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে অগুনিত লোক। এদেশ কি চায়? দেশ গড়ার জন্যে এই মুহূর্তে সবার কি করণীয়। সব বাধা তুচ্ছ করে কিভাবে এগুতে হবে, গড়ে তুলতে হবে একটা সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ।

হঠাৎ জনসভার এক কোণায় আটকে গেলো ওর চোখ। লাফার্টিকে দেখতে পেলো লোগান। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো ওর দিকে। হাত দু'টো নিসপিস করে উঠলো। বুড়োটার ধর টেনে উপড়ে ফেললে হয়তো পরানটা ঠাণ্ডা হতো। বুকের জ্বালাটা কমতো।

পায়ে পায়ে এগোচ্ছে লোগান হারপার। শরীরটা ফুলে উঠছে উত্তেজনায়। রাগে কাঁপছে ও।

জেড লাফার্টির মুখটা ফ্যাকাসে। রক্ত শূন্য। হতাশায় নুয়ে পড়েছে ওর দেহ। ওর প্রতিটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করে দিচ্ছে লোগান। নিজের ফেলা জালেই জড়িয়ে যাচ্ছে লাফার্টি। লোগানকে এগিয়ে আসতে দেখে মৃত্যুভয়ে কেঁপে উঠলো ওর অন্তরাত্মা। সভয়ে পিছিয়ে গেলো।

'শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাও, লাফার্টি। নতুবা তোমাকে আমি ফাঁসিতে লটকাবো, কুকুরের মতো গুলী করে মারবো।' উন্মাদের মতো চীৎকার দিয়ে উঠলো লোগান হারপার। 'তোমার কুকীর্তির সব প্রমাণ এখন আমার হাতের মুঠোয়। এক ঘণ্টা সময় দিলাম যদি বাঁচতে চাও, ভাগো।'

'ঠিক আছে, জুলিকে নিয়ে আমি এখনই চলে যাচ্ছি।' কোনমতে ঢোক গিলে বললো লাফার্টি।

ময়দান ছেড়ে ধীরে ধীরে ওর চলে যাওয়াটা দেখলো লোগান।

লোগান আবার ফিরে এলো বড় রাস্তায়। তরতাজা সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। সে আলোয় সামনে তাকাতেই দেখতে পেলো ম্যাট গিলেমকে। প্রধান সড়কের শেষ প্রান্ত থেকে হেঁটে হেঁটে ময়দানের দিকে এগিয়ে আসছে।

গতি শ্লথ করলো লোগান। ম্যাটের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'হ্যালো ম্যাট ?'

'লোগান, ওকে খুন করতে এসেছি আমি। পথ ছেড়ে দাঁড়াও।'

'ওকে ভবিষ্যৎ গড়তে দাও ম্যাট, পথ আগলে দাঁড়ালো লোগান হারপার। 'ওকে গড়ে পিঠে মানুষ করেছো তুমিই। তোমার জন্যেই লারসেনের জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তিলে তিলে গড়ে তোলা প্রাসাদটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিওনা, ম্যাট।'

লোগানের কথা গায়ে মাখলো না ম্যাট গিলেম। মুখোমুখি দাঁড়ালো ওরা।

'ওকে আমি খুন করবোই। বাধা দেবার সাধ্যি নেই কারও।'

প্রচণ্ড জেদ নিয়ে কথা বলছে ম্যাট গিলেম। খুনের নেশায় ও অন্ধ। নিজে খুন না হওয়া পর্যন্ত খুন করেই যাবে।

এতো সেই লোক যে খুন করেছে ড্রুরাংগো কিড, এড ক্রাই আর চিকো জ্রুজকে। জ্রুজতো গুলী করার সময়ও পায়নি।

'পথ ছাড়ো লোগান,' চীৎকার করে উঠলো ম্যাট গিলেম, 'তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার। আমি—'

লোগান বুঝলো প্রয়োজনে ওকেও খুন করতে দ্বিধা করবে না ম্যাট। লোগান কি মরে যাবে ? নিশ্চিত মৃত্যু দেখে যেন হাতছানি

দিয়ে ডাকছে ওকে।

কিন্তু এমন হলে তো ম্যাটকেও বাঁচতে দেয়া যায় না। বাঁচার কোন অধিকারও ওর নেই। নিরুপদ্রব ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুক লারসেন। জীবনের বিনিময়ে ওর সব প্রতিবন্ধকতা উপড়ে ফেলবে লোগান।

রাস্তার মাঝখানে ওরা দুজন মুখোমুখী। আশেপাশে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই।

'ম্যাট,' বললো লোগান, 'মনে আছে পাহাড়ের সেই বিকেলের কথা, যখন···।'

গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। মুখে নোনতা স্বাদ। ম্যাটের শার্টের বোতামগুলো খোলা। লোগান ওর প্রশস্ত বুক আর গানবেল্ট দেখতে পেলো। সামনে টেনে রেখেছে হ্যাট। মুখটা ভাবলেশহীন।

ম্যাট গিলেম। লোগানের এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অথচ এখন অপরিচিত আগন্তুকের মতো ওরা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে।

'সরে দাঁড়াও লোগান। লারসেনকে আমি খুন না করে ফিরবো না।'

সহজ শান্ত ওর কণ্ঠস্বর। যে লোক ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, বই দিয়েছে, জীবন সংগ্রামে সাথী হয়েছে—তাকে কি লোগান আঘাত করতে পারবে ?'

'কি অন্যায় করেছে লারসেন ?' দৃঢ়তা প্রকাশ পেলো লোগানের কণ্ঠে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো ম্যাট গিলেম। মুহূর্তে ওর ভ্রূর ইচ্ছা বুঝে ফেললো লোগান। নিজেও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

পিস্তল স্পর্শ করলো ওর হাত। ততক্ষণে ম্যাটের পিস্তল উঠে এসেছে ওর হাতের মুঠোয়। তীক্ষ্ণ চোখ খুঁজছে ওর শরীর।

গুড়ুম। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় গর্জে উঠলো লোগানের পিস্তল। গোলাপী আভার সাথে একঝলক ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আরও এক কদম এগিয়ে এসে দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়লো লোগান হারপার।

পিস্তল তাক করে ওকে দেখছে ম্যাট গিলেম। ট্রিগারে হাত কাঁপছে ওর। নিজেকে সংযত করে ট্রিগার টিপে ধরলো ম্যাট গিলেম। লোগানের কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো তপ্ত বুলেট। হ্যামারটা আবারো কক করলো লোগান। ওর বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার চেপে ধরলো।

ম্যাট গিলেম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কতক্ষণ। হাতটা ক্রমশঃ নীচে নেমে এলো। অবাক বিস্ময়ে ম্যাট তাকিয়ে রইলো লোগানের মুখের দিকে।

ম্যাটের চোখে এক অদ্ভুত চমক। কয়েক পা এগিয়ে এলো ওর দিকে। হাত খসে পিস্তলটা গড়িয়ে পড়লো। হাত বাড়াতেই গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

ধুলোবালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো ম্যাট গিলেম। ব্যথায় কুঁকড়ে উঠলো সারা শরীর। একটু পাশ ফিরে লোগানকে দেখলো করুণ দৃষ্টিতে।

হুঁশ পেয়ে ছুটে এলো লোগান। হাঁটু ভাঁজ করে ওর পাশে বসে পড়লো। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলো ওর হাত।

'লোগান···, আমি ··· আমি···,' একটা কর্কশ ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে এলো শুধু। রক্তের ছোপে লাল ওর শার্ট।

'বইগুলো,' ফিসফিসিয়ে ওকে বললো ম্যাট গিলেম, 'বইগুলো তুমি নিয়ে নিও।'

ওর হাত জাপটে ধরে মরে গেলো ম্যাট গিলেম। লোগান চোখ তুলে তাকালো। চারদিক লোকে লোকারণ্য। ছুটে এসেছে লারসেন

হারপার। ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো রোসিতা আলভারেজ।

ভীড়ের মাঝখানে লাফার্টিকে দেখে উঠে দাঁড়ালো লোগান।

হাতছুটো নিসপিস করে উঠলো ওর। বুড়োটার মুণ্ডুটা টেনে উপড়ে ফেললে হয়তো শান্তি পেতো। বুকের জ্বালাটা কমতো।

ভীড় ঠেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো লোগান হারপার। উত্তেজনায় শরীরটা ফুলে উঠছে। রাগে কাঁপছে সারা শরীর।

রক্তশূন্য মুখটা তুলতে পারলো না জেড লাফার্টি। অপরাধ বোধটা এই প্রথম ওর শরীরে ভর করলো। লোগানকে এগিয়ে আসতে দেখে মৃত্যুভয়ে কেঁপে উঠলো ওর অন্তরাত্মা। সভয়ে পিছিয়ে গেলো।

'শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে,' উন্মাদের মতো চীৎকার করে উঠলো লোগান হারপার। 'এক ঘণ্টা সময় দিলাম। যদি না যাও, কুকুরের মতো গুলী করে মারবো। মনে রেখো।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই জুলিকে নিয়ে দ্রুত শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো জেড লাফার্টি।

লোগানের পাশে এসে দাঁড়ালো লারসেন হারপার। 'ফাইটটা কিন্তু আমার ছিলো।'

'না, ফাইটটা আমারই। শুরু থেকেই ও জানতো যুঝতে হবে আমার সাথেই। ফেরী ম্যানডার্সও সেটা আন্দাজ করেছিলো।'

এমন সময় ভীড় ঠেলে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে। অপূর্ব সুন্দরী। পরনে হাল্কা গোলাপী স্কার্ট। যেন ওর গালের গোলাপী আভার সাথে ম্যাচ করে পরা। মাথায় ফারের ধবধবে সাদা হ্যাট। টানা বড় বড় দুটো নীল চোখে ক্লান্তির ছায়া।

'আমি মিস ···। ··· থেকে এসেছি। আপনারা আমার চিঠি

পেয়েছেন নিশ্চয়ই।'

ওহ্, হ্যাঁ দেরীতে হলেও আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনিই সেই —,' লোগানের কণ্ঠে বিস্ময়।

'আপনাদের বদান্যতায় স্বর্ণমুদ্রাগুলো পেয়েছিলাম বলেই লেখা-পড়া শিখতে পেরেছি। সম্মানের সাথে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি।'

লারসেনের সাথে মেয়েটাকে পরিচয় করিয়ে দিলো লোগান। 'লারসেন হারপার। যার একান্ত প্রচেষ্টায় স্বর্ণমুদ্রাগুলো পাঠানো সম্ভব হয়েছিলো। চলুন, আমরা অফিস ঘরে গিয়ে বসি।'

যেতে যেতে ভাবছে লারসেন, আজ কি ওর আনন্দ, না বেদনার দিন?

মোরার পুব পাশে উঁচু পাহাড়টায় ঘর বানিয়েছে লোগান হারপার। রোসিতাকে নিয়ে ওর সুখের সংসার। ষাট একর জমি নিয়ে গড়ে তুলেছে বিরাট এক র‍্যাঞ্চ। অগুনতি গরু চরে বেড়াচ্ছে ঐ বিশাল প্রান্তরে।

স্টেট সিনেটর নির্বাচিত হয়েছে লারসেন হারপার।

মাঝে মধ্যেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায়। টেনেসির পাহাড় থেকে সান্তা ফির' বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মরুভূমি, গিরিখাত আর বন গরুর পেছনে ছুটন্ত একদল সাহসী তরুণ।

মোরায় সেদিনের লড়াইটা লোগান হারপারের শেষ ড্র। আর কোনদিন পিস্তল ধরেনি ও।

ধরবেও না।

শেষ।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com